

শ୍ରীରାଘଚରିତ ଯାନସ

ଗୋସ୍ୱାମୀ ଭୁଞ୍ଜସିଦାସ

ବାଲକାଠ ଓ ଅଯୋଧ୍ୟାକାଠ

ଅଧ୍ୟାପକ ଶିବପ୍ରସାଦ ଗଞ୍ଜୋପାଧ୍ୟାୟ କର୍ତ୍ତୃକ

ବଙ୍ଗାଳୁବାଦ

ବସୁନ୍ଧରୀ-ସାହିତ୍ୟ-ମନ୍ଦିର

୧୬୬ ନଂ ବହୁବାଜାର ଟ୍ରୀଟ, କଲିକାତା ୧୧

প্রকাশক ও মুদ্রাকর
ত্রীশশিষ্য দত্ত
বসুমতী প্রেস, কলিকাতা

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা		অবতার-গ্রহণের কারণ	৪৮
গোবিন্দী তুলসীদাসের সংক্ষিপ্ত জীবনী		নারদের অহংকার ও যারার প্রভাব	৫৩
স্তম্ভপত্র		বিশ্বমোহিনীর স্বয়ম্বর, নারদের মোহ-ভঙ্গ	৫৫
বালকাণ্ড		মহু-শতরূপা-কাহিনী	৫৯
মঙ্গলাচরণ	১	প্রভাপত্নীর উপাখ্যান	৩৬
গুরু-বন্দনা	২	রাবণ প্রভৃতির জন্ম	৭১
খল-বন্দনা	৩	পৃথিবী ও দেবগণের প্রার্থনা	৭৪
সন্ত-অসন্ত-বন্দনা	৫	ভগবানের বরদান	৭৫
তুলসীদাসের দীনতা ও রাম-ভক্তিময়ী		রাজা দশরথের পুত্রোৎসব	৭৬
কবিতার মহিমা	৬	ভগবানের আবির্ভাব ও বালালীলা	৭৭
কবি-বন্দনা	৯	মহর্ষি বিশ্বামিত্রের দশরথ-সমীপে আগমন	৮২
বাল্মীকি, বেদ, ব্রহ্মা, দেবতা, শিব-ভূগা		বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ রক্ষা	৮৩
আদির বন্দনা	৯	অহল্যা উদ্ধার	৮৪
সীতারাম-ধাম প্রভৃতির বন্দনা	১০	শ্রীরাম লক্ষণ সহিত বিশ্বামিত্রের	
শ্রীরাম-বন্দনা ও নাম-মহিমা	১১	জনকপুরী গমন	৮৫
শ্রীরাম-গুণ ও রাম-চরিত্রের মহিমা	১৬	শ্রীরাম-লক্ষণকে দেখিয়া জনকের প্রেমমগ্নতা	৮৬
রামচরিত মানস বিরচনের ভিত্তি	১৮	শ্রীরাম-লক্ষণের জনকপুরী সন্দর্শন	৮৭
রামচরিত মানসের রূপক ও মাহাত্ম্য	১৮	পুষ্প-বাটিকা ভ্রমণ ও সীতাকে প্রথম দর্শন	৯০
যজ্ঞবল্ক্য-ভরদ্বাজ-সংবাদ ও প্রয়াগ-মাহাত্ম্য	২২	সীতার পার্শ্বসী পূজা	৯৩
সতীর ভ্রম, রামের মাহাত্ম্য ও সতীর খেদ	২৩	শ্রীরাম-লক্ষণ সহিত বিশ্বামিত্রের যজ্ঞশালা	
সতীর দক্ষ-যজ্ঞে যাত্রা	২৮	প্রবেশ	৯৫
সতীর দেহ-ত্যাগ	২৯	সীতার যজ্ঞশালা প্রবেশ	৯৭
পার্বতীর জন্ম ও তপস্তা	৩০	বন্দীগণের জনক-প্রতিজ্ঞা ধোঁওনা	৯৮
শিবকে পুনরায় বিবাহ করিতে রামের অমুরোধ	৩৩	রাজাগণের ধনুক উত্তোলনে অক্ষমতা ও	
সন্ত-ঋষির উমাকে পরীক্ষা	৩৪	জনকের হতাশা-স্বেচক বচন	৯৯
অমরভদ্র	৩৬	লক্ষণের ক্রোধ	৯৯
রক্তিকে শিবের বরদান	৩৮	হরধনু ভঙ্গ	১০০
দেবগণের প্রার্থনা	৩৮	সীতার শ্রীরামকে জরমালা দান	১০৩
শিব-বিবাহের শোভাযাত্রা	৪০	পরশুরাম সংবাদ	১০৫
শিব-বিবাহ	৪১	দশরথের নিকটে জনকের দূত প্রেরণ	১১১
শিব-ভূগা-সংবাদ	৪৫	বরবাজীর জনকপুরে আগমন ও বাগতাদি	১১৮

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সীতা-রাম পরিণয় ও বিদায়	১২০	ভরত-কৌশল্যা-সংবাদ ও দশরথের	
রুক্মাঙ্গীর অযোধ্যায় প্রত্যাগমন ও		অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া	২০৩
অযোধ্যায় আনন্দ	১৩৫	বশিষ্ঠ-ভরত-সংবাদ	২০৫
শ্রীরাম-চরিত কথ্য শ্রবণ-কথনের মহিমা	১৪১	অযোধ্যাবাসীর সহিত ভরত-শত্রুঘ্নের	
		চিত্রকূট গমনের আয়োজন	২১০
১১ অযোধ্যাকাণ্ড		সকলের চিত্রকূট গমন	২১২
মহালাচরণ	১৪৩	গৃহকের শঙ্কা ও সাবধানতা	২১২
রাম-রাজ্যাভিষেকের আয়োজন	১৪৪	ভরত-গৃহক মিলন	২১৩
কৈকেয়ী-মহারা-সংবাদ	১৪৭	ভরতের প্রয়াগে গমন ও ভরত-ভরদ্বাজ-সংবাদ	২১৭
কৈকেয়ীর ক্রোধাগারে গমন	১৫১	ভরদ্বাজ মুনির আতিথ্য	২১৮
দশরথ-কৈকেয়ী-সংবাদ	১৫১	ইন্দ্র-বৃহস্পতি-সংবাদ	২২২
শ্রীরাম-কৈকেয়ী-সংবাদ	১৫৭	চিত্রকূটের পথে ভরত	২২৩
শ্রীরাম-দশরথ সংবাদ	১৫৯	সীতার স্বপ্ন দর্শন, ভরতের আগমন সংবাদ	২২৫
শ্রীরাম-কৌশল্যা-সংবাদ	১৬২	শ্রীরামের লক্ষণকে বুঝান' ও	
জানকী-শ্রীরাম-সংবাদ	১৬৪	ভরতের গুণ-কীর্তন	২২৮
শ্রীরাম-কৌশল্যা-সীতা-সংবাদ	১৬৯	ভরতের মন্দাকিনী স্নান, মিলন, শ্রীরামের	
শ্রীরাম-লক্ষণ-সংবাদ	১৬৯	পিতৃ-শোক ও শ্রাদ্ধ	২২৮
লক্ষণ-সুমিত্রা-সংবাদ	১৭০	বনবাসিদিগের অতিথি-সৎকার,	
শ্রীরামের দশরথ সমীপে বিদায় গ্রহণ	১৭১	কৈকেয়ীর অমুতাপ	২৩৪
শ্রীরামের বন-গমন	১৭৩	বশিষ্ঠ মুনির অভিভাষণ	২৩৫
শ্রীরামের পূর্বে আগমন ও নিষাদের সেবা	১৭৫	শ্রীরাম-ভরতাদি-সংবাদ	২৩৬
লক্ষণ-নিষাদ-সংবাদ, শ্রীরাম-সুমন্ত্র-সংবাদ,		জনক রাজার চিত্রকূটে আগমন ও মিলন	২৪১
সুমন্ত্রের প্রতিগমন	১৭৬	কৌশল্যা-সুনয়না-সংবাদ	২৪৫
পাটনীর ভক্তি, শ্রীরামের গঙ্গা-উত্তরণ	১৮০	জনক-সুনয়না-সংবাদ, ভরতের গুণ-কীর্তন	২৪৭
প্রয়াগে আগমন, ভরদ্বাজ-সংবাদ	১৮২	জনক-বশিষ্ঠাদি-সংবাদ	২৪৮
তপস প্রকরণ	১৮৪	ইন্দ্রের দুর্ভাবনা	২৫০
যযুনাতে প্রণাম, বনবাসিদের ভক্তি	১৮৫	শ্রীরাম-ভরত-সংবাদ	২৫০
শ্রীরাম-বান্দীকি-সংবাদ	১৮৯	ভরতের চিত্রকূট-ভ্রমণ	২৫৪
শ্রীরামের চিত্রকূটে অবস্থান	১৯২	শ্রীরাম-ভরত-সংবাদ, ভরতের বিদায় গ্রহণ	২৫৬
সুমন্ত্রের অযোধ্যা-প্রত্যাগমন	১৯৫	ভরতের অযোধ্যা প্রতিগমন ও	
দশরথ-সুমন্ত্র-সংবাদ, দশরথ-মরণ	১৯৭	নন্দিগ্রামে অবস্থান	২৫৮
বশিষ্ঠ মুনি ভরতকে আনিতে দূত প্রেরণ	২০০	ভরত-চরিত্র-শ্রবণের মাহাত্ম্য	২৬১
ভরত-শত্রুঘ্নের অযোধ্যা প্রত্যাগমন	২০১	নিষ্পত্তি	

ভূমিকা

গোষ্ঠায়ী তুলসীদাস কৃত রামচরিত মানস (সাধারণের নিকটে যাহা 'তুলসীদাসী রামায়ণ' নামে পরিচিত), এক পরম উপাদেয় গ্রন্থ। এই এক গ্রন্থ হইতে যে উপকার পাওয়া যায়, একাধারে তত জ্ঞান ও তত আনন্দলাভ অল্প গ্রন্থ হইতেই সম্ভব। কোন বিষয় হইতে আনন্দলাভ করা অসম্ভব ব্যক্তি-বিশেষের অধিকারের উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করে; কিন্তু জ্ঞান-লাভ যে-কেহ করিতে পারে। ধর্মনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, জীবন-যাপন প্রণালী, আত্মীয় স্বজন, গুরুজন ও কনিষ্ঠদের প্রতি ব্যবহার, পরমার্থ তত্ত্ব,—এক কথায় এমন কোন বিষয়ই নাই, যাহা এ গ্রন্থ হইতে শিক্ষা করা যায় না। কাব্য হিসাবে ইহা যে-কোন কাব্যের সহিত সমান আদর লাভ করিতে পারে। ইহাতে বর্ণনা এত প্রাণমুগ্ধকর, উপমা এত সুন্দর ও সম্পূর্ণ, ভাষা এমন যাক্ষিত অথচ সরল যে, এক কথায় ইহার সব ঐশ্বর্য বলিয়া প্রকাশ করা অসম্ভব। এই গ্রন্থ বারবার পাঠ করিতে হয়,—তন্ময় হইতে হয়,—তবে ক্রমে ক্রমে ইহার রস অশ্রুত হইতে থাকে। সে রস কেবল উপভোগেরই সামগ্রী। অনেকের মতে উপমাঞ্চল ঐশ্বর্যে কাঙ্ক্ষিদাসের পরেই নাকি তুলসীদাসের আসন। কে উচ্ছে, কে নীচে, ইহা লইয়া তর্ক কল্পনা ইহাদের কাণ্ড, তাঁহারা ইহা তাহা লইয়া থাকুন; আমরা তাহাতে সময়ের অপব্যবহার করিতে চাহি না; কারণ কোন লাভ নাই; তবে এ কথা সম্পূর্ণ নির্ভয়ে বলিতে পারা যায় যে, উপমায় তুলসীদাসের প্রতিদ্বন্দী বড় বেশী নাই। একটি উপমা উদ্ধৃত করিতেছি; এমন বহু উপমা আছে।

রাম সীতার বিরহে কাতর হইয়া যখন বনে বনে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছেন, তখন বসন্ত ঋতুর পূর্ণ বিকাশ কাল। রামের মনে হইল, তাঁহাকে সজ্জিহীন,—একাকী পাইয়া, মদন চকুরঙ্গ অনীকিনী সহ আক্রমণ করিতে উত্তম হইয়াছেন। লক্ষণকে সন্ধান করিয়া ত্রীরাশচন্দ্র তখন বলিতেছেন :—

“মধুর বসন্ত ঋতু হের মন-বিমোহন।	প্রিয়ার বিরহে মোর ভীতি করে উৎপাদন॥
বিরহে বিকল	বলহীন অতি একা মোরে তার জানা।
মধুপ কানন	বিহগেরে ল'য়ে কাম দিল তাই হানা॥
দেখে' গেলু' দূত	ভ্রাতা সনে মোরে সংবাদ লভি তার।
স্বরসি' যেন	আপন বিপুল বাহিনী স্থাপিল মার॥”

যখনই মদন বৃষ্টিতে পান্নিল রাম একা নহেন, বীরাগ্রগণ্য লক্ষণ তাঁহার সঙ্গী রহিয়াছেন, তখনই যেন সে স্তম্ভকটা সাবধান হইয়া নিজ গৈরিকের অগ্রগমন স্থগিত রাখিয়া ঐ স্থানেই শিবির সংস্থাপন করিল। সে শিবির এইরূপ :—

“বিশাল পাদপ হ'তে বুলি'ছে ব্রততী যত।	কতই শিবির তথা হইল যেন রচিত॥
উড়ি'ছে পতাকা ধ্বজা যতেক কদলী ভালে।	বীরভা বাহীর মনে লে কতু নাড়িক উল্লসে চালে॥
থ'রেছে বিবিধ ফুল নানাজাতি তরুদলে।	যেন তীরস্রোত বহু আশুলিছে বশিষ্ঠলে॥
হেথা হোথা মনোহর তরুদল শোভা পায়।	গুণক ছাউনি যেন কোনকোন বীর-ছায়॥
কোকিল-কূজন যেন মত্ত বারণ-রব।	ডাহক কোকিল উঠে অশ্রুতর যেন সখ্য॥
ময়ূর চকোর শুক কপোত ময়ালচয়।	এরা যেন মনোজের মহাতেজ রণ-হয়॥

ভিত্তির বটের যত পদাতিক সেনাগণ।
 রথ ধরাধর শিলা ছন্দুতি নিষ্পন্ন।
 মধুকর-গুণগুণ তুরী আর ভেরী-হেন।
 চতুঃপদ অনীকিনী সাথে ল'য়ে আপনার।
 মীন-কেতনের এই সেনা করি' দরশন।

ক'ব কত অনঙ্গের বাহিনীর বিবরণ।
 চাতক বন্দী গায় গুণচর নিরন্তর।
 তিন বিধ সমীরণ মদনের দূত যেন।
 রণে আবাহন করি' বিচরণ করে মার।
 যে পারে ধরিতে ধীর প্রতিষ্ঠা লভে সে জন।”

রাবচরিত মানস ভক্তির অনন্ত উৎস। এ পথের পথিক বাঁহারা, তাঁহারা ইহাতে অনির্কচনীর
 রস পাইয়া থাকেন। হিন্দীভাষা ভাষী ভারত তুলসীদাসে মাতোয়ারা। তুলসীদাস বলিয়াছেন, নিজের
 হৃদয়ের তৃপ্তির জন্যই তাঁহার চলিত ভাষায় এ গ্রন্থ প্রণয়ন করা।

“অনেক পুরাণ বেদ শাস্ত্র-সম্মত কথা।
 অস্ত্র হ'তেও কিছু রঘুনাথ-গুণ গাথা।

রামায়ণে বিবরিত নিজ হৃদি-সুখ তরে।
 যজ্ঞ ভাষায় অতি তুলসী রচনা করে।”

তুলসীদাস বলিয়াছেন বটে যে, মাত্র তাঁহার নিজ-হৃদি সুখের জন্যই তাঁহার এ প্রয়াস; কিন্তু
 কাব্যত: তিনি শুধু আপনার হৃদয়ের আনন্দ-বিধানই করেন নাই, সঙ্গে সঙ্গে বহু নাম-প্রেমিকের হৃদয়ই
 অনাবিল প্রেমের স্রোতে ভাসাইয়াছেন। গ্রন্থ রচনা করিবার সময়ে তুলসীদাসের মনে একটু কুষ্ঠা
 ছিল,—হরত সুধী-সমাজ এই চলিত ভাষায় বিরচিত গ্রন্থকে আদরের চক্ষে না দেখিতে পারেন।
 তাই কতকটা সঙ্কোচের সঙ্গেই বলিতেছেন,—

“একে ভ' ভাষায় রচা বুদ্ধিহীন আমি তা'তে। হাসি-যোগ্য এ রচনা দোষ নাহি সে হাসিতে।”

কিন্তু তাঁহার মনে অটুট বিশ্বাস যে, রচনা গুণ-বর্জিত হইলেও, তাহাতে এমন এক মহা গুণ আছে
 যে, শুধু তাহারই জন্য স্নেহে ও রস গ্রহণ করিবে :—

“আছে এতে রঘুপতি শ্রীরাম-নাম উদার।
 শুভের নিলয় ইহা সকল ছুরিতহারী।

অতীত পাবন বাহা বেদ পুরাণের সার।
 ভবানী সহিত যা'রে অপেন ত্রিপুর-অরি।”

তাঁহার মন এই বলে, যে রচনায় রাম-নামের গুণ-কীর্তন নাই, সে কবিতা যদি কবি-কুলচূড়া-
 বিরচিতও হয়, তবু তাহাও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। তাই তিনি বলিতেছেন,—

“বদিও কবিত্ব-রস কথা-লেশ এতে নাই।

শ্রীরাম-প্রভাপ তবু আছে তরা সব ঠাই।

* * * * *

বটে এ কবিতা মন্দ কথিত-বিষয় ভাল।

রাম-কথা সাথে বাহা মহা ধরা-মঙ্গল।”

রাম রূপের বর্ণনা করিয়া তুলসীদাসের মন শান্তি মানে নাই। তাই বখনই অবকাশ
 পাইয়াছেন, তখনই রামের রূপবর্ণনায় তিনি হৃদয়ের সমস্ত ভক্তি উজাড় করিয়া দিয়াছেন। হরত কাব্য
 হিসাবে ইহাতে কোনকোন স্থলে এক কথার পুনরুক্তি করার দোষ হইয়াছে। কিন্তু কোন ভক্তই
 তাহা গ্রাহ্য করিবেন না। তুমিকা দীর্ঘ হইবার ভয়ে অতি কষ্টে উৎকৃষ্ট অংশ সকল উদ্ধৃত করিবার
 লোভ সম্বরণ করিতে হইল। রসগ্রাহী পাঠকগণ গ্রন্থমধ্যে ইহার আশ্রয় ভূরি ভূরি পাপ্ত হইবেন।

উত্তরকাণ্ডে রাবচরিত মানসের মধ্যে সর্ববাদিসম্মত শ্রেষ্ঠ অংশ। তুলসীদাসের বত কিছু
 গভীরতার সমাবেশ এই উত্তরকাণ্ডে। তাহাতে ভক্তি ও জ্ঞানের যে সমন্বয় রহিয়াছে, তাহা পাঠ
 করিয়া, পরমার্ঘ্যক্ষেত্রে তুলসীদাসের স্থান কোথায় তাহা শুধু অহুমান করা যায়।

যদিও রামচরিত মানস মূল সংকৃত রামায়ণেরই মস্ত সপ্ত কাণ্ডে সমাপ্ত, তথাপি ইহা মূল হইতে বিভিন্ন। তুলসীদাসী রামায়ণে সপ্ত খণ্ডের ভিতর, সীতার বনবাস হইতে আরম্ভ করিয়া, সীতার পাতাল-প্রবেশ, লক্ষণ-বর্জন,—এ সকল ঘটনা সন্নিবিষ্ট নাই। গ্রন্থের আরম্ভ হইতে রাবণবধের পর রামাদির অযোধ্যার প্রত্যাগমন পর্যন্ত রামচন্দ্রের যে মহান্ চরিত্র রামায়ণে ফুটিয়া উঠিয়াছে, সীতার বনবাস হইতে সে মহানতা যে ম্লান হইয়াছে, তাহা সকলকেই মানিতে হইবে। 'বুঝি তুলসীদাসের ভক্ত-হৃদয় ইষ্ট-দেবতার এই চিত্র কল্পনা করিতেও প্রাণে ব্যথা অনুভব করিয়াছে। তাই তিনি উত্তরকাণ্ডে,—

“লব-কুশ স্কুমার কুমার জানকী পা'ন।

ধাঁদের চরিত করে বেদ-পুরাণেতে গান॥

হু'য়ে অগ্রগণ্য বীর বিনয়ী স্কুণ্ডাকর।

যেন শ্রীহরির দুই প্রতিকরণ মনোহর॥

প্রতি তাই লভিলেন দুই দুই স্কুমার।

তাঁ'রাও সকলে শীল রূপ আর গুণাধার॥”—

এই বলিয়া শ্রীরাঘবের আধ্যাত্মিক যবনিকা টানিয়া দিয়াছেন। রামচরিত মানসের কোন কোন সংস্করণে লব-কুশ কাণ্ড নামে এক অষ্টম কাণ্ড সন্নিবিষ্ট আছে। জানি না তাহা প্রকৃতই তুলসীদাসের কি না; সপ্তকাণ্ড রামায়ণ শেষ করিবার পর আবার তিনি অষ্টম খণ্ডের অন্ত লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন কি না। তবে ভক্তের মন দিয়া রামচন্দ্রকে দেখিতে হইলে বলিতেই হইবে যে, যেমন ভাবে সপ্তকাণ্ডে তুলসীদাস রামায়ণ শেষ করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার অন্তরের রাম-ভক্তি আরও দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। নিজ ইষ্ট-দেবতার আদর্শকে কোন্ ভক্ত প্রাণ ধরিয়া ম্লান করিতে চায়? মূল হইতে পথান্তর গমনের সাহস তুলসীদাসের ছিল। তাই বুঝি বা তিনি ভক্তিতে স্বাত্মিক হইতেও মহান্।

* * * * *

অপরূপ প্রাচীন গ্রন্থ সকলের মত রামচরিত মানসেরও বিভিন্ন সংস্করণে স্থানে স্থানে পাঠান্তর, প্রসিদ্ধ প্রভৃতি আছে। তাই এই অনুবাদ কেবল এমন একখানি গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াই করা হইয়াছে, এবং ইহাতে সন্নিবেশিত পাদটীকা,—এমন কি তুলসীদাসের সংক্ষিপ্ত জীবনী পর্যন্ত, এমনই দৃষ্টি হইতে লগ্ন হইয়াছে, বাহ্যকে অমাণ্য বলিয়া ধরা যাইতে পারে। এই গ্রন্থ যে হিন্দী গ্রন্থের অনুবাদ, তাহা গোরক্ষপুর হইতে প্রকাশিত “কল্যাণ” নামক হিন্দী মাসিক পত্রের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত। ‘কল্যাণ’ মাসিক পত্রিকা অন্তান্ত বহু মাসিকের মত ব্যবসায়-বুদ্ধি প্রাণোদিত হইয়া পরিচালিত নহে, তাঁহাদের উদ্দেশ্য অতি মহৎ। তাঁহারা বহু পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়া নিম্নলিখিত রামচরিত্র-মহিমা প্রচারের সঙ্কল্পে যে সংস্করণ প্রণয়ন করিয়া, সংসামান্য মূল্যে সাধারণের মধ্যে বিতরণ করিয়াছেন ও এখনও করিতেছেন, এই-অনুবাদ দ্বারা বাংলা-ভাষা ভাবীদের মধ্যে তাঁহাদের সেই মহান্ উদ্দেশ্যের প্রসার কল্পে অন্ততঃ অতি সামান্য সহায়তাও করা হইবে মনে করিয়া নিজেদের ধন্ত মনে করিতেছি। পক্ষপাত শূন্য হইয়া অকপটে বলিতেছি,—এ হেন গ্রন্থ যদি আজ বঙ্গের আবাল-বৃদ্ধের হস্তে গিয়া পৌঁছায় এবং অপরূপ হিন্দী-ভাষা ভাবী প্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের মত বঙ্গীয় বিশ্ববিদ্যালয়েরও পাঠ্য-মধ্যে যদি এ গ্রন্থের অংশ বিশেষ স্থান লাভ করে, তবে তাহাতে সকলেরই উপকার অবধার্য; তাহাতে বঙ্গীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৃতই মাহুগঠন কবিত্তে সাহায্য করিবেন; এবং যে যে গুণের জন্ত ভারত, ‘ভারত’, সেই সেই গুণের সন্ধান সকলেই ইহাতে অনুসন্ধান পাইবেন।

এইবার গ্রন্থের ছন্দ সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলা বাইতেছে। এই গ্রন্থে সংক্ৰান্ত শ্লোক ব্যতীত চৌপাই, দোহা, সোরঠা ও ছন্দ :— এই চারি প্রকার ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে ; তাহার মধ্যে প্রধানতঃ চৌপাই (চতুশ্রী) ও দোহাতেই গ্রন্থ লিখিত। প্রত্যেক কাণ্ড একটি করিয়া সংক্ৰান্ত শ্লোক দিয়া আরম্ভ করা হইয়াছে। ইহাতে রাম, সীতা, হনুমান, মহাদেব, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণের স্তব আছে ; তাহার পর একটি সোরঠা ; তাহার পরে চার পাঁচটি করিয়া চৌপাই ও একটি করিয়া দোহা পর্যায়ক্রমে চলিয়াছে। এই ভাবে গ্রন্থে ছন্দ বৈচিত্র্যের সাহায্যে অভিনব বজায় রাখা হইয়াছে। কোথাও কোথাও দোহার স্থানে সোরঠা, এবং কখনও বা দোহা ও সোরঠা দুই-ই দেওয়া হইয়াছে। "ছন্দ" সব স্থানে ব্যবহার করা হয় নাই। যে পরিস্থিতিতে তুলসীদাসের মনে ভাব উদ্ভেল হইয়া উঠিয়াছে, কেবল সেই সেই স্থানেই তিনি ইহার প্রয়োগ করিয়াছেন। মূল হিন্দী গ্রন্থে যে স্থানে যে ছন্দ আছে, এই অনুবাদেও তাহার অনুরূপ ছন্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহার অন্ত হিন্দী "সোরঠার" অনুরূপ একটি ছন্দের সৃষ্টি করিয়া তাহার "সোরঠা" নাম দেওয়া হইয়াছে।

চৌপাইয়ের উদাহরণ :—

তন সকেচ মন।	পরম উছাহ।	গৃঢ় প্রেম লখি।	পরই ন কাহু ॥
জাই সমীপ।	রাম ছবি দেখি।	রহি অমু কুঅরি।	চিত্র অবরেনী ॥

ইহাতে দীর্ঘস্বর ও ব্রহ্মাক্ষরে সাধারণতঃ দুই মাত্রা ধরিয়। লইয়া গঠিত হয় : (তবে অনেক স্থলে ব্যতিক্রমও দৃষ্ট হয়) : ইহার অনুবাদ এই ভাবে করা হইয়াছে :—

সকেচ-স্তরা তমু।	বড় উৎসাহ মনে।	গোপন প্রণয় কারো।	নাহি আসে দরশনে ॥
রামের সমীপে গিয়া।	রূপ করি' আধিগত।	রহিলেন সীতা যেন।	চিত্রের আঁকা-মত ॥

দোহার উদাহরণ :—

মুখিয়া মুখ।	সো চাহিয়ে।	খান পান কহ'।	এক।
পালই পোষই।	সকল অংশ :	তুলসী সহিত বি-।	বেক।

ইহার অনুবাদ :—

মুখের সমান।	হ'বে যে প্রধান।	পানাহার শুধু।	তা'র।
পালিবে পুষ্টিবে।	সারা অবয়বে।	বিবেকে করি বি-।	চংর ॥

হিন্দী সোরঠার অনুরূপ যে ছন্দ উদ্ভাবন করিয়াছি, নিম্নে তাহার নমুনা দিলাম। হিন্দীতে এই ছন্দের ঘোষে কোথাও কোথাও মিলও দেখিতে পাওয়া যায়, আবার কোথাও কোথাও তাহা থাকেও না। বাংলায় সর্বত্রই মিল করা হইয়াছে।

সোরঠার উদাহরণ :—

ভরত চরিত করি নেমু।	তুলসী কো সাদর সুনহি'।
সীর রাম পদ প্রেম।	অবসি হোই ভব রস বিরতি।

ইহার বাংলা করা হইয়াছে :—

ভরত-কাহিনী করি' নেম।	তুলসি যে স্তনে আদর-বশে।
আনকী-শ্রীরাম পদে প্রেম।	হ'বে স্থির পা'বে বিরাগ-রসে ॥

তুলসীদাসের “ছন্দো”র উদাহরণ এই :—

সিয় রাম প্রেম ।	পিয়ুস পূরণ ।	হোত জনমু ।	ন ভরত কো ।
মুনি মন অগম ।	অম নিরম ।	সম দম বিবম ।	• ত্রত আচরত কো ॥
হুখ দাহ দারিদ ।	দংভ দূষণ ।	মুজস মিস অপ- ।	হরত কো ।
কুর্গি কাল তুল- ।	সী সে সঠম্হি ।	রাম সনমুখ ।	করত গুণী ॥

ইহার বাংলা :—

সীতারাম-প্রেম- ।	পীযুস পূরিত ।	না আসিলে পরে ।	ভরত ভবে ।
মুনি-মনাগম ।	শমাদি নিরম ।	কঠোর ত্রত কে ।	করিত তবে ॥
দম্ব হুখ দাহ ।	দৈন্ত দূষণ ।	যশ-ছলে অপ- ।	হরিত কে ।
কলিতে তুলসী- ।	সযান শঠেরে ।	হঠে রাম-মুখী ।	করিত কে ॥

তুলসীদাস পাঠ করিয়া প্রভূত আনন্দ পাইরাছিলাম বলিয়াই সে আনন্দ আরও নিবিড় ভাবে পাইবার লোভে ছন্দে ইহার অনুবাদে প্রবৃত্ত হইরাছিলাম ; সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। পরে যীহারাই নিকটে এ অনুবাদ পাঠ করিয়াছি, তিনিই রামচরিত মানসের অপূর্ণত্ব দর্শনে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন, তাই এই গ্রন্থ প্রকাশের চেষ্টা। এক্ষণে ইহা সাধারণের নিকট উপস্থিত করিলাম। দ্বিধাশূন্য হইয়া ইহা বলিতেছি, যদি কোথাও কোন দোষ দেখিতে পান, তবে বুঝিবেন তাহা অনুবাদের ; তখন তাঁহাকে পরিশ্রম স্বীকার করিয়া মূল গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। শ্রম সার্থক হইবে।

গীতগোবিন্দ গ্রন্থের পত্নানুবাদের ভূমিকার কবিশেখর শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় যে কথা বলিয়া ভূমিকা শেষ করিয়াছিলেন, এ ক্ষেত্রেও তাহা সর্বতোভাবে প্রযোজ্য বিবেচনায় আমিও তাহা করিতেছি। তাঁহার মত আমিও অতি কুণ্ডার সহিত নিবেদন জানাইতেছি—“অনুবাদে বহু ক্রটিই থাকিয়া গেল, সহৃদয় পাঠকগণের নিকট সেজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। যীহার কাব্যের মর্যাদা হানি করিলাম, সেই ভক্তচূড়ামণি কবিরাজের নিকট মার্জনা ভিক্ষা করিয়া এই ভূমিকার উপসংহার করি।”

গোস্বামী তুলসীদাসের সংক্ষিপ্ত জীবনী

প্রয়াগের নিকটে, যমুনার দক্ষিণে রাজাপুর নামে গ্রাম; সেই গ্রামে ১৫৫৪ সন্বতের শ্রাবণ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে, শাজ্জ ব্রাহ্মণবংশে গোস্বামী তুলসীদাসের জন্ম হয়। তুমিষ্ঠ হইবার পর, রোদনের পরিবর্তে শিশুর মুখ হইতে রাম নাম বাহির হইতে থাকে। এক বৎসর কাল তুলসীদাস মাতৃগর্ভে অবস্থান করেন। তুমিষ্ঠ হইবার সময় তাঁহার অবয়ব পাঁচ বৎসরের বালকের মত ছিল, ও মুখে একমুখ দাঁত ছিল। শিশুর পিতা, পণ্ডিত আত্মারাম হুবে, স্ততিকাগারে গমন করিয়া সমস্ত প্রত্যক্ষ করিয়া বিবম সমস্তায় পড়িলেন। আত্মীয়, প্রতিবেশীগণ ও জ্যোতিষী একত্রিত হইয়া জটলা ও বিচার করিয়া এই স্থির করিলেন যে, তিন দিন যদি এ শিশু বাঁচিয়া থাকে, তবে তখন দেখা যাইবে। তৃতীয় দিবস রাত্রে তুলসীদাসের মাতা তাঁহার দাসীকে গোপনে ডাকিয়া আপনার অলঙ্কারাদি তাহাকে দিলেন ও শিশুকে লইয়া গোপনে তাহার স্বত্তরালয়ে চলিয়া যাইতে সনির্বন্ধ অমরোধ করিলেন। তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে তিনি আর বাঁচিবেন না, এবং তাঁহার আত্মীয়গণ হয়ত এ নিঃসহায় শিশুকে ফেলিয়া দিবেন। কথামত, দাসী শিশুকে লইয়া তাহার স্বত্তরালয় হরিপুরে চলিয়া গেল; এদিকে রাত্রি প্রভাতে তুলসীদাসের মাতা হলসীও দেহত্যাগ করিলেন। অস্বাভিক পাঁচ বৎসর শিশুকে লালন পালন করিয়া দাসীর মৃত্যু হইল। তখন তাহার শাশুড়ী নিরুপায় হইয়া বালকের পিতা আত্মারামের নিকটে, তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য সংবাদ দিলেন। বাহক এখন অনাথ। এমন সময় কোথা হইতে এক অপরিচিতা রমণী প্রত্যহ আসিয়া তাহাকে ভোজন করাইয়া যাইতেন। লোকের বিশ্বাস, এই রমণী স্বয়ং অন্নপূর্ণা। এইরূপে আরও দুই বৎসর গেল। এই সময়ে রামগিরি নিবাসী নরহরি জী নামক এক সাধু তথায় উদয় হইলেন। তিনি বালকের সন্ধান করিয়া, তাহাকে সঙ্গে করিয়া অযোধ্যা লইয়া গেলেন, ও ১৫৬১ সন্বতের মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে বিদ্যান ব্রাহ্মণগণের উপস্থিতিতে সেখায় এক যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইল, ঐ যজ্ঞে বালকের উপনয়ন-সংস্কার সমাপিত হইল। গায়ত্রী-উপদেশের সময় বালক নিজে হইতেই গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সকলের বিস্ময়-উৎপাদন করিলেন। এখন হইতে তাঁহার নাম হইল তুলসীদাস; তিনি পাঁচ-সংস্কার প্রাপ্ত রাম-মন্ত্রে দীক্ষিত বৈষ্ণব হইয়া গুরুর নিকটে বিদ্যারম্ভ করিয়া দিলেন। তাঁহার অপরিণীত বেধা ছিল। কথিত আছে, অস্বাভিক সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহার স্বরূপে ছিল; একবার গুরুর পদ-সেবা করিবার সময় তিনি গুরুকে তাহা বলিয়াছিলেন; এ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া গুরুর হৃদয় জ্বলিত হইয়া যায়। কিছুকাল পরে নরহরি প্রভু তুলসীদাসকে সঙ্গে লইয়া নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া শূকর ক্ষেত্রে (সেরোঁ) উপস্থিত হইলেন। রামচরিত মানসে তুলসীদাস স্বয়ং ইহাকে বরাহ ক্ষেত্র নামে উল্লেখ করিয়াছেন। এই স্থানে গুরু ও শিষ্য উভয়ে মিলিয়া সাধনা করিতে থাকেন, এবং এই স্থানেই গুরুর নিকট তুলসীদাস রাম-চরিত্র শ্রবণ করেন। তিনি বলিয়াছেন:—

“আমি লভি এরে
বালক বলিয়া

বরাহ ক্ষেত্রে
বুঝিনি তখন

নিজ গুরুদেব-পাশে।
জ্ঞান-হীনতার দোষে ॥”

(বালকান্ত, ১৬শ পৃষ্ঠা, ৩০ (ক) দোহা)

তথা হইতে তাঁহারা বারাণসীধামে গমন করেন ও তথায় পঞ্চদশ বৎসর বাবতীর শাজ্জ অধ্যয়নে রত থাকেন। এই সময়ে তুলসীদাসের মনে অস্বাভিক দর্শনের আকাজ্জক উদয় হওয়ায়, বিদ্যাগুরুর অস্বাভিক লইয়া রাজাপুর গমন করেন।

রাজাপুরে আসিয়া তুলসীদাস দেখিলেন, তাঁহার পিতৃ-গৃহের ধ্বংসাবশেষ মাত্র বর্তমান। গ্রামের ভাট জানাইল, হরিপুর হইতে বার্তাবাহ আসিয়া, নিজ পুত্রকে আপনার কাছে আনিবার অমরোধ জানাইলে, তাঁহার পিতা পণ্ডিত আত্মারাম তখন তাহাতে অস্বীকৃত হন, তখন এক সিঁড়ির অস্তিত্বপাতে

ছর মাসের মধ্যে তাঁহার মুক্কা, ও দশ বৎসরের মধ্যে সমস্ত বংশ লোপ পায়। সকলের আগ্রহ বিন, তুলসীদাস পৈত্রিক ভিটার সংস্কার করাইয়া সেই স্থানে বাস করিতে ও সকলকে রাম-কথা শুনাইতে লাগিলেন। এই সময়ে একবার যমুনা-স্নান উপলক্ষে এক ব্রাহ্মণ আসিয়া তুলসীদাসকে দেখেন, ও তাঁহাকে নিজ আশাভা করিতে সক্ষম করেন। তুলসীদাসের নিকট বারাস্তরে এ প্রস্তাব করিলে পর তিনি তাহাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলে, ব্রাহ্মণ অনশন করিলেন; তখন অনন্তোপায় হইয়া তুলসীদাসকে বিবাহে সন্মতি দিতে হয়। ১৫৮৩ সনের ঠৈষ্ঠ শুক্লা জ্যৈষ্ঠাশীতে তাঁহার পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তাঁহার জী অতি রূপবতী ছিলেন; তাঁহার রূপে তুলসীদাস মুগ্ধ হইয়া যান। এমন কি তাঁহাকে পিত্রালয়ে পর্য্যন্ত যাইতে দিতেন না। বিবাহের পর এক বৎসর অতীত হইয়া গেলে, একবার তাঁহার অসুস্থস্থিতে তাঁহার জী স্বীয় পিত্রালয়ে গমন করেন। এদিকে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া তুলসীদাস যখন জানিতে পারিলেন তাঁহার জী গৃহে নাই, তখন তিনিও যমুনালয়ে চলিলেন। তথায় যখন উপনীত হইলেন, তখন গভীর রাত্রি,—সকলে নিদ্রামগ্ন। তুলসীদাসের কণ্ঠের চিনিতে পারিয়া তাঁহার জী ঘর খুলিয়া দিলেন; এবং এরূপ অসময়ে আসিতে তাঁহাকে সন্ধান করিয়া বলিলেন,—“ভালবাসার তোমার এমনই অন্ধ করিয়াছে যে, অন্ধকারও মান’ না? ধন্ত তুমি! আমার এই অস্থি-মাংসের দেহে তোমার যত বোধ, তাহার অর্ধেকও যদি ভগবানের চরণে থাকিত, তবে এই ভীষণ সংসার হইতে তোমার রেহাই হইত।”—এই কথা শুনিবামাত্র তুলসীদাস সেস্থান হইতে নিষ্কান্ত হইলেন :—কাহারও কোন অমরোখে কর্ণপাত করিলেন না।

তুলসীদাস একেবারে প্রয়াগে আসিলেন, ও সেই পুণ্যতীর্থে গৃহস্থের বেশ পরিত্যাগ করিয়া গৈরিক ধারণ করিলেন। অনন্তর বহুতীর্থ পর্য্যটন করিয়া, চতুর্দশ বৎসর পরে কাশীধামে আগমন করিলেন। কথিত আছে, এই দীর্ঘ তীর্থ-পর্য্যটনের সময়, তিনি বহু সাধু সন্তের সাহচর্য্যে আসেন ও যথেষ্ট আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করেন।

এই সময়ে এক অলৌকিক ঘটনা ঘটে বলিয়া বিশ্বস্ত আছে। কাশীধামে অবস্থান কালে, তুলসীদাস প্রতিদিন রাম-চরিত কথা কীর্তন করিতেন ও তদ্রূপ সাধু সঙ্ঘেরা অতি প্রেমের সহিত তাহা শ্রবণ করিতে আসিতেন। প্রবাদ, এই সময়ে তাঁহার হুম্যানজীর সাক্ষাৎকার লাভ হয়। ঘটনাটি এইরূপ :—প্রতিদিন শৌচক্রিয়া সমাপনান্তে অবশিষ্ট জল তুলসীদাস এক অখণ্ড বৃক্ষের মূলে ঢালিয়া দিতেন। ঐ বৃক্ষে এক প্রেত বাস করিত, তুলসীদাস প্রদত্ত ঐ জলে তাহার তৃষ্ণা-নিবারণ হইত। ইহাকে মহাপুরুষ বৃত্তিতে পারিয়া একদিন ঐ প্রেত তাঁহার নিকট আবির্ভূত হয়, ও তাঁহাকে অিজ্ঞাসা করে তাঁহার অভিলষিত বস্তু কি। তুলসীদাস তাঁহার প্রাণের কামনা,—ভগবান্ রামচন্দ্রের, দর্শনাকাঙ্ক্ষার কথা,—ব্যক্ত করেন। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া প্রেত বলিল,—“হুম্যানঘী প্রতিদিন তোমার রাম-কথা শ্রবণ করিতে আসিয়া থাকেন। যিনি সর্ব-প্রথমে আসেন ও সকলের শেষে যান, সর্বদা কুষ্ঠ, ও অতি কুবেশ পরিহিত যিনি,—তিনিই স্বয়ং হুম্যান; অবসর বুঝিয়া তাঁহার চরণে পড়িয়া ভগবান্ রামকে দর্শন করাইবার অস্ত্র বিশেষ ভ্রমুন করিও।” তুলসীদাস একদিন তাহাই করিলেন। হুম্যানজী বলিলেন,—“চিত্রকূটে তাঁহার দর্শন পাইবে”; তুলসীদাস চিত্রকূটে গেলেন।

তুলসীদাসের তখনকার মানসিক অবস্থা বর্ণনার অতীত। হুম্যানজীর কথায় অবিশ্বাস করিবার সাধ্য নাই,—তাঁহারই আদেশে রাম-দর্শনে চিত্রকূট যাইতেছেন,—অথচ বারবার মনে হইতেছে,—“ভগবান্ রামের দর্শন আমার অদৃষ্টে ঘটবে কি? কত জন্ম তপস্যা ও সাধনায় অন্তঃকরণ নির্মল করিয়াও বাহার দ্যান নির্মিমে হয় না, সেই ভগবান্ শ্রীরামের দর্শন আমার মত নীচ, বিষয়াসক্ত ও সাধনা বর্জিত জীব কখনও পাইতে পারে কি?” এই ভাবিয়া এক একবার হতাশ হইতেছেন, আবার পরকণ্ঠেই যেমনই তাঁহার অপার দয়া, অসীম রূপার কথা মনে উদ্ভিত হইতেছে, অমনি সমস্ত ভুলিয়া অতীব প্রেমে মগ্ন হইয়া তুলসীদাস চিত্রকূটের অভিমুখে দ্রুত পদক্ষেপে অগ্রসর হইতেছেন। ঠিক এমনই পরিস্থিতি রামচরিত মানসে তুলসীদাস নিজে ঘটাইয়াছেন। তরত যখন শব্দ ও গুহককে সঙ্গে লইয়া রামকে কিরাইয়া আনিবার অস্ত্র চিত্রকূট যান, তখন অবিকল এমনই সন্দেহ দোলায় ভরভের মন দোহুলামান্। তুলসীদাস নিজে লিখিতেছেন :—

(ভরতের,)—“জননীৰ আচরণ স্মরি’ মন কুণ্ঠিত । তর্ক অবধা কোটি উঠে ম’নে অবিরত ॥

তুনিয়া আমার কথা সীতা রাম-লক্ষণ । প্রয়াণ করেন যদি বর্জন করি’ বন ॥

মাতা-সম মোরে বিচারি’ ব্যাভার যা’ করেন দোষ নাহি ।

কমি’ অপরাধ ল’বেন আদরে আপনার-পানে চাহি’ ॥

ঠেগুন আমারে জানি’ মলিন আমার মন । অথবা সেবক বলি’ করুন মোরে যতন ॥

রামের পাঁছকা শুধু শরণ মম আধার । হু-প্রভু অতীত রাম দোষ সেবকের-তা’র ॥

*

*

*

*

গমন করেন পথে ভাবিতে ভাবিতে মনে । শিখিল সকল কায়া সঙ্কোচ সনে প্রেমে ॥

মাতার কুকাঙ্ক যেন দেয় তাঁ’রে ফিরাইয়ে । বৈধ্য-মুগ্ধতা যা’ন ভকতির বলাশ্রয়ে ॥

শ্রীরাম-বস্তাব-গুণ মনে পড়ে বেইকণ । অমনি স্মরিত পথে পড়িতে থাকে চরণ ॥

গমনের অবসরে ভরতের দশা তথা । জলের প্রবাহ-মাঝে ঘূর্ণীর গতি যথা ॥

ভরতের ভাব আর প্রেম করি’ দরশন । নিষাদ হইল নিজ দেহ-বোধ বিসরণ ॥

চিত্রকূটে শ্রীরামের প্রত্যক্ষ দর্শন এই ভাবে সংঘটিত হইল :—চিত্রকূটে উপনীত হইয়া তুলসীদাস রাম-বাটে নিজের আসন করিলেন । প্রত্যহ মন্মাকিনীতে স্নান করেন, মন্দিরে বিগ্রহ দর্শন করেন, রামায়ণ পাঠ করেন, আর নিরন্তর রাম-নাম জপ করেন । এই ভাবে তাঁহার দিন যায় । একদিন চিত্রকূট পরিক্রমায় বাহির হইয়াছেন, হঠাৎ একস্থানে দেখিলেন, ধর্ম্মবাণধারী পরম স্নন্দর ছুই রাজকুমার অস্বারোহণে শিকারে যাইতেছেন । তাঁহাদের রূপ দেখিয়া তুলসীদাস মুগ্ধ হইলেন ; ভাবিলেন এই অপরূপ লাভ্যময় কুমার দুইটি কে । পরে হুম্মানজী যখন জানাইলেন যে, তাঁহারাই তাঁহার আরাধ্য-দেবতা, রাম-লক্ষণ, তখন তুলসীদাসের আশ্র-প্রাণির আর সীমা রহিল না । তাঁহার মন হায়হায় করিয়া উঠিল । কবির ভাষায় বলিতে গেলে তিনি যেন নিজের মনকে শত বিকার দিয়া বলিয়া উঠিলেন,—

“সে যে পাশে এসে ব’সেছিলো

তবু অগিনি ।

কী ঘুম তোরে পেয়েছিলো

হতভাগিনী ।”

হুম্মানজী তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, “প্রাতঃকালে পুনরা’য় দর্শন পাইবে।” কিন্তু তুলসীদাসের যে সময় অভিবাহিত হইতেছিল, তাহা সহজেই অসম্ভব । সেদিন ১৬০৩ সালের মৌনী অমাবস্তা, বুধবার । বিরহে ব্যাকুল তুলসীদাস প্রাতঃকাল হইতে না হইতেই ভগবান্ রামের দর্শন-লালসায় নির্নিমেষ নয়নে পথ পানে চাহিয়া রহিলেন । ভগবান্ প্রসন্ন হইলেন ; তুলসীদাসকে সন্ধান করিয়া বলিলেন, “বাবা ! আমাদের চন্দন দাও” । পাছে এবারেও তিনি ইষ্টদেবতাকে চিনিতে না পারেন, তাই হুম্মানজী নাকি শুক পক্ষীর রূপ ধারণ করিয়া বৃক্ষশাখা হইতে ইঙ্গিত করিলেন,—“চিত্রকূটকে ঘাট পর ভই সন্তনকী ভীর । তুলসীদাস চন্দন ঘি’সে তিলক দেত রঘুবীর ॥” তুলসীদাস তখন নয়ন-মুগ্ধ । ভগবানের রূপ-সুখা পান করিতে লাগিলেন । শ্রীরামচন্দ্র আবার চন্দন দিতে বলিলেন, কিন্তু তখন সে কথা কে শুনে ? অবিরল ধারায় অশ্রু বহিয়া তাঁহার বক্ষ প্রাণিত করিতেছে ; দেহ-বোধ সম্পূর্ণ বিস্মৃত । এ যেন তুলসীদাসেরই বর্ণিত স্মৃতিস্মৃতির অবস্থা !

“অভিশয় প্রীতিভাব করি’ রাম দরশন ।

ভব-ভয় হরিবারে হৃদয়ে উদয় হ’ন ॥

অম্লি বসেন মূনি পথের মাঝারে স্থির ।

পনস ফলের মত কাঁটার ভরা শরীর ॥

আলেন নিকটে তবে রঘুমণি কৃপাময় ।

ভক্তের দশা হেরি’ পুলক নিরন্তর ॥

মুনির কতই ভাবে করিলেন সন্ধান ।

ধ্যানে পাওয়া সুখ-বোরে মূনিবর অচেতন ॥”

তখন ভগবান্ রাম নাকি আপন হস্তে চন্দন লইয়া নিজ-ললাটে, ও তুলসীদাসের ললাটে তিলক দান করিয়া অতীত হন । তুলসীদাস দর্শন-লালসায় হটকট করিতে লাগিলেন ; সমস্ত দিন কাটিয়া

গেল। রাজি আগিলে হুম্মানজী তাঁহার সংজ্ঞা উৎপাদন করিলেন; ও প্রাণে শান্তি আনয়ন করিলেন।

এই সময়ে তুলসীদাস কখন বা নির্জনে, কখন বা জন-সমায়ে থাকিতেন ও সকলকে দর্শন দিয়া পরিতৃপ্ত করিতেন। এই সময়ের মধ্যে তাঁহার সহিত ভক্ত সুরদাসের সাক্ষাৎ হয়; এবং মীরা বাইয়ের নিকট হইতে পত্র লইয়া এক ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকটে আগমন করেন। কথিত আছে, মীরা বাইয়ের পত্র পাঠ করিয়া তুলসীদাস এই পদটি রচনা করিয়া পত্রবাহকের হস্তে পাঠাইয়া দেন :— . .

“জাকে প্রিয় ন রাম-বৈদেহী।

তাজিয়ে তাহি কোটি বৈরী সম, জন্তপি পরম সনেহী ॥ ১

তজ্জয়ো পিতা প্রহ্লাদ, বিভীষণ বন্ধু, ভরত মহতারাী।

বলি গুরু তজ্জয়ো, কংত ব্রজ-বনিতনুহি,—ভরে মুদ-মঙ্গলকারী ॥ ২

নাতে নেহ রামকে মনিরত, সুহৃদ সুসেব্য জহী লৌ।

অংজন কথা আঁখি জেহি ফুটে, বহতক কহৌ কাহী লৌ ॥ ৩

তুলসী সো সব ভঁুতি পরম হিত, পূজ্য প্রাণতে প্যারো।

জারসো হোয় সনেহ রাম-পদ, এতো মতো হমারো” ॥ ৪ *

তুলসীদাসের অপরাপর পদাবলীর রচনা সম্বন্ধে কিম্বদন্তী আছে যে, তাঁহার নিকটে এক অতি মধুরকণ্ঠ বালক আসিত ও অতি আঞ্জিহ সহকারে সুন্দর পদাবলী শুনাইত। তাহার পদাবলী শ্রবণে প্রসন্ন হইয়া একবার তুলসীদাস চারিটি পদ রচনা করিয়া দেন। বালক একই দিনে সে চারিটি কণ্ঠ করিয়া পরদিন আসিয়া শুনার ও আরও পদ রচনা করিবার জন্য নির্বন্ধাতিশয় প্রকাশ করিতে থাকে। তিনি “না” বলিতে না পারিয়া বালকের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত প্রতিদিন নতুন নতুন পদ রচনা করিতে থাকেন; এই সব পদই অবশেষে “রামগীতাবলী”, “শ্রীকৃষ্ণগীতাবলী” প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। “বিনয়-পত্রিকা” নামে তাঁহার আর একখানি পুস্তক আছে।

• কেমন করিয়া তুলসীদাস পুনর্বার রামচরিত মানস প্রাপ্ত হন, সে সম্বন্ধে এই গল্প প্রচলিত আছে :— তখন প্রয়াগে মাঘ মেলা। পূর্ব-শেষে একদিন বাইতে যাইতে এক বটবৃক্ষের নিম্নে ছই অলৌকিক জ্যোতির্দীপ্তি মূর্তি মূনিকে দর্শন করিলেন। তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলে পর, তাঁহারা তুলসীদাসকে উপবেশন করিতে ইচ্ছিত করিয়া একখানি আসন প্রদান করিলেন। তুলসীদাস বিনীত ভাবে ভূমিতেই উপবেশন করিলেন। তখন তাঁহাদের মধ্যে যে কথোপকথন চলিতেছিল, তাহা চলিতে লাগিল। তুলসীদাস বুঝিলেন, ইহা সেই ভগবান্ রামের চরিত্র-কথা, শূকর ক্বেত্রে তাঁহার গুরু নরহরি দাসজীর নিকট তিনি যাঁহা শুনিয়াছিলেন। কথা সমাপন হইলে, তুলসীদাসের প্রাণে মূনি বলিলেন, “এই রাম-কথার আদি-রচয়িতা স্বয়ং ভগবান্ শঙ্কর, তিনি দেবী পার্বতী ও কাক ভূষণিকে শুনান, আমি সেই কাক ভূষণের নিকট শ্রবণ করিয়া, মূনি ভরদ্বাজের নিকটে বর্ণন করিতেছি।” মূনিবর স্বয়ং যাজ্ঞবল্ক্য। তুলসীদাস পরদিন পুণরায় সেইস্থানে উপনীত হইলেন; কিন্তু আশ্চর্যের সহিত দেখিলেন, সেখানে কোন মূনিই নাই,—এমন কি বটবৃক্ষ পর্যন্ত নাই। এইরূপে দ্বিতীয় বার রাম-চরিত লাভ করাকে ভগবানেরই রূপা আক্সিয়া, তুলসীদাস অতিশয় প্রসন্ন হন।

এ স্থান হইতে তুলসীদাস কাশীধামে গমন করিয়া প্রহ্লাদ ঘাটে অবস্থান করেন। এই সময়ে তাঁহার কবিত্ব শক্তি স্বতঃ স্ফূর্তিত হয় ও তিনি সংস্কৃতে কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করেন। দিন কয়েক পরে, একদিন তুলসীদাস স্বপ্নে দেখিলেন, যেন মহাদেব স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে সংস্কৃতের পরিবর্তে তাঁহার মাতৃ-ভাষাতেই কাব্য রচনা করিতে, ও পুণ্যভূমি অযোধ্যার বাস

* [মর্ধ্যঃ :—সীতা-রাম বাঁব প্রিয় নয়, সে যদি পরমাত্মীয়ও হয়, তবু তেমন লোককে কোটি শত্রুর মত পরিত্যাগ করিবে। প্রহ্লাদ পিতাকে, বিভীষণ ভ্রাতাকে, ভরত মাতাকে, বলিরাজ গুরুকে, ব্রজগোপীরা বামিকে পরিত্যাগ করিয়া আনন্দ ও মঙ্গল লাভ করিয়াছিলেন। সুহৃদ, সু-সেবক, বাহা কিছু, সব সম্পর্কই রাম-প্রেম অবলম্বন করিয়া; চকুই যদি না রহিল, তবে অঙ্গন কি কার্যে আসিবে? অনেক কথাই বলিলাম, আর কত বলিবে! তুলসী এই বলিতেছেন,—‘তাহার শ্রীরামের চরণে প্রেম হয়, সে ই সর্বপ্রকারে পরমহিতকারী, পূজ্য, ও প্রাণের অপেক্ষাও প্রিয়,—এই আমার মত।]

করিতে আদেশ দিলেন। তুলসীদাস মহেশ্বরের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তথা হইতে অযোধ্যা গমন করিলেন।

অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া তুলসীদাস এক রমণীয় সিদ্ধাসনে আপনার আগমন স্থাপনা করেন ও ১৬৩১ সন্থতের শুভ রাম-নবমী তিথি হইতে শ্রীরামচরিত মানস গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে আরম্ভ করিয়া, দুই বৎসর সাত মাস ছাশিণ দিনে তাহা সমাপ্ত করেন। কথিত আছে, ১৬৩৩ সন্থতের অগ্রহায়ণ মাসের শুক্ল পক্ষের ষে তিথিতে শ্রীরামের বিবাহ হইয়াছিল, সেই তিথিতে তাঁহার রচনা সম্পূর্ণ হয়।

এই পরম গ্রন্থ বিরচিত হইলে পর, ইহার প্রথম শ্রোতা হইবার সৌভাগ্য লাভ করেন মিথিলার পরম সন্ত ঐক্সপাক্ষ স্বামী। তিনি নিরন্তর রাজর্ষি জনকের ভাবে বিভোর থাকিতেন। অন্তঃপর তুলসীদাস পুনরায় কাশীধামে প্রত্যাবর্তন করেন। কাশীধামে আগমন করিয়া এই গ্রন্থ তিনি বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণার সমক্ষে পাঠ করেন। যে ইহা শ্রবণ করে, সে-ই ধন্ত ধন্ত করে; ইহাতে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের চর্চা উৎপাদন করিল। তাঁহাদের শঙ্কার কারণ এই যে, এ গ্রন্থ সাধারণে পাঠ করিতে থাকিলে আর সংস্কৃত গ্রন্থের আদর থাকিবে না। তাই তাঁহারা ইহার নিন্দাবাদ আরম্ভ করিয়া দিলেন, ও চক্রান্ত করিয়া উহা অপহরণ করিবার মানসে এক তত্ত্বরকে তুলসীদাসের আবাসে প্রেরণ করিলেন। তত্ত্বর গিয়া দেখে, ধনু-শরধারী শ্রাম ও গৌরবর্ণ দুই অপরূপ রূপ-লাবণ্যধারী প্রহরীর দ্বারা আবাস সুরক্ষিত। এই ব্যাপার দর্শন করিয়া তত্ত্বরের মতি পরিবর্তিত হইল। প্রাতঃকালে সে তুলসীদাসের নিকটে আগমন করিয়া রাজ্যের ঘটনা বিবৃত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—“ঐ প্রহরীদ্বয় কে?” তুলসীদাসের চক্ষে অলখারা বহিল, বচন গদগদ হইল। প্রভুর করুণা-সাগরে তিনি তখন হারুড়ু খাইতে লাগিলেন। তত্ত্বর নিজস্বত্তি পরিত্যাগ করিল। তুলসীদাস নিজ বাবতীর গৃহ সামগ্রী বিলাইয়া দিলেন, ও রামচরিত মানসের অপর এক প্রতিলিপি করিয়া মূল গ্রন্থকে তাঁহার বন্ধু রাজা টোডরমল্লের নিকট রাখিয়া দিলেন। কথিত আছে, পণ্ডিতগণ তাঁহাদের অপচেষ্টার বার্ষ-মনোরথ হইয়াও নিরন্তর হন নাই; তাঁহারা তুলসীদাসের অনিষ্ট সাধন করিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া এক প্রসিদ্ধ তান্ত্রিকের শরণাপন্ন হন; কিন্তু হুমায়ুনজীর কুপায় তাহাতেও তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, এবং এই অপচেষ্টার ফলরূপ তান্ত্রিকেরই প্রাণান্ত ঘটে।

কিন্তু পণ্ডিতগণের ইহাতেও চেতন্ত হইল না। রামচরিত মানস বর্ধাৰ্হই উত্তম গ্রন্থ কি না, তাহাতে নিঃসন্দেহ হইবার অল্প তাঁহারা মধুসূদন সরস্বতী নামক এক পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করেন। ঐ পণ্ডিত রামচরিত মানসখানি আনাইয়া আভ্যোপাস্ত পাঠ করেন। অপরূপের পণ্ডিতগণ তাঁহার দ্রুত আগমন করিয়া যখন তাঁহার অতিমত আনিতে চাহিলেন, তখন মধুসূদন নিজে কিছু না বলিয়া কেবল এই বলিলেন, “বাবা বিশ্বনাথকেই ইহা জিজ্ঞাসা করা যাউক।” তাঁহার প্রস্তাব মত একদিন স্বাত্তিকালে মন্দির বন্ধ হইবার পূর্বে, সর্বোপরি বেদ, তাহার নীচে অস্ত্রাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থ, তাহার নীচে পুৰাণ, ও সকলের নীচে রামচরিত মানস রাখিয়া দ্বার বন্ধ করা হইল। পরদিন প্রাতঃকালে মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটনের সময় সমবেত জনসাধারণ সবিস্ময়ে দেখিল, রামচরিতমানস গ্রন্থ বেদেরও উপরে রাখিয়াছে। ইহাতে পণ্ডিতগণ অতি লজ্জিত হইলেন, ও তুলসীদাসের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। এই প্রকারের নানা অলৌকিক ব্যাপারের দ্বারা রামচরিত মানসের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হওয়ার গল্প প্রচলিত আছে। তুলসীদাসের দিব্যশক্তি প্রদর্শনেরও বহু কাহিনী পাওয়া যায়। তিনি বহু লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার-সাধন করেন। ১৬৬৯ সন্থতে টোডর মল্লের মৃত্যুর কিছুদিন পরে, তাঁহার ধনসম্পত্তি দুই গুল্লের মধ্যে ভাগ করিয়া দেন। ইহার কিছুদিন পরে জাহাঙ্গীর বাদশাহ তুলসীদাসকে বহু সম্পত্তি ও অৰ্ধ দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। একদিন কথা-প্রসঙ্গে বীরবলের কথা হইতেছিল; তাঁহার বুদ্ধি, তাঁহার বাক্পটুতা,—এই সকলের প্রশংসা হইতেছিল। সব শুনিয়া তুলসীদাস শুধু এই বলিলেন,—“দুঃখ হয়; এত বুদ্ধি লাভ করিয়াও বীরবল ভগবানের ভজনা করিলেন না।” জীবনের শেষ দশায় তুলসীদাস বারাণসী ধামেই অবস্থান করেন। এখনও তথায় তুলসীদাস নামে ষাট আছে। তুলসীদাসের নিকট অযোধ্যায় যাহা কিছু, তাহাই অতি পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইত। অযোধ্যায় মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন প্রসঙ্গে তুলসীদাস বলিয়াছেন :—

“এখন কেনে’ছি ভাল কি প্রভাব অযোধ্যার ।
কোন জনকেও যদি অযোধ্যার জন্ম পায় ।
অযোধ্যা-প্রভাব তবে বুঝে ভাল সেই প্রাণী ।

গাহে যত শাস্ত্রে অথবা পুরাণে আর ॥
হয় রাম-পরায়ণ নাহি সংশয় তা’র ।
হৃদয়ে বসেন যবে গীতানাথ ধনু-পাণি ॥”

লক্ষ্য হইতে অযোধ্যা প্রত্যাগমন কালে রামের মুখ দিয়াও বলাইয়াছেন :—

“এ দিকে তপন-কুল-কমলের দিবাকর ।
অঙ্গদ সুগ্রীব তনু লক্ষ্য-অধিপতি ।
যদিও বৈকুণ্ঠধাম-মহিমার বিবরণ ।
সেও নহে প্রিয় এই অযোধ্যা পুরীর প্রায় ।
আমার জনমভূমি এই পুরী চাক্ষু কায়া ।
যা’র জলে অবগাহি’ নিমেষে বিনা আয়াস ।
আমার অতীত প্রিয় হেথাকার অধিবাসী ।

কপিগণে দেখান তাঁ’র নিজ-পুরী মনোহর ॥
পুণিত নগরী এই এ দেশ পাবন অতি ॥
পুরাণ বেদতে গীত জানে তা অগত-অন ।
অতীত বিরল জন এর গুঢ় ভেদ পায় ॥
উত্তর দিকে বহে সরযু পাবন-তোয়া ॥
আমার সমীপে জীব লাভ করে চির বাস ॥
মম ধাম-প্রদায়িনী এ নগরী সুখ-রাশি ॥

এ হেন অযোধ্যার এক মেথর একবার তুলসীদাসের কাছে আসিলে, তিনি তাহাকে ভগবানের প্রতিমূর্তি বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। কোন লোক তাঁহাকে প্রকৃতভাৱে জিজ্ঞাসা করে যে, তিনি এই কলি যুগেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তথাপি কাম তাঁহাকে প্রভাবিত করে না, ইহার কারণ কি ? ইহা কি যোগ-বল, না, ভক্তি-বল ! তাহাতে গোস্বামী তুলসীদাস এই উত্তর দেন,—“আমাত্রে কোন বলই নাই ; না যোগ-বল, না জ্ঞান-বল, না ভক্তি-বল ; আমার ত কেবল ভগবানের নামই ভরসা !” নামের উপরে তুলসীদাসের এতই অচলা বিশ্বাস ছিল। নাম যে রাম-অপেক্ষাও বড়, এ কথা তিনি তাঁহার গ্রন্থে একাধিক স্থানে দৃঢ়ভাবে বলিয়া গিয়াছেন।

চন্দ্রমণি নামে এক ভাট গোস্বামীজীর নিকটে আসিত। একদিন সে তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়া কাতরে এই বলিয়া প্রার্থনা জানাইল :—“আমার পরমায়ুর অর্ধেক বিষয়-ভোগেই ব্যয়িত হইয়াছে ; বাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা যেন আর এভাবে নষ্ট না হয় ! ইন্দ্রিয়-দোষে আমায় বহু লক্ষ্য পাইতে হইয়াছে ; প্রভু ! আর যেন সে লজ্জায় পড়িতে না হয়। কামাদি প্রবৃত্তি আমায় বড়ই বিবর্ত করে ; আর যেন তাহার আমায় দুঃখ না দেয়। আমাকে ভগবানের শ্রীচরণে স্থাপিত করুন, আমাকে কামাধার হইতে দূর করিবেন না।” তুলসীদাস তাহার কাতর নিবেদনে অতি প্রসন্ন হইলেন ; তাহাকে নিজেরই নিকটে রাখিলেন, ও নিয়ত ভগবানের গুণগান করিতে উপদেশ দিলেন।

এই প্রকার বহু লোকের বহু পারমার্থিক উপকার সাধন করিয়া, ১৬৫০ সন্বতের শ্রাবণ মাসে কৃষ্ণা, তৃতীয়া শনিবার কামাধামের অসিবাটে গঙ্গাতটে “রাম-রাম” উচ্চারণ করিতে করিতে গোস্বামী তুলসীদাস কলেবর পরিত্যাগ করেন।

তাঁহার ভক্তবৃন্দ বিশ্বাস করেন যে, পবিত্র রাম-নাম বিস্তরণ করিবার জন্তই এই কলিযুগে মহাবি বাম্বীকি তুলসীদাসরূপে ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তুলসীদাস যে রাম-নাম বিলাইয়া গিয়াছেন, তাহারই শ্রবণ, মনন ও কাক্তনের ফলে লোকে চতুর্দর্শ লাভ করিবে, অন্তরে ভগবৎ-প্রেম উপলব্ধি করিবে। তন্ত্র ও ভগবান্ পৃথক্ নহেন ; স্তবরাং তন্ত্র-চুড়ামণি তুলসীদাস অমর ; যতদিন চতুর্দর্শ থাকিবে, ততদিন শ্রীরামচরিত মানসের ভিতর দিয়া গোস্বামী তুলসীদাস ভক্তের অন্তরে বিরাজ করিয়া অকণ্ট ভগবৎ-প্রেম বিস্তরণ করিতে থাকিবেন।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা দোহা চৌপাই সোরাঠা

অশুদ্ধ

শুদ্ধ

২	—	—	৪	উমা-রমা-কুপা-আয়তন
২	—	৪	—	সংসার-নিশি-তমঃ...
১৩	১	৬	—	আররে সেবিলে নাশ কবে সে সকল কেশে।
৪	৪	১	—	তা' ব'লে কি কতু খল ভূগে নিজ প্রকৃতি
৪	৪	৫	—	দোষ গুণ এ সবার...
৬	৮	—	—	...হাসিবে কুজন যেই
৯	১৩	১	—	সাদরে করিলা বঁরা হরি-বশ বরণন।
১৪	২৫	৪	—	শুক-শনকাদি বত দিহু যোগী মুনিগণ
১৪	২৬	—	—	যে নাম অরিয়া...
১৫	২৭	৪	—	...ভগবান্-অংশজাত অশীল নৃপতিরব
১৯	৩৫	৩	—	ভকতি ও প্রেম বাহা...
২১	৩৯	৪	—	হেন সে জলের দহ...
২২	৪৩ (খ)	৪	—	উৎসাহ ভরে করেন প্রভাতে অবগাহন
২৫	—	—	৫১	...হরি মায়া বুঝি' হৃদি পরে
২৫	৫২	১	—	ভবানীর ছদ্মবেশ নিরখিয়া লক্ষণ
২৭	৫৭ (খ)	৪	—	তথায় আপন পণ আবার অরিয়া মনে
২৮	৬০	—	—	পান বঁরা যাগে ভাগ
৩২	৭১	—	—	পরিহর প্রিয়া সকল ভাবনা অর' মনে ভগবান্
৩৫	৭৬	৩	—	গিরি-সমূহত কাহা এ কথা প্রকৃত বটে
৩৯	৮৭	৩	—	—
৪২	৯৫	৪	(ছন্দ)	বা'ক ঘর হর হ'ক অপঘণ...
৪৫	১০২	৪	(ছন্দ)	...কর্ম প্রতাপ শ্রুত তাঁর
৪৬	১০৬	১	—	...শত্ৰু-সকাশে বান জগমাতা তবরাণী
৫১	১১৮	২	—	...অনেক জনম কৃত পাপ সব যায় ছ'লে
৫১	১১৯	—	—	...যেন প্রেমে ভিঙ্গা...
৫৪	১২৫	৪	—	...তখন ত্রাসিত কাম আপন বিনাশ ভরে
৫৫	১২৮	১	—	শুন মুনি হৃদে বা'র নাহি বিরাগ জ্ঞান
৫৩	১৩৩	১	—	...যে সারিতে মুনিবর...
৫১	১৪০	১	—	...ব্রহ্ম সে ধরেন কায় কোশলপুত্রী ভূপ
৬২	১৫১	২	—	...সে মায়াও আবির্ভূত হ'বে ধরনী' পর
৬৫	১৫৮	—	—	...তিরপিত নৃপ-হিয়া
৬৫	১৫৯ (খ)	৩	—	না চিনেন নৃপ তা'য়ে...
৬৫	১৫৯	৩	—	...একে 'ত' অরাজি তাহে সে ক্ষত্রিয়
				সে নৃপতি
৬৫	১৬০	১	—	...সে বহে সতত ভবে...
৬৭	১৬৩	১	—	ভূমি যে প্রতাপভানু...
৬৭	১৬৪	—	—	...কল্প শত মোর দেহ
৬৮	১৬৮	—	—	কামনা যেমতি সেইমত আমি...

উমা-রমা-কুপা-আয়তন
সংসার-নিশি-তমঃ...
...কবে সে সকল কেশে।
তা' ব'লে কি খল কতু ভুলিবে নিজ প্রকৃতি
দোষ গুণ এ সবার...
...হাসিবে কুজন যেই
সাদরে করিলা বঁরা হরি-বশ বরণন।
শুক-শনকাদি বত দিহু যোগী মুনিগণ
যে নাম অরিয়া...
...ভগবান্-অংশজাত অশীল নৃপতিরব
ভকতি ও প্রেম বাহা...
যেন সে জলের দহ...
করেন উৎসাহ ভরে প্রভাতে অবগাহন
...হরি-মায়া বুঝি' হৃদি 'পর
ভবানীর ছদ্মবেশ নিরখিয়া লক্ষণ
তথায় আপন পণ আবার অরিয়া মনে
পান বঁরা যাগে ভাগ
পরিহর' প্রিয়া সকল ভাবনা অর' মনে ভগবান্
গিরি-সমূহত কাহা এ কথা প্রকৃত বটে
৪র্থ চৌপাই

বা'ক ঘর হর হ'ক অপঘণ...
...কর্ম প্রতাপ শ্রুত তাঁর
...শত্ৰু-সকাশে বান জগমাতা ভবরাণী
অনেক জনম কৃত পাপ সব যায় ছ'লে
...যেন প্রেমে ভিঙ্গা...
...তখন ত্রাসিত কাম আপন বিনাশ ভরে
শুন মুনি হৃদে বা'র নাহিক বিরাগ জ্ঞান
...যে সারিতে মুনিবর...
...ব্রহ্ম সে ধরেন কায়...
...সে মায়াও আবির্ভূত হ'বেন ধরনী' পর
...তিরপিত নৃপ-হিয়া
না চিনেন নৃপ তা'য়ে...
একে 'ত' অরাজি তাহে সে ক্ষত্রিয়
সে নৃপতি

...সে বহে সতত ভবে...
ভূমি যে প্রতাপভানু...
...কল্প শত মোর দেহ
কামনা যেমতি সেইমত আমি...

পৃষ্ঠা দোহা চৌপাই সোরঠা

অশুদ্ধ

শুদ্ধ

৬৯	১৬৯	৪	—	...নিয়তির বশে নপ-অগোচর সব হয়	• ...নিয়তির বশে নপ-অগোচর সব হয়
৭০	১৭৪	১	—	এত বলি যান চলি ছু-সুর গৃহে যে যার	...গৃহে যে যার
৭৬	১৮৮	১	—	একবার নরখতি-হুয়ে দারুণ দুখ উদ্ভিতা বঞ্চিত হ'য়ে	...উদ্ভিত বঞ্চিত হ'য়ে...
৭৬	১৮৯	১	—	আধ ভাগ নরবার দিলেন কৌশল্যার করে	...দিলেন কৌশল্যার করে
৭৯	১৯৫	১	—	...ভাগ্য মানি' যখন' ভবনে আপনাপন	...ভাগ্য মানি' যান' নিজ ভবনে আপনাপন
৭৯	১৯৬	৩	—	ইনি যিনি হরষের মহাসিদ্ধ...	...ইনি যিনি হরষের মহাসিদ্ধ...
৭৯	১৯৬	৪	—	...বাহার অরণ মাত্রে...	...বাহার অরণ মাত্রে...
৮৯	২২২	১	—	...আর এ কোমল শ্যাম-কলেরর সু-কিশোর	...শ্যাম-কলেবর...
৮৯	২২৩	১	—	...ধম্ম-বাগ তরে রঙ্গ...	...ধম্ম-বাগ তরে...
৯০	২২৬	—	—	...জাগন রাঘব-মণি	...জাগেন রাঘব-মণি
৯২	২৩২	২	—	...ক্রয়ুগল সুবন্ধিম...	...ক্রয়ুগ সুবন্ধিম...
৯৫	২৩৯	২	—	...সবাই প্রসন্ন হ'য়ে কহে আশীষ-বাণী	...বহেন-আশীষ বাণী
৯৫	২৪০	৪	—	...মানব-ভূষণ যেন...	...মানব-ভূষণ যেন...
৯৭	২৪৬	৩	—	...সুতা হলাহল যার...	...সুতা হলাহল যার...
৯৮	২৪৯	২	—	...অবিচারে তাঁর সনে হইবে পরিণীতা	...হইবেন পরিণীতা
১০৪	২৬৩	৪	—	...সে শোভা নিরখি মুখে গেয়ে উঠে সখীদল	...সে শোভা নিরখি' স্মৃথে...
১০৫	২৬৮	২	—	সহজ-চক্ষেই তিনি চান যার যার পানে	...চান যার যার পানে...
১০৯	২৭৯	১	—	উঠিছে না কর হৃদি দহিছে ক্রোড়ে	উঠিছে না কর হৃদি দহিতেছে ক্রোধান্তনে
১১৩	২৯০	৩	—	...চেন' যদি বল দেখি...	...চেন' যদি...
১১৩	২৯১	—	—	...বিশ্বভূষণ দুই স্তম্ভ যার...	...বিশ্বভূষণ দুই স্তম্ভ যার...
১১৭	৩০২	৪	—	ক্ষেমকরী করে যেন সবিশেষ কল্যাণ	ক্ষেমকরী করে যেন...
১১৭	৩০৩	১	—	গুণ-যুত ব্রহ্ম যার...	গুণ-যুত ব্রহ্ম যার...
১১৮	৩০৪	১	—	...কত প্রকারেব তা'রা বণিয়া নাহি ফল	...বণিয়া নাহি ফল
১২২	৩১৬	১	—	যেই বর-বাজি 'পরে...	যেই বর-বাজি 'পরে...
১২২	৩১৬	৪	—	...পুরন্দর সম আজি কেহ নহে ভাগ্য যুত	...ভাগ্যযুত ।
১২৬	৩২৩	৪	(ছন্দ)	যে পদ-সরোজ মনোজ-অরাতি হৃদি-করে সদা বিরাজ করে	...হৃদি-সরে...
১২৬	৩২৪	—	—	...তিনি' বরষেণ মন্দার কুল দেবতা হরষ-প্রাণ	...হরষ-প্রাণ
১৩৩	৩৩৭	—	—	নূপ পুরে যেন হৃদয় বিরহ...	...হৃদয় বিরহ...
১৪০	৩৫৯	২	—	প্রতিদিন সান্ত্বকী ভাব ছেরি' নূপতির	...সান্ত্বকী...
১৪৩	—	২	—	...পূর্ণিত সকল ভাবে মহামূল্য মনোহারী	...পূর্ণিত সকল ভাবে...
১৪৩	—	৪	—	মোদিতা জননী যত সব সখী সহচরী	...সহচরী
১৪৫	৬	৩	—	মদিত-পর্যাণে দৌড়ে করিছেন বস্তাবলি	মোদিত-পর্যাণে...
১৪৬	৮	৪	—	প্রভূতা ত্যজিয়া প্রভু...	প্রভূতা ত্যজিয়া প্রভু...
১৪৭	১০	৪	—	...চোরে' চাঁদিনী রাত যেমন কুমনে হয়	...যেমন কু মনে হয়
১৫০	১৯	২	—	...বৈধব্য ধরহ বলি'...	...বৈধব্য ধরহ বলি'...
১৫১	১২	—	—		১৫১ ২২
১৫১	২৪	২	—	...শূলবজ্র হৃদিঘাত বক্ষ পাতি যেবা ধরে	...যেবা ধরে...
১৫৫	৩১	—	—	পৈলেক্ষি রাজ্ঞ-নীতি।	...রাজ্ঞ-নীতি ।
১৬২	৫০	৩	—	অলে ভীম দুখ-অরে...	...দুখ-অরে...
১৬৩	৫২	৪	—	জননি আদেশ দাও প্রতীত অন্তরে মোরে...	...প্রীত অন্তরে...
১৬৪	৫৪	৩	—	...শ্রীধাম ভরত-সম স্তম্ভ জানি' প্রাণে	...শ্রীধাম ভরত সম-স্তম্ভ
১৬৫	৫৭	১	—	মুহূর্ত্তে আশীষ দিলেন শান্তি তাঁ'রে...	মুহূর্ত্তে শান্তি আশীষ...

পৃষ্ঠা দোহা চৌপাই সোরঠা

অশুদ্ধ

শুদ্ধ

১৬৭	৬১	৪	—	ব্যাংগ সিংহ ভালুক সর্প পূর্ণ বন...	...ব্যাংগ ভালুক সিংহ সর্প পূর্ণ বন...
১৭০	৭১	২	—	আমি ত' বালক তব স্নেহে তো প্রতিপালিত মরাল কি মন্দার মকুরে করে চালিত	...স্নেহেতে প্রতিপালিত মরাল কি মন্দার মকুরে করে চালিত
১৭৩	৭৯	২	—	দেওয়ান গুরুরে কহি' ববব তব ভোজন	...ববব-তরে ভোজন
১৭৫	৮৫	৩	—	নিজেনের নিন্দা কবে মীনগণ সুখ্যাতি	...মীনগণে সুখ্যাতি
১৭৬	৮৭	৪	—	এবে কুপা করি' পুরে কর পদ-অর্পণ ।	এবে কুপা করি' পুরে কর পদ-অর্পণ ।
১৭৭	৯২	৩	—	বিবেক-উদয়ে বার মোহ-ভ্রম দূরে চ'লে	বিবেক-উদয়ে বার...
১৮০	৯৮	২	—	...মণি হারা হ'য়ে কবি ।	...ফণী ।
১৮৬	১১৫	৩	—	স্বর্জনা ক'রো দেবি আমাদের অভিনয় ।	...আমাদের অভিনয় ।
১৯০	১২৫	২	—	...নৃপ অনল বিনা দহে ইহা নিশ্চয় ।	সে নৃপ অনল বিনা...
১৯৩	১৩৬	৩	—	...তবে হ'তে হয় বন সকল-সুখ প্রদারক ॥	...সব-সুখ প্রদারক ।
১৯৫	১৪২	১	—	...বিধাতা বিরূপ হেরি' বীরতার, ভরা' প্রাণ	...বীরতার ভর' প্রাণ ।
২০১	১৫৬	৩	—	যবে হ'তে অবোধায়...	যবে হ'তে...
২০২	১৬০	—	—	ভুলেন ভরম পিতার মরণ	ভুলেন ভরত...
২০৬	১৭১	৪	—	...যেই ব্রহ্মচারী নিজ ব্রত করে পরিহার	যেই ব্রহ্মচারী...
২০৮	১৭৬	—	—	...তুনে ভরত-হিয়া-হিত যেন চন্দন	তুনে ভরত হিয়া-হিত যেন চন্দন
২০৯	১৮০	৪	—	...সংশয় শীল আর প্রেম-বশ সব জন	...সংশয় শীল আর প্রেমবশ সব জন
২১৩	১৯১	২	—	হেরিয়া নিবাদশ্রেষ্ঠ বাহিনীর সমাবেশ	হেরিয়া নিবাদ শ্রেষ্ঠ-বাহিনীর সমাবেশ
২১৫	১৯৭	—	—	...বলেন আবার জানি' জননীরা ক'রেছে জ্ঞান শেষ	...চলেন আবার...
২১৭	২০২	৩	—	...ভরত কহেন রাম পদ-চার বা'ন বন	...পদ-চারে বা'ন বন
২১৮	২০৩	৩	—	বিদিত প্রভাব তব বেদ ও জগত-মাঝ	...বেদ ও জগত-মাঝ
২১৮	২০৩	৪	—	আপন ধর্ম ত্যজি' এই মম আকিঞ্চন...	...এই মম আকিঞ্চন...
২২৫	২২৫	৪	—	প্রভু ক'ন এ স্বপন শুভ নহে লক্ষণ...	...শুভ নহে লক্ষণ...
২২৮	২৩১	২	—	...তোমার ও জনকের শপথ এ লক্ষণ...	...শপথ এ লক্ষণ...
২২৯	২৩৫	২	—	হরি করী-শার্দূল...	হরি করী শার্দূল...
২৩৪: ২৪৮		৩	—	...ক'রে ব'রে বধা সুধাময় প্রস্রবণ	...ক'রে ব'রে বধা...
২৩৯	২৪৬	২ (পাদটীকা)	—	জ্ঞান-প্রত্যাগত গুরুবা	জ্ঞান-প্রত্যাগত হরীশ
২৪৪	২৭৮	১	—	...উষেগ হ'ল যেন সহ স্রুত অমৃতরাগ	...উষেগ হ'ল—
২৫০	২৯৪	২	—	...চাহ করিবারে বাহে ভরতের মন নড়ে	...চাহ করিবারে বাহে...
২৫২	২৯৯	৪	—	...যত বাচালতা মোর হইল করা প্রকাশ	...যত বাচালতা...
২৫৩	৩০২	৪	—	—কবি মর্যাদা-লাজে তাবে নাহি বিভাৱে	...কবি মর্যাদা-লাজে...
৩৫৯	৩১৮	৪	—	...সবারে বিদায় দান করে সাহুজ রাম ।	...করেন সাহুজ রাম ।

বানকাণ্ড ও অযোধ্যাকাণ্ডের নির্ধণ

	পৃষ্ঠা বোহা চৌপাই				পৃষ্ঠা বোহা চৌপাই		
অ				উপদেশ, নিবানকে, লক্ষণের	১৭৭	৯১	২
অজাধিল	১৪	২৫	৪	উপাখ্যান, প্রতাপভাট্টর,	৫৬৩	১৫২	১
	(৩ পাদটীকা)			উপাসনা, ভিন্নভিন্ন যুগের	১৫	২৬	২
অভিধি-সংকার, বনবানিনদের	২৩৪	২৪১	১	উষার নিকট সপ্ত ঋষির আগমন	৩৪	৭৬	৪
অগ্নি	২৫৫	৩০৯	—	উষার স্বপ্ন দর্শন	৩২	৭২	—
অশ্বোষ্টি ক্রিয়া, দশরথের	২০৩	১৬২	—	ঋ			
অশ্বোষ্টি ক্রিয়া, দশরথের	২০৫	১৬৯	১	শাষি, সপ্ত	৩৪	৭৬	৪
অপরিব্রত	২২৯	২৩৪	৪	ঋষি, সপ্ত	৩১	৮৮	৪
	(পাদটীকা)			ঐ			
অপর্ণা	৩৩	৭৩	৪	এক হু	৬৬	১৬২	—
অবতার গ্রহণের কারণ, বামে	৪৮	১১১	—	ক			
অভিজিত মুহূর্ত্ত	৭৭	১১০	১	কবি-বন্দনা	১	১৩	১
অভিভাষণ, বশিষ্ঠ মুনির, (চিত্রকূট)	২৩৭	২৫৩	১	কপিল মুনি	৫১	১৪১	৩
অবয়ব	১৬৬	৬১	—	কন্দম মুনি	৫১	১৪১	৩
	(৩ পাদটীকা)			কলিকালে কথ্য নাই	১৫	২৬	৪
অবন্য	২৩১	২৬৪	২	কলিতে নাম	১৫	২৬	৩
	(৩ পাদটীকা)			কাণ্ড, অযোধ্যা	১৪৩	—	—
অযোধ্যাকাণ্ড	১৪৩	—	—	কাণ্ড বাল	১	—	—
অযোধ্যা প্রত্যাগমন, ভরত-শক্রবৈর	২০১	১৫৭	—	কাশ্যপের (মদন)	৫৩	১২৪(থ)	৩
অযোধ্যা প্রত্যাগমন, ভরতের,	২৫৮	২১৭	১	কৃষ্ণকর্ণ ছয় মাস ঘুমাইত	৭২	১৭১	২
অযোধ্যা প্রত্যাগমন বামে, বিরাটাকাণ্ড	১৩৫	৩৪৩	—	কুলের অপমান সর্বাপেক্ষা			
অবিমর্দন	৬৩	১৫২	৩	মহাশক্তি	২১	৬২	১৪
অবিমর্দন	৭১	১৭৭	২	কৈকেয়ী-দশরথ-সংবাদ	১৫১	২৪	—
অসামু-সামু বন্দন	৪	৪	২	কৈকেয়ী-মদুরা-সংবাদ	১৪৭	১২	১১
অশ্বোষ	১২১	২৩৪	৪	কৈকেয়ী-রাম-সংবাদ	১৫৭	৩৮	১
	(পাদটীকা)			কৈকেয়ীর অমৃত্যু	২৩৫	২৫১	৩
অচকার, নারদের	৫৩	১২৪(গ)	১	কৈকেয়ীর কোথাগারে গমন	১৫১	২২	২
অচলা উদ্ধার	৮৪	২০১	৫	কৌশল্যা-ভরত-সংবাদ	২০৩	১৬২	৪
অহিংসা	২২৯	২৩৪	৪	কৌশল্যা-রাম-সংবাদ	১৬২	৫১	১
	(পাদটীকা)			কৌশল্যা-সীতা-সংবাদ	১৬১	৬৭	১
ই				কৌশল্যা-শ্রবণ-সংবাদ	২৪৫	২৮০	২
ইন্দ্র-বৃষস্পতি-সংবাদ	২২২	২১৬	১	কৌশল্যাকে বিরাটরূপ প্রদর্শন	৮১	২০১	—
ঈ				কৌশল্যার ভগবানের স্তব	৭৭	১১১	২
ঈত	২২৯	২৩৪	২				
ঈতি	২৩৫	২৫২	১	ক্রিয়ার বল	১২৭	৩২৫	—
উ					(পাদটীকা)		
উত্তানপাদ	৫১	১৪১	২	ঋ			
উদ্ধার, অহল্যা	৮৪	২০১	৬	ঋ-বন্দনা	৩	৩(থ)	১

ক	পৃষ্ঠা দোহা চাঁপাই	জনকের দূত প্রেরণ, অবোধ্যায় জনকের প্রেম-মগ্নতা, রাম-লক্ষণকে দেখিয়া	পৃষ্ঠা দোহা চাঁপাই
গজ	১৪ ২৫ ৪ (ও পাটটাকা)		১১১ ২৮৫ ১
গঙ্গা-উত্তরণ, রামের, গাঙ্গব	১৮০ ১১ ২ ১৬৬ ৬১ — (ও পাটটাকা)	জনকের ত্র্যম্বক, রাম-দর্শনে অবাসা অম-বিজয় অলঙ্কার নৈত্য অলঙ্কার নৈত্য জানকী-জীবাম-সংবাদ	৮৬ ২১৪ ১ ৮৬ ২১৫ ৬ ১৬৩ ৫৩ ১ ৫২ ১২১ ২ ৫২ ১২২ ৩ ৫৩ ১২৩ ১ ১৬৪ ৫৭ —
গিরিরাজ-নাবদ-সংবাদ	৩০ ৬৪ ৩	জীব-জীবনের চারি-দশা ও বিকৃতি	১২৭ ৩২৪ ৫
গিরিরাজ-মেনকা-সংবাদ	৩২ ৭০ ১	জীবন্তী	১৪ ২৫ ৪
গুরু-বন্দনা	২ — ১	ত	(পাটটাকা)
গুরু বিরূপ হইলে রাধিবাব কেহ নাই	৬৭ ১৬৫ ৩	তাপদ-প্রকরণ	১৮৪ ১০২ ১
গুরুর কাছে লুটাইলে জ্ঞান হয় না	২৩ ৪৫ —	তারক-অম্বর	৬৬ ৮১ ৩
গুহক, নিবাদ-মাল	১৭৬ ৮৭ ১	তারি	১৬ ২৮ ৪
গুহক-ভরত মিলন	২১৩ ১১১ ২	(পাটটাকা)	
গুহক-অম্ব-সংবাদ	১৭৬ ৮১ ১	তাড়কা বধ	৮৪ ২০৮ (খ) ৩
গুহকের রামকে সবা	১৭৬ ৮৭ ১	তুলসীদাসের দীনতা	৬ ৭ (ঘ) ১
গুহকের লক্ষা, ভরতের আগমনে	২১২ ১৮৮ ১	তুলসীদাসের দীনতা ও রাধায়ণ	১৫ ২৮(ক,খ) —
গৌরীর স্বপ্ন দর্শন	৩২ ৭২ —	কল-প্রতি	১৬ ৩০(ক) —
চ		তুলসীদাসের রাধায়ণ লাভ	৭১ ১৭৭ ৬
চক্ষুর দুখ নাই, আর মুখের চক্ষু নাই	১১ ২২৮ ১	ত্রিকূট	২২৬ ২২৮ ১
চন্দ্রের সহিত সীতার মুখের তুলনা হইতে		ত্রিশঙ্কু	(ও পাটটাকা)
পাবে না	১৪ ২৩৬ ৪	জ্যোতির বজ	১৫ ২৬ ২
চারি যুগের উপ য'গী উপাসনা	১৫ ২৬ ২	ক	১৫৪ ২১ ৪
চারি বস	১১৫ ১১৬ —	কথোতি	(ও পাটটাকা)
চিত্রকূট অরণ ভ ভেব	২৫৪ ৩০৬ ১	কথোতি	১৬১ ৪৭ ৬
চিত্রকূটে জনকের আগমন	২৪৩ ২৭৪ —	কথোতি	১৭৮ ১৪ ২
চিত্রকূটে ভরতের আগমন সংবাদ	২২৫ ২২৫ ১	কথোতি	২০ ৩৬ ৭
চিত্রকূটে ভরতের রাজা	২১১ ১৮৬ ২	কথোতি	(ও পাটটাকা)
চিত্রকূটে রামের অবস্থান	১১২ ১৩২ —	কথোতি	১৬১ ৪৭ ৬
চিত্রকূটের পথে ভরত	১২৩ ২১১ ৩	কথোতি	১৭৮ ১৪ ২
চিত্র কেতু	৩৪ ৭৮ ১	কথোতি	২০ ৩৬ ৭
জ		কথোতি	(ও পাটটাকা)
জনকপুরী	৮৫ ৫১১ ২	কথোতি	১৬১ ৪৭ ৬
জনকপুরী আগমন ও আগতিদি,		কথোতি	১৭৮ ১৪ ২
রামের বরষাজীর	১১৮ ৩০৪ ৪	কথোতি	২০ ৩৬ ৭
জনকপুরী গমন, রাম-লক্ষণ সহ		কথোতি	(ও পাটটাকা)
বিশ্বামিত্রের	৮৫ ২১১ ২	কথোতি	১৫১ ২৪ —
জনকপুরী সম্মর্শন, রাম-লক্ষণের	৮৭ ২১৭ ১	কথোতি	২০০ ১৫৫ —
জনক-প্রতিজ্ঞা ঘোষণা, বশিষ্ঠের	১৮ ২৪৮ ৪	কথোতি	৮২ ২০৫ ১
জনক রাজার চিত্রকূটে আগমন		কথোতি	১১৭ ১৪৭ —
ও মিলন	২৪১ ২৬১ ১	কথোতি	২০৩ ১৬২ ১
জনক রাজার চিত্রকূটে আগমন	২৪৩ ২৭৪ —	কথোতি	২০৫ ১৬১ ১
জনক-বশিষ্ঠ-সংবাদ	২৪৮ ২৮১ ১	কথোতি	১১১ ২৮৫ ১
জনক-অনুরূপ-সংবাদ	২৪৭ ২৮৭ —	কথোতি	৭৬ ১৮৮ ১
		কথোতি	২০০ ১৫৫ —

	পূঠা মোহা চৌপাই				পূঠা মোহা চৌপাই		
নক	২৮	৫৯	৩	পাটনীর ভক্তি	১৮০	৯৬	২
নক-বজ্র	২৯	৬২	১	পার্বতীর জন্ম	৩০	৬৪	৩
হুর্বাগা	২২২	২১৭	৩	পার্বতীর তপস্তা	৬৩	৭০	১
হুর্বাশা	২৩৯	২৬৪	২	পাঁচ ধনি	১২৩	৩১৮	২
হুর্গার জন্ম	৩০	৬৪	৩	পাঁচ শব্দ	১২৩	৩১৮	২
হুর্গার জন্ম ও তপস্তা	৩৩	৭৩	১	পুত্রোদ্ভি-বজ্র, দশরথের	১৭৭	১৮৮	১
দেবগণের প্রার্থনা (শিবের কাছে)	৩৮	৮৭	২	পুষ্প-বাটিকা ভ্রমণ ও রামের			
দেবভূক্তি	৫৯	১৪১	৩	সীতাকে সন্দর্শন	১০	২১৬	—
ষাপের পূজা	১৫	২৬	২	পৃথিবী ও দেবগণের প্রার্থনা	৭৪	১৬৩	১
ধর্ম				পৃথিবীর গাভী-রূপ ধারণ	৭৪	১৬৩	৪
ধর্মব্রজ-ভূমি	৮৯	২২৩	১	পৃথ রাক্ষ	৪	৩	৫
ধর্মব্রজে রাধাকে কে কেমন দেখিতেছেন	৯৫	২৪০	২				(ও পাণটাকা)
ধর্মকটি	৬৩	১৫৩	১	প্রতাপভায়ুর উপাখ্যান	৬৩	১৫২	৭
ধর্মকটি	৭১	১৭৫	২	প্রয়াগ-মাহাত্ম্য	১৮২	১০৪	১
ক্রম	৫৯	১৪১	২	প্রয়াগে ভরতের আগমন	২১৭	২০৩	—
ধনি, পাঁচপ্রকার	১২৩	৩১৮	২	প্রয়াগে রামের আগমন	১৮২	১০৪	১
জ				প্রহ্লাদ	১৫	২৭	—
নবগুণ, ব্রাহ্মণের	১১০	২৮১	৪	প্রিয়ব্রত	৫৯	১৪১	২
		(ও পাণটাকা)		ব			
নইব	১৬৬	৬১	—	বধ, ভাড়কা-	৮৪	২০৮(খ)৩	
		(ও পাণটাকা)		বনবাসিনের অতিথি-সংস্কার	২৩৪	১৪৯	১
দ্রুত	২২৬	২২৮	—	বনবাসিনের ভক্তি	১৮৫	১১১	১
নাম ও নামী	১২	২০	১	বন্দনা, অগাধু-সাগু	৪	৪	২
নামকরণ, রাম প্রভৃতির	৭৯	১৯৬	১	বন্দনা, কবি-	১	১৩৬	১
নাম, রাম অপেক্ষা বড়	১৩	২২	১	বন্দনা, খল-	৩	৩(খ) ১	
নাম, রাম অপেক্ষা বড়	১৩	২৬	—	বন্দনা, গুরু-	২	—	১
নাম, রাম অপেক্ষা বড়	১৭	২৫	—	বন্দনা, বাল্মিকী, বেদ ও দেবগণের	১১	১৪(গ) ১	
নামের মহিমা (রাম-)	১৪	২৬	৩	বন্দনা, রাম-নাম-	১১	১৮	১
নারদ-গিরিবাজ-সংবাদ	৩০	৬৫	৩	বন্দনা, রাম-নাম-	১৪	২৬	১
নারদের অহংকার ও স্নায়ার প্রভাব	৫৩	১২৪(গ) ১		বন্দনা, সীতারাম ও নাম মহিমা-	১১	১৮	১
নারদের মোহভঙ্গ, বিদ্যমোহিনীর				বন্দনা, সীতারাম-রাম প্রভৃতির	১০	১৫	১
স্বয়ম্বর	৫৫	১২৯	—	বরাহাক্রী, রামের	১১৫	২৯৭	১
নারদের হিমালয়পুরে স্নান	৩০	৬৫	৩	বরাহাক্রী, শিবের	৪০	৯১	—
নিমি	৯১	২২৯	২	বরাহ ক্ষেত্র	১৬	৩০(ক) —	
		(ও পাণটাকা)		বর্ণনা, ধর্মব্রজ-ভূমি	৮৯	২২৩	১
নিয়ম	২০	৩৬	৭	বর্ণনা, ভরতের গুণ	২২৮	২৬০	৪
		(ও পাণটাকা)		বর্ণনা, রামের আবাস, বায়িকী বর্জক	১৯০	১২৭	—
নিয়ম	২২৯	২৩৪	৪	বর্ণনা, রামের রূপ-	৬১	১৭৬	—
নিষাদ কর্তৃক রামের সেবা	১৭৮	৮৭	১	বর্ণনা, রামের রূপ-	৮০	১৯৮	১
নিষাদ-লক্ষণ-সংবাদ	১৭৬	৮৯	১	বর্ণনা, রামের রূপ-	৮৩	২০৮(খ) ১	
নিষাদকে উপদেশ, লক্ষণের	১৭৭	৯১	২	বর্ণনা, রামের রূপ-	৮৭	২১৮	২
প				বর্ণনা, রামের রূপ-	৯২	২৬২	১
পরশুরাম-সংবাদ	১০৫	২৬৭	১	বর্ণনা, রামের রূপ-	৯৫	২৪০	—

	পৃষ্ঠা দোহা চৌপাই			পৃষ্ঠা দোহা চৌপাই		
বর্ণনা, বাঘের রূপ-	১২৮	৬২৬	১	ভরত-আগমনে গৃহকের শঙ্কা	২১২	১৮৮ ১
বর্ণনা বাঘের রূপ-	১৩	২৪২	২	ভরত-কুণ	২৫৬	৩০১ ৪
বর্ণনা, সীতার রূপ-	১৭	২৪৬	১	ভরত-কৌশল্যা-সংবাদ	২০৩	১৬২ ১
বলি	১৫৪	২১	৪	ভরত-গৃহক মিশন	২১৩	১১১ ২
	(৫ পাদটীকা)			ভরত-চরিত্র শ্রবণের মাহাত্ম্য	২৬১	৩২৫ ১
বলি	১৭৮	৯৪	২	ভরত-চরিত্র শ্রবণের মাহাত্ম্য	২৬২	৩২৬ —
বশিষ্ঠ-ভরত-সংবাদ	২০৫	১৭০	১	ভরত, চিত্রকূটের পথে	২২৩	২১১ ৩
বশিষ্ঠ মুনির অভিভাষণ (চিত্রকূটে)	২৫৫	২৫৩	১	ভরত-বশিষ্ঠ-সংবাদ	২০৫	১৭০ ১
বশিষ্ঠ মুনির ভরতকে আনিতে দূত প্রেরণ	২০০	১৫৫	১	ভরত, ভরদ্বাজ-আশ্রমে	২১৮	২০৫ ২
বশিষ্ঠ মুনির ভরতকে আনিতে	২০০	১৫৬	১	ভরত-শ্রবণের অযোগ্য প্রত্যাগমন	২০১	১৫৭ ২
বালকগণ	১	—	—	ভরতের আনিতে বশিষ্ঠ মুনির দূত প্রেরণ	২০০	১৫৫ ১
বালক বাঘের োজন	৮১	২০২	৩	ভরতের অযোগ্য প্রত্যাগমন	২৫৮	৩১৭ ১
বান্দীকি-রাম-সংবাদ	১৮৯	১২৩	৩	ভরতের খেদ (শৃঙ্গবেরপুরে)	২১৬	১৯৮ ২
বিবাহ, রাম-সীতার	১২০	৩১১	৩	ভরতের গুণকীর্তন, রামের	২২৮	২৩০ ৪
বিদায় গ্রহণ, রামের দশরথ-সমীপে	১৭১	৭৫	১	ভরতের চিত্রকূট ভ্রমণ	২৫৪	৩০৬ ১
বিব্রাট-রূপ প্রদর্শন, কৌশল্যাকে	৮১	২০১	—	ভরতের চিত্রকূট যাত্রা	২১১	১৮৪ ১
বিষমোহিনীর স্বয়ম্বর	৫৫	১২৯	—	ভরতের চিত্রকূট যাত্রা	২১১	১৮৬ ২
বিষামিত্র	২২৬	২২৮	১	ভরতের চিত্রকূটে আগমন-সংবাদ	২২৫	২২৫ ৪
	(৬ পাদটীকা)				হুস	
বিষামিত্র-আগমন, দশরথ-সমীপে	৮২	২০৫	১	ভরতের প্রয়াগ গমন	২১৭	২০২ ১
বিষামিত্র-বজ্রবক', রাম-লক্ষ্মণের	৮৩	২০৮(ক)—	—	ভরতের বিদায় গ্রহণ, রামের নিকট	২৫৬	৩১২ ১
বিষামিত্রের রাম-লক্ষ্মণের সহিত				ভরতের শৃঙ্গবেরপুরী দর্শন	২১৫	১৯৬ ১
বজ্রশালে প্রবেশ	৯৫	২৩৯	৩	ভরদ্বাজ মুনি	২২	৪৩(খ) ১
বৃহস্পতি-ইন্দ্র-সংবাদ	২২২	২১৬	১	ভরদ্বাজ মুনির আতিথ্য, ভরতের	২২০	২১১ ৪
বেণ	৪	৩(খ) ৫	—	ভরদ্বাজ মুনির আতিথ্য, রামের	১৮৩	১০৬ ১
	(৭ পাদটীকা)			ভরদ্বাজ-বাজবক'-সংবাদ	২৩	৪৪ ২
বেণ	২২৬	২১৮	—	ভরদ্বাজ-রাম-সংবাদ	১৮৩	১০৫ ৪
বেদশিরা মুনি	৩২	৭৩	—	ম		
ব্রহ্মর্ষ্য	২২৯	২৩৪	৪	মঙ্গলাচরণ	১; ১৪৩	— —
	(৮ পাদটীকা)			মদন	৩৬	৮২ ৪
ব্রহ্ম-জ্ঞান দুই প্রকার অগ্নির সমান	১৩	২২	২	মদন (কামদেব)	৫৩	১২৪(খ) ৩
ব্রহ্ম রাম অর্পেকা নাম বড়	১৪	২৫	—	মদম ভাষ্য	৩৬	৮১ ১
ব্রহ্মার স্তব	৭৪	১৮৫	—	মদন ভাষ্য	৩৮	৮৬ ৩
ব্রহ্মণের নবগুণ	১১০	২৮১	৪	মদনের ক্রোধ হইলে ধর্মের বাধ		
	(৯ পাদটীকা)			ভাঙ্গিয়া যায়	৩৬	৮৩ ৩
ভ				মমু-শতরূপার কাহিনী	৫৯	১৪১ ১
ভক্তের উপরে ভগবানের বড় কৃপা	৮	১২	৩	মল্যাকিনীতে আন, ভরতের	২২৮	২৩২ ১
ভক্তের জন্তই ভগবানের লীলা	৮	১২	২	মহর্ষি বিষামিত্রের দশরথ-সমীপে আগমন	৮২	২০৫ ১
ভগবানের আবির্ভাব ও বাল্যলীলা	৭৭	১১০	১	মহর্ষি বিষামিত্রের জনকপুরে আগমন	৮৫	২১১ ২
ভগবানের বরদান, দেবগণকে	৭৫	১৮৬	১	মহর্ষি বিষামিত্রের গুরুদ্বিজ শালায় প্রবেশ	৯৫	২৩৯ ৩
ভরত	১১৩	২৮৯	৪	মহর্ষি বিষামিত্রের রামকে স্বয়ম্বর ভক্তের		
ভরত, নাথ-করণ	৭৯	১৯৬	৪	আদেশ দান	১০০	২৫৩ ৩
				মহিমা, রাম-নাথের	১৪	২৬ ১

	পৃষ্ঠা	দোহা	চৌপাই		পৃষ্ঠা	দোহা	চৌপাই
মহিমা, ঈশ্বর-গুণ ও রামচরিত্রের	১৬	২৯ (গ)	১	রাম-জানকী-সংবাদ	১৬৪	৫৭	—
মহারাজ প্রভাব, নারদের উপর	৫৩	২১৪ (খ)	১	রাম-দশবৎ-সংবাদ	১৫৯	৪৩	—
মারীচ	২৪	৪৮ (খ)	২	রাম, নাম-করণ	৭৯	১৯৬	৩
মারীচ	৮৪	২০৯	২	রাম নামের মহিমা	১৪	২৬	১
মার্কণ্ডেয়	২৪৭	২৮৫	৪	রাম নামের মহিমা	২২২	২১৬	২
		(ও পাদটীকা)		রাম নামের মহিমা	২১৪	১৯৩	৩
মেনকা-গিরিবাজ সংবাদ	৩২	৭০	১	রাম-বাগ্দিচী-সংবাদ	১৮৯	১২৩	৩
ময়				রাম-ভরত-সংবাদ	২৩৬	২৫৬	১
ময়, দক্ষ	২৯	৬২	১	রাম-ভরত সংবাদ	২৫১	২৯৬	১.
ময়, পুত্রোটি	৭৬	১৮৮	১	রাম-ভরত-সংবাদ	১৮৩	১০৫	৪
ময় বন্ধা, বিশ্বামিত্রের	৮৩	২০৮(ক)	—	রাম-লক্ষ্মণ-সংবাদ	১৬৯	৬৯	১
ময়	২০	৩৬	৭	রাম-লক্ষ্মণের জনকপুত্রী দর্শন	৮৮	২১৯	১
		(ও পাদটীকা)		রাম-সীতার শুভদৃষ্টি	১২৫	৩২২	৪
ময়নাকে প্রণাম, রামের	১৮৫	১১১	১				হৃদ
ময়তি.	১৯৭	১৪৭	৩	রাম হইতে নাম বড়	১৩	২৩	—
ময়তি	২০৬	১৭৩	৪	রামকে প্রথম দর্শন, জনক			
		(ও পাদটীকা)		রাজার	৮৬	২১৪	৪
ময়জবন্ধা-ভরত-সংবাদ	১৩	৪৪	২	রামায়ণ-লাভ, তুলসী দাসের	১৬	৩০(ক)—	
ময়জবন্ধা-ভরত-সংবাদ ও				রামায়ণ শতকোটি	১৮	৩২(খ)	৩
প্রয়াগ-মাতাশ্রা	২২	৪৩ (খ)	১	রামের অকল্মষ প্রকৃতি	৮	১২	১
ময়				রামের অবস্থান, চিত্রকূটে	১৯২	১৩১	৪
ময়.	২৩০	২৩৭	২	রামের আবাস বর্ণন, বাগ্মণিক কর্তৃক	১৯০	১২৭	—
ময়কে শিবের বরদান	৩৮	৮৬ ৪-ছন্দ		রামের আবির্ভাব	৭৭	১৯০	১
ময়কোষ	১৭৮	১৪	২	রামের গঙ্গা উত্তরণ	১৮০	১৯	২
		(ও পাদটীকা)		রামের চিত্রকূটে অবস্থান	১৯২	১৩২	—
ময় চারি প্রকার	১১৫	১৯৬	—	রামের জনকপুত্রী গমন	৮৫	২১১	২
ময় প্রকৃতির জন্ম	৭১	১৭৫	১	রামের দশবৎ-সমীপে বিদায় গ্রহণ	১৭১	৭৫	১
ময়নের দেবতা-বধের পরিকল্পনা	৭৩	১৮০	৩	রামের পিতৃশ্রাদ্ধ	২২৮	৩৩২	১
ময়নের লঙ্কা মনোনিবন	৭২	১৭৮ (খ)	৩	রামের পিতৃশ্রাদ্ধ	২৩৩	২৪৭	—
রাম অবতার কতরূপে হইয়াছে	১৮	৩৩ (খ)	৩	রামের পুত্রবাটিকা ভ্রমণ	৯০	২২৬	১
রাম অবতারের কারণ	৫১	১২০(ঘ)	১	রামের প্রয়াগে আগমন	১৮২	১০৪.	১
রাম অক্ষর দুইটির উপমা শু মহিমা	১১	১৯	—	রামের বনগমন	১৭৩	৭৯	১
রাম আবির্ভাবের ক্ষণ	৭৬	১৮৯	৪	রামের বরবেশ	১২১	৩১৫	—
রাম ও নাম এক	১২	২০	১	রামের বরবাজী	১১৫	২৯৭	১
রাম কে ?	২৩	৪৫	৩	রামের বাল্যলীলা	৮০	১৯৯	৪
রাম-গুণ ও চরিত্র-মহিমা	১৬	৩০ (খ)	১	রামের বিবাহ	১২০	৩১১	৩
রাম-কৈকেয়ী-সংবাদ	১৫৭	৩৮	১	রামের ময়নাকে প্রণাম	১৮৫	১১১	১
রাম-কৌশল্য-সংবাদ	১৬২	৫১	১	রামের রাজ্যান্তিকের আয়োজন	১৪৩	১	১
রাম-কৌশল্য-সীতা-সংবাদ	১৬৯	৬৭	১	রামের লক্ষ্মণকে বুঝান ও ভরতের			
রামচরিত্র মানস রচনার তিথি	১৮	৩৩	২	গুণ-কীর্তন	২২৮	২৩০	৪
রামচরিত্র মানসে কি কি বস্তু আছে	৭	৯	১	রামের শৃঙ্গবেরপুবে আগমন	১৭৫	৮৬	১
রামচরিত্র মানসের রূপক ও বাহ্যস্থা	১৮	৩৪	৪	রামের সীতাকে প্রথম দর্শন	৯১	২২৯	২
রাম চরিত্র ও গুণের মহিমা	১৬	৩০ (খ)	২	রামের স্তব, পরশুরামের	১১১	২৮৪	১

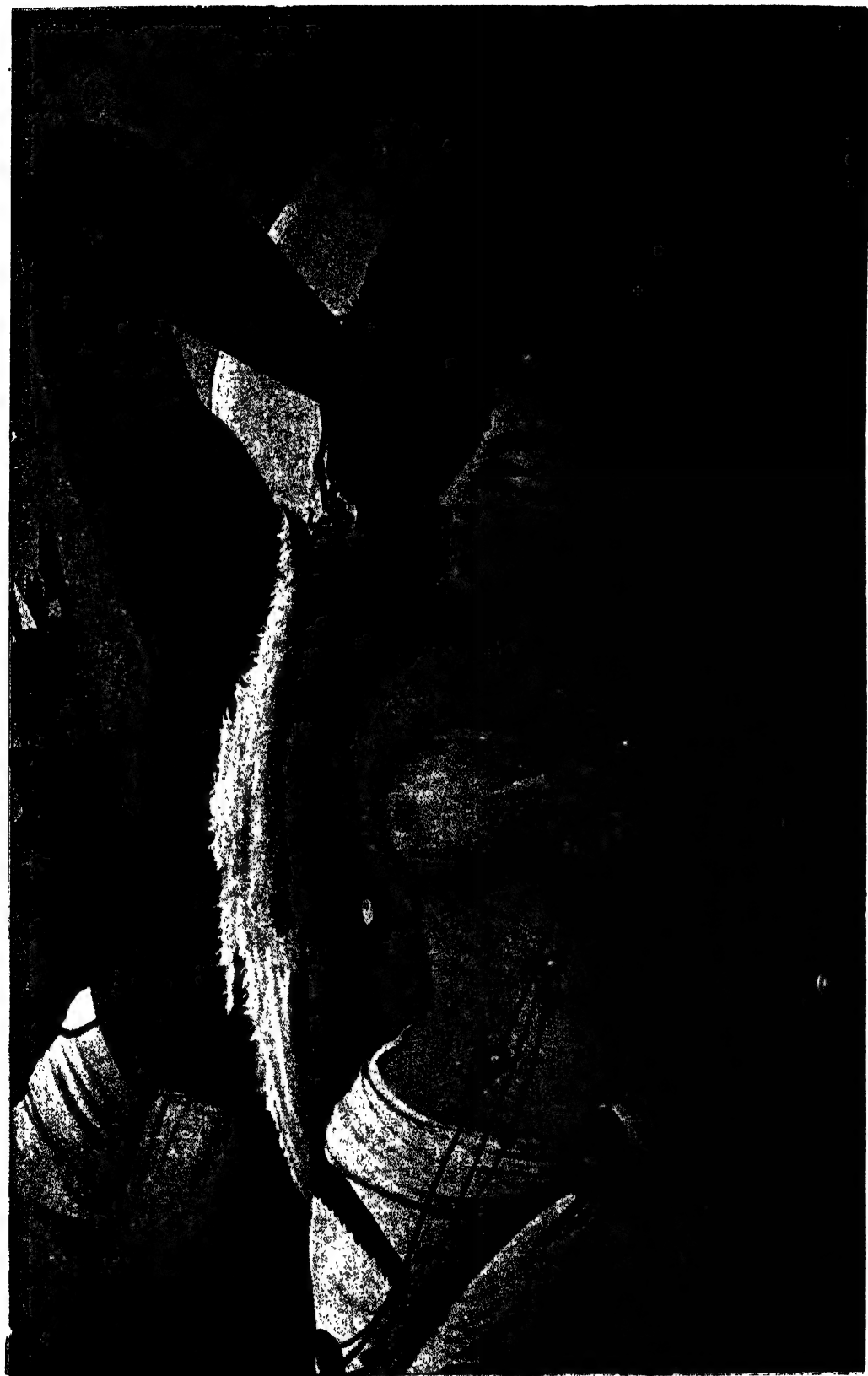
গাছ	পৃষ্ঠা মোহা কৌশাই			পৃষ্ঠা মোহা কৌশাই
	৫	৬	৩	
	(ও পাদটীকা)			
বাক্স কে ?	৭৪	১৮৩	২	শ্রবেরপুরী, আগমন, বাসোহ ; নিবাসের সেবা ১৭৫ ৮৬ ১
রূপ বর্ণনা, বাসোহ	৬১	১৪৬	—	শ্রবেরপুরী দর্শন, ভরতের ২১৫ ১১৬ ১
রূপ বর্ণনা, বাসোহ	৮০	১১৮	১	শ্রবেরপুরী, ভরতের খেদ ২১৬ ১১৮ ২
রূপ বর্ণনা, বাসোহ	৮৩	২০৮(খ)	১	শ্রবেরপুরী, লক্ষণের নিবাসকে উপদেশ ১৭৭ ১১১ ২
রূপ বর্ণনা, বাসোহ	৮৭	২১৮	২	শ্রীরাম-গুণ ও রাম-চরিত্র-মতিমা ১৬ ২১ (গ) ১
রূপ বর্ণনা, বাসোহ	৯২	২৩২	১	শ্রীরাম-লক্ষণের সহিত বিশ্বাসিত্রের জনকপুরী গমন ৮৫ ২১১ ১
রূপ বর্ণনা, বাসোহ	৯৫	২৪০	২	শ্রীরাম-লক্ষণ ও জনকপুরী সন্দর্শন ৮৭ ২১৭ ১
রূপ বর্ণনা, বাসোহ	৯৬	২৪২	—	শ্লোক ১ ; ১৪৩ — —
রূপ বর্ণনা, বাসোহ	১২৮	৩২৬	১	শৌচ ২২৯ ২৩৪ ৪
রূপ বর্ণনা, সীতার	৯৭	২৪৬	১	(পাদটীকা)
ল				ল
লঙ্কা (ত্রিকুট)	৭১	১৭৭	৪	সন্তান-নির্ভর প্রভেদ বিশেষ নাই ৪৯ ১১৫ ১
লঙ্কা মনোনয়ন, বাসোহ	৭২	১৭৮(খ)	৩	সন্তান গুণ-দোষ ৫ ৬ ৪
লক্ষণ, নাম-করণ	৭৯	১৯৭	—	সত্য-পরিচয়, শিব-বর্জক ২৬ ৫৫ ১
লক্ষণ-নিবাস-সংবাদ	১৭৬	৮৯	১	সত্যের ক্ষেত্র ২৯ ৬২ ৪
লক্ষণ-পরশুরাম বচনা	১০৬	২৭০	৩	সত্যের খেদ ২৭ ৫৭(খ) ১
লক্ষণ-রাম সংবাদ	১৬৯	৬৯	১	সত্যের দক্ষ-যজ্ঞে বাক্য ২৮ ৬০ ১
লক্ষণ-রামের সহিত জনকপুরী গমন	৮৫	১১১	১	সত্যের দেহভাগ ২৯ ৬৩ ১
লক্ষণ-প্রমিত্রা-সংবাদ	১৭০	৭২	২	সত্যের ভ্রম ২৪ ৪৯ ৩
লক্ষণকে বুঝান, বাসোহ	১০৮	২৩১	—	সত্যের ভ্রম, বাসোহ মহাশয় ও সত্যের খেদ ২৩ ৪৭ ১
লক্ষণের ক্রেত	৯৯	২৫১	৪	সত্যের সীতা-রূপ ধারণ ২৫ ৫২ —
লক্ষণের নিবাসকে উপদেশ	১৭৭	৯১	২	সত্য-অসত্য বন্ধন ২ ১ ৩
ল				সন্তোষ ১২৯ ২৩৪ ৪
লতরূপ-মহু কাহিনী	৫৯	১৪১	১	(পাদটীকা)
লতরূপ, নাম-করণ	৭৯	১১৬	৪	সত্যযুগে ধ্যান ১৫ ২৬ ২
লক্ষ, পাট	১২৩	৩১৮	২	সন্তান ঋষির উমাকে পরীক্ষা ৩৪ ৭৬ ৪
লক্ষের মন্ত	১০	১৪ (ছ)	৩	সন্তান ঋষির উমাকে পরীক্ষা ৩৯ ৮৮ ৪
লিঙ্গ-দুর্গা-সংবাদ	৪৫	১০৩	১	সংস্রবাহ ১০৬ ২৭০ ২
লিঙ্গ-বিবাহ	৬৯	৮৭	৪	সংস্রবাহ ২২৬ ২২৮ ১
লিঙ্গ-বিবাহ	৪১	৯৪	১	সীতাকে প্রথম দর্শন, বাসোহ ১১ ২২৯ ২
লিঙ্গ-বিবাহের বরযাত্রী	৪০	৯১	৪	সীতার পার্শ্বভী পূজা ৯৩ ২৩৪ ১
লিঙ্গকে পুনরায় বিবাহ করিতে বাসোহ	৩৩	৭৪	৪	সীতার বিবাহ ১২০ ৩১১ ৩
লিঙ্গ	১৫৪	২৯	৪	সীতার বিবাহ-মণ্ডপে আগমন ১২৫ ৩২১ ৪
	(ও পাদটীকা)			হৃদ
লিঙ্গ	১৬১	৪৭	৩	সীতার মুখের সহিত চন্দ্রের তুলনা ৯৪ ২৩৬ ৪
লিঙ্গ	১৭৮	৯৪	২	সীতার যজ্ঞশালা প্রবেশ ৯৭ ২৪৬ —
লিঙ্গের রাম-অশ্বাৎসের দর্শন	৭৯	১১৫	২	সীতার বাসোহ পলে জয়মালা প্রদান ১০৩ ২৬১ ১
লিঙ্গের শূদ্রের বেশ	৪০	৯১	১	সীতার রূপ-বর্ণনা ৯৭ ২৪৬ ১
লিঙ্গের সত্যকে পরিচয়	২৬	৫৫	১	সীতার স্বপ্ন দর্শন ২২৫ ২৫৫ ২
লিঙ্গনিধি	৫৫	১২৯	১	স্বকবিতার উৎপত্তি ও বিস্তৃতি ৭ ১০ (খ) ১

পৃষ্ঠা দোহা চৌপাই

পৃষ্ঠা দোহা চৌপাই

অনয়না-কৌশল্যা	২৪৫	২৮০	২
অমল-দশরথ-সংবাদ	১৯৭	১৪৭	—
অমল-অবোধ্যা প্রত্যাগমন	১৯৫	১৪১	৩
অমল-অবোধ্যা প্রত্যাগমন	১৯৬	১৪০	১
অবাহ	৮৪	২০৯	৩
অরবর, বিশ্বমোহিনীর	৫৫	১২৯	২
অরবর মণ্ডপ, সীতার	১১২	২৮৬	৪
অট্টরুব ময় ও শতরূপার কাহিনী	৫৯	১৪১	১
অব, অহল্যার	৮৪	২১০	২
অব, কৌশল্যার	৭৭	১৯১	২
অব, ব্রজার	৭৬	১৮৫	—
সংবাদ, ইন্দ্র-বৃহস্পতি	২২২	২১৬	১
সংবাদ, কৈকেয়ী দশরথ	১৫১	২৪	—
সংবাদ, কৈকেয়ী-মহাবা	১৪৭	১২	১
সংবাদ, কৈকেয়ী-রাম	১৫৭	৩৮	১
সংবাদ, কৌশল্যা-রাম	১৬২	৫১	১
সংবাদ, কৌশল্যা রাম-সীতা	১৬৯	৬৭	১
সংবাদ, কৌশল্যা-অনয়না	২৪৫	২৮০	২
সংবাদ, গিরিরাজ-মনকা	৩২	৭০	১
সংবাদ, জনক-বশিষ্ঠাদি	২৪৮	২৮৯	১
সংবাদ, জনক-অনয়না	২৪৭	২৮৭	—
সংবাদ, দশরথ-রাম	১৫৯	৪৩	—
সংবাদ, দশরথ-অমল	১৯৭	১৪৭	—

সংবাদ, নারদ-গিরিরাজ	৩০	৬০	৩
সংবাদ, নিবান-লক্ষণ	১৭৬	৮৯	১
সংবাদ, পরশুরাম	১০৫	২৬৭	১
সংবাদ, ভরত-কৌশল্যা	২০৩	১৬২	১
সংবাদ, ভরত-বশিষ্ঠ	২০৫	১৭০	১
সংবাদ, ভরত-ভরদ্বাজ	২১৭	২০২	১
সংবাদ, ভরত-রাম	২৩৬	২৫৬	১
সংবাদ, ভরদ্বাজ	১৮২	১০৪	১
সংবাদ, রাম-কৌশল্যা	১৬২	৫১	১
সংবাদ, রাম-জানকী	১৬৪	৫৭	—
সংবাদ, রাম-বাস্তবিক	১৮৯	১২৩	৩
সংবাদ, রাম-ভরত	২৩৬	২৫৬	১
সংবাদ, রাম-ভরত	২৫১	২৯৬	১
সংবাদ, রাম-ভরদ্বাজ	১৮৩	১০৫	৪
সংবাদ, লক্ষণ-গুহক	১৭৬	৮৯	১
সংবাদ, লক্ষণ-সুমিত্রা	১৭০	৭২	২
সংবাদ, অমল-দশরথ	১৯৭	১৪৭	—
বাণ্যায়	২২৯	২৩৪	৪
		(পাটটাকা)	
হ	১০০	২৫৩	৩
হরধনুর্ভঙ্গ	১৬১	৪৭	৩
হরিশ্চন্দ্র		(পাটটাকা)	
হরিশ্চন্দ্র	১৭১	৯৪	২
হিরণ্যকশিপু	১৭	২১	—



শ্রীগণেশায় নমঃ
শ্রীজানকী বলভের জয়

শ্রীরাঘচরিত মানস

প্রথম সোপান

বাল কাণ্ড

মঙ্গলাচরণ

শ্লোক—বর্ণ নিচয়	অর্থ যতেক	ছন্দ ও রস	সৃজনকরী ।
মঙ্গলপ্রদ	সেই দুইজন	বাণী বিনায়কে	প্রণাম করি ॥ ১
শ্রদ্ধা বিশ্বাস-	স্বরূপ ভবানী-	শঙ্কর-পদে	প্রণমি আমি ।
যাঁহাদের বিনা	নারেন সিদ্ধ	পেতে দর্শন	অন্তর্যামী ॥ ২
বন্দি জ্ঞানময়	নিত্যপুরুষ	শঙ্কর-রূপী	গুরুর পায় ।
আশ্রয়ে ঘাঁর	হ'লেও বক্র	অর্চনা বিধু	সবার পায় ॥ ৩
সীতা-রঘুনাথ-	গুণগ্রাম-রূপী	পুণ্য-বিপিন-	বিহার কারী ।
শুদ্ধ অমুভব-	যুত কবিনাথ*	কপিনাথ-পদে	প্রণাম করি ॥ ৪
ভুবনোদ্ভব	পালন আবার	ধ্বংসকারিণী	কষ্ট হরা ।
সর্ব-শ্রেয়স্করী	সীতার চরণে	নতি মম রাম-	মানস হরা ॥ ৫
ব্রহ্মা আদি দেবাসুর	অখিল অসীম বিশ্ব	যাঁহার অনন্ত মায়ী-	বশেতে জড়িত রয় ।
যাঁহার সন্তার বলে	পাশেতে অহির প্রায়	দৃশ্য এ ভব সত্য-	রূপেতে প্রতীত হয় ॥
ত্রিপদ-পল্লব ঘাঁর	তরিতে এ ভব-বারি	একমাত্র তরী ঘাঁরা	সে বারি তরিতে চান ।
সকল কারণ-পর	সেই বিভু সীতাপতি	রাম-নামধারী হরি-	চরণে মম প্রণাম ॥ ৬
অনেক পুরাণ-বেদ-	শাস্ত্রসম্মত কথা	রামায়ণে বিবরিত	নিজ হৃদি-স্থ থরে ।
অস্ত্র হ'তেও কিছু	রঘুনাথ-গুণগাথা	মধু ভাষায় অতি	তুলসী রচনা করে ॥ ৭
সোরঠা—যাঁহার স্মরণে সিদ্ধি হয়		গণাধিপ গজেন্দ্র-বদন ।	
করুণা তাঁহার যেন রয়		বুদ্ধিরাশি সদৃশ সদন ॥ ১	

মুক'যেবা হয় সে বাচাল	পঙ্কু চড়ে গিরীশ গহন ।
যাঁহার কুপায় সে দয়াল	দ্রব হ'ন কলুষ-মোচন ॥ ২
নীল-চাকু-সরসীজ শ্রাম	নবাক্রণ বারিজ-নয়ন ।
মম হৃদে করুন বিশ্রাম	সদা ক্ষীর-সাগর-শয়ন ॥ ৩
কুন্দ ইন্দু-সম দেহ	উমা-রমা-কুপা-আয়তন ।
দীন-প্রীতি সদা যাঁর স্নেহ	কর কুপা মদন-নাশন ॥ ৪
বন্দি গুরু-শ্রীচরণ কঞ্জে	কুপানিধি হরি নরকায় ।
মহা মোহ-রূপী তমোপুঞ্জে	বাক্য যাঁর রবি-কর-প্রায় ॥ ৫

গুরুবন্দনা

চৌপাই—বন্দি গুরু-পাদপদ্ম-পরাগ মানস হরা । সুস্থাদ সুবাস যাহা অমুরাগ-রসে ভরা
মৃত-সঞ্জীবনী-মূল মোহন-চূর্ণের সম । ভবের সকল রোগ-পরিবারে যমোপম ॥ ১
বিমল বিভূতি স্মৃতি নর-হর-কায় । মঞ্জু মঙ্গলপূর্ণ পুলক উপজে যাঁয় ॥
জন-মন-মুকুরের মলিনতা-বিনাশক । সবগুণে বশে রাখে ধরিলে যারে তিলক ॥ ২
মণি-মাণিকের ভাতি শ্রীগুরু-চরণ-নখে । দিব্যদরশন জাগে পরাণে আরিলে যাঁ'কে ॥
সে ভাতি অজ্ঞান-রূপী তমোরাশি করে নাশ । বড় ভাগ্য তা'র—যাঁ'র হৃদে হয় সুপ্রকাশ ॥ ৩
যেমনি হৃদয়ে জাগে দিব্য-আঁখি খুলে যায় । সংসার-নিশির' তমঃ দোষ হুঃখ মিটে তা'য় ॥
অনুভবে আসে রাম-চরিত মাণিক মণি । রত্নক প্রকাশ গুপ্ত যেখানে মাঝে যে খনি ॥ ৪

দৌহা—সিদ্ধাঞ্জে অঁখি রঞ্জিয়া যথা সাধক সিদ্ধ জেনে ॥
কত মণি হেরে ধরণী-জঠরে ভূধরে গহনে বনে ॥ ১

চৌ—গুরুপদ-রজঃ সেই সুকোমল অঞ্জন । নয়ন-অমৃত আর দিঠি দোষ ভঞ্জন ॥
বিবেকআঁখিরে করি' তাহা দিয়া নিশ্চল । রামের চরিত গাঁব বিমোচন ভব-মল ॥ ১
ধরাসুরপদে * নতি প্রথমেই করি আমি । মোহ-জাত সন্দেহ হরণ করেন যিনি ॥
তা'রপর করি নতি সপ্রেম ললিতবাণী । সুজন-সমাজ যাহা সকল গুণের খনি ॥ ২
সাধুর চরিত শুভ কাপাস(১)-জীবন প্রায় । রসহীন[†] উজ্জল[‡] গুণময় ফল তায় ॥
নিজ হুঃখ সহি' পরছিন্ন করেন দূর । যাঁ'র বন্দনীয় যশে ত্রিভুবন ভরপুর ॥ ৩
প্রমোদ-মঙ্গলভরা সন্তজন-সমাজ । ধরামাঝে চলমান প্রয়াগ তীরথ-রাজ ॥
শ্রীরাম-ভকতি যথা গঙ্গাবারা পুণ্যবতী । আর ব্রহ্মবিচারের প্রচার সে সরস্বতী ॥ ৪

* ব্রাহ্মণ । † বিষয়াসক্তি-রসহীন । ‡ জ্ঞানে উজ্জল ।

(১) যেমন কাপাস পুতায় আঁকার ধারণ করিয়া বস্ত্র-রূপ ধরিবার কষ্ট সহ্য করিয়া অস্ত্রের লঙ্কারক্ষা করে, সত্বে গুণ তেমনিই নিজেরা হুঃখ সহ্য করিয়াও অস্ত্রের ছিন্ন (দোষ) আবরণ করেন ।

বাল কাণ্ড

ব্রিধান নিষেধময়ী কলি-পাপ বিনাশিনী ।
ত্রিবেণী বিরাজে তথা হরিহর-কথামৃত ।
হেথায় অক্ষয় বট ধরমে অচলা মতি ।
শুলভ এ তীর্থরাজ সর্বকালে সর্বদেশে ।
অলৌকিক তীর্থ এই নাহি আসে বর্ণনায় ।

কর্ণপথ-কথা সেথা যমুনার স্রোতস্বিনী ॥
প্রদানে আনন্দ শুভ শুনিলে যে-কথা পুঁত ॥ ৫
সমাজের শুভ কাজ এ প্রয়াগ তীর্থ-পতি ॥
আদরে সেবিলে নাশ করে সে-সকল কেশে ॥ ৬
প্রকট প্রভাব এতে সত্ত্ব ফল পাওয়া যায় ॥ ৭

৬

দৌ—ফুল মানসে যেবা শুনে বুঝে ডুব দেয় অমুরাগে ।
সশরীরে সেই চারি ফল পায় সাধুসঙ্গ এ প্রয়াগে ॥ ২

চৌ—স্নানের প্রত্যক্ষ ফল দেখা যায় চমৎকার । বায়স কোকিল হয়, বক পায় হংসাকার
বিশ্বয়ের নাহি কিছু কিবা সে অসাধারণ । সাধুসঙ্গ-গুণ-কথা নাহিক কিছু গোপন ॥ ১
বাঙ্গালীকি দেব-ঋষি অথবা অগস্ত্যমুনি ।
শ্লচর জলচর আর নভ-চর কত । নিজমুখে নিজ কথা কয়েছেন বিবরণি ॥
কীর্ত্তি স্ম-মতি-গতি বিভূতি শ্রুগতি আর । জড় কি চেতন জীব বিশ্ব র'য়েছে যত ॥ ২
সাধুজন-সঙ্গ পুণ্য-প্রভাব কারণ তা'র । যে যবে যখন যথা লভিয়াছে যে প্রকার ॥
সাধুসঙ্গ না হইলে বিবেক নাহিক হয় । বেদে কিম্বা লোকে অশ্রু উপায় নাহিক আর ॥ ৩
সাধুজন-সঙ্গ ভবে আনন্দ গুণের মূল । সিদ্ধিই সূফল তা'র সকল সাধন ফুল ॥ ৪
সাধু-সঙ্গ লাভ করি' শঠ অকপট হয় । স্পর্গ-মণি-স্পর্শে যথা হীন-ধাতু হেমময় ॥
বিধিবশে যদি পড়ে কুসঙ্গেতে সাধুজন । কণি-মণি সম করে নিজ গুণে-রক্ষণ(১) ॥ ৫
বিধি হরি'হর কবি পণ্ডিত কি ভারতী । কহিতে সাধুর গুণ সবে সঙ্কুচিত অতি ॥
কেমনে করিব আমি সাধুর মহিমা গান । শাকের ব্যাপারী যথা মণি-গুণে অজ্ঞান ॥ ৬

দৌ—প্রণমি সন্ত অরি মিত্রে সম সম-চিত ধরা পরে ।
অঞ্জলি-গত ফুল সম সম- বাসিত ছু-করে করে ॥ ৩ (ক)
জগ-হিত চিত সন্ত সরল স্নেহময় প্রাণ জানি ।
শ্রীরাম-চরণে রতি দাও এই বাল-মিনতি শুনি ॥ ৩ (খ)

খল বন্দনা

চৌ—অকপট মনে এবে খলগণে করি নতি ।
পরের অহিতে যা'র নিজ ইষ্টলাভ হয় ।
হরিহর-যশোগান-পূর্ণিমায় যেন শ্রাহ ।
সহস্র লোচনে যাব' অপরের দোষ হেরে ।

বিনা কাজে যা'রা সদা করে উপকারি ক্ষতি
হর্ষ পর-সর্বনাশে সম্পদে বিষাদময় ॥ ১
পরের অকাজে যথা বীর সে সহস্রবাহু ॥
পর-হিত-ঘৃতে যা'র মন-মাছি প'ড়ে মরে ॥ ২

(১) সাপের সংসর্গে থাকিয়াও যেমন মণি তাহার নিজগুণ রক্ষা করে, সেইমত কু-সংসর্গে পড়িয়াও সাধুগণ নিজ-গুণ বর্জন করেন না ।

তাপে যে অনল আর ক্রোধে যে শমন-প্রায়'। অপ-গুণরূপী ধনে কুবেরে যেবা হারায় ॥
 নাশিতে সবার হিত কেতু-তুল্য আচরণ। কুস্তকর্ণ-সম যা'র থাকে ভাল অচেতন ॥ ৩
 পর-মন্দ কাজে পারে সহজে ত্যজিতে কায়। শস্ত্র নাশি যথা নিজে করকা গলিয়া যায় ॥
 বাসুকি-সমান গগি, খেলেরে করি প্রণাম। রোম্বে যে' সহস্র মুখে কহে পর-দোষগ্রাম ॥ ৪
 তা'র পর নমি তা'রে পৃথুরাজ(১) মানি মনে। অপরের পাপ-বার্ষা যে শুনে সহস্র কাণে ॥
 তা'রেও মিনতি করি সম দেব পুরন্দর। সুরা লাগে যার কাছে অতিপ্রিয় হিতকর ॥ ৫
 যা'র পাশে অতি প্রিয় বজ্র-কঠোর বাণী। সহস্র নয়নে যেবা নেহারে পরের ঘানি ॥ ৬

দৌঁ—উদাসীন অরি মিত্র-হিত শুনি' জ্বলন খেলের রীতি।
 জানি' কর-জোড়ে করে এই জন মিনতি সহিত প্রীতি ॥ ৪

চৌ—আপনার দিক হ'তে করিলাম এ মিনতি। তা'বলে কি কভু খল ভুলে নিজ প্রকৃতি ॥
 যদিও বায়সে পাল অমুরাগে অতিশয়। তথাপি কভু কি সে নিরামিষাহারী হয় ॥ ১
 পদ-বন্দনা করি অসাধু সাধু দুয়ের। দুই(ই) দুখ-প্রদ তবু আছে ভেদ উভয়ের ॥
 একেরে বিদায় দিতে প্রাণ যেন বাহিরায়। মিলিতে অপর সনে প্রাণ অতি দুখ পায় ॥ ২
 দুজনই এক সাথে আসে ধরণীর 'পরে। কমল জলৌকা যেন ছয়ে দুই গুণ ধরে ॥
 সাধু ও অসাধু যেন সুখা ও সুরার প্রায়। এক ভবনিধি হ'তে উভয়ে জনম পায় ॥ ৩
 শুভাশুভ নিজ নিজ কর্মগতি অনুসারে। কেহ বা সুশশ কেহ অপশশ লাভ করে ॥
 শশধর অমৃত সাধু সুরধুনী-ধার। অনল গরল কন্দনাশা নদী ব্যাধ আর ॥ ৪
 দোষগুণ এ সবার জগতে সবাই জানে। তবু যা'র যেই ভাবসে তাহারে ভাল মানে ॥ ৫

দৌঁ—ভাল ভাল-পথ করয়ে গ্রহণ নীচ নীচ-পথ ধরে।
 অমরতা তরে সুখা প্রয়োজন গরল মরণ তরে ॥ ৫

চৌ—দুর্জনে পাপদোষ সাধুজন-গুণকথা। উভয়েই অস্তুহীন এতল বারিধি যথা ॥
 কড়িপয় দোষগুণ কহিলাম এ কারণ। না চিনিলে নাহি হয় গ্রহণ কি বর্জন ॥ ১
 বিধাতা হইতে সৃষ্ট সব শুভাশুভ জবে। নিগমে বিচার করি' ভাগ করে সেই সবে ॥
 বেদ ইতিহাস আর পুরাণ এ কথা কয়। বিধাতার এ সৃজন দোষে গুণে ভরা রয় ॥ ২

(১) পুরাকালে বেণ নামে এক মহা অত্যাচারী ও দুষ্ট রাজা ছিল। সে পূজ্য ব্যক্তির পূজা বন্ধ করাইয়া সকলকে তাহার পূজা করিতে বাধ্য করিয়াছিল। বেণের ব্যবহারে কষ্ট-ঋগিণের শাপে তাহার মৃত্যু হইলে, রাজ্যের আর কোন উত্তরাধিকারী না দেখিয়া মৃত বেণের হস্ত মর্দন করার কলে পৃথ্বী উৎপত্তি হয়। পৃথ্বী অতি ধর্ম্মাত্মা ছিলেন, তাহার রাজ্যে কোন কষ্ট ছিল না। পৃথ্বী একবার এক মহা যজ্ঞ করেন; ভগবান্ বিষ্ণু সে যজ্ঞে আবির্ভূত হইয়া পৃথ্বীকে অভিলষিত স্নান প্রার্থনা করিতে আজ্ঞা করেন। তখন ধর্ম্মাত্মা পৃথ্বী ঐহিক ও পারলৌকিক বাবতীর স্মৃতি, এমন কি মোক্ষকেও উপেক্ষা করিয়া প্রার্থনা করেন—“হে প্রভু! যেন আমার দশ সহস্র কর্ণ হয় এবং সেই কর্ণে যেন নিঃসন্তর তোমার গুণানুবাদ শ্রবণ করিতে পাই।”

স্থ-ত্থ পুণ্য-পাপ অথবা দিবস রাত্ৰি ।
অতি উচ্চ অতি নীচ দেবতা দানবগণ ।
ব্রহ্ম ও আদিম মায়ী জীব আর জগদীশ ।
মগধ-প্রদেশ কানী কৰ্ম্মনাশী সুরধুনী ।
ত্রিদিব নরক আর অমুরাগ ও বিরাগ ।

সাধু ও অসাধু জন সৃজাতি কিবা কুজাতি ॥
হলাহল আর সুধা মরণ ও সু-জীবন ॥ ৩
বিভব ও দরিদ্রতা ভিখারী কি অবনীশ ॥
মালব ও মাড়বার চণ্ডাল কি দ্বিজমণি ॥ ৪
আগম নিগমে গুণ-দোষের করে বিভাগ ॥ ৫

দোঁ—দোষ-গুণে ভরা
দোষ-বারি ত্যজি'

সৃজেন বিশ্ব
মরাল-সমান

ধাতা জড়াজড়ময় ।
সাধু শুধু গুণ লয় ॥ ৬

চৌ—প্রদান করেন যবে বিবেক ধাতা এমন ।
কালের প্রভাব আর কৰ্ম্ম-প্রবলতা-বশে ।
সে-ভ্রম শোধন করি' যেমন ভকত জন ।
খলও সুসঙ্গ পেয়ে ভাল করে সেই মত ।
পরিহিত সাধুবেশ শঠ-প্রবঞ্চক জন ।
তথাপি এ বঞ্চনা নাহি রহে' অবিরত ।
ধরিলেও হীন বেশ সাধু পান সম্মান ।
কুসঙ্গেতে অপকার সুসঙ্গেতে লাভ হয় ।
বাঁয়ুর সাথেতে বেগে উঠি ধূলি উর্দ্ধাকাশে ।
সাধু-গৃহ বাসী শুক করে সদা হরিনাম ।
কু-সঙ্গের হেতু ধুম কৃষ্ণ-বরণ ধরে ।
পুনঃ সেই ধুম মিশে অনল পবন সনে ।

তখন ডুলিয়া দোষ গুণেতে মজয়ে মন
সাধুও মায়াতে মজি' ভ্রমের পাঁকেতে পশে ॥ ১
মুছি' ত্থ-দোষ তা'রে যশ দেন অনুপম ॥
যদিও ঘুচে না তার কালিমা স্বভাবগত ॥ ২
বেশের প্রভাবে লভে সবা'কার অর্চন ॥
কালনেমি দশাননক রাহু-পরিণামণ মত ॥ ৩
যেমন জগত মাঝে জাহবান হুম্মান ॥
নিগম বিদিত কথা জানে তা' জগতময় ॥ ৪
নীচ সলিলের সনে কাদার সহিত মিশে ॥
অসাধু-পালিত পাখী গালি দেয় অবিরাম ॥ ৫
পুরাণ লিখনে সেই মসীরূপে কাজ করে ॥
ধরে জলদের রূপ প্রাণ দিতে জীবগণে ॥ ৬

দোঁ—গ্রহ ঔষধ

জল বায়ু বাস

পেয়ে শুভাশুভ সঙ্গ ।

কু অথবা শুভ

বস্তু-রূপ ধরে

দেখেন প্রবীণ রজ ॥ ৭ (ক)

* গন্ধমাদন আনিবার জন্ত যখন হুম্মান যাইতেছিলেন, তখন তাঁহাকে ভুলাইয়া রাখিবার জন্ত কালনেমি সাধুবেশ ধারণ করিয়াছিল । সীতা হরণ করিবার সময় রাবণ কপট সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়াছিল ।

† সমুজ্জম্বনকালে অমৃত উৎপন্ন হইলে পর দৈত্যগণ বলপূর্বক তাহা কাড়িয়া লয় । তখন দেবতাদিগের প্রার্থনার উপস্থান মোহিনীরূপ ধারণ করিয়া দেব ও দৈত্যগণকে বিভিন্ন সারিতে বসাইয়া নিজ মোহিনী মায়ার দৈত্যাদিগকে বিমোহিত রাখিয়া দেবতাদিগকে অমৃত পান করাইতেছিলেন । সিংহিকার পুত্র রাহু ইহা বুঝিতে পারিয়া দেবরূপ ধারণ করতঃ সূর্য ও চন্দ্রের মধ্যে গিয়া উপবেশন করে । দেবশ্রেণীতে উপবেশন করার জন্ত মোহিনীমূর্ত্তি রাহুকে অমৃত দিতে আরম্ভ করিলে সূর্য ও চন্দ্র তাহা বলিয়া দেন । যেমনই এই ছলনা প্রকাশ পাইল, অমনি বিষ্ণুচক্র আবর্ত্তিত হইয়া দেহ হইতে রাহুর মস্তক পৃথক করিয়া ফেলিল । কিন্তু তাহার মুখে অমৃত প্রবেশ করিয়াছিল, এ কারণে রাহুর প্রাণান্ত হইল না । প্রতিশোধ লইবার জন্ত রাহু সূর্য ও চন্দ্রের প্রতি হিংসাভাব পোষণ করিতে লাগিল । ইহার জন্ত সুবিধা পাইলে অমাবস্তা ও পূর্ণিমা তিথিতে রাহু সূর্য ও চন্দ্রকে আক্রমণ করে—ইহারই নাম গ্রহণ । রাহুর কর্ত্তিত মস্তকের নাম রাহু ও যমুগুহীন দেহের নাম কেতু । ইহারা সকলেই প্রবঞ্চনা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল ।

সম জ্যোতিঃ তমঃ	ছ' পক্ষ তথাপি	নামে ভেদ বিধি করে ।
চাঁদের বুদ্ধি	ক্ষয়ের উপরে	স্বয়ং কুয়শ ধরে ॥ ৭ (খ)
জড় কি চেতন	যত জীব ভবে	সবে রামময় জানি ।
বন্দনা করি	পদ সবাকার	সদা জুড়ি' দুই পাণি ॥ ৭ (গ)
প্রোত পিতৃ নর	নাগ পশু পাখী	গন্ধর্ব্ব দমুজ দেবে ।
রক্ষঃ কিন্নরে	প্রণমি করুণা	কর সবে মোরে এবে ॥ ৭ (ঘ)

ভুলসীদাসের দীনতা ও রামভক্তিময়ী কবিতার মহিমা

চৌ—

চৌরশীর সূক্ষ্ম যোনি ভিতরে চারিটি জাতি* । স্থল জল অন্তরীক্ষে জীবেরা করে বসতি ॥
 সে সবে পুরিত ধরা জানি সীতারামময় । সবারে প্রণাম করি জোড় করি' কর ধ্য ॥ ১
 কুপার আকর মোরে বুঝিয়া আপন দাস । সকলে করিয়া কৃপা পূরাও মনের আশ ॥
 আপনার বুদ্ধি বল ভরসা কিছুই নাই । সে-হেতু মিনতি এই করি সবাকার ঠাই ॥ ২
 বাসনা হৃদয়ে করি রঘুপতি-গুণ গান । মোর অতি লক্ষ্মমতি সে চরিত সুমহান ॥
 উপায় নাহিক দেখি কামনা পরিপূরণে । বাসনায় নৃপসম কাড়াল মতিতে* মনে ॥ ৩
 বুদ্ধি মোর অতি নীচ উচ্চাশার অন্ত নাই । অমৃত পানেতে রুচি তুচ্ছ ঘোল নাহি পাই ॥
 এ দীনের ধ্বষ্টতা ক্ষমিবেন সাধুজন । শুনিবেন বালভাষা হয়ে অবহিত মন ॥ ৪
 যখন বালক-মুখে ফুটে আশ-আশ কথা । প্রমোদিত-মন হ'য়ে শুনেন জননী পিতা ॥
 যে কুটিল ক্রুরমতি সে করিবে উপহাস । অপরের দোষ দেখা যা'র প্রিয় অঙ্গ-বাস ॥ ৫
 কা'র নাহি লাগে নিজ কবিতা অতি মধুর । হ'লেও নীরস তাহা কিম্বা রসে ভরপুর ॥
 পূরের রচনা শুনে যে জন আনন্দ পায় । তেমন পুরুষবর কেবা আছে এ ধরায় ॥ ৬
 নদী তড়াগের মত মাছুষ অধিক রয় । বারি লভি' নিজ দেহ যাহারা বাড়ায়ে লয় ॥
 পয়োনিধি সম হেন বিরল সুজন-বর । রাকা শশী হেরি' যা'র উদ্বেলিত কলেবর ॥ ৭

দৌ—ভাগ্য ছোট মোর

বড় অভিলাষ

বিশ্বাস হৃদে এই ।

শুনিয়া সুজন

লভিবেন সুখ

হাসিবে কুজন ঘেই ॥ ৮

চৌ—হ'বে মোর উপকার খল-পরিহাস ফলে । পিকের কঠোর স্বর কাঁক ত সদাই বলে ॥
 চাতকেরে ভেক বক হাঁসে করে উপহাস । নীচ খল করে শুভ-বচনেও পরিহাস ॥ ১
 কাব্যরস যে না বুঝে না প্রেম শ্রীরাম-পায় । সুবিমল হাস্ত রস এ গাথা জোগা'বে তা'য় ॥
 একেত' ভাষাতেও রচা বুদ্ধিহীন আমি তা'তে । হাসি-যোগ্য এ রচনা দোষ নাহি সে-হাসিতে ॥ ২
 রামপদে নাহি শ্রীতি মতি যা'র বিমলিন । শুনিয়া এ কথা তা'র মনে হ'বে রসহীন ॥
 হরিহর-পদে প্রতি কু-তর্কে নাহিক মন । তাহার লাগিবে রাম-কথা মন-বিমোহন ॥ ৩

জ্ঞান মনে এই কথা রাম-ভক্তি বিসিক্ত ।
কবিত্ব নাহিক মোর না বাক্য-ভাষে প্রবীণ ।
বর্ণ অঙ্কর আর নানাবিধ অলঙ্কার ।
ভাবভেদ রসভেদ রহিয়াছে অগণিত ।
কাব্য-বিচার জ্ঞান লেশ নাহি সত্য কই ।

সুখ্যাতি সুবাসী-যোগে করিবেন সাধু যত ॥
দীন ত সকল মতে কারু কদাবিজ্ঞা হীন ॥ ৪
ছন্দ রচনা-ভেদ বিবিধ কত প্রকার ॥
কবিতার দোষ আর গুণাবলী কত শত ॥ ৫
এ আর কিছুই নয় কাগজ ভরান' বই ॥

দৌ—গুণ-বর্জিত
তাহারি কারণে

এ রচনা শুধু
সুজনে শুনিবে

এক মহাগুণ তা'য় ।
বিমল বিবেক যা'য় ॥ ৯

চৌ—আছে এতে রঘুপতি শ্রীরাম-নাম উদার ।
শুভের নিলয় ইহা সকল অশুভ হারী ।
কবি-চূড়া বিরচিত কবিতা যে অমুপম ।
যথা বিভূষিতা বামা শশীসম মুখ-আভা ।
সব গুণ-বিরহিত কবিতা কু-কবি কৃত ।
আদরে শুনেন জ্ঞানী করেন তাহা কথন ।
যদিও কবিত্ব রসকলা লেশ এতে নাই ।
হৃদয়ে ভরসা মোর এই এক শুধু রয় ।
ধুঁয়া ত্যজে তীব্রতা আপন স্বভাব জাত ।
বটে এ কবিতা মন্দ কথিত বিষয় ভাল ।

অতীব পাবন যাহা বেদ পুরাণের সার
ভবানী সহিত যা'রে জপেন ত্রিপুর-অরি ॥ ১
রামনাম বিনা সেও নহেক কভু শোভন ॥
বসন বিহনে সেও কদাচ না পায় শোভা ॥ ২
জানিয়া শ্রীরাম-নাম আর যশে পরিপ্লুত ॥
মধুকর সম সবে গুণগ্রাহী সাধুজন ॥ ৩
শ্রীরাম-প্রতাপ তবু আছে ভরা সব ঠাঁই ॥
সু-সঙ্গ করিয়া লাভ কেবা বড় নাহি হয় ॥ ৪
অগুরুর সাথে মিশে হয় অতি সুবাসিত ॥
রাম-কথা সাথে যাহা মহা ধরা-সুন্দর ॥ ৫

ছ—কহিছে তুলসী
অপটু কবিতা
প্রভুর সুযশ
হর-সঙ্গগুণে

রঘুনাথ-কথা
তীর্থগ যথা
সঙ্গেতে হ'বে
শ্মশান-ভঙ্গ

কলি-মলাহারী শুভদ আর ।
পাবন-সলিলা গঙ্গা-ধার ॥
সজ্জন-মন-মোহনকারী ।
যেমন স্রগে অশুচি-হারী ॥

দৌ—এ'কবিতা হ'বে
মলময়-অচল-
শ্যামা সুরভীর
চলিত ভাষায়

মন-বিমোহন
সঙ্গগুণে যথা
অমিয় পীষ্ম
সীতারাম-যশ

রাম-যশ-সঙ্গ লভি' ।
মহনীয় দারু সবই ॥ ১০ (ক)
পান করে সবজন ।
গা'বে ঠিক সাধুগণ ॥ ১০ (খ)

চৌ—মুকুতা মাণিক মণি চারুছবি যেই মত ।
নৃপতি-মুকুট পরে অথবা তরুণী কায় ।
তেমনি জ্ঞানীরা বলে সু-কবির সু-কবিতা ।
ভকতি সংযুত হ'য়ে স্রগে স্রগেই বাণী ।

করী গিরি অহি-শিরে শোভা নাহি পায় তত ॥
আরোহণ করি তবে সমধিক শোভা পায় ॥ ১
কোথায় জনমে আর খ্যাতি লাভ করে কোথায় ॥
বিধি লোক ত্যজি দ্রুত উত্তরেণ বীণাপাণি ॥ ২

কোটি উপায়েও তাঁর ঘুচে না আসার শ্রম।

এ কথা বিচারি মনে পণ্ডিত কবিগণ।

প্রাকৃত মানব-গুণ যদি গান করা যায়।

হৃদয় সাগর আর শুদ্ধি-সমান মতি।

এ মতিতে যদি পড়ে বিচারের শুভজল।

শ্রীরাম-চরিত-সরে নাহ'লে অবগাহন ॥

কলি-মলহারী হরিগুণ গানে রত র'ন ॥ ৩

করাঘাত করি' শিরে বাণী করে হায় হায় ॥

সারদার আগমন যেমন তারকা স্বাতী ॥ ৪

তবেই উপজ্ঞে চারু কবিতা মুকুতাফল ॥ ৫

দৌ—যুক্তিতে বিধি

বিমল বৃকে

কবিতা-মুকুতা

ধরেন সন্ত

গাঁথি রাম-লীলা-ডোরে।

অমুরাগ-শোভা ধরে ॥ ১১

চৌ—এ করাল কলিকালে যাহারা জনম ধরে।

কু-পথেতে চলে করি বেদ পথ পরিহার।

রামের ভক্ত বলি' বঞ্চনা করে পরে।

এ সবার মাঝে আমি শীর্ষ ঠাঁই অধিকারী।

যদি বলি নিজ মুখে আপনার দোষ যত।

সে কারণে কহিলাম সংক্ষেপে অতিশয়।

আমার মিনতি বহু করি' সবে প্রণিধান।

এততেও সন্দেহ কা'রো নাহি যায় যদি।

কবি-অভিমান নাহি চতুরতা নাহি আর।

কোথায় জানকী-পতি অপার চরিত-পুত।

যে চণ্ড বায়ুর বেগে মেরুগিরি উড়ে যায়।

অমিত অপার রাম-প্রতাপ করিয়া মনে।

মরালের বেশ আর বায়সের কর্ম করে

মুক্তিমান কপটতা কলির মলা-আধার ॥ ১

কাম-ক্রোধ-কনকের কিঙ্কর হ'য়ে ফিরে ॥

অবাধ্য কপট ভণ্ড ধর্মের ধ্বজাধারী ॥ ২

পাব' নাক' কুল তা'র দুস্তর হ'বে এত ॥

সুচতুর পাইবেন আভাষেই পরিচয় ॥ ৩

দোষ যেন নাহি দেন শুনি রাম-কথা-গান ॥

মো-হ'তেও মূঢ় সেই সমধিক মন্দমতি ॥ ৪

রামগুণ করি গান নিজ মতি-অমূল্য ॥

আর কোথা মোর মতি সংসারে বিজড়িত ॥ ৫

বল ত আসে কি তুলা তা'র কাছে গণনায় ॥

শিথিলতা স্বতঃ আসে এ কাহিনী বিরচনে ॥ ৬

দৌ—বিধাতা মহেশ

নেতি নেতি করি'

শেষ বীণাপাণি

যাঁর গুণাবলী

বেদ ও পুরাণচয়।

সদা দেন পরিচয় ॥ ১২

ধৌ—অকহ প্রভুতা তাঁর যদিও সবাই জানে।

ইহার কারণ বেদে রহিয়াছে কীর্তিত।

দৈতহীন ইচ্ছাহীন নাহি রূপ নাহি নাম।

সর্বভূত প্রসারিত বিশ্বরূপ পরাশ্রয়।

যাহা কিছু এ সকল ভক্তের হিত লাগি।

ভক্ত জনের পরে বড় কৃপা বড় স্নেহ।

হারান ফিরে দিতে অধিতীয় দীনবন্ধু।

এই সব ভাবি মনে গেয়ে জ্ঞানী যশ তাঁর।

সে-কৃপাবলেই আমি রঘুনাথ-গুণ গাথা।

হরিকীর্তি গাহিলেন প্রথমেই মুনিগণ।

তথাপি বিরত কেহ নহে কভু তা' কথনে ॥

ভজন-প্রভাব-গুণ-গাহিয়াছে নানা মত ॥ ১

সচ্চিদানন্দ-রূপ জন্মহীন পরাধাম ॥

দেহ ধরি' তাঁর এই যত লীলা আচরণ ॥ ২

পরম কৃপাল প্রভু প্রণতের অনুরাগী ॥

নাহি ক্রোধ তারে যদি করুণা লভয়ে কেহ ॥ ৩

সরল স্বভাব সব শক্তিমান কৃপাসিদ্ধ ॥

করেন সুফলপ্রদ পূজবাণী আপনার ॥ ৪

করিব কখন নমি শ্রীচরণতলে মাথা ॥

আয়াস-বিহীন সেই পথে এবে বিচরণ ॥ ৫

* ভগবানের মহিমা কীর্তন পূর্ণভাবে হওয়া অসম্ভব; তথাপি বখাসাথে তাঁহার গুণ ও মহিমা কীর্তন করা সকলেরই কর্তব্য। ভগবানের গুণান্বিত্যের ফল অতুল; সামান্য মাত্র ভগবদ্ ভক্ত্যের ফলে জীব ভবসাগর পার হইয়া যায়।

দো—অতি হস্তর নদীতে নৃপতি সেতু দিলে বাঁধাইয়া ।
চড়ি অতি লঘু পিপীলিকা যায় বিনা অম উতরিয়া ॥ ১৩

কবি-বন্দনা

চৌ—এইরূপে নিজমনে ভরসা করিয়া দান । করিব প্রাণ-সুখা রঘুপতি গুণ-গান
ব্যাস আদি অতীতের যত মুনিবরগণ । সাদরে করিলা যাঁরা হরি-যশ বরণন ॥ ১
নতি মম তাঁ'-সবার শতদল পদতলে । পুরুষ প্রাণের কাম তাঁহাদের কৃপা বলে ॥
কলির সে-সব কবি-চরণে করি প্রণাম । বরগিলা যাঁরা সবে রঘুপতি-গুণগ্রাম ॥ ২
প্রচলিত ভাষা-যোগে সহ অতি চতুরতা । করিলেন বর্ণন শ্রীহরি-চরিতকথা ॥
কিবা বর্তমান ভাবী অতীত কবি এমন । অকপটে তাঁহাদের পদ করি বন্দন ॥ ৩
ভূষ্টির ভরে তাঁরা এ বর করুন দান । সাধু-সভা মাঝে যেন লভে এ সম্যক মান ॥
মতিমান না করেন আদর যে কবিতার । মূর্থ কবিই তাঁ'রে ল'য়ে করে অম সার ॥ ৪
কীৰ্ত্তি কবিতা আর সে বিভব সর্বোত্তম । সুরধুনী সম সর্ব-হিতকারী যা' পরম ॥
মনোহর রাম-কীৰ্ত্তি মন্দ লিপি-কুশলতা । এই অসমতা-ভারে মম মতি নিপীড়িতা ॥ ৫
তথাপি সহজ হ'বে কবি ভোমাদের বরে । রেশম-সেলাই চটে সেও যথা মন হরে ॥ ৬

দো—কবিতা সরল কীৰ্ত্তি বিমল তাহে সাধু সমাদরে ।
অভাব-বৈর ভুলিয়া অরাতি যাহে সাধুবাদ করে ॥ ১৭ (ক)
নির্মল মতি বিনা কি সে হয় লঘু মোর বল মতি ।
কর কৃপা হরি- গুণগান গা'ব বারবার এ মিনতি ॥ ১৪ (খ)
হে পণ্ডিত কবি শ্রীরাম-চরিত- মানস-কুঞ্জ-মরাল ।
বাল-স্তুতি শুনি' সুরুচি দেখিয়া মো'পরে হও দয়াল ॥ ১৪ (গ)

বান্ধিকী, বেদ, ব্রহ্মা, দেবতা ও শিব-দুর্গাদির বন্দনা

দো—বন্দি মুনি-চরণকমল রামায়ণ রচিলা যে জন ।
স-স্বর তথাপি সুকোমল দোষহীন সহিত দূষণ ॥ ১৪ (ঘ)*
এর পরে নমি চান্নি বেদ ভব জলে তরঙ্গী সমান ।
অপনৈও বাহে নাহি খেদণ' বরগিতে রাম-যশোগান ॥ ১৪ (ঙ)•
পূজি বিধাতার পদ-রেণু ভবনিধি সৃজন বাঁহার ।
(যথা) সন্ত সুখা শশী খেছু খল বিষ মদিরা প্রচার ॥ ১৪ (চ)

দো—দেব বিজ্ঞ গ্রহ পণ্ডিত-পদ বন্দি জুড়িয়া কর ।
পুরে যেন যত শুভ-মনোরথ প্রীত হ'য়ে দেহ বর ॥ ১৪ (ছ)

* রামায়ণ খর বান্ধকের নাম ফলুস্ত হইলেও কঠোর নহে, কিংবা দূষণের নামের সহিত সাক্ষাৎ হইলেও দোষ-জড়িত নহে ।
স্মৃতি ।

চৌ—আবার প্রণাম করি বীণাপাণি হরধ্বনী । মন-বিমোহন লীলা ছুয়ে-ই পাবন-খনি ॥
 স্নানেতে পানেতে পাপ বিনাশ করেন একে । অ্রবণে কখনে আছে হ'রে লন অবিবেকে ॥ ১
 মহেশ-ভবানী গুরু জনক-জননী সম । দীনবন্ধু সদা দাতা তাঁ-পদে প্রণতি মম ॥
 ভকত প্রভু ও সখা সীতা-হৃদি-বিহারীর । সববিধি অকপট হিতকারী তুলসীর ॥ ২
 কলিযুগ হেরি' জগ-তিতে যেই উমা-হর । সৃজন করিলা জাল শাবর-মন্তবর ॥
 নাহিক অক্ষুর মিল অর্থ জপ নাহি যা'র । মহেশ-প্রতাপে তবু প্রকট প্রভাব তার ॥ ৩
 সেই উমাপতি হর হ'য়ে মোরে অমুকুল । করুন কাহিনী এই মোদ-মঙ্গল-মূল ॥
 হৃদে রাধি' শিব-শিবা প্রসাদ করি' গ্রহণ । করিব আবেগ ভরে রামলীলা বর্ণন ॥ ৪
 ভাতিবে কবিতা মোর মহেশের করুণায় । তারা তারানাথ সহ নিশি যথা শোভা পায় ॥
 প্রেমের সহিত যেন এই কথা মনোহারী । কহিবে শুনিবে আর বাঝবে বিচার করি ॥ ৫
 হ'বে তা'র রঘুপতি-শ্রীচরণে অমুরাগ । ঘুচিয়া কলির পাপ দেখা দিবে শুভ ভাগ ॥ ৬

দৌ—স্বপনেও যদি

সত্য হ'ক তবে

প্রকৃত আমারে

ভাষা-কবিতার

প্রীত ভবরাণী ভব ।

কথিত প্রভাব সব ॥ ১৫

সীতারাম-ধাম প্রভুভির বন্দনা

চৌ—বন্দনা কোশলপুরী করিব অতি পাবনী । আর সে সরযুদী কলি-পাপ-বিনাশিনী ॥
 অতঃপর করি নতি পুর-নরনারিগণে । মমতা যাঁদের পরে কম নহে প্রভু-মনে ॥ ১
 জানকীর নিম্নকের পাপ তিমি করি' নাশ । শোক-বিরহিত করি' নিজ ধামে দিলা বাস ।
 প্রণমি পূর্ব-দিশি-সমান কোশল্যা-পায় । মঙ্গল-কীর্তি যাঁর জগ-মাঝে রহে ছা'য় ॥ ২
 যাঁহা হ'তে প্রকটিত রঘুপতি চারু শশী । বিশ্ব-সুখদ খল-কমলের হিমরাশি ॥
 মহারাজ দশরথ সহিত সকল রাণী । পুণ্য স্মৃতিমান মঙ্গল মনে জানি' ॥ ৩
 প্রণতি করি তাঁ'সবে কর্ম মন বাণী সনে । কৃপা যেন হয় সূত-ভকত জানিয়া মনে ॥
 যাঁদের সৃজন করি' মহিমা-মণ্ডিত খাতা । মহিমার প্রান্তসীমা রামচন্দ্র-পিতামাতা ॥ ৪

দৌ—বলি তাঁ'রে অযোধ্যা-ভূপাল

শোকে যেই দীন দয়াল

প্রেম'বটে যাঁ'র রাম-পায় ।

তাজে তনু তৃণখণ্ড প্রায় ॥ ১৬

চৌ—স্বজন সহিত করি বিদেহপতিরে নতি । নিগূঢ় যাঁহার প্রেম রাম-পদযুগ-প্রতি ॥
 ভোগ ও যোগের মাঝে আছিল যাহা গোপনে । প্রকাশ পাইল শুধু শ্রীরামের দরশনে ॥ ১
 প্রথমেই নতি করি ভরতের রাঙা পায় । যাঁহার নিয়ম-ব্রত-কথা নাহি বলা-যায় ॥
 শ্রীরাম যুগলপদ-পঙ্কজে যাঁ'র মন । লুক্ক মধুপসম সজ না ছাড়ে ক্ষণ ॥ ২
 নতি করি লক্ষ্মণ-শ্রীচরণ-জলজাতা । শীতল সুন্দর আর ভকতের সুখদাতা ॥
 রঘুপতি-কীর্তির সুবিমল পতাকায় । দণ্ডসম বিমোহন যাঁ'র যশ শোভা পায় ॥ ৩

বাসুকী সহস্র শির জগত-আদি কারণ ।
থাকুন সদয় তিনি সত্তত মম উপর ।
অরি-নিম্বদন পদ-কমলে প্রণমি আমি ।
মহাবীর হুম্মান সদনে মম মিনতি ।

দো—বন্দি সেই পবনকুমার
রাম যাঁর হৃদয়-আগার

চৌ—কপিপতি জাহ্নবান আর নিশাচররাজ ।
সবারি সুন্দর পদ পূজিয়া করি প্রণতি ।
রঘুনাথ রাম-পদ উপাসক আছে যত ।
নতি করি সবাকার চরণ-কমল 'পরে ।
শুকদেব শনকাদি আর ঋষি মুনি যত ।
সবারে প্রণাম করি মাথা রাখি 'ভূমি'পর ।
জগত-জননী যিনি জনক রাজার সূতা ।
প্রণতি তাঁহার যুগ-চরণ-কমল 'পরে ।
তাঁর পর কায় মন করম একত্র করি ।
কমল-নয়ন শর-শরাসন করে ধরা ।

দো—সলিল লহর
সেই সীতারাম

বলিতে পৃথক্ প্রকৃত পৃথক্ নয় ।
পদে নতি যাঁর দীন প্রিয় অতিশয় ॥ ১৮

শ্রীনাম-বন্দনা ও নাম-মহিমা

চৌ—বন্দনা করি নাম রাম রঘু-প্রবরের ।
বিধি হরিহরময় সেই নিগমের প্রাণ ।
মহামন্ত্র যাহা জপ করেন সদা মহেশ ।
যে নামের কি মহিমা অবগত গণপতি ।
যে-নামের কি প্রতাপ আদি কবি অবগত ।
সহস্র নামের সম এই শিব-বাণী শুনি ।
হরষিত হর উমা-প্রীতি করি দরশন ।
মহেশ জ্ঞানেন ভাল রাম-নামে কিবা ফল ।

দো—বর্ষাঋতু যেন
ভাজ্ঞ আবেণ

শ্রীরাম-ভকতি
হুই মাস মরি

ধরা-ভয় সংহার-ভরে যাঁর আগমন ॥
সুমিত্রা-হৃদয়ধন কৃপাময় গুণাকর ॥ ৪
সেই বীর শুভশীল ভরতের অহুগামী ॥
যাঁহার যশের গান নিজে গা'ন রঘুপতি ॥ ৫

খল-বন-অগ্নি জ্ঞান-ঘন ।
নিবসেন ধরি' শরাসন ॥ ১৭

অঙ্গদ আদি যত বানরগণ-সমাজ ॥
পেয়েও অধম দেহ পায় যাঁরা রঘুপতি ॥ ১
খগ যুগ সুর নর অসুর কহিব কত ॥
যে-সবে অকাম-ভাবে রাম-পদ সেবা করে ॥ ২
দেবর্ষি নারদ যাঁরা পরম বিজ্ঞান-যুত ॥
নিজ-দাস জানি' কৃপা কর সবে মুনিবর ॥ ৩
কৃপানিধানের সেই অতি প্রিয়তমা সীতা ॥
নির্মূল মতি পা'ব তাঁহার করুণা ভরে ॥ ৪
সব-শক্তিধর রাম পদ্য-পদে নতি করি ॥
আর্তি-মোচন জন-নন্দ-বিধান করা ॥ ৫

উদ্ভব-হেতু যাহা অগ্নি ভাসু চন্দ্রের ॥
গুণহীন অহুপম পুনঃ সব-গুণবান ॥ ১
কাশীতে মুক্তি-মূল যে নামের উপদেশ ॥
যে-নাম প্রভাবে তিনি প্রথমেই-পা'ন নতি ॥ ২
বিপরীত জপ করি আপনি হ'লেন পুত ॥
জপেন এ নাম সদা পতি সনে ভবরাণী ॥ ৩
কৈলা সতী-শিরোমণি নিজ অঙ্গ-বিভূষণ ॥
অমৃত সম গুণ দান করে হলাহল ॥ ৪

তুলসী সেবক ধান ।
হু-অঙ্কর রাম-নাম ॥ ১৯

চৌ—মধুর অক্ষর ছুটি অতি মন-বিমোহন ।
 স্মরিতে সহজ আর সুখপ্রদ সবাকার ।
 কহিতে শুনিতে জপে মধুর সুন্দর নাম ।
 বর্ণ-ভাবে উচ্চারণে ভিন্ন শ্রীতি মনে জাগে ।
 নর আর নারায়ণ সম যেন ছুই ভ্রাতা ।
 ভক্তি-নারীর শ্রুতি-আভরণ মনোহর ।
 মোক্ষরূপী অমিয়ের স্বাদ আর তৃপ্তি সম ।
 জন-মন-কমলের মধুকর হু'অক্ষর ।

বর্ণমালা-দেহে আঁখি ভঞ্জে জীবন-সমঃ
 লাভ এ জগতীভলে মোক্ষ পরলোকে আর ॥ ১
 শ্রীরাম-লক্ষণ সম তুলসীর প্রাণারাম ॥
 ব্রহ্ম ও জীব প্রায় যদিও একত্রে থাকে ॥ ২
 জগত-পরিপালক সবিশেষে জন-ভ্রাতা ।
 জগত-হিতের তরে যেন শশী-দিবাকর ॥ ৩
 বাসুকী কুর্শ প্রায় পৃথিবী-ধারণক্ষম ॥
 রসনা-যশোদা পাশে যেন কৃষ্ণ-হলধর ॥ ৪

দৌ—ছত্র সম এক
 তুলসি শ্রীরাম-

অপরে মুকুট
 নামের আখর

বর্ণমালা-শিরোপরে ।
 অপরূপ শোভাধরে ॥ ২০

চৌ—বিচারিলে ছুই এক নাম ও তাহার নামী ।
 বিভূর উপাধি ছুই রূপ আর নাম তা'র ।
 কেবা বড় কেবা ছোট কখনে তা' অপরাধ ।
 দেখা যায় রূপ করে নামের অমুসরণ ।
 হ'লেও বিশিষ্ট রূপ নাম না থাকিলে জানা
 চোখে না দেখেও রূপ শুধু নাম কর মনে ।
 নাম ও রূপের লীলা নাহি আসে বর্ণনায় ।
 সন্তুণ-নিশ্চুণ মাঝে নাম শুভ সাক্ষী যেন ।

তথাপি সহস্র যেন প্রভু দাস অমুগামী ॥
 স্মৃতির অধিগম্য আদিহীন বাক্য-পার ॥ ১
 শুনি' গুণ-তারতম্য হৃদয়ে বুঝেন সাধুঃ ॥
 নামের বিহনে নহে রূপ-জ্ঞান সম্পূরণ ॥ ২
 করতলগত তবু তাহারে না যায় চেনা ॥
 হৃদয়ে সে রূপ আসে অতি অমুরাগ সনে ॥ ৩
 বুঝিলে হরষ আসে মুখে নাহি বলা যায় ॥
 হু'য়ের প্রকৃত জ্ঞান জানায় দ্বিতীয়ী সম ॥ ৪

দৌ—বাহির ভিতর
 রাম-নামরূপ

রে তুলসি যদি
 দীপ মণিময়

চাহ আলো করিবারে ।
 রাখ জিভ পুর-দ্বারে ॥ ২১

চৌ—জপি'মুখে রামনাম জানেতে জাগেন যোগী ।
 অমুগম ব্রহ্মসুখে অমুভাবে সুখ পা'ন ।
 গোপন-রহস্য যদি কেহ জানিবারে চায় ।
 সাধক তন্ময় হ'য়ে হৃদয়ে জপিয়া নাম ।
 জপে নাম ভক্তজন পড়িয়া গভীর চুখে ।
 এ জগতে শ্রীরামের ভক্ত চারি প্রকার ॥ ১

বিরাগ আশ্রয়ে বিধি-স্বজিত প্রপঞ্চ ত্যাগী ॥
 বাক্যাতীত অনাময় যাঁহার না রূপ নাম ॥ ১
 রসনায় নাম জপি' তা'র সন্ধান পায় ॥
 অগিমাছি সিদ্ধিলাভ করি' সিদ্ধ হয়ে যান ॥ ২
 সঙ্কট কেটে যায় হৃদি ভাসে মহাসুখে ॥
 সকলেই পুণ্যবান পাগলীন ও উদার ॥ ৩

* কেন না "র" আর "ম" দিয়া "রামে"র দর্শন পাওয়া যায় । † 'র' ও 'ম' পৃথক্ পৃথক্ উচ্চারণ করিলে, অর্থাৎ বীজ-মহাধ্বন্যে উচ্চারণ করিলে, অর্থ ও কলের বিভিন্নতা দেখা যায় ; কিন্তু এ ছুই অক্ষর ব্রহ্ম ও জীবের প্রায় সমা একত্রে থাকে ।

‡ সাধু । § (১) অর্থার্থী—বাহ্যার ধনাদি কামনা করেন ; (২) আর্ন্ত—বাহ্যার বিপদ শাস্তির জন্য ভজনা করেন ; (৩) জিজ্ঞাসু—বাহ্যার ভগবানকে জানিবার জন্য ভজনা করেন ; (৪) জ্ঞানী—বাহ্যার স্বাভাবিক ভক্তিতে ভজনা করেন ।

নাম(ই) আধার এই চারিবিধ ভক্তজনে । তা'মাঝে জানীর প্রতি প্রীতি অতি প্রভু-মনে ॥
চারি যুগে চারি বেদে নামের মহিমা অতি । বিশেষ কলিতে নাম বিনা নাহি আর গতি ॥৪

দো—সকল কামনা- পরিশূন্য যেবা রাম-ভক্তি-রস-সীন ।
সেও রাখে নাম- প্রেমামৃত-হৃদে মনেরে করিয়া যীন ॥ ২২

চৌ—সগুণ নিগুণ এই ব্রহ্মের দুই রূপ । অকহ অপার হু'য়ে আদিহীন ও অনুরূপ ॥
তা' হ'তেও নাম বড় মোর মত এই বলে । ছুয়েরেই নিজ বশে যা' রাখে আপন বলে ॥ ১
সু-জন বাচাল যেন না ভাবেন এ দাসেরে । মনের প্রীতি প্রীতি বলি কৃতি অনুসারে ॥
দারু-মধ্যগত এক অশ্রু যথা দেখা যায় । ব্রহ্মজ্ঞান সেইমত দুইবিধ বহি প্রায় ॥ ২
দুই-ই অষোধগম্য সুগম তা'হয় নামে । এ কারণে ব্রহ্ম রাম হ'তে বড় বলি নামে ॥
সর্বব্যাপী অদ্বিতীয় সেই ব্রহ্ম অবিনাশী । সত্তা চেতনা আর আনন্দের ঘনরাশি ॥ ৩
এমন বিকারহীন রহিতেও হৃদে প্রভু । এ জগতে দীন আর দুখী সব জীব তবু ॥
নামেরে সাধিলে আগে নিরূপণ করি' নামক । প্রকটেন তিনি যথা জানিলে মগির দাম ॥ ৪

দো—তা'ই নাম বড়, নিগুণ চেয়ে প্রভাব নামে অপার ।
তা'ই বলি নাম রাম হ'তে বড় নিজ মতি-অনুসার ॥ ২৩

চৌ—ভকতের হিতে রাম ধরেন নয়ের বেশ । সাধুজনে সুখ দেন আপনি সহিয়া ক্লেশ ॥
প্রেমের সহিত নাম জপ করি বিনায়াস । হয়েন ভকতগণ আনন্দ-মঙ্গলাবাস ॥ ১
শুধু এক মুনি-নারী মুক্ত করেন রামণ । কোটি কুমতি খল সংশোধন করে নাম ॥
ঋষি-হিতে রঘুপতি সুকেতুর তনয়ারেণ । স্তুত অনীকিনী সহ পাঠালেন ভবপারে ॥ ২
কিন্তু ভক্ত-দোষ দুখ আর যত ছুটে আশ । নাম তথা নাশে যথা রবি করে নিশা নাশ ॥
হর-ক্ৰাস্মক শুধু ভাসিলেন নিজে রাম । ভব ভয় ভেঙে যায় এ প্রতাপ ধরে নাম ॥ ৩
দণ্ডক বনে প্রভু করিলেন সুশোভিত । পবিত্রিত করে নাম জন-মন অগণিত ॥
রক্ষ: নিকরে নাশ করেন রঘুনন্দন । কলির সকল পাপ নাম করে উন্মূলন ॥ ৪

দো—শবরী জটায়ু শ্রেষ্ঠ ভকতে সুগতি দিলেন রাম ।
বেদে সুবিদিত অগণন খল উদ্ধার করে নাম ॥ ২৪

চৌ—সবার বিদিত কথা সুগ্রীব বিজীষণ । এই দুই জনে রাম দিলেন নিজ শরণ ॥
কিন্তু নাম বহু দীন-জনেরে রাখিল পায় । কিবা বেদে কিবা লোকে এর কল সদা গায় ॥১
বানর ভালুক-সেনা করি' রাম একত্রিত । সেতুতরে পরিভ্রম সব না করিল কত ॥
নাম শুকাইয়া দেয় ভব-সাগরের জল । এ কথা বিচার কর মনেতে' সু-জন দল ॥ ২

* নাম দুই প্রকার—বর্ণাত্মক ও ধ্বজাত্মক । এখানে ধ্বজাত্মক বা “বীজনাম”কে ধারণ কবিবার ইঙ্গিত রহিয়াছে
† অহল্যা । ‡ তাড়কা ।

কুলের সহিত রাম রাবণে বধিয়া রণে । ফিরিয়া আপন পুরী আসেন সীতার সনে ॥
 রাজাসন আরোহণ অযোধ্যার রাজধানী । সুর মুনি গুণ গা'ন উচ্চারি' বর বাণী ॥ ৩
 প্রেম ভরে নাম কিন্তু স্মরিয়া ভকতজন্ম । প্রবল মোহের সেনা জ্বিতেন না করি' শ্রম ॥
 প্রেমতে মগন হ'য়ে বেড়ান পুলক সনে । ভাবনা নামের বলে স্বপনে না আসে মনে ॥ ৪

দৌ—ব্রহ্ম রাম হ'তে নাম বড় বর- দাতারেও দেয় বর ।
 শতকোটি রাম- লীলা হতে এই সার বুঝিলেন হর ॥ ২৫

চৌ—নামের প্রসাদে হ'ন মহাদেব অবিনাশী । ধৃত অমঙ্গল বেশ তবু মঙ্গল রাশি ॥
 শুক-শনকাদি ষত সিদ্ধ যোগী মুনিগণ । নামের প্রসাদে সদা ব্রহ্ম-সুখে নিমগন ॥ ৪
 নারদ জানেন ভাল নামের প্রতাপ কিয়ে । জগতের প্রিয় হরি হরিহর-প্রিয় নিজে ॥
 নাম জপকরা ফলে লভিলা প্রভু প্রসাদ । ভকতের শিরোমণি বলি' খ্যাত প্রহ্লাদ ॥ ২
 নিদারুণ ক্রোধে দ্রব জপিলেন হরিনাম । পাইলেন তা'রি বলে অচল অমুপ ধাম ॥
 জপিয়া পবনমুত পরম পাবন নাম । আপনার বশ করি' রাখেন সতত রাম ॥ ৩
 নীচ অজ্ঞামিল* গজগ' আর বার-বিলাসিনীঃ । শ্রীহরি নামের বলে সুগতি-অধিকারিণী ॥
 নামের মহিমা কত কি করিব বর্ণন । আপনি শ্রীরাম তাহা কীৰ্ত্তনে অক্ষম ॥ ৪

দৌ—শ্রীরামের নাম কলি-কল্লতরু পরম কল্যাণবাস ।
 যে নাম স্মরিয়া ভাঙ' হ'তে হ'ল তুলসী তুলসীদাস ॥ ২৬

রাম নামের মহিমা ।

চৌ—করিয়া নামের জপচারি যুগে তিনকালে । গত-শোক হ'ল জীব স্বর্গে ভবে কি পাতালে ॥
 বেদ কি পুরাণ কিম্বা সন্ত সবে এই কয় । সব সুকৃতির ফলে রাম-পদে প্রেম হয় ॥ ১

* অজ্ঞামিল ঈশ্বরনিষ্ঠ বেদ বিদ পিতৃমাতৃ-পরায়ণ ব্রাহ্মণসন্তান ছিলেন । একদিন এক বেশ্যাকে দেখিয়া মোহিত হইয়া আপনার সর্ব্ববেশ জলাঞ্জলি দেন ও ক্রমে ক্রমে চৌধ্য, কপটতা, স্বরাপান প্রভৃতি দোষে জড়িত হন । এইভাবে বাদ্যিক্য আসিয়া উপস্থিত হইল ও অন্তিমকাল আসিল । আজীবন পাশেব ফলে মৃত্যুকালে ভীষণ রোশ উপস্থিত হইল । যমদূতের দর্শনে প্রাণ কাণিয়া উঠিল । প্রাণ বহির্গত হইবার সময় নিজ কনিষ্ঠ ও প্রিয়তম পুত্র “নারায়ণের” নাম করিয়া চীৎকার করিতে করিতে তাহার জীবনান্ত হয় । ইহার ফলে সাক্ষাৎ ভগবানের দর্শন লাভ হয়, যমদূতের পলায়ন করে ও তাহার পুনর্জীবন লাভ হয় । অনন্তর অজ্ঞামিল হরিবারে ভগবদ আরাধনার মুক্তিলাভ করেন ।

† কোন অপরাধে বাজা ইন্দ্রহ্যায় ঋষি-শাপে হস্তী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন । একদিন স্বীরসাগরের তটস্থ ত্রিকূট পর্ব্বতের এক সরোবর বিহার করিবার সময় এক মকর কর্কট আক্রান্ত হন । হুহু নামক এক গন্ধর্ব্ব ঋষি-শাপে মকর হইয়া তথায় বাস করিত । উভয়ের ভীষণ যুদ্ধ হইল, কিন্তু গজ আশ্চর্য্য করিতে পারিলনা । মকর উহাকে গভীর জলে লইয়া চলিল । যখন তাহার তটের অগ্রভাগ মাত্র জাগিয়া আছে, তখন তাহার দ্বারা এক পদ্ম উৎপাদন করিয়া, অতি কাতবে ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন । ফলে, ভগবান, আবির্ভূত হইয়া গজ ও মকর উভয়েরই উদ্ধার সাধন করেন ।

‡ পুরাকালে জীবন্তী নামে এক বেশ্যা ছিল । একদিন এক মহাত্মা ভিক্ষায় বাহিদ হইয়া, না জানিয়া তাহার বাড়ীতে ভিক্ষার্থ আসেন, তখন সে তাহার প্রিয় পাখীকে পড়াইতেছিল । পাখী তাহার অতি প্রিয় বুদ্ধিয়া মহাত্মা পাখীকে “রাম-নাম” বলিয়া চলিয়া যায় । সে প্রতিদিন পাখীকে “রাম-নাম” পড়াইতে থাকে । অজানিতে হইলেও, নামের প্রভাবে তাহার মন রাম-নামে এমনই লাগিয়া যায় যে, সে ঐ নাম পরিত্যাগ করিতে পারে না । মৃত্যুকালে রাম-নাম উচ্চারণ করিয়া তাহার মুক্তিলাভ হয় ।

ধ্যানযোগে সত্যযুগে ত্রেতায় আচরি' বাগ । ছাপরে করিয়া পূজা পায় প্রভু-অমুরাগ ॥
 কলি শুধু পাপে ভরা কলুষ-মলে মলিন । মামুষের মন যেন পাপ-পারাবারে মীন ॥ ২
 কল্প-পাদপ নাম এ করাল কলিকালে । স্বরণ করিলে নাশে সংসার-জঞ্জালে ॥
 রাম-নাম কলিযুগে অভিমত ফলদাতা । পরলোকে হিতকারী এ অগতে গিতা মাতা ॥ ৩
 কণ্ঠ নাই কলিকালে নাই ভক্তি নাই জ্ঞান । এক শুধু এই যুগে অবলম্ব রাম-নাম ॥
 কালনেমি কলিযুগ কপটতা-ভাণ্ডার । স্মৃতি সমর্থ হুই নামই নিধনে তার ॥ ৪

• দো—রাম-নাম নর- কেশরী সমান হিরণ্যকশিপু কলি ।
 জাপক প্রহ্লাদে করেন রক্ষণ করাল দৈত্যে দলি' ॥ ২৭

চৌ—সুভাবে কুভাবে কিবা আলস্তে বা ঈর্ষায় । যে ভাবে জপিলে নাম শুভই হইবে তার ॥
 সেই রাম-নাম অরি' চরণে রাখিয়া মাথা । বর্ণন করিব এবে শ্রীরামের গুণ-গাথা ॥ ১
 ল'বেন-ই মোরে করি' সব-বিধি সংশোধন । করুণা দেখা'য়ে তাঁর কড়ু তৃপ্ত নহে মন ॥
 রাম-সম প্রভু নাহি কু-ভক্ত আমার মত । দয়াল তথাপি মোরে করিলা নিজে পালিত ॥ ২
 উত্তম প্রভু-রীতি বেদে লোকে এই কয় । মিনতি শুনেই পা'ন শ্রীতি-ভাব পরিচয় ॥
 নির্ধন ধনবান গ্রাম কি নগরবাসী । মূর্থ পণ্ডিত কিবা যশ-যুত অযশস্বী ॥ ৩
 সুকবি কুকবি আদি নিজমতি অমুসরি' । নৃপতির গুণগান করে সব নর নারী ॥
 আর সাধু জ্ঞানবান পরম কল্যাণপর । ভগবান্ অংশজাত সুনীল নৃপতিবর ॥ ৪
 সেই স্ততিবাণী শুনি' সু-ভাষে তুষেন সবে । বচন ভকতি নতি* গতি* বুকি' অমুভবে ॥
 এই মত আচরণ সাধারণ নৃপতির । আর হেথা জ্ঞানী-জন-শরোমণি রঘুবীর ॥ ৫
 রাম ত' বিমল স্নেহে করেন পরিতোষণ । কিস্ত ভবে মন্দমতি আমা' হতে কোন জন ॥ ৬

দো—তবু রাখিবেন এ শঠ ভকতে শ্রীতি-কৃতি কৃপাময় ।
 উপল তরণী কপি সু-সচিব যাঁহার নিকটে হয় ॥ ২৮(ক)
 নিজেও বলাই অপরেও বলে স'ন রাম উপহাস ।
 সীতানাথ-সম প্রভু-যা'র তাঁ'র সেবক তুলসীদাস ॥ ২৮(খ)

চৌ—অতিবড় এ আমার অপরাধ ধুষ্টতা । নরকও কুঞ্জে নাক শুনি এই পাপ-কথা ॥
 কল্লিত ডরে প্রাণ আমার(ই) শুকায়ে যায় । স্বপনেও তবু মনে না আনেন রঘুরায় ॥ ১
 বরং সুচিন্ত-আখি-দৃষ্টিতে দেখি' শুনি' । আমার ভকতি মতি বাখান করেন স্বামী ॥
 কখনে কু-ফলক তবু শুভ এতে হৃদয়ের । প্রসন্ন হয়েন রাম বুকি' মন ভকতের ॥ ২
 ভকতের কৃত ভ্রম মনে নাহি রহে তাঁর । বরং হৃদয়ে তারে বিচারেন শতবার ॥
 যে-পাপে বালিরে প্রাণে বধিলেন ব্যাধ-প্রায় । ভকত সুগ্রীব তাই আচরিল পুনরায় ॥ ৩

বিভীষণ অপরাধী সেই এক অপরাধে । অথচ স্বপনে রাম-প্রাণে তাহা নাহি বাধে ॥
ভরতে মিলন-কালে সম্মানিলা বিভীষণ । রাজসভা মাঝে গুণ করিলেন কীর্তন ॥ ৪

দো—তরু মূলে প্রভু	কপি শাখা'পরে	করিলা নিজ-সমান ।
ভগিছে-তুলসী	শ্রীরামের চেয়ে	প্রভু কে শীল-নিধান ॥ ২৯(ক)
হে রাম তোমার	শুভদ স্বভাবে	সবাকার শুভ হয় ।
সত্য ইহা যদি	তুলসীর তবে	শুভ হবে নিশ্চয় ॥ ২৯(খ)
এই মত নিজ	দোষগুণ কহি	নতি করি সব-পায় ।
গাহিব শ্রীরাম	সুবিমল যশ	শুনি' কলি-পাপ যায় ॥ ২৯(গ)

শ্রীরাম-গুণ ও রামচরিত্র-মহিমা ।

চৌ—যাজ্ঞবল্ক্য মুনিবর যেই কথা মনোরম । ভরদ্বাজ মুনিরাজে করিলেন বর্ণন ॥
বর্ণনা করিব এবে সে কাহিনী বিস্তারে । শুশুন স্তম্ভনগণ মনের হরষ ভরে ॥ ১
মহেশ রচিলা এই লীলা-সুধা মনোহর । কৃপা করি' ঈশানীরে শুনা'লেন অতঃপর ॥
কাক-ভুযুগুণে তাহা দিলেন ত্রিপুর-অরি । শ্রীরাম-ভকত বলি' বুঝি' তারে অধিকারী ॥
তাঁহার নিকট হ'তে যাজ্ঞবল্ক্য লভি' এরে । বিবরিলা পুনরায় ভরদ্বাজ মুনিবরে ॥
কিবা বক্তা কিবা শ্রোতা ছ'য়ে সম-শীলবান্ । সম দৃষ্টি-শক্তি-মূত হরিলীলা-বিচক্ষণ ॥ ৩
উভয়েই জ্ঞানবলে তিন কাল অবগত । সুপ্রত্যক্ষ করতল-গত আমলক মত ॥
অস্ত্র যত হরিলীলা-জ্ঞানী ভকতগণ । শুনেন বুঝেন নানা মতে করি' বরণন ॥ ৪

দো—আমি লভি এরে	বরাহ-ক্ষেত্রে	নিজ গুরুদেব-পাশে ॥
বালক বলিয়া	বুঝিনি তখন	জ্ঞানহীনতার বশে ॥ ৩০(ক)
গুড় রাম-কথা	যে বলে যে শুনে	হু'জনেই জ্ঞান-খনি ।
কলি-মল যুত	আমি মুঢ় জীব	কেমনে বুঝিব শুনি' ॥ ৩০(খ)

চৌ—তবু কহিলেন গুরু এই কথা বারবার । সে হেতু বুঝিছু কিছু নিজ মতি অমুসার ॥
তাহারাই ভাষাবদ্ধ করিবারে অভিলাষ । আপন মনের যাহে পরিপূর্ণ হয় আশ ॥ ১
বিবেক-বুদ্ধির মম যাহা কিছু আছে বল । হরি-প্রেরণায় এবে ক'ব তাহা অবিকল ॥
আপনার সংশয়-ভ্রম মোহ ভঞ্জনী । যে কথা কহিব তাহা ভবনদী-উত্তরণী ॥ ২
পণ্ডিত-প্রাণারাম জন-মনোরঞ্জনী । শ্রীরামরচিত-কথা কলি-ক্লেশ বিনাশিনী ॥
শ্রীরামের কথা কলি-সর্পে শিখণ্ডিনী । অথবা বিবেকানল জ্বালনে যেন অরণী ॥ ৩

* বালি নিজ ভ্রাতা সুশ্রীষের দ্বীকে কাড়িয়া লইয়াছিল; ইহাতে রামের কাছে অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল;—বালিকে বধ করিবার ইহা এক কারণ! অথচ বালি বধের পর তাহার দ্বী তাবাকে নিজ দ্বীক্বে গ্রহণ করিতে সুশ্রীষকে তিনি সম্মতি দিয়াছিলেন এবং রাবণ বধের পর মন্দোদরীকে দ্বীক্বে গ্রহণ করিতে বিভীষণকে আদেশ দিয়াছিলেন।

কলিতে শ্রীরাম-কথা কামদা কপিলা হেন । সাধু-পাশে মনোহর সঞ্জীবনী-মূল যেন ॥
 ধরাভলে যেন ইহা অমিয় তরঙ্গিনী । ত্রাস-ভঞ্জিনী ভ্রম-ভেক-ভুজঙ্গিনী ॥ ৪
 অমুর-বাহিনীরূপী নরক-ভয় মোচন । সাধু ও অমরকুল-হিতে সুরনদী সম ॥
 সন্ত-সমাজ রূপ পারাবারে রমা-রূপা । সহিতে ভুবন-ভার অচলা ধরা-স্বরূপা ॥ ৫
 ধরায় যমুনা যথা যমদূত মুখ-মসী । মুক্তি দানিতে জীবে যেন কাশী বারাণসী ॥
 ৫ শ্রীরাম-সদনে যেন তুলসীর সম প্রিয় । হিতকারী মাতা সম তুলসীর বরণীয় ॥ ৬
 মহেশ-সকাশে যথা নর্যদা-জলরাশি । সিদ্ধি প্রদানে সব সুখ সম্পদ রাশি ॥
 সদগুণ-সুর পাশে জননী অদিতি-সমা । রঘুপতি প্রেম আর ভকতির পরিসীমা ॥ ৭

দো—মন্দাকিনী নদী রাম-কথা চারু চিত চিত্রকূট গিরি ।
 প্রেম-নির্মূল- বনে বিহরণ সীতারাম ধমুধারী ॥ ৩১

চৌ—শ্রীরাম-চরিত কথা চিন্তামণি মনোরম । সন্ত-স্মৃতি-রূপী ভামিনী-দেহ ভূষণ ॥
 শ্রীরামের গুণগ্রাম জগ-শুভ বিধায়ক । মুক্তি ধরম ধন পরাধাম প্রদায়ক ॥ ১
 রাম-কথা সদগুরু জ্ঞানেতে বিরাগে যোগে । অমর ভিষক্‌দ্বয় যেন ভীম ভব-রোগে ॥
 জনক জননী সীতারাম-প্রেম উপজনে । বীজের সমান সব ধরম ত্রুত নিয়মে ॥ ২
 শমন-সমান যত কলুষ সন্তাপ শোকে । প্রিয় পালক যেন লোকে আর পরলোকে ॥
 বিচার-নূপের সেই সু-বীর সচিব সম । অপার লোভের বারি শোষণে অগস্ত্যোপম ॥ ৩
 ভকতের মনরূপী কাননে নিবাসকারী । কাম ক্রোধ কলি-মল-বারণের বাল হরি ॥
 মহেশের পূজ্য আর প্রিয়তম অভ্যাগত । দরিদ্রতা-দাবানল নিভাইতে ধন-মত ॥ ৪
 বিষয়-অহির যেন মল্ল আর মহামণি । কঠোর ললাট-লিপি ফিরাইতে মহাশূলী ॥
 হরিবারে মোহ-তমঃ সম দিনকর-কর । ভকতে হিতদ তথা ধানে যথা জলধর ॥ ৫
 অভিমত ফলদাতা যেন কল্পতরুর । ভকত-সুলভ আর সুখাকর হরিহর ॥
 সুকবি-শারদ-মন-আকাশের তারাগণ । শ্রীরাম-ভকতজন-মোহন জীবনধন ॥ ৬
 সব পুণ্যের ফল মহাভোগ-সম নাম । সজ্জনগণ-সম যারা জগ-হিত কাম ॥
 সেবক জনের মন-ম্যনস-সর-মরাল । পুণ্যময়ী সুরধুনী যেমন তরঙ্গ-মাল ॥ ৭

দো—কুতর্ক কুপথ কলির কুচাল দম্ভ ছল পাষণ্ড ।
 রাম-গুণগ্রাম দহে তথা যথা কার্ঠে অনল চণ্ড ॥ ৩২ (ক)
 শ্রীরাম-চরিত রাকা শশীকর সুখ দেয় সবা কায় ।
 সজ্জন-কুমুদ চকোরের তরে হিতকারী অতিশয় ॥ ৩২ (খ)

চৌ—শুধা'লেন যে প্রকার মহেশ্বরে মহেশ্বরী । উত্তর দেন যথা ভবেশ বিশদ করি' ॥
 বিচিত্র সে কথা করি' বিস্তারে বিরচন । করিব সবার পাশে স-কারণ বর্ণন ॥ ১

অপূর্ব এ-কথা পূর্বেরে শুনে নাই যেইজন ।
 জ্ঞানী-কাণে পশে যদি এই কথা সমুদয় ।
 থাকে না তাহার মনে কভু সন্দেহ-লেশ ।
 ভিন্ন কতই বিধ হ'ল রাম-অবতার ।
 কল্প-ভেদ অনুসারে হরি-কথা মনোহর ।
 না আনিও সংশয় এ সব শুনিয়া মনে ।

দো—অনন্ত শ্রীরাম

শুনি' বিস্ময়

অন্তহীন গুণ

মনে না মানিবে

অমিত কথা বিস্তার ।

শুদ্ধ বিচার যা'র ॥ ৩৩

রাম-চরিত-মানস বিরচনের ভিত্তি ।

চৌ—এরূপে সন্দেহ সব দূর করি' মন হ'তে । শ্রীগুরু-চরণ-রজ্জ ধারণ করিয়া মাথে ॥
 পুনরায় জোড়করে মিনতি জানাই সবে । কথা-রচনায় যাহে দোষ নাহি পরশিবে ॥ ১
 ভক্তি সহিত শিব-চরণে নমিয়া মাথা । বর্ণন করি রাম সুবিলম্ব গুণ-গাথা ॥
 এক হাজার ছয় শত একত্রিশ সম্বতে । হরি-কথা কহি ধরি' শ্রীহরি-চরণ মাথে ॥ ২
 পূত নবমীর তিথি ভৈরববার* মধু-মাস† । অযোধ্যা পুরীতে এই কথা হ'ল পরকাশ ॥
 যে দিন বেদেতে বলে জনম লয়েন রাম । তীর্থ সকল আসে চলিয়া কোশল ধাম ॥ ৩
 অশুর বিহগ নাগ ঋষি মুনি দেব নর । আসেন করেন সবে সেবা রাম রঘুবর ॥
 জনম-মহোৎসব পালেন সৃজনগণ । করেন সুন্দর রাম-কীর্তির বরণন ॥ ৪

দো—পাবন সরযু-

কম শ্যাম তনু-

সলিলে কতই

ধ্যান হৃদে ধরি'

সৃজন করেন স্নান ।

জপেন শ্রীরাম-নাম ॥ ৩৪

চৌ—দরশ পরশ স্নান সরযুর জলপান ।
 পরম পাবনী নদী তাহার মহিমা অতি ।
 শ্রীরাম-পরম-ধাম-প্রদ পুরী শোভাবতী ।
 শ্বেদ-জরায়ুজ আদি সকল জীব অপার !
 জানি' মনে এই পুরী সববিধি মনোহর ।
 আরম্ভ করিলাম সুবিলম্ব এ কথায় ।
 রাম-চরিত মানস এই রচনার নাম ।

কলুষ হরিয়া লয় নিগম বলে পুরাণ ॥
 কহিতে নারেন মুখে ভারতী বিমল মতি ॥ ১
 সব-লোক মাঝে থ্যাত অযোধ্যা পুণিত অতি ॥
 হেথায় ত্যজিলেকায় আসে না ভবেতে আর ॥ ২
 দাত্রী সকল সিদ্ধি বহু কল্যাণ কর ॥
 যা' শুনিলে কাম মদ আর'দম্ব দূরে যায় ॥ ৩
 প্রবেশিলে কাণে যাহা শ্রবণ লভে বিরাম ॥

রাম-চরিত-মানসের রূপক ও সাহায্য

বিষয়ের দাবানল জ্বলিতেছে মন-করী ।
 রাম-চরিত-মানস মুনিজন-মনোহর ।
 'নানাবিধ' দোষ দূর দরিদ্রতা প্রদাহন ।

সে যদি এ হৃদে পড়ে প্রাণ সূখে উঠে ভরি' ॥ ৪
 পাবন মোহন অতি রচনা করেন হর ॥
 কলির কুচাল কলি-পাপরাশি বিনাশন ॥ ৫

• ইহায়ে রচনা করি' হৃদয়ে রাখেন হর ।
তাই অল্পভবে বুঝি' শিব হরষিত মনে ।
কহি এবে সেই কথা সুখ-প্রদ মনোরম ।

হর-প্রমা প্রতি ক'ন দেখি' শুভ অবসর ॥
রাম-চরিত মানস নাম দেন এ-রচনে ॥ ৬
আদরে অনন্তচিত্তে শুন সাধু সজ্জন ॥ ৭

দো—যথা এ মানস
উমা-বৃষকেতু

হ'ল যে-প্রকারে
স্মরি সব কথা

প্রচার যে-হেতু' ভবে ।
বর্ণন করি এবে ॥ ৩৫

চৌ—শ্রীশঙ্কর কৃপাবলে উদিল সুমতি-রবি ।
আপনার মতি মত করে এরে মনোহর ।
হৃদয় গভীর খাত শুভ-মতি ভূমিতল ।
টালেন বরষা-ধারে রাম-যশ বর-বারি ।
বিস্তারে বর্ণিত যে-সব স-গুণ গাথা ।
ভক্তি ও প্রেম যাহা বর্ণনা নাহি হয় ।
এ জল স্নকৃতি-ধানে করে বড় উপকার ।
বুদ্ধি-ধরার 'পরে এ বারি হ'য়ে পতিত ।
মানস-সুতল ভরি' সেইখানে হয় স্থির ।

রাম-চরিত মানস রচিল তুলসী কবি ॥
পূত মনে শুনি' তবু শোধিবেন সাধুবর ॥ ১
সাগর পুরাণ বেদ সাধুর জলদ দল ॥
সুমধুর মনোহর অতি মঙ্গলকারী ॥ ২
তাহাই এ সলিলের মলাহীন স্বচ্ছতা ॥
তাই এর শীতলতা মধুরতা মনোময় ॥ ৩
শ্রীরাম-ভকত জনে জীবনের সম সার ॥
মোহন শ্রবণ-পথে চলে হ'য়ে সমাহিত ॥ ৪
খিতাইয়া হয় তাহা শীতল রুচিঃ রুচিরণ ॥ ৫

দো—অতি সুন্দর

সম্বাদ চারঃ

রচিত বিচার করি ।

তাই এ পাবন

বর সরোবরে

মনোহর ঘাট চারি ॥ ৩৬

চৌ—সপ্ত কাণ্ড এতে রুচির সোপান চয় ।
মহিমা শ্রীরমুপতি গুণাতীত ও অবাধ ।
জানকী-শ্রীরাম-যশ সলিল অমিয় সম ।
চারু চতুষ্পদীঃ শন-বিকশিত ইন্দীবর ।
সুন্দর দোহা আর ছন্দ সোরঠা যত ।
অল্পপম অর্থ আর উচ্চভাব চারু ভাষ ।
পুণ্য-করম চয় মঞ্জুল অলিকুল ।
বক্রোক্তি কবিতা-ধ্বনি গুণ জ্ঞাতি যা' সকল ।
চারি বর্গ অর্থ-মোক্ষ ধরম কামনা আর ।
নব কাব্য রস জপ তপ যোগ ও বিরাগ ।
পুণ্যময় সাধুর ও শ্রীরামেক গুণ-গান ।
সাধু-সভা চারিতটে যেন আত্র উপবন ।

নিরখিলে জ্ঞান-চোখে মানস সরস হয় ॥
যা' হ'বে বর্ণিত এতে রর-বারি সে অগাধ ॥ ১
উন্মি-বিলাস তায় উপমা মানস-রম ॥
যুক্তি মঞ্জু মণি-শুক্তি মানস হর ॥ ২
কমল বিবিধ রং যেন সব বিকশিত ॥
তাহাই পরাগ মধু প্রাণ-বিমোহন বাস ॥ ৩
বিচার-বৈরাগ্য-জ্ঞান-রাজহংসে সমাকুল ॥
তাহাই এ সরোবরে নানা জাতি মীনদল ॥ ৪
জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা ধীরতা সহ বিচার ॥
তা'রা যত জলচর নিবসে চারু তড়াগ ॥ ৫
এ সব এ সরোবরে সলিল-খণ্ড-সমান ॥
অন্ধাই মধু খাতু বলি' করে বর্ণন ॥ ৬

* রুচির । † সুন্দর । ‡ (১) কাকভূমি-গরুড় সম্বাদ । (২) হরপার্বতী সম্বাদ । (৩) রাজবাহ্য-ভগবত সম্বাদ ।
(৪) তুলসীদাস-সম্বাদ । § চৌপাই ছন্দ ।

ভক্তির নিরূপণ বিবিধ বিধির ভরে । ক্ষমা দয়া দম লতা-বিতানের কাজ করে ॥
কুসুম নিয়মণ শমকঃ যমঃ আর ফল-জ্ঞান । সে ফলের রস হরি-পদে রতি বেদ গান ॥ ৭
অপর যে সব এতে অনেক কথা-প্রসঙ্গ । তা'রা শুক পিক আদি বিহগ অনেক রঙ্গ ॥ ৮

দো—রোমাঞ্চন বন- বাটি উপবন সুখ সে কাননে পাখী ।
শুভ-মন মালী ঢালে প্রেম-জল দিয়ে ছুই চারু আঁখি ॥ ৩৭

চৌ—অবহিত হ'য়ে যেবা গায় এ চরিত-গান । সেই এই তড়াগের রক্ষক গুণবান ॥
সতত আদর ভরে শুনে যেই নরনারী । তা'রাই দেবতা-এই মানসের অধিকারী ॥ ১
বক কাক অতি খল বিষয়ে আবিল মন । এ-তড়াগ নিকটেও নাহি যায় কদাচন ॥
নাহিক হেথায় নানা বিষয়-রসের কথা । শামুক শৃগাল ভেকগণ উপযোগী যথা ॥ ২
এ কারণ ছরদৃষ্ট কামী বক কাক-প্রাণ । অতীব বিকল হয় হ'তে সরে আগুয়ান ॥
এই সরোবরে আসা সুকঠিন অতিশয় । শ্রীরামের কৃপা বিনা কখনও নাহি হয় ॥ ৩
কঠিন কুসঙ্গ ঠিক কুপথ-সম ভীষণ । কুসঙ্গীর কথা যত সিংহ বাঘ সাপ সম ॥
গৃহকাজ সংসারীর অপর বহু জঞ্জাল । সে সব দুর্গম বাধু যেমন গিরি বিশাল ॥ ৪
মদ মোহ মান বহু ঘন বন ছন্তর । কু-তর্ক-রূপিণী নদী কত শত ত্রাস-কর ॥ ৫

দো—শ্রদ্ধা-পাথেয় নাহিক যাহার সমস্ত নাহিক সাথ ।
মানস অগম তা'র অতি যা'র নহে প্রিয় রঘুনাথ ॥ ৩৮

চৌ—কষ্ট সহিয়া যদি তথায় কেহ বা যায় । যেতেই অমনি নিজা-জ্বরেতে তাহারে পায় ॥
মুখতা ঘোর কম্পে কলেবর কম্পমান । গিয়াও সে হতভাগা না পায় করিতে স্নান ॥ ১
হয় নাক' সরোবরে স্নান আর জলপান । ফিরিয়া সে আসে নিজ হৃদে ধরি' অভিমান ॥
অতঃপর যদি কেহ শুধাইতে তা'রে যায় । সরোবরে নিন্দিয়া তখন তা'রে বুঝায় ॥ ২
কিন্তু রাম কৃপা-আঁখি ফেলেন যাহার 'পরে । এ সকল বিঘ্ন বাধা কখনো ব্যাপে না তা'রে ॥
সমাদরে সরোবরে করে সে অবগাহন । তিন-তাপ-মহাঘোরে নাহি জ্বলে কদাচন ॥ ৩
শ্রীরাম-চরণ যুগে দৃঢ় ভাব যে-সবার । তা'রা এ তড়াগ কভু নাহি করে পরিহার ॥
হে ভাই করিতে স্নান যে চাহে এ সরোবরে । মন-প্রাণ দিয়া যেন সেই সৎসঙ্গ করে ॥ ৪
মানস-আঁখিতে দেখি এ মানস-সরোবরে । অবগাহি জলে কবি নিরমল মতি ধরে ॥
হৃদয় তাহার হয় হরষ উৎসাহ ভরা । উথলিয়া উঠে প্রাণে প্রেম ও প্রমোদ-ধারা ॥ ৫
তা' হতে বাহিরে চারু কবিতা-রূপিণী নদী । শ্রীরাম বিমল যশু-জল ভরা নিরবধি ॥
তাহারি সরযু নাম পূর্ণ শুভের মূল । লোক আর বেদ মত মঞ্জুল ছুই কূল ॥ ৬

* ইন্দ্রিয় নিগ্রহ । † শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রার্থনা । ‡ মন-নিগ্রহ । § অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (চুরি না করা), ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ ।

মানস-হুহিতা নদী সরযু অতি পাবনী ।

কজ্জি-মল তৃণ তরু মূল সনে বিনাশিনী ॥ ৭

দো—তিন জাতি শ্রোতা*

যেন পুর গ্রাম

নগরী জুড়ি' হু'কুল ।

সাধু-জন সভা

অযোধ্যা অনুপ

সব মঙ্গল মূল ॥ ৩৯

চৌ—সুবিমল কীর্তীরূপী সরযুর জলধারা ।

মিলিতা জাহ্নবী সনে শ্রীরাম-ভকতি পরা ॥

অনুজ সহিত রাম-সমর-যশ পুণিত ।

মহানন্দ শোণ আসি' এ ধারায় আপতিত ॥ ১

এ হু'য়ের মাঝে ভক্তি-সুরধুনী জলধার ।

ধরে বিমোহন শোভা সহ বিরতি বিচার ॥

ত্রিবিধ তাপের ত্রাস এই ত্রি-পথগা নদী ।

মিলিবারে চলে রাম-স্বরূপ মহা উদম্বি ॥ ২

মানস-উদ্ভব নদীঃ মিলেছে § গঙ্গার সনে ।

সজ্জন শ্রোতা মন পূত করে সে কারণে ॥

মাঝে মাঝে অশ্ব কথা প্রসঙ্গ নানা বিভাগ ।

যেন নদী তীরে তীরে নানাবিধ বন বাগ ॥ ৩

বরষাত্রী শঙ্কর-পার্বতী বিবাহের ।

জলচর এ নদীর অগণিত প্রকারের ॥

আমোদ উৎসব-রব রঘুপতি জনমের ।

হেন সে জলের দহ মধুরতা লহরের ॥ ৪

দো—বাল লীলা চারি

ভ্রাতার যেমন

কমল বিপুল রঙ্গ ।

রাজা রাণী পরি-

জনের স্মৃতি

মধুপ জন-বিহঙ্গ ॥ ৪০

চৌ—নীতা স্বয়ম্বর-কথা অতীব মনোহারিণী ।

অপূর্ব শোভায় ভরি' দিয়াছে এ শ্রোতস্বিনী ॥

নদীতে তরণী পটু-প্রশ্ন বহু প্রকার ।

স-বিবেক সছত্তর সূচত্বর কর্ণধার ॥ ১

শুনা-শেষে আলোচনা হয় যাহা উদ্ভব ।

নদী তীর-পথগামী যাত্রী যেন সে সব ॥

ভৃগুরাম ক্রোধানল ঘোর ধারা বলা যায় ।

শ্রীরামের রর-বাণী সুগঠিত ঘাট-প্রায় ॥ ২

অনুজ-সহিত রাম-পরিণয়-উৎসাহ ।

এ কথা-নদীর বহা সর্ব-শুভদ প্রবাহ ॥

শ্রবণে কথনে যা'রা অনুপম সুখ পান ।

সে পুণ্যবানেরা যেন পুলকে করেন স্নান ॥ ৩

রাম-রাজ্য-অভিষেকে যে সব মঙ্গল সাজ ।

পর্ব-যোগে যেন তটে মিলিত জন-সমাজ ॥

নদীতে শৈবাল যেন কুমতি কেকয়ী কাল ।

উপজিল যা'র তরে গভীর বিপদ-জাল ॥ ৪

দো—বিপদ-নাশন

ভরত-চরিত

নদীতে জপ যাগ ।

* কলি-পাপ দোষ

বর্ণনাই পাক

তাহারাই বক কাক ॥ ৪১

চৌ—সব ঋতুতেই এই কীর্তীরূপী প্রবাহিনী ।

সব কালে অতি পূতা আর মন বিমোহিনী ॥

হিমঋতু মহাদেব শৈলমুতা পরিণয় ।

সুখদ শিশির প্রভু শ্রীরামের অভ্যুদয় ॥ ১

বর্ণন রামচন্দ্র-বিবাহ-সমাজ সাজ ।

পরম মঙ্গলময় যেন মধু ঋতুরাজ ॥

হু-সহ নিদাঘ সম রামের বন গমন ।

কানন-গমন কথা খর তাপ প্রভঞ্জন ॥ ২

রাক্ষস সহ রণ যেমন বরষা ঋতু ।

সুরকুল-শালিধানে পরম কল্যাণ হেতু ॥

সুখ-বহুলতা রাম রাজ্যকালে যে বিনয় ।

অতি নির্মল তাহা শরতের সুখোদয় ॥ ৩

* যুক্ত, যুগ্ম ও বিষয়ী । † রাম-চরিত । ‡ কীর্তি । § রামভক্তি । এই কীর্তীরূপী সরযুর মূল মানস (অর্থাৎ শ্রীরাম-চরিত) ।

সতী-মস্তক মণি সীতার মহিমা গান ।
 স্তরত-স্বভাব এই জলের সুশীতলতা ।

তা'ই এ সলিল-গুণ অমল ও অমুপম ॥
 সদা একভাব যা'রে বর্ণিতে হারে কথা ॥ ৪

দো—দেখা শুনা কথা

প্রীতি ও মিলন

সবে হাসি পরিহাস ।

দ্রাভাব চারি

ভ্রাতাগণ-মাঝে

জল মাধুরী সুবাস ॥ ৪২

চৌ—আমার এ আর্ন্তভাব দীনতা ও সুবিনয় ।

মনোরম সলিলের লঘুতা ও কম নয় ॥

অদ্বুত জল এই শ্রবণেই উপকার ।

মন-মলা আশা তৃষা করে সদা পরিষ্কার ॥ ১

শ্রীরাম-ভক্তি চারু পুষ্টি পায় এই জলে ।

করয়ে হরণ সব গ্লানি আর কলি-মলে ॥

দূর করে ভব-শ্রম তুষ্টিরেও করে তৃষ্টি ।

পাপ তাপ দরিদ্রতা আদি দোষ করে নষ্ট ॥ ২

কাম ক্রোধ অহমিকা মোহেরে করে বিনাশ ।

বিমল বিবেক করে বিরাগের সুপ্রকাশ ॥

আদরে যে জল পান করে আর করে স্নান ।

হৃদয়ের সব পাপ পরিতাপে পায় ত্রাণ ॥ ৩

শ্রীরাম-সুশ্রবণে ধৌত যেন না করে চিত ।

কলি-পাশে হয় সেই কাপুরুষ সুবন্ধিত ॥

রবি-করে ভব বারি করিয়া অবলোকন ।

তুষিত মুগের মত দুখী যত জীবগণ ॥ ৪

দো—নিজ মতি মত

বুঝি' বারি-গুণ

মনেরে করা'য়ে স্নান ।

ভবানী মহেশে

করিয়া স্মরণ

করে কবি কথা গান ॥ ৪৩ (ক)

এবে রাম পদ-

কমল হৃদয়ে

ধরিয়া লভি' প্রসাদ ।

করিব বর্ণন

হুই মুনিবর

মিলনের সুসম্বাদ ॥ ৪৩ (খ)

বাক্যবদ্য-ভরদ্বাজ সংবাদ ও প্রয়াগ-মাহাত্ম্য

চৌ—ভরদ্বাজ মুনিবর তীর্থ প্রয়াগে র'ন ।

শ্রীরাম-চরণে তাঁর অমুরাগ অতুলন ॥

জিতেন্দ্রিয় চিত্তজয়ী দয়া তপ-পরায়ণ ।

পরমার্থ-পথে তিনি অতিশয় বিচক্ষণ ॥ ১

মাঘেতে মকর রাশি-গত রবি যবে হন ।

তীর্থরাজ প্রয়াগেতে করে সবে আগমন ॥

দেবতা দমুজ আর কিন্নর নরগণ ।

সকলে আদরে করে ত্রিবেণী অবগাহন ॥ ২

বেণীমাধবের পদ-কমল পূজন করে ।

পরশি' অক্ষয় বট হৃদয় পুলকে ভরে ॥

ভরদ্বাজ-আশ্রম পুত্ৰ নিরতিশয় ।

অতিশয় রমণীয় মুনি-মন হ'রে লয় ॥ ৩

ঋষি মুনিগণ যা'ন প্রয়াগে করিতে স্নান ।

করেন সে আশ্রমে তাঁরা সবে অধিষ্ঠান ॥

উৎসাহ ভরে করেন প্রভাতে অবগাহন ।

অনন্তর পরস্পরে হরি-সীলা কীর্তন ॥ ৪

দো—ব্রহ্মের ভেদ

ধর্মের বিধি

তত্ত্ব বিভাগ ক'ন ।

ঐশ-ভক্তি

জ্ঞান ও বিরাগ

সহ হয় আলোচন ॥ ৪৪

চৌ—এইরূপ সারা মাঘ করেন ত্রিবেণী স্নান ।

পরে সবে নিজ নিজ আশ্রমে ফিরে যা'ন ॥

ঐতি সন'এ সময় পুলকে যাপন করি ।

মকরে করিয়া স্নান মুনিগণ যা'ন ফিরি ॥ ১

একবার এইমত মকরের স্নান-শেষে ।
পরম বিবেকবান্ যাজ্ঞবল্ক্য মুনিবরে ।
অতীব আদর সনে পদ-যুগ ধৌত করি ।
করিয়া মুনির পূজা করি তাঁর গুণগান ।
প্রভু মোর হৃদে এক সংশয় অতিশয় ।
চরণে জানাতে হয় ভয় আর অতি লাজ ।

মুনিগণ যা'ন চলি যে-যাঁহার নিজাবাসে ॥
ভরদ্বাজ পদে ধরি' রাখেন মিনতি ভরে ॥ ২
বসান তাঁহারে অতি পুণিত আসনোপরি ॥
অতিশয় পুত মুহূ বচনে তাঁরে শুধান ॥ ৩
বেদ-তত্ত্ব করতল-গত তব সমুদয় ॥
কিন্তু না নিবেদি যদি তাহাতে নিজ-অকাজ ॥ ৪

দো—সাধু মুনি ক'ন এই নীতি প্রভু বেদ পুরাণেও আছে ।
প্রকটে না জ্ঞান হৃদয়ে বিমল লুকা'লে গুরুর কাছে ॥ ৪৫

চৌ—এ বিচারি' করি নিজ অজ্ঞানতা উদ্ঘাটন । সেবকে করিয়া কৃপা কর মোহ বিদূরণ ॥
সন্ত পুরাণ আর কিবা সে উপনিষদ । সবে গায় রাম-নাম-প্রভাব করি' বিশদ ॥ ১
জপিছেন নিরবধি মহেশ্বর অবিনাশী । ভগবান্ শিব-রূপ জ্ঞান আর গুণ-রাশি ॥
শ্বেদ-জরায়ুজ আদি চারি জীব এ জগতে । লভে সবে পরাপদ শরীর ত্যজি' কাশীতে ॥ ২
সে-ও প্রভু রাম-নাম-মহিমা বশে অশেষ । কৃপা করি' দেন হর রাম-নাম-উপদেশ ॥
হে প্রভু কেবা সে রাম এই মোর জিজ্ঞাসা । বুঝাইয়া কহি' মোর মিটাও মন-পিপাসা ॥ ৩
এক ত' ছিলেন রাম অযোধ্যা-রাজকুমার । তাঁহার চরিত-কথা সুবিদিত সবাকার ॥
বনিতা বিরহে ছুখ সহিলেন অগণন । ক্রোধের উদয়ে রণে বধিলেন দশানন ॥ ৪

দো—সেই রাম কিবা অণু কেহ যাঁরে জপেন ত্রিপুর-অরি ।
সত্যধাম তুমি সব সুবিদিত বলহ বিচার করি' ॥ ৪৬

চৌ—যাহাতে আমার হয় দূর এই মহা ভ্রম । বিশদ করিয়া তাহা কর প্রভু বরণন ॥
ঈষৎ হাসিয়া ক'ন যাজ্ঞবল্ক্য মুনিবর । শ্রীরাম-মহিমা তব নহেক ত' অগোচর ॥ ১
কল্প মন বাক্য সহ রামের ভকত তুমি । তোমার এ চতুরতা সবিশেষ জানি আমি ॥
অভিলাষ শুনিবারে রাম-গুণকথা গুঢ় । শুধাইলে সে কারণ যেন নিজে অতি মুঢ় ॥ ২
হে তাত আদ্রবে শুন সহিত অভিনিবেশ । মোহন শ্রীরাম-কথা বর্ণিব সবিশেষ ॥
সুবিপুল মোহ যেন মহিষাসুর বিশাল । তা'র বধে রাম-কথা কালিকা যেন করাজ ॥ ৩
রাম-কথা যেন শশী-অমিয় কর-সমান । সন্ত-চকোর যাহা নিয়ত করেন পান ॥
ঠিক এই সন্দেহ জাগে ভবানীর মনে । তখন বুঝান হর তাঁরে বিস্তার সনে ॥ ৪

দো—যথা-জ্ঞান আমি করি বর্ণন মহেশ-উমা সন্বাদ ।
যবে যে-কারণে ঘটে শুন মুনি ঘৃটিবে তব বিষাদ ॥ ৪৭

সতীর ভ্রম, রামের মাহাত্ম্য ও সতীর খেদ

চৌ—কহিলেন মুনিবর এক ত্রেতাযুগ মাঝে । মহেশ করেন গতি অগন্ত্য ঋষির কাছে ॥
সাধেতে তাঁহার সতী ভবমাতা ভব-রাণী । পুঙ্জন তাঁহারে ঋষি অধিলের পতি জানি' ॥ ১

মুনিরাজ বিস্তারি' কহেন শ্রীরাম-কথা ।
 শুধাইলা ঋষি হরি-ভকতি কথা মোহন ।
 রঘুপতি গুণগাথা শুনা কহা-অবসরে ।
 মুনির নিকটে শিক বিদায় করি গ্রহণ ।
 সেইকালে বিমোচন করিতে ধরার ভার ।
 পিতার বচনে ছেড়ে রাজ্য হ'য়ে উদাসী ।

মহেশ পরম সুখ পান শুনি' সেই গাথা ॥
 অধিকারী পেয়ে হর করেন তা' নিরূপণ ॥ ২
 সেই স্থানে কিছু দিন অবস্থান-অন্তরে ॥
 দক্ষ-কুমারী সনে করেন গৃহে গমন ॥ ৩
 রাঘব কুলেতে আসি' ল'ন হরি অবতার ॥
 বেড়ান দণ্ডকবনে ভগবান্ অবিনাশী ॥ ৪

দো—ভাবিতে ভাবিতে	যা'ন মহাদেব	কেমনে দরশ পাই ।
গোপনে ধরিল	প্রভু অবতার	জানিবে গেলে সবাই ॥ ৪৮ (ক)
শঙ্কর-হৃদি	বিচলিত অতি	না জানেন শঙ্করী ।
তুলসি হেরিতে	লোভ ডর মনে	নয়নে লালসা মরি ॥ ৪৮ (খ)

চৌ—রাবণ মরণ নিজ যাচিল নরের করে ।
 দরশন না করিলে থেকে যা'বে খেদ প্রাণে ।
 এইরূপে বিচলিত ত্রিপুরাস্তক মন ।
 নীচমতি মারীচের সাথে লয়ে আপনার ।
 ছল প্রকাশিয়া মুঢ় জানকী হরণ করে ।
 যুগে বধি ভ্রাতা সনে ফিরিয়া আসেন হরি ।
 রঘুরায় নর-প্রায় বিরহে ব্যাকুল মন ।
 কিয়োগ-সংযোগ যা'র নিকটে কভু না যায় ।

চা'ন প্রভু বিধি-বাণী সার্থক করিবারে ॥
 স্থির কিছু নাহি হয় ভাবেন আপন মনে ॥ ১
 এই অবসর মাঝে তাবণ করে গমন ॥
 স্বরা সে মারীচ ধরে কপট-কুরগাকার ॥ ২
 তখন প্রভুর তেজ ছিল তা'র অগোচরে ॥
 আশ্রম হেরি' জলে দুই চ'খ উঠে ভরি' ॥ ৩
 খুঁজিয়া ফিরেন সীতা বনে ভাই দুইজন ॥
 প্রকট বিরহ-দুখে ম্লান তাঁ'রে দেখা যায় ॥ ৪

দো—অতি বিচিত্র	রঘুপতি-লীলা	পরম জ্ঞানীই জানে ।
মন্দমতি যেবা	মোহ-বশীভূত	আর কিছু করে মনে ॥ ৪৯

চৌ—শ্রীরামেরে সেই কালে দেখিলেন শঙ্কর ।
 হেরেন ভরিয়া আঁখি শোভা-সিন্ধু কলেবর ।
 সচ্চিদানন্দ জয় জয় হে জগ-পাবন ।
 সতীর সহিও শিব করেন প্রতিগমন ।
 করেন অবলোকন শিবের সে-দশা সতী ।
 ত্রিভুবন-পূজ্য হর জগতের অধীশ্বর ।
 রাজার কুমারে সেই মহেশ করিলা নতি ।
 দর্শন করি' এত মোহিত হ'লেন মনে ।

নিরখি' বিশেষ সুখ উপজিল হৃদি-পর ॥
 পরিচয় নাহি দেন বুঝিয়া কু-অবসর ॥ ১
 বলিয়া চলেন হর মন্থ-বিনাশন ॥
 বার বার পুলকিত-প্রাণ কৃপা-নিকেতন ॥ ২
 অতি সন্দেহে তাঁ'র নিমগন হ'ল মতি ॥
 চরণে করয়ে নতি সব সুর মুনি নর ॥ ৩
 বলি' সৎ-চিদানন্দ জীবের পরমগতি ॥
 এখনো যে প্রেম হৃদে অসমর্থ সম্বরণে ॥ ৪

দো—ব্রহ্ম যিনি অজ	অ-মায়া ব্যাপক	ইচ্ছা-রহিত অভেদ ।
দেহ ধরি'	হ'ন কি মানব	যাঁহে নাহি জানে বেদ ॥ ৫০

চৌ—বিষ্ণু যদি দেব-হিতে ধৃত নর-কলেবর । সর্বজ্ঞ তিহি ত তবে যথা দেব শঙ্কর ॥
 তিনি কি অজ্ঞান-প্রায় ফিরিবেন খুঁজি' নারী । জ্ঞানের আধার প্রভু রম্যপতি অমুরারি ॥ ১
 অথচ প্রভুর বাণী মিছা নহে কদাচন । সর্বজ্ঞ মহেশ ইহা বিদিত জগত জন ॥
 অভি সংশয়ে মন দোলায়িত এই মত । না হয় হৃদয়-মাঝে জ্ঞানালোক বিকশিত ॥ ২
 যদিও মনের কথা খুলিয়া না ক'ন সতী । তথাপি বুঝিলা সব অন্তর্যামী সতীপতি ॥
 স্তন সতী তব নারী-স্বভাব মহেশ ক'ন । এমন সংশয় মনে আনিও না কদাচন ॥ ৩
 যা'র কথা মুনিবর অগস্ত্য বাখান করে । যাঁহার ভকতি আমি শুধাইমু মুনিবরে ॥
 ইনি সেই ঐষ্টদেব আমার শ্রীরঘুবীর । সেবেন চরণ যাঁ'র সদা জ্ঞানী মুনি ধীর ॥ ৪

ছ—জ্ঞানী মুনি যোগী সিদ্ধ সতত বিমল-মানসে স্মরণে যাঁ'য় ।
 নেতি নেতি করি' নিগম পুরাণ আগম যাঁহার কীৰ্ত্তি গায় ॥
 এই রাম সেই ব্যাপক ব্রহ্ম মায়াপতি এই অখিল-স্বামী ।
 উত্তরিত নিজ- ভকতের হিতে নিজ-বশ রঘুবংশ মণি ॥

দৌ—হৃদয়ে না বশে উপদেশ যদিও অনেক ক'ন হর ।
 হাসি' তবে বলেন মহেশ হরি-মায়া বুঝি' হৃদি-পরে ॥ ৫১

চৌ—যদি সংশয় তব মন-মাঝে অতিশয় । পরখ করিয়া কেন নাহি আন' প্রত্যয় ॥
 এই বট তরু-ছায়ে বসিলাম তব তরে । যদবধি নাহি ফির পরখ করার পরে ॥ ১
 যেই মতে মিটে তব এই মহা মোহ-ভ্রম । বিবেকে বিচার করি' কর তা'র আয়োজন ॥
 শিব-অনুমতি লভি' গমন করেন সতী । ভাবেন আপন মনে কি করিব সম্প্রতি ॥ ২
 এ দিকে হরের মনে জাগে এই অনুমান । দক্ষ-সুতার এতে নাহি কোন কল্যাণ ॥
 মোর কথাতেও যবে না ঘুচিল সংশয় । বিধাতা বিবাদী এর লক্ষণ ভাল নয় ॥ ৩
 লিখিলেন রাম যাহা তাহাই ঘটবে এবে । তর্ক করিয়া কেবা ইহা করে বা-বাড়াইবে ॥
 এত কহি' আরম্ভিলা জপিতে হরির নাম । এদিকে গেলেন সতী যথা প্রভু সুখধাম ॥ ৪

দৌ—বার বার হৃদে করিয়া বিচার জ্ঞানকীর রূপ ধরি' ।
 আগ্রো আগে যা'ন সে পথ ধরিয়া যে পথে আসেন হরি ॥ ৫২

চৌ—ভবানীর ছদ্মবেশ নিরখিয়া লক্ষণ । চকিত হ'লেন প্রাণে দেখা দিল মহাভ্রম ॥
 কহিতে নারেন কিছু ভাব অতি গম্ভীর । প্রভুর প্রভাব খুব জানিতেন মতিধীর ॥ ১
 সর্ব-দরশী আর সবার অন্তর যাগী । সতীর ছলনা মনে বুঝিলেন সুর-স্বামী ॥
 যাঁহারে স্মরিলে হয় বিদূরিত অজ্ঞান । সেই সর্ব-অবগত প্রভু রাম ভগবান্ ॥ ২
 করিবারে চা'ন সতী ছলনা তাঁহার সনে । রমণী-স্বভাবগুণ বুঝ আপন মনে ॥
 আপনার মায়া-বলে বাখানিয়া মন-মাঝে হাসিয়া কহেন মুহু বচন শ্রীরঘুরাজ ॥ ৩

জোড় করি' দুই পাণি করেন প্রভু প্রণাম ।
তা'র পর শুধালেন কোথা দেব বৃষকেতু ।

পিতার সহিত পরে বলিলেন নিজ নাম ॥
কানন-মাঝারে একা ভ্রমিছেন কিবা হেতু ॥ ৪

দো—শুনি' যুগু গৃঢ় রামের বচন অতি সঙ্কোচ প্রাণে ।
ভীতা হ'য়ে সতী হর পাশে যা'ন মহা চিন্তিত মনে ॥ ৫৩

চো—প্রভু মহাদেব-কথা কিছু না তুলিলু কাণে । আপনার অজ্ঞতা আরোপ করিলু রামে ॥
এখন ফিরিয়া তাঁর কাছে দিব কি উত্তর । দারুণ দহন-জ্বালা দেখা দিল হৃদি 'পর ॥ ১
বুঝিলেন রাম মনে দুঃখিতা শঙ্করী । আপন প্রভাব কিছু দেখান প্রকাশ করি' ॥
হেরিলেন ভবরাণী কোতুক পথে যে'তে । আগে আগে যা'ন রাম লক্ষ্মণ সীতা সাথে ॥ ২
দেখেন পিছনে ফিরি' সেখানেও রাঘবেশ । সহিত অমুজ সীতা পরিত্যক্ত চারুবেশ ॥
যে দিকে চাহেন প্রভু তথায় বিরাজমান । সিদ্ধ-সকল আর মুনীশ্বরে সেবমান্ ॥ ৩
দেখিলেন বিষ্ণু বিধি অগণিত মহেশ্বর । একের হইতে এক অধিক প্রভাব-ধর ॥
দেখেন বিবিধ বেশে সাজি' সব দেবগণ । করেন প্রভুর সেবা চরণ করি' পূজন ॥ ৪

দো—সংখ্যাহীন সতী ব্রহ্মাণী কমলা দেখিলেন অমুপম' ।
যে-যে-রূপে দেব চতুর্মুখ আদি 'অমুরূপ দেবীগণ ॥ ৫৪

চো—যেখানে সেখানে যত দেখেন শ্রীরঘুপতি । দেবী-সনে দেবতাও তথায় দেখেন সতী
চর ও অচর ভবে যত আছে জীবগণ । বহুবিধি সে সকল করিলেন দরশন ॥ ১
পূজেন প্রভুরে দেবে ধরিয়া অনেক রূপ । না হেরেন তবু কোন দ্বিতীয় শ্রীরাম-রূপ ॥
সীতা সহ সীতানাথে দেখেন অনেকবার । তথাপি না দেখিলেন একাধিক বেশ তাঁ'র ॥ ২
সেই এক রঘুবর সেই লক্ষ্মণ সীতা । নিরখিয়া সতী অতি হইলেন ভয়-ভীতা ॥
কম্পিত হৃদিতল দেহ-জ্ঞান নাহি যায় । নয়ন মুদিয়া পথে বসেন অবশ প্রায় ॥ ৩
আবার লোচনদ্বয় করিলেন উন্মীলন । তথায় কিছুই সতী না করেন দরশন ॥
বার বার রাম পদ-কমলে করিয়া নতি । গেলেন তথায় যথা বিরাজেন সতীপতি ॥ ৪

দো—আসিলে নিকটে হাসিয়া তখন কুশল শুধান ভব ।
পরীক্ষা তাঁহার কি লইলে শুনি সত্য বলহ সব ॥ ৫৫

চো—শ্রীরাম-প্রতাপ সতী বুঝিলেন বিলক্ষণ মহেশ সদনে ভয়ে করিলেন সঙ্কোপন ॥
পরীক্ষা কিছুই তাঁ'র লই নাই পশুপতি । আসিলাম তব-প্রায় তাঁহারে করিয়া নতি ॥ ১
তব মুখ-নিঃসৃত বাণী বৃথা নহে কভু । দৃঢ় প্রত্যয় মোর হৃদয়ে র'য়েছে প্রভু ॥
তখন মহেশ ধ্যানে করিলেন দরশন । করিলেন বাহা'সতী না রহিল তা গোপন ॥ ২
আবার রামের মায়া প্রতি শির নোয়াইলা । সতীরে প্রেরণা করি' যেবা মিথ্যা কহাইলা ॥
বিচারেন হৃদিমাঝে মহাদেব ভগবান্ । শ্রীহরির ইচ্ছারূপী ভাবী চির বলবান্ ॥ ৩

জনক-হুহিতা রূপ ধারণ করিলা সতী ।
এবে যদি সতী-সনে করি প্রেম-আলাপন ।

জানিয়া শিবের মন বিষাদ-পূরিত অতি ॥
ভক্তি লোপ পায় হয় কুনৌতির উন্মেষণ ॥ ৪

দো—অতি পুণিতারে ত্যজা নাহি যায় স্ত্রী-ভাবে দেখায় পাপ ।
প্রকাশি' মহেশ না কহেন কিছু হৃদয়েতে সম্ভাপ ॥ ৫৬

চৌ—তখন করেন শিব প্রভুর পদে প্রণাম । অমুভব জাগে এই জপিতেই রাম নাম ॥
এ শরীরে সতী সনে মিলন নাহিক আর । মহাদেব মনোমাঝে করিলেন এই সার ॥ ১
এই স্থির করি' মনে ধীরমতি শঙ্কর । ফিরেন ভবনে নিজ ধ্যান ধরি' রঘুবর ॥
যাইতে পথের মাঝে এই নভঃবাণী হয় । ভকতি দৃঢ়িলে ভাল মহেশ তোমার জয় ॥ ২
তুমি বিনা আর কেবা করিবে এমন পণ । শ্রীরাম-ভকত তুমি শক্তিমান ভগবন্ ॥
এই দৈববাণী শুনি' মনে চিন্তিতা সতী । শিবেরে শুধান তবে কুণ্ডা জড়িতা অতি ॥ ৩
কি পণ করিলে কহ কৃপাল আপন মনে । সত্য-নিলয় প্রভু দয়াল হুরিত জনে ॥
যদিও শুধান সতী এ কথা অনেক করি' । তথাপি না ক'ন কিছু প্রকাশি' ত্রিপুর-অরি ॥ ৪

দো—অনুমান সতী করিলেন মনে জেনেছেন সর্বজ্ঞ ।
মহাদেব-সনে ক'রেছি ছলনা স্বভাবে রমণী অজ্ঞ ॥ ৫৭ (ক)

সো—বারি পয়ঃ-সদৃশ বিকায় প্রীতি-রীতি দেখ ধীর মনে ।
বিশ্বাদ পৃথক্ হ'য়ে যায় কপটতা অস্ত্রের মিলনে* ॥ ৫৭ (খ)

চৌ—আপনার কৃত-কথা করি' মনে আলোড়ন । যে-ভাবনা সতী মনে নাহি তা'র বরণন ॥
মহেশ্বর করুণার সাগর যেন অগাধ । না ক'ন ফুটিয়া মুখ তা'ই মম অপরাধ ॥ ১
শঙ্কর-পানে চাহি' সন্দেহ হীনা সতী । প্রভু ত্যজেছেন বুঝি' হ'লেন আকুলা অতি ॥
বুঝিয়া নিজের পাপ কিছু নাহি বলা যায় । অন্তর-মাঝে দাহ কুন্তকার বহি প্রায় ॥ ২
কুণ্ঠিত সতী-মন বুঝি মনে বুধকেতু । রমণীয় কত কথা ক'ন তাঁর প্রীতি হেতু ॥
কহিতে কহিতে পথে কত বিধ ইতিহাস । পছ'ছেন বিশ্বনাথ নিজধাম কৈলাস ॥ ৩
তথায় আপন পণ আবার স্মরিয়া মনে । বটতরু-তলে হর বসিলেন পদ্মাসনে ॥
আপন সহজ রূপ করিয়া পরিগ্রহণ । নির্বিকল্প সমাধিতে হইলেন নিমগন ॥ ৪

দো—কৈলাসে সতী রহেন মনেতে অতি অনুতাপ ছায় ।
এ মরম-ব্যথা কেহ না জানিল যুগ সম দিন যায় ॥ ৫৮

চৌ—ভার করে সতী-হৃদি নিত্য নূতন শোকে । কবে বা পারিব পার হ'তে দুখ-বারিধিকে ॥
আমা হ'তে শ্রীরামের হইল যা' অপমান । মিথ্যা স্বামীর কথা করিলাম অনুমান ॥ ১

* যতক্ষণ ভালবাসা থাকে, ততক্ষণ জলও হৃথের সঙ্গে মিশিয়া হৃথ বলিয়া বিক্রীত হয়; কিন্তু যেমনি কপটতা-অস্ত্রের সন্যোগ হয়, অমনি জল ও হৃথ পৃথক্ ও বিশ্বাদ হইয়া যায় ।

বিধাতা দিলেন মোরে সে পাপের প্রতিফল ।
 এবে হে বিধাতা তব এই কি উচিত হয় ।
 মুখে নাহি কথা যায় অন্তরে কত গ্লানি
 হে প্রভু প্রকৃত যদি দীন-দুখে গলে প্রাণ ।
 ভকতি মহেশ-পদে যদি থাকে নিরবধি ।
 তবে করি এ মিনতি দুই কর করি' জোড় ।

যা' কিছু উচিত ছিল করিলেন তা' সকল ॥
 মহেশ-বিমুখ মোরে বাঁচাইয়া রাখা হয় ॥ ২
 মনে মনে রাম-পদে জানালেন ভবরাগী ॥
 আর্ত্তি-হরণ বলি' বেদ করে যশোগান ॥ ৩
 কর্ম মনোবাক্যে মোর এই ব্রত সত্য যদি ॥
 কৃপায় যেন হে হয় তরা ত্যাগ দেহ মোর ॥ ৪

দো—সর্ব দরশি ব্যথা শুন প্রভু স্বরা কর সে উপায় ।
 আসুক মরণ যাহে বিনা শ্রম অসহ বিপদ যায় ॥ ৫৯

চৌ—প্রজাপতি দক্ষ-সুতা এমতি দুখিতা অতি । সে দুখ কঠোর কত কহিতে নাহি শক্তি ॥
 এই ভাবে যায় সন সহস্র সপ্ত-আশী । সমাধি ত্যজেন শঙ্কু উমানাথ অবিনাশী ॥ ১
 রাম রাম ধ্বনি শিব উচ্চারেন নিরন্তর । বুঝিলেন সতী তবে জাগিলেন মহেশ্বর ॥
 গিয়া শঙ্কর-পদ করিলেন বন্দন । সমুখে আসন দেন করিতে উপবেশন ॥ ২
 রসভরা হরি-কথা করিলেন আরম্ভন । প্রজাপতি হ'ন দক্ষ অগ্নিদিকে সেই ক্ষণ ॥
 যোগ্য জন নিরখিয়া বিধাতা কমলাসন । প্রজেশ নায়ক দক্ষে করিলেন নির্বাচন ॥ ৩
 বড় অধিকার লাভ দক্ষ করিলেন যবে । নিদারুণ অভিমান উদিত হৃদয়ে তবে ॥
 প্রভুতা লভিয়া মন মদ-ভারে নাহি ভরে । এমন কেহই নাহি জনমিল ধরা' পরে ॥ ৪

দো—দক্ষ মুনিগণে করি' আবাহন আরম্ভিলো মহা যাগ ।
 দিলা নিমন্ত্রণ দেবতা সকলে পা'ন যাঁরা যাগে ভাগ ॥ ৬০

সতীর দক্ষ-যজ্ঞ যাত্রা

চৌ—গন্ধর্ব্ব কিম্বদন্তি নাগ আদি যত সিদ্ধগণে । অমর নিকর যা'ন নিজ নিজ দেবী সনে ॥
 বিষ্ণু বিধাতা আর মহাদেব ব্যতিরেকে । আপন আপন রথে যা'ন যত বৃন্দারকে ॥ ১
 হেরিলেন সতী নভে: পুষ্পকরথ কত । গমন করি'ছে সব সুন্দর কতমত ॥
 অমর-ললনা বসি' করিছেন কল-গান । শ্রবণে পশিয়া যাহা নাশ করে মুনি-ধ্যান ॥ ২
 শুধা'লেন সতী হর কহিলেন বিবরিয়া । জনকের যজ্ঞ শুনি' কিছু হরষিত হিয়া ॥
 'আমারে আদেশ যদি প্রদান করেন হর । এই ছলে কিছু দিন গিয়া থাকি পিতা-ঘর ॥ ৩
 পতির বর্জ্জনে প্রাণ জর্জরিত দুখ-ভারে । নিজ-অপরাধ ভাবি' মুখেতে না কথা সরে ॥
 সঙ্কোচ ভয় প্রেম-রসে করি' সিঞ্চন । অবশেষে ক'ন সতী কথা মন-বিমোহন ॥ ৪

দো—জনক-ভবনে পরমোৎসব যদি অনুমতি পাই ।
 হে কৃপা-নিধান দেখিতে সাদরে সেথা তবে আমি যাই ॥ ৬১

চৌ—ব'লেছে যথার্থ কথা আমারো অনুমোদিত । না পাঠান নিমন্ত্রণ নহে ইহা সঙ্গত ॥
 যতনে ডাকেন দক্ষ তনয়াগণের পাশে । তোমায় ভুলেন শুধু মো-সনে বিরোধ বশে ॥ ১

ব্রহ্মা-সভায় মোর ভরে মনে দুখ পা'ন ।
যাও যদি ভবরাণি না ডাকিতে তুমি তথা ।
যদিও জনক প্রভু মিত্র গুরুর গৃহে ।
তথাপি বিরোধভাব মনেতে থাকে যেখানে ।
বিবিধ প্রকারে হর বুঝা'লেন ঈশানীরে ।
অবশেষে প্রভু ক'ন অনাহুত গেলে পরে ।

তাহারি কারণে আজো মোর এই অপমান ॥
না রহিবে সদাচার অথবা স্নেহ-মর্যাদা ॥ ২
যা'বে বিনা নিমন্ত্রণে সন্দেহ নাহি তাহে ॥
অনাহুত হ'য়ে গেলে শুভ নাহি সেইখানে ॥ ৩
ভবিষ্য বশে জ্ঞান না উদিল অন্তরে ॥
মনে হয় শুভ নাহি ঘটবে ইহার পরে ॥ ৪

দো—অনেক প্রকারে দেখিলেন কহি' না থাকেন কোন স্তে ।
দিলেন বিদায় হর তবে দিয়া গণ-প্রধানের সাথে ॥ ৬২

চৌ—জনক আলয়ে যবে সতী উপনীত হ'ন । দক্ষ-ডরে কেহ তাঁ'রে না করিল আবাহন ॥
মাত্র সমাদর-ভরে মিলিলেন মাতা আসি । আসিল ভগিনী মুখে অতি উপহাস-হাসি ॥ ১
না করিল দক্ষ কোন শুভ-কথা সন্ধান । সতীরে হেরিয়া তাঁ'র জলে দেহ অমুখণ ॥
অতঃপর যা'ন সতী যথায় হ'তেছে যাগ । কোথাও না দেখিলেন শঙ্করের যজ্ঞভাগ ॥ ২
তখন মহেশ-বাণী বুঝিলেন নিজমনে । জালিয়া উঠিল প্রাণ দয়িতের অপমানে ॥
অতীতের দুখ সব না বাজিল হৃদে তত । পতি-অপমান শেল বি'খিল পরাণে যত ॥ ৩
যদিও দাক্ষণ দুখ অনেক এ ধরা-মাঝে । কুল-অপমান ওবু সব-চেয়ে প্রাণে বাজে ॥
এ কথা পড়িতে মনে সতীর ভীষণ ক্রোধ । জননী কতই মতে দিলেন তাঁ'রে প্রবোধ ॥ ৪

দো—শিব-অপমান সহ্য নাহি যায় প্রবোধ না মানে মন ।
সভাস্থ সবায় দস্তে কাঁপাইয়া ক্রোধভরা বাণী ক'ন ॥ ৬৩

সতীর দেহভ্যাগ

চৌ—সভার সকলে শুন শুন যত মুনিগণ । শিব-নিন্দা যে করিলে শুনিলে বা যেইজন ॥
অতীব সত্ত্ব তা'র লাভ হ'বে ফল ঘোর । উপযুক্ত অনুতাপ করিবেন পিতা মোর ॥ ১
সাধুজন শম্ভু আর শ্রীহরির নিন্দা যথা । নির্দ্বারিত হ'য়ে আছে কি মর্যাদা দিবে তথা ॥
যদি পার নিন্দকের রসনা উপাড়ি' ল'বে । নহিলে রোধিয়া কাণ সেখান ছাড়িয়া যাবে ॥ ২
জগদাত্মা মহেশ্বর শঙ্কর ত্রিপুরার । জগত-জনক যিনি সকলের হিতকারী ॥
মন্দ-মতি পিতা মোর নিন্দা করেন তাঁ'র । আর সেই দক্ষ-শুক্রে সম্ভাবিত এই কায় ॥ ৩
হৃদয়ে ধারণ করি' চন্দ্রমৌলি বৃষকেতু । স্বরায় এ ছার কায় বিসর্জিত্ব সেই হেতু ॥
এ কথা বলিয়া যোগ-অনলে দহিলা কায় । যজ্ঞশালা ভরি' রব উঠে শুধু হায় হায় ॥ ৪

দো—সতী-তনু ভ্যাগ শিব-গণ শূনি' আরজিলা যাগ-ধ্বংস ।
যজ্ঞ-নাশ হেরি' রক্ষিলা তা'য় ভুগু মুনি-অবতংস ॥ ৬৪

চৌ—আসিল বারতা সব মহাদেব সন্নিধানে । প্রেরিলেন বীরভঞ্জে অতীব কুপিত মনে ॥
করিল বিধ্বংস যাগ আসিয়া সে দক্ষপুরে । বিধিমত প্রতিকূল প্রদানিল যত সুরে ॥ ১

জগত-বিদিত সেই গতি পে'ল দক্ষরাজ ।

সকলেরি সুবিদিত আছে এই ইতিহাস ।

শঙ্কু-বিমুখ জনে পায় যাহা ধরা-মাঝ ॥

সংক্ষেপে সে কারণে করিমু ইহা প্রকাশ

পার্বত্যের জন্ম ও তপস্যা

তমু ত্যাগ কালে হরি-পদে বর চান সতী ।

ইহারি কারণ বশে গিয়া হিমালয় পুরী ।

যখন হইতে উমা জন্ম নিলা গিরিপুরে ।

মুনিগণ যথা তথা বিরচেন আশ্রয় ।

জনম জনম রহে শঙ্কর-পদে মতি ॥

লয়েন জনম পুনঃ পার্বত্যী-তমু ধরি ॥ ৩

সিদ্ধি বিভব সব জাগে হিমালয় ঘিরে ॥

উপযোগী স্থান দেন গিরিরাজ তাঁ' সবায়ে ॥ ৪

দো—সদা ফুল ফলে

প্রকাশে সুন্দর

সুশোভিত সব

গিরিবর 'পর

নবক্রম নানা জাতি ।

মণি-খনি বহু ভাতি ॥ ৬৫

চৌ—পবিত্র সলিলে ভরা শ্রোতস্বিনী সমুদয় ।

জীবজন্তু স্বভাবজ বৈরাভাব করি' ত্যাগ ।

উমারে লভিয়া গৃহে গিরিবর-শোভা হেন ।

উৎসব নিত নব মঙ্গল হয় ঘরে ।

অবগত দেবঋষি এই সব বিবরণ ।

অতিশয় সমাদর করিলেন গিরিরায় ।

মহিষী সহিত মুনি-চরণে প্রণাম করি' ।

নিজ শুভাদৃষ্ট গিরি বর্ণিলা বহুবার ।

বিহগ মধুপ মৃগ সবে সদা সুখী রয় ॥

গিরিপুরে পরস্পর করে নানা অনুরাগ ॥ ১

শ্রীরাম-ভকতি লাভে ভকতের শোভা যেন ॥

চতুস্মুখ আদি করি যা'র যশ গান করে ॥ ২

কৌতুক বশে তাঁ'র গিরিপুরী আগমন ॥

চরণ ধুয়া'য়ে বর-আসন দিলেন তাঁ'য় ॥ ৩

সকল ভবন 'পরে ছড়ান চরণ-বারি ॥

তনয়ারে কাছে ডাকি' দিলেন চরণে তাঁ'র ॥ ৪

দো—সর্বজ্ঞ দেবর্ষি

বল' তনয়ার

ত্রিকালজ্ঞ তুমি

দোষগুণ কিবা

সর্বথা গতি তোমার ।

হৃদয়ে করি' বিচার ॥ ৬৬

চৌ—ক'ন মুনি মুহু হাসি' রহস্ত-পূরিত বাণী ।

স্বভাবতঃ বুদ্ধিমতী সুশীলা পরমা রমা ।

সববিধি স্থলক্ষণ-মণ্ডিতা এই কন্যা ।

অচল রহিবে সদা ইঁহার সৌভাগ্য-লতা ।

এ কন্যা হ'বেন পূজ্যা ধাতার স্বজিত ভবে ।

এ'র নাম স্মরি' ভবে করিবেন নারিগণ ।

হে গিরি তনয়া তব সর্ব স্থলক্ষণময়ী ।

না থাকিবে গুণ মান জনক জননী হীনা ।

তনয়া তোমার গিরি সকল গুণের খনি ॥

তব তনয়ার নাম অম্বিকা ভবানী উমা ॥ ১

হ'বেন পতির প্রিয় সতত পরম ধন্যা ॥

এ'র হ'স্তে যশোলাভ করিবেন পিতামাতা ॥ ২

ইঁহার করিলে সেবা কিছু না ছুন্ন'ত র'বে ॥

পতিব্রতা-ভীষ্ম অসিধার 'পরে আরোহণ ॥ ৩

ছ'-চারিটি দোষ যাহা আছে তাহা এবে কহি ॥

সমীহ র'বে না কিছু সববিধি উদাসীনা ॥ ৪

দো—যোগী জটাধারী

এইমত স্বামী

কামশূন্য মন

মিলিবে ইঁহার

মন্দ-বেশ দিগম্বর ।

এই রেখাঙ্কিত কর ॥ ৬৭

চৌ—মুনির বচন শুনি' সত্য করিয়া জ্ঞান ।
ইহার রহস্য-ভেদ দেবর্ষিও নাহি জানে ।
পার্বত্য গিরিরাজ গিরিরাণী সখিদল ।
দেবর্ষি নারদ-বাক্য মিথ্যা নহে কদাচন ।
উপজিল অমুরাগ শিব-পাদপদ্ম যুগে ।
সুকা'লেন মনোভাব বুঝি' নহে সুসময় ।
দেবর্ষির বাক্য কভু অসত্য নহিক হয় ।
ধৈর্য আনিয়া প্রাণে কহিলেন গিরিরাজ ।

দম্পতির মনে খেদ হরষিত উমা-প্রাণ ॥
সম দশা হ'তে ভিন্ন ভাব আনে ভিন্ন মনে ॥ ১
পুলকিত-কায় সবে নয়নেতে ভরে জল ॥
হৃদয়ে গাঁথিয়া উমা রাখিলেন এ বচন ॥ ২
মিলন কঠিন বলি' সংশয় মনে জাগে ॥
সখিগণ-অঙ্কে গিয়া বসিলেন পুনরায় ॥ ৩
সখিগণ দম্পতি মনে দৃঢ় প্রত্যয় ॥
কি উপায় করি এবে আদেশহ মুনিরাজ ॥ ৪

দৌ—ক'ন মুনীশ্বর হিমালয় শুন যা' লেখা ললাট 'পরে ।
দেবতা দম্বজ নাগ নর মুনি কেহ না মুহিতে পারে ॥ ৬৮

চৌ—তথাপি উপায় এক কহিতে পারি কেবল ।
যেমন বরের কথা বিবরি' কহি তোমায় ।
বরের যে-সব দোষ করিছ বিবৃতি দান ।
শঙ্করের সনে যদি হয় এই পরিণয় ।
অস্থির শয়ন-শায়ী যথা বিষ্ণু-ভগবান্ ।
অনল তপন সব রস (ই) শোষণ করে ।
ভাল মন্দ দুই জল গঙ্গায় ব'হে যায় ।
সুর-তরঙ্গিনী গঙ্গা অনল রবি যেমন ।

দেবতা সহায় হ'লে প্রয়াস হ'বে সফল ॥
তেমনি লভিবে উমা সংশয় নাহি তা'য় ॥ ১
সকলি মহেশে আছে এই মোর অনুমান ॥
সকলেই বলে তবে দোষ সব গুণ হয় ॥ ২
পাঁণ্ডুগণ কিছু দোষ না করেন জ্ঞান ॥
মন্দ বলি' নিন্দা তবু কেহ নাহি করে তা'রে ॥ ৩
কোন জন কিন্তু নাহি বলে অপাবনী তা'য় ॥
তথা শক্তিমানে দোষ নাহি লাগে কদাচন ॥ ৪

দৌ—মূর্থ নর যদি অহঙ্কার করে ধরি' জ্ঞান-অভিমান ।
নরকের মাঝে কল্লকাল থাকে জীব কি ঈশ-সমান ॥ ৬৯

চৌ—গঙ্গার জল দিয়ে হইলেও উদ্ভব ।
অথচ গঙ্গায় মিশে' মদিরা তখন পূত ।
ভগবান মহেশ্বর স্বভাবতঃ শক্তিমান্ ।
শঙ্করের আরাধনা অতিশয় ক্লেশকর ।
ছুহিতা তোমার যদি তপস্যায় রত হ'ন ।
যদিও এ ধরা 'পরে আছে অগণিত বর ।
বরদাতা মহেশ্বর প্রণতের হিতকারী ।
মন-অভিমত ফল বিনা শিব-আরাধন ।

মদিরা তথাপি পান না করেন সমস্ত সব ॥
ভগবানে সৃষ্ট-জীবে অস্তুর সেই মত ॥ ১
নিরখি এ পরিণয়ে সকল দিকে কল্যাণ ॥
আবার সহিলে ক্লেশ আশু তুষ্ট মহেশ্বর ॥ ২
ভবিতব্য মুছিবারে পারেন শ্রীপঞ্চানন ॥
তোমার কণ্ঠ্য তরে একমাত্র মহেশ্বর ॥ ৩
কৃপাসিদ্ধ সেবকের মানস রঞ্জনকারী ॥
কর কোটি যোগ জপ লাভ নহে কদাচন ॥ ৪

দৌ—এত বলি' ঋষি শ্রীহরি স্মরিয়া রাজারে আশীষ করি' । •
কল্যাণ তব হইবে ইহায় সংশয় ত্যজ গিরি ॥ ৭০

চৌ—এত বলি' ব্রহ্মপুরী যা'ন চলি' মুন্নিবর । শুন সব বিবরণ কি হইল অতঃপর ॥
 মেনকা একান্তে পেয়ে গিরিরাজে নিবেদিল । প্রভু আমি না বুঝি মুনি কথা কি কহিলা ॥ ১
 ঘর বর কুল যদি সব অনুকূল হয় । উপযুক্ত বরে তবে দাও উমা-পরিণয় ॥
 নহিলে বরং কণ্ঠ্য কুমারী থাকিবে ঘরে । হে নাথ প্রাণের হ'তে অধিক হেরি উমারে ॥ ২
 পার্শ্বভীর যোগ্যবর যতপি নাহি মিলে । পর্বত সহজে মৃঢ় বলিবে ইহা সকলে ॥
 করহ সম্বন্ধ নাথ একথা রাখিয়া মনে । পরে অনুতাপ যাহে কিছু নাহি আসে প্রাণে ॥ ৩
 এত বলি' নিপতিতা চরণে রাখিয়া মাথা । কহেন আদর ভরে গিরিরাজ এই কথা ॥
 যদিও শীতাংশু হ'তে বহি হয় বিকীরণ । তথাপি দেবর্ষি-বাণী অগ্রথা না কদাচন ॥ ৪

দৌ—পরিহর' প্রিয়া সকল ভাবনা স্মর' মনে ভগবান্ ।
 সজ্জিলা উমারে যে জন করিবে সেই তা'র কল্যাণ ॥ ৭১

চৌ—মমতা তোমার যদি থাকে তনয়ার 'পরে । তা'হ'লে এখন গিয়ে এই শিক্ষা দাও তারে ॥
 সেই তপ করে যাহে মহাদেবে পাওয়া যায় । ছুঃখ দূর তরে নাহি আর কোন সছপায় ॥ ১
 রহস্ত-কারণ ভরা দেবর্ষি নারদ-বাণী । সকল গুণের নিমি সুন্দর শূলপাণি ॥
 এ বিচার রাখি' মনে হও তুমি নিঃশঙ্ক । ভগবান্ শ্রীশঙ্কর'সব বিধি অকলঙ্ক ॥ ২
 পতির বচন শুনি' হৃদয়ে হরষ অতি । স্বরিতে গিরিজা-পাশ মেনকা করিলা গতি ॥
 উমারে হেরিয়া হয় বারি ভরা দু'নয়ন । স্নেহভরে নিজ কোলে করা'ন উপবেশন ॥ ৩
 বার বার ছহিতারে জড়া'য়ে ধরেন বুকে । গদগদ কণ্ঠ কিছু কথা নাহি আসে মুখে ॥
 সর্ব-জ্ঞানী ভববাণী জগত-মাতা ভবানী । জননী-সুখদ তবে কহিলেন মৃদুবাণী ॥ ৪

দৌ—শুন মা স্বপনে দেখিলাম যাহা কহি তোমা সবিশেষ ।
 গৌর সুন্দর এক দ্বিজবর দেন যেন উপদেশ ॥ ৭২

চৌ—হে গিরি-কুমারি যাও তপস্তা করহ বনে । দেবর্ষি নারদ কথা সত্য মানিয়া মনে ॥
 মাতার পিতার তব নাহি এতে অসন্তোষ । তপস্তায় পায় সুখ নাশ করে ছুঃখ-দোষ ॥ ১
 তপস্তার প্রভাবেই প্রপঞ্চ সজ্জেন ধাতা । তপস্তার বলে বিষ্ণু সকল জগত ত্রাতা ॥
 তপস্তার বলে শম্ভু করেন সব সংহার । তপস্তার বলে শেষ ধরেন ধরণী-ভার ॥ ২
 তপস্তা আধার সব সজ্জনের হে ভবানি । তপস্তা করহ গিয়া এ কথা হৃদয়ে মানি ॥
 এ কথা শ্রবণে মাতা বিস্মিতা অতিশয় । গিরিরে ডাকা'য়ে দেন স্বপনের পরিচয় ॥ ৩
 বুঝাইয়া বহুবিধি পিতামাতা দৌহাকারে । তপস্তার তরে উমা যা'ন মহা প্রীতিভরে ॥
 কিবা প্রিয় পরিবার আর কিবা পিতামাতা । অতীব বিকল হবে মুখে নাহি আসে কথা ॥ ৪

দৌ—বেদশিরা মুনি আসি' হেন কালে বুঝা'লেন সবাকায় ।
 উমার মহিমা শুনিয়া সকলে রহস্তের ভেদ পায় ॥ ৭৩

চৌ—হৃদয়ে ধরিয়া উমা প্রাণ-পতি-শ্রীচরণ ।
অতি সুকুমার তনু নহে যোগ্য তপ যোগ ।
নিত নব অমুরাগ উপজে চরণ যুগে ।
সহস্র বৎসর ফল করিয়া শুধু ভোজন ।
কিছুদিন গেল বারি অশন করি' বাতাস ।
বৃত্তচ্যুত বিষপত্র যাহা শুকাইয়া ঝরে ।
শুক পত্র তাও ত্যাগ করিলেন অতঃপর ।
হেরিয়া উমার এই তপ-ক্ষীণ কসেবর ।

তপস্বী করিতে গতি করেন গহন বন ।
স্মরিয়া পতির পদ ভ্যাজেছেন সব ভোগ ॥ ১
দেহ-সুখ বিসরণ তপস্বায় মন লাগে ॥
শতেক বৎসর শাক ভোজনে হ'ল যাপন ॥ ২
কিছুদিন করিলেন শূকঠোর উপবাস ॥
বহুর সহস্র দিন তাহে র'ন প্রাণ ধ'রে ॥ ৩
তাহাতে অপর্ণা নাম হ'ল তাঁ'র ধরা'পর ॥
সুগভীর ব্রহ্মবাণী হইল গগন 'পর ॥ ৪

দৌ—মনোরথ তব হইল সফল গিরিরাজ-সুকুমারি ।
দুঃখ সহ ক্লেশ পরিহর' সব পাব'বে এবে ত্রিপুরারি ॥ ৭৪

চৌ—ধীরমতি জ্ঞানী মুনি হইলেন বহুজন ।
ব্রহ্মবাণী ধর' এবে হৃদয়েতে সযতনে ।
আসিবেন যবে পিতা তোমা ফিরা'বার তরে ।
সপ্তঋষির যবে পাব'বে পরে দর্শন ।
আকাশ-বাণীর রূপে ব্রহ্মবাণী শুনি' পূত ।
পার্বতীর আচরণ কহিলাম মনোহর ।

তব সম ঘোর তপ করে নি কেহ এমন ॥
সদা সত্য নিরন্তর পাবন জানিয়া মনে ॥ ১
শ্রায়হীন হঠ' ত্যজি' যাইও তখন ঘরে ॥
বুঝিবে এ দৈববাণী সত্য হ'ল তখন ॥ ২
হরষিতা গিরিসুতা সর্ব্ব অঙ্গ পুলকিত ॥
বরণিব মহাদেব-আচরণ অতঃপর ॥ ৩

শিবকে পুনরায় বিবাহ করিতে রামের অনুরোধ

যবে হ'তে দক্ষসুতা করিলেন তনুত্যাগ ।
মনে মনে অনুগ্ৰহ জপেন শ্রীরাম-নাম ।

তবে হ'তে শিব-মনে উদ্ভিত মহা বিরাগ ॥
যথা তথা শ্রীরামের শুনেন সুগুণ গান ॥ ৪

দৌ—চিদানন্দ ময় সুখধাম শিব গত মোহ মদ কাম ।
ভ্রমেন অবনী হৃদে রাখি' হরি সব-লোক অভিরাম ॥ ৭৫

চৌ—কোথাও বা মুনিগণে দেন জ্ঞান-উপদেশ ।
যদিও কামনা শূন্য শঙ্কর ভগবান ।
এই ভাবে বহুকাল কালগর্ভে নিপতিত ।
মহেশের নীতি প্রেমে লাভ করি' পরিচয় ।
কৃতজ্ঞ কৃপাল রাম দেন তাঁ'রে দর্শন ।
নানারূপে মহেশেরে প্রশংসিলা বারবার ।
বৃন্দান অনেক বিধি মহেশেরে রঘুপতি ।
উমার পুণিত কথা করি' অতি বিস্তার ।

কোথাও শ্রীরাম-গুণ বাখ্যানেন সবিশেষ ॥
ভকত-বিরহ-হৃদে তথাপি দৃষিত প্রাণ ॥ ১
নিতই নবীন প্রীতি রাম-পদে উপজিত ॥
হেরিয়া অচল ভক্তিদারা তাঁ'র হৃদে বয় ॥ ২
রূপশীল-পারাবার ভেজঃপুঞ্জ নারায়ণ ॥
তোমা বিনা হেন ব্রত পালিতে শকতি কার ॥ ৩
শুনা'লেন জন্ম নিলা পুনরায় পার্বতী ॥
উমাগতি সন্নিধানে কহিলেন কৃপাধার ॥ ৪

দো—মিনতি আমার

শুন মহেশ্বর

আমা 'পরে যদি স্নেহ ।

কর পরিণয়

গিরিজা উমায়

এই ভিক্ষা প্রভু দেহ ॥ ৭৬

চৌ—শিব ক'ন হেন কার্য্য যদিও নহে উচিত । তথাপি প্রভুর বাণী ঠেলা নহে সমুচিত ॥

তোমার আদেশ শিরে যতনে করি' ধারণ ।

আমার পরম ধর্ম্ম আদরে করা পালন ॥ ১

জনক জননী আর প্রভুর আদেশ যাহা ।

শুভ জানি' অবিচারে পালন উচিত তাহা ॥

সকল প্রকারে তুমি মম অতি হিতকারী ।

তোমার আদেশ প্রভু সতত মাথায় ধরি ॥ ২

হরষিত হ'ন প্রভু মহেশ-বচন শুনি' ।

ভক্তি বিবেক ধর্ম্ম-সংযুত বর বাণী ॥

কহেন হে মহেশ্বর পণ পরিপূর্ণ তব ।

এখন আমার বাণী হৃদয়ে রাখহ ভব ॥ ৩

সপ্তঋষির উমাকে পরীক্ষা

এ কথা বলিয়া রাম হইলেন অন্তর ।

করেন স্থাপন হৃদে সে মূর্তি মহেশ্বর ॥

সেই ক্ষণে সপ্তঋষি আসিলেন যথা হর ।

ক'ন প্রভু বুঝকেতু এ বচন সুন্দর ॥ ৪

দো—প্রণয়-পরীক্ষা

করহ গ্রহণ

উমার নিকটে গিয়া ।

গিরিরে পাঠা'য়ে

উমায় ডাকাও

জুড়াও তাহার হিয়া ॥ ৭৭

চৌ—ঋষিগণ উমা-রূপ করিলেন দরশন ।

তদৃশ্য আপনি যেন মূর্তি ধরিয়া র'ন ॥

গিরিজা-সকাশে গিয়া তাঁ'র প্রতি ক'ন মুনি ।

এমন চক্ষুর তপ করিতেছ কেন শুনি ॥ ১

কা'র আরাধনা কর কি তোমার অভিলাষ ।

উদঘাটন করি' কহ কিবা তব মন-আশ ॥

উমা ক'ন বিবরিতে অতি কুণ্ঠিত মন ।

মূর্খতায় অসম্ভব হ'বে হাস-সম্ভরণ ॥ ২

'অবাধ্য হ'য়েছে মন যুক্তি-বধির হায় ।

জলের উপরে যেন প্রাচীর তুলিতে চায় ॥

দেবর্ষি-বচন বেদ-বাক্য সম মনে করি' ।

পাথা-বহনেও আমি উড়িতে বাসনা করি ॥ ৩

দেখুন আমার মুনি মূর্খতা-ভরা আশ ।

মহাদেবে পতি-রূপে পে'তে মোর অভিলাষ ॥ ৪

দো—বচন শুনিয়া

হাসে ঋষিগণ

গিরি-সম্ভব কায় ।

শুনি' নারদের

উপদেশ কেহ

গৃহে কি রহিতে পায় ॥ ৭৮

চৌ—দক্ষ-তনয়গণে করিলেন উপদেশ ।

তাহারা ফিরিয়া ঘরে আর নাহি আসে শেষক ॥

চিত্রকেতুরা' ঘর দিলেন উজাড় করি' ।

হিরণ্যকশিপু মরে তাঁ'র উপদেশ ধরি' ॥ ১

• সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে প্রজাপতি দক্ষের উদ্ভব হয় । ব্রহ্মার আজ্ঞায় তিনি জীব-সৃষ্টি করেন । ইহার বহু সন্তান দেবর্ষি নারদের উপদেশে গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া বান—আর ফিরেন নাই । ইহাতে দক্ষ নারদকে এই শাপ দেন যে, তুমি আড়াই পলের অধিক সময় একস্থানে স্থির থাকিতে পারিবে না ।

† রাজা চিত্রকেতুর সন্তান না হওয়ার তাঁহার খেদের অন্ত ছিল না । একদিন দেবর্ষি নারদ ও মহর্ষি অঙ্গিরা আসিলেন । তাঁহারা অনেক বুঝাইলেন যে, ইহা তাঁহার মোহ মাত্র ; পুত্র হইলেই কোন দুঃখ হয় না ; বরং অনেকে দুঃখই পাইয়া থাকে । কিন্তু চিত্রকেতু ইহাতে আশঙ্কিত হইলেন না । তখন তাঁহারা পুত্রলাভের বর দিলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া দিলেন যে, এই পুত্র হইতে তোমার হর্ব ও বিবাদ দুইই হইবে । হইলও তাহাই । কেন না যে রাবীর গর্ভে পুত্র জন্মিল, তাঁহার প্রতি রাজার অধিক প্রেম দেখিয়া অস্ত্র রাণীরা দর্পাশর হইয়া কুমারকে বিব-প্রদান করিলেন । চিত্রকেতুর দুঃখের সীমা নাই । এমন সময়

নারীদের উপদেশে যে শুনে নারী কি নর ।
মনে সে কপট অতি সাধুজন-চিহ্ন দেহে ।
তাহারি কথার 'পরে হৃদে ধরি' বিশ্বাস ।
গুণহীন লাজহীন কু-বেশ কপাল-ধর ।
এ হেন পতিরে পে'য়ে বল দেখি কিবা সুখ ।
পাঁচের কথাতে শিব করি' সতী পরিণয় ।

তাহারি হ'ভেই হ'বে ভিখারী ছাড়িয়া ঘর ॥
সবারেই নিজ-প্রায় করিয়া লইতে চাহে ॥ ২
সহজ-উদাসী পতি কর মনে অভিলাষ ॥
কুলহীন গৃহহীন অহিমাল দিগম্বর ॥ ৩
শঠের ছলনে ভুলি' অনেক পে'য়েছ হুখ ॥
শেষে পরিত্যাগ ক'রে মরণ-কারণ হয় ॥ ৪

দৌ—এবে চিন্তা নাই
সহজে একাকী-

সুখে শুয়ে থাকে
ভবনে কখনো

ভিক্ষা মাগিয়া খায় ।

বনিভা কি শোভা পায় ॥ ৭৯

—এখনো মোদের কথা করহ অমুখাবন ।
অতি সুন্দর গুটি সুখ-প্রদ শীলবান্ ।
রহিত সকল দোষ সব সদগুণ-রাশি ।
হেন পতি আমা সবে তোমায় মিলা'ব আনি' ।
গিরি-সমুত কায়্য এ কথা প্রকৃত বটে ।
পাষণ হ'ভেই হয় স্বর্ণের(ও) নিষ্কাষণ ।
দেবর্ষি-বচন কভু না ত্যজিব অতঃপর ।
গুরুর বচনে যা'র নাহি রাহে বিশ্বাস ।

উত্তম পতি তব করিয়াছি নির্বাচন ॥
যাঁহার রূপের যশ বেদ সদা করে গান ॥ ১
রমার হৃদয়স্বামী বৈকুণ্ঠপুরী-নিবাসী ॥
এ কথা শ্রবণ করি' হাসি' ক'ন ভবরাণী ॥ ২
দৃঢ়তা যা'বেনা তাই গেলেও এ দেহ ছুটে ॥
পুড়ে তবু নিজগুণ নাহি ত্যজে কদাচন ॥ ৩
থাক্ আর যাক্ ঘর প্রাণে তাহে নাহি উন্নয় ॥
সুখ সিদ্ধি লাভে তা'র স্বপনেও নাহি আশ ॥ ৪

দৌ—মানি মহাদেব
যা'র মজে মন

দোষের আকর
সঙ্গে যাহার

গুণধাম নারায়ণ ।
তা'রে তা'রি প্রয়োজন ॥ ৮০

চৌ—দিতেন যতপি প্রভু সব-আগে দরশন ।
খোয়া'মু জন্ম যবে লভিবারে আশুতোষ ।
বিশেষ আগ্রহ যদি তোমাদের মনে রয় ।
অন্যত্র যাইয়া রজ কর সবে মুনিবর ।
দৃঢ়তা রহিবে হেন কোটি জনম ধরি' ।
কভু নাহি বরজিব নারদের উপদেশ ।
তোমাদের পায়ে পড়ি কহিলেন পার্বতী ।
নিরখি' তাঁহার প্রেম ক'ন তবে জ্ঞানী মুনি ।

শিরে ধরি' তব বাণী করিতাম তা' শ্রবণ ॥
এবে কে বিচার করে কিবা তাঁ'র গুণ দোষ ॥
না করিলে ঘটকালি শাস্তি হ'বার নয় ॥
এ জগতে কতই ত রহিয়াছে কণ্ঠা-বর ॥ ২
হয় ত বরিব শম্ভু নহিলে র'ব কুমারী ॥
বলিলেও শতবার আপনি আসি' মহেশ ॥ ৩
গৃহে ফিরি' যাও দেব বিলম্ব হ'য়েছে অতি ॥
জয় জয় জগদম্বা জয় হ'ক হে ভবানি ॥ ৪

পুনরায় দেবর্ষি নারদ ও মহর্ষি অজিতা তর্কীয় উপনীত হইলেন । তাঁহারা রাজাকে অনেক বুঝাইলেন ও রাজকুমারের আত্মাকে আনয়ন করিয়া তাহাকে পূর্বজন্ম কথা বলিতে বলিলেন । রাজপুত্রের আত্মা বলিল, সে রাজা চিত্রকেতুর শত্রু ছিল, তাঁহাকে হুঃখ দিবার জন্যই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল । সংসারে কেহ বাহ্যো পিতা বা পুত্র নহে ; সকলেই স্বার্থের সর্গী । এ কথা শুনিয়া চিত্রকেতুর হৃৎকের অবগান হইল ; তিনি দেবর্ষির নিকট লীলা লইয়া ভগবানের আরাধনায় মন লিলেন । ফলে, তিনি বিতাম্ব পতি লাভ করেন । ইনিই দুর্গার শাপে পরে বুজাস্তর হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ।

দো—শিব ভগবান
প্রণমি' চরণে

তুমি' মায়া তাঁ'র
যা'ন মুনি পুন:-

জগ-পিতামাতা দোহে ॥
পুনঃ রোমাঞ্চিত দেহে ॥ ৮১

মদন ভঙ্গ্য .

চৌ—গিরিপু্রে আসি' মুনি পাঠালেন হিমালয়ে। আনেন মিনতি করি' উমারে পুনঃ আলয়ে ॥
অনন্তর সপ্তঋষি গিয়া শিব-সন্নিধানে। কহিলেন যত কথা হইল উমার সনে ॥ ১
শুনিয়া উমার প্রেম শিব আনন্দিত মন। ঋষি সপ্ত যা'ন ফিরি' ব্রহ্মলোকে স্রষ্ট মন' ॥
মনেবে করিয়া স্থির তবে জ্ঞানী-শ্রেষ্ঠ হর। করিলেন আরন্তন ধ্যান রূপ-রঘুবর ॥ ২
তারক-অম্বর সেই সময়ে উদয় হয়। প্রতাপ বাহুর বল আর তেজ অতিশয় ॥
সে অম্বর সব লোক লোকপতি জয় করে। দেবতা সম্পদ-সুখ হারা'লেন তা'র করে ॥ ৩
অজর অমর সেই কেহ নারে পরাজিতে। দেবগণ পরাজিত তা'র সনে সমরেতে ॥
তখন বিধাতা-পদে করিলেন নিবেদন। হেরিয়া বিধাতা সুর বিষাদে অতি মগন ॥ ৪

দো—কহেন সকলে
জনমি' যখন

বুঝা'য়ে বিধাতা
শিব- আত্মজ

দম্ভজ মরিবে তবে।
জিনিবে তা'রে আহবে ॥ ৮২

চৌ—শুনিয়া বচন মোর কর সবে এ উপায়। উদেষ্ঠ সফল হ'বে বিষ্ণু হ'লে সহায়
সতী যিনি ত্যজিলেন দক্ষ-বাগে নিজ দেহ। জনম নিলেন আসি' হিমালয়-পতি-গেহ ॥
করিলেন মহাতপ হরেরে লভিতে পতি। এদিকে ত্যজিয়া সব সমাহিত সতীপতি ॥
'হ'লেও শুনিতে শ্রায়-গর্হিত অহুমান। তথাপি বচন এক কর মোর প্রণিধান ॥ ২
মদনে পাঠাও গিয়া মহেশের সন্নিধানে। তাঁ'র মনে ভাবান্তর জাগাইতে সযতনে ॥
তখন সকলে গিয়া নমিয়া শিবের পায়। হঠতা-আশ্রয় করি' করাইব পরিণয় ॥ ৩
এইমতে অবশ্যই হ'বে দেব-কল্যাণ। সকলেরি অভিমত যুক্তি অতি সারবান্ ॥
অতি প্রেম ভরে স্তব করিলেন দেবগণ। আবির্ভূত পঞ্চবাণ ধরিয়া মীন-কেতন ॥ ৪

দো—বিপদ-বারতা
হাসিয়া মদন

জানান অমর
কহেন বিরোধ

বিচার করিয়া মনে।
ভাল নহে শিব সনে ॥ ৮৩

চৌ—তথাপি সবার কাজ করিবই সম্পাদন। বেদে কয় উপকার-ধর্ম স্থির সর্বোত্তম
পর-হিত তরে যেন ত্যজে নিজ কলেবর। প্রশংসা সত্তত তা'র করে যত সাধুবর ॥ ১
এত বলি' যা'ন কাম সবারে প্রণাম করি'। ফুল-ধনু করে ধরা সহচরে সাথে করি' ॥
চলিতে চলিতে তাঁ'র মনে এ উদয় হয়। মহেশ-বিরোধ ফলে মরণ মম নিশ্চয় ॥ ২
তখন প্রভাব নিজ পলে করি' বিস্তার। আনিলেন নিজ বশে সব জগ-সংসার ॥
মনোজের মনে যবে ফোথের উদয় হয়। ক্রান্তির সকল বাঁধ পলাকে টুটিয়া লয় ॥ ৩

• নিয়ম সংযম সব ব্রহ্মচর্য্য ব্রত জ্ঞান ।
সদাচার জপ যোগ নীতির করম চয় ।

ধীরতা ধরম কিস্বা বৈরাগ্য কি বিজ্ঞান ॥
এ সব বিবেক-সেনা সকলি পলা'য়ে রয় ॥ ৪

ছ—বিবেক পলায়	সহ সহচর	বীরগণ রণ হইতে সরে ।
পুথি-কন্দরে	আশ্রয় লভি'	নিজ কলেবর গোপন করে ॥
চঞ্চল হ'ল	অখিল বিশ্ব	কি আছে ললাটে কে রাখে আর ।
কে হেন দু-শির	ধনু-শর করে	ধরে রতিপতি কারণে যা'র ॥
চরাচর ভবে	ছিল যে সকল	নারীনর-নামধারী ।
আপন আপন	মর্যাদা ভুলি'	হ'ল সবে কামাচারী ॥ ৮৪

চৌ—সবার অন্তর হয় শৃঙ্গার রস-মাখা ।
উদ্বেল শ্রোতস্বতী ছুটে অন্বধি পানে ।
জড়-ধর্ম্মীর দশা হ'ল যবে এই মত ।
পশুপাখী যত ছিল জন-স্থল নভঃচারী
মদনে উন্মাদ হ'য়ে ব্যাকুল সব লোক ।
দেব কিহ্নর নর ভুজগ কিবা দানব ।
ইহাদের দশা আর নাহি করি বর্ণন ।
সিদ্ধ বৈরাগ্যবান্ মহামুনি যোগিগণে ।

লতিকায় নিরখিয়া বু'কে তরুবার-শাখা ॥
তড়াগ-সলিল মিশে ক্ষুদ্র বাপীকা-সনে ॥ ১
সচেতন গণ-কাজ সাধ্য কা'র ক'বে কত ॥
কালাকাল পাশরিয়া হ'ল উন্মার্গচারী ॥ ২
দিবস তথবা নিশি বিচারি' না দেখে কোক* ॥
প্রোত কি পিশাচ ভূত আর বৈতালিক সব ॥ ৩
জানি' সবে নিরন্তর আদিরস-পরায়ণ ॥
ব্যাকুল তাঁ'রাও হ'ন মনসিজ-প্রতাড়নে ॥ ৪

ছ—মন্মথ-বশ যোগেশ তাপস
ব্রহ্মময় যাঁ'রা হেরিতেন ধরা
নারী হেরে ধরা পুরুষেতে ভরা
দণ্ড দুই ধরি' ব্রহ্মাণ্ড-ভিতরি

পামরের কথা কি ক'ব আর ।
এবে নারীময় হয় নেহার ॥
পুরুষের চ'খে রমণীময় ।
মকর-কেতুর এ লীলা রয় ॥

সৌ—কাহারো রহেনা মন ধীর
যাহারে রাখেন রঘুবীর -

মনসিজ ক'রেছে হরণ ।
সেই শুধু হয় উত্তরণ ॥ ৮৫

চৌ—দুই দণ্ড কাল ধরে' চলে রজ্জ এই মত ।
বিলোকিয়া ধূজ্জটি শঙ্কিত মনোভব ।
আবার স্বরিত গতি স্থখী হয় জীবচয় ।
রুদ্রদেব-পানে চাহি' কাম ভীত-কলেবর ।
লাজ পা'ন ফিরে' যে'তে কিছু নাহি করা যায় ।
প্রকাশ করা'ন তরা সখা মধু-ঋতুরাজে ।

ততক্ষণে রতিপতি হর-পাশে উপনীত ॥
অমনি আগের ভাবে ফিরে' আসে পুনঃ ভব ॥ ১
সুরামন্তের যেন মত্ততা হয় ক্ষয় ॥
দুখ ধর্ম্ম দুর্গম ভগবান্ মহেশ্বর ॥ ২
মরণ নিশ্চয় বুঝি' উদ্ভাবেন এক উপায় ॥
কুসুমিত হ'ল তরু ক্ষণভরে নব স্নাজে ॥ ৩

তড়াগ বাপীকা বন উপবন মনোময় ।
মনে হয় যথা-তথা অমুরাগ উদ্বেলিত ।

পরম মোহন রূপে প্রকাশিত দিকচয় ॥
হেরিয়া মৃতও যেন মনসিজে উদ্বেষিত ॥ ৪

ছ—প্রাণহীন-মনে	মনোভব জাগে	কাননের শোভা কথা না যায় ।
সুরভি শীতল	মন্দ অনিল	কামানল-সখা প্রকৃত হয় ॥
সরোবরে ফুটে	কমল পুষ্প	গুঞ্জে মঞ্জু ভ্রমরা-কুল ।
কল-হাঁস পিক্	করে কল-গান	অঙ্গুরা নাচে পুলকাকুল ॥
দো—কোটিবিমি কলা	করি রতিনাথ	হারে সহ সহচর ।
অটল সমাধি	টলিল না হেরি'	কুপিত হইলা স্মর ॥ ৮৬

চৌ—সহকার-বর শাখা হইতে আঁখি-গোচর । রতিপতি আরোহণ করিলেন তত্পর ॥
কুসুম-শায়ক নিজ ধনুতে করি' যোজন । অতি রোষে টান দেন গুণে তা'র আ-শ্রবণ । ১
ছাড়িতে ভীষণ শর ধুজ্জটি-বুকে লাগে । সমাধি হইল গত শঙ্কর তবে জাগে ॥
মহাদেব-মন মাঝে উপজিল ভাবাস্তর । আঁখি খুলি' সব দিকে চাহিয়া দেখেন হর ॥ ২
সহকার-পাতা-আড়ে গোপন হেরি' মদন । হলেন কুপিত তাহে কম্পিত ত্রিভুবন ॥
তখন তৃতীয় আঁখি খুলি' চাহিলেন হর । অমনি নিমেষে ভস্মীভূত হ'ল পুড়ে' স্মর ॥ ৩
পূর্ণ হইল সারা ধরা মহা হাহাকারে । ভয়াকুল দেবগণ মুখে দৈত্য যদি ভরে ॥
কাম-সুখ করি' মনে চিন্তিত-প্রাণ ভোগী । অকণ্টক হইলেন যতেক সাধক যোগী ॥ ৪ ॥

রতিকে শিবের বরদান

ছ—যোগী অকণ্টক	পতি-গতি শুনি'	মদন-মোহিনী মুরছা পায় ।
আর্জ-রবে বহু	করিয়া রোদন	স্মরহর-পদে পড়িতে যায় ॥
অতি প্রেমভরে	বিবিধ মিনতি	করি' জোড়-পাণি দাঁড়া'য়ে রয় ।
অবলা নিরখি'	কহেন বচন	প্রভু আশুতোষ করুণাময় ॥
দো—আজ হ'তে রতি	দয়িতের তব	হইবে নাম অনঙ্গ ।
বিনা বপু সবে	ব্যাপিবে শুনহ	পুনঃ-মিলন প্রসঙ্গ ॥ ৮৭ ॥

চৌ—হবেন যাদব কুলে কৃষ্ণ যবে অবতায় । হইবে হরণ যেই কালে মহা ধরী-ভার ॥
কৃষ্ণ-তনয় তবে হইবেন তব পতি । অন্তথা কথা মম কভু না হইবে সতি ॥ ১

দেবগণের প্রার্থনা

মহেশ্বর বাণী হৃদে ধরি' রতি' যান ফিরে । এখন অপর কথা বলিতেছি বিস্তারে ॥
এই সব সমাচার পশিল দেবতা-কাণে । ব্রহ্মা-আদি সবে মিলি' গেলেন বৈকুণ্ঠ পানে
যতেক দেবতাগণ ব্রহ্মা বিষ্ণু সহ যান । কৃপা-নিকেতন হর যথায় বিরাজমান ॥
পৃথক্ পৃথক্ হরে প্রশংসা করেন সবে । শুনি' চন্দ্র-অবতংস প্রসন্ন হ'লেন তবে ॥ ২

সুরগণে হেরি' কন কৃপাসিন্ধু বৃষকেতু ।
কহিলেন চতুর্নখ তুমি প্রভু অন্তর্যামী ।

কহ হে অমরগণ আগমন কিবা হেতু ॥
তথাপি ভকতি-বশে মিনতি জানাই স্বামি ॥ ৩

দো—সব দেবতার হৃদয়েই অতি আগ্রহ এই রয় ।
চাহেন সকলে হেরিতে নয়নে প্রভু তব পরিণয় ॥ ৮৮

চৌ—উৎসব আঁখি ভরি' বাহে দেখিবারে পায় । মম্বথ-মদ-বিমোচন হর কর কিছু সে উপায় ॥
মনসিজে সংহারি' রতিরে দিলে যে বর । কল্যাণ হ'ল তাহে অতীব হে কৃপাকর ॥ ১
শাসন করিয়া আগে পরে কৃপা-প্রদর্শন । সহজ-স্বভাব এই ধরে যত প্রভুগণ ॥
পার্ব্বতী গিরিসুতা করিলা তপ অপার । তাঁহারে প্রসন্ন মনে কর এবে অঙ্গীকার ॥ ২
বিরিঞ্চি-মিনতি শুনি' প্রভু-বাণী বুঝি' প্রাণে । তাহাই হউক শিব কহিলেন প্রীত মনে ॥
তখন হরষে দেব করেন হৃন্দুভিধ্বনি । কুমুম বরষি' গান জর জয় সুর-স্বামি ॥ ৩
সপ্তঋষি আসিলেন বুঝি' শুভ অবসর । বিধাতা পাঠান সবে গিরিপুরে সত্বর ॥
প্রথমেই যান তথা যথা রান ভবরাণী । কহেন মাধুরী মাথা ছলনা পূরিত বাণী ॥ ৪

দো—কাণে না তুলিলে বচন তখন নারদের উপদেশে ।
বুঝা গেল পণ ছাই হ'ল এবে মদন মহেশ-রোষে ॥ ৮৯

চৌ—শুনিয়া হাসিয়া, মুহু উমা দেন উত্তর । উচিত কথাই সবে ক'হ জ্ঞানী মুনিবর ॥
তোমাদের জ্ঞান-মত ছিল শঙ্কু স-বিকার । এতদিন পরে তিনি কামেরে করেন ছার ॥ ১
আমি ত' হে এই জ্ঞানি শিব সদা মহাযোগী । অনবত্ত জন্মহীন অ-কাম ও বীতরাণী ॥
সত্য যদি এই জ্ঞানে পূজা ক'রে থাকি হরে । কায় মন বাক্ সনে প্রাণের ভকতি ভরে ॥ ২
শুন মুনিবর তবে মম পণ মন কয় । সফল কৃপার নিধি করিবেন অসংশয় ॥
কহিলে যা' মুনি ভস্ম ক'রেছেন কামে হর । প্রকাশ পাইল এতে অবিবেক ভয়ঙ্কর ॥ ৩
হে তাত জন্ম হ'তে অনল এ গুণ ধরে । তাহার সমীপে হিম কভু নাহি যেতে পারে ॥
বিনাশ পাব'বেই হিম গেলে বজ্র-সন্নিধানে । বুঝা চাই এ সৎক শঙ্করের কাম সনে ॥ ৪

দো—পুলকিত মুনি বচন শুনিয়া দেখি' প্রীতি বিশ্বাস ।
ভবাণী-চরণে নামিয়া গেলেন হিম-গিরিবর-পাশ ॥ ৯০

চৌ—সকল কথাই তাঁ'রে করিলেন বর্ণন । মদন-দহন শুনি' দুখিত গিরির মন ॥
অনন্তর কহিলেন রতি-প্রতি বরদান । শুনিয়া আনন্দ অতি পাইলেন হিমবান্ ॥ ১
মনেতে বিচার করি' শঙ্কু-মহিমা গাথা । আদরে স্মরিতে অস্ত্র মুনিরে ডাকেন তথা ॥
শুভদিন শুভক্ষণ নক্ষত্র-আদি বিচারে । লগ্ন নিরূপিত হ'ল বেদবিধি অনুসারে ॥ ২

লগ্ন-পত্রিকা সাত-ঋষি করে সমপিয়া । মিনতি করেন গিরি শ্রীচরণ পরশিয়া ॥
 করিলেন অর্পণ সে লিপি বিধাতা-করে । পাঠ করি' ধাতা-মনে হরষ নাহিক ধরে ॥ ৩
 সে-লিপি পড়িয়া বিধি শুনা'ন অপর জনে । কিবা মুনি কিবা সুর বিপুল পুলক মনে ॥
 নভঃ হ'তে পুষ্পবৃষ্টি হয় নানা বাণ বাজে । মঙ্গল-কলস যোগে স্বরা দশ দিক সাজে ॥ ৪

শিব-বিবাহের শোভাযাত্রা

দো—সাজান দেবতা আপন বাহন বিবিধ বিধ বিমান ।
 শুভ-লক্ষণ হয় চারিদিকে অঙ্গরা করে গান ॥ ১১

চৌ—অমুচরণ হরে পরা'ন শৃঙ্গার-সাজ । জটার মুকুট 'পরে শোভা পে'ল অহিরাজ ॥
 কুণ্ডল কঙ্কণ বিরচিত হ'ল ব্যালে । অঙ্গে লেপিত ভস্ম বাস হ'ল বাঘছালে ॥ ১
 ললাটে শোভিল শশী শিরোপরে সুরধনী । বিশাল নয়ন তিন উপবীত হ'ল ফণী ॥
 কণ্ঠে গরল বুকে ছলিল নৃশির-হার । অমঙ্গল-বেশধারী শিব-ধাম কুপাধার ॥ ২
 ত্রিশূল শোভিল একে ডমরু অপর করে । বাণভাণ্ড বাজে যা'ন বুধে আরোহণ ক'রে ॥
 অমর-ললনা হাসে শিবে করি' দরশন । হেন বর-যোগ্যা কন্যা নাহি ভবে কদাচন ॥ ৩
 বিষ্ণু বিধাতা আদি যতেক অমরগণ । করেন বাহনে নিজ বরের অনুগমন ॥
 যদিও অমর বৃন্দ সকল বিধি অমুপ । তথাপি কদাচ তাঁ'রা নন বর-অমুরূপ ॥ ৪

দো—হাসিয়া বিষ্ণু কহিলেন তবে ডাকি' দ্বিকূপাল গণে ।
 পৃথক্ পৃথক্ চলহ সকলে নিজ অনুচর সনে ॥ ১২

চৌ—বরযাত্রী হ'ল না ত' অমুরূপ এ বরের । পে'তে চাও উপহাস গিয়া দেশে অপরের ॥
 বিষ্ণু-বচন শুনি' হাসিলা অমরগণ । পৃথক্ পৃথক্ যা'ন ল'য়ে নিজ নিজ গণ ॥ ১
 মহেশ্বর প্রমোদিত হইলেন মনে মনে । ভাবিলেন ব্যঙ্গ কভু না ছাড়েন নারায়ণ ॥
 অতি প্রিয় শ্রীহরির প্রিয় কথা শুনি' কানে । ভুঙ্গি পাঠা'য়ে ডাকি' আনান প্রমথগণে ॥ ২
 মহেশ-আদেশ লভি' আসে সবে দ্রুতগতি । প্রভু-পদ-শতদল-তলে তাঁ'রা করে নতি ॥
 বিবিধ বাহন আর বিবিধ তা'দের বেশ । নিজ অনুচরে হেরি' হাসিলেন প্রমথেশ ॥ ৩
 বিশাল-বদন কেহ কেহ বা বদনহীন । কর-পদ কা'রো নাই কারো পদ সংখ্যাহীন ॥
 কেহ বা বিপুল-ঔষি নেত্রহীন কোন গণ ॥ দৃষ্টপুষ্ট দেহ কেহ ক্ষীণ-তম্বু কোন জন ॥ ৪

ছ—কেহ ক্ষীণ কেহ পর্বত-কায় কেহ পূত-বেশ অপূত কেহ ।
 ভয়ঙ্কর সাজ করেতে কপাল সজ্জ-শোণিত প্লাবিত দেহ ॥
 থর গর্দভ শূকর-বদন কে গণে অগণ গণের বেশ ।
 কতবিধ প্রেত যোগিনী পিশাচ বর্ণিয়া কেবা করিবে শেষ ॥

সো—নৃত্য করে গায় গীত

দেখিতে বিষম বিপরীত

ভূতগণ কাহারে না মানে ।

যথা কয় বিচিত্র বিধানে ॥ ৯৩

চৌ—যেই মত বর বর-যাত্রী অমুরূপ সাজে ।

হেথা হিমালয়-পুরে বিরচিল বেদিকায় ।

ধরণীর পৃষ্ঠ'পরে অচল আছিল যত ।

যতেক সাগর বন যত নদী বাপীকায় ।

ইচ্ছামত সুন্দর সু-বেশ করি' ধারণ ।

তুহিন-অচল ধামে সকলে গমন করে ।

আগে হ'তে রাখে গিরি বহু গৃহ সজ্জিত ।

নিরখিয়া নগরের সুন্দরতা মনোময় ।

কত বিধ কৌতুক হয় যে'তে পথ-মাঝে ॥

অতি বিচিত্র যাহা নাহি আসে বর্ণণায় ॥ ১

কিবা ক্ষুদ্র কি বিশাল বর্ণন করি কত ॥

কেহ না রহিল যেবা নিমন্ত্রণ নাহি পায় ॥ ২

অর্দ্ধাঙ্গিনিগণ সনে সহ অমুচরগণ ॥

গাহি' মঙ্গল গান অতিশয় প্রেম ভরে ॥ ৩

যথোচিত ভবনেতে হয় তা'রা অধিষ্ঠিত ॥

ত্রক্ষারও নৈপুণ্য যেন অতি তুচ্ছ মনে হয় ॥ ৪

ছ—লঘু মনে হয়

বন বাগ কূপ

বিপুল মঙ্গল-

কত নারী নর

দৌ—জগদম্বা যথা

ঋক্সি-সিদ্ধি সব

বিধি-নিপুণতা

তড়াগ সরিত

তোরণ পতাকা

চারু বেশ-ধর

অবতীর্ণ-আসি

সুখ-সম্পদ

হেন পুরী-শোভা মহিমা ময় ।

শোভা তাহাদের কে কত কয় ॥

গৃহ চূড়ে চূড়ে কেতন শোভে ॥

হেরি' সবে মুনি-মানস লোভে ॥

কিবা পুরী-শোভা ক'ব ।

বাড়ে নিত নব নব ॥ ৯৪

শিব-বিবাহ

চৌ—শুনিয়া নগর-দ্বারে বরযাত্রী উপনীত ।

সাজি সুন্দর সাজে সাজা'য়ে যত বাহন ।

হেরিয়া অমরগণে হৃদয় আনন্দময় ।

শিব-অমুচরগণে করে যবে দরশন ।

প্রবীণ যাহারা রহে সাহস করি' ধারণ ।

আলয়ে ফিরিলে, মাতাপিতাদের উত্তরে ।

বলিতে না আসে কথা কি কথা বলিব আর ।

পাগল সে বর করে বৃষ-পরে আরোহণ ।

উদ্বেল হ'ল পুরী শোভা হ'ল বর্জিত ॥

আদর-আহ্বান ওরে সকলে করে গমন ॥ ১

দর্শন করি বিষ্ণু প্রাণে অতি সুখ হয় ॥

ভয়ে পলাইতে থাকে সবার যত বাহন ॥ ২

প্রাণভয়ে বালকেরা করে দ্রুত পলায়ন ॥

কথা ক'য়ে বলে ভয়ে কম্পিত কলেবরে ॥ ৩

বরযাত্রী এরা কিম্বা যমরাজ-পরিবার ॥

সাপ নর-শির আর ভয় তা'র আভরণ ॥ ৪

ছ—অঙ্গে ছাই সাজ

ভূতপ্রেত সাথে

নিশ্চয় সেই

উমার বিবাহ

সাপ আর হাড়

যোগিনী পিষাচ

বড় পুণ্যবান্

দেখিবে সে জন্ম

জটিল নগ্ন ভয়ঙ্কর ।

বিকট-বদন রজনীচর ॥

এ দেখে' যে জন জীবিত রয় ।

বালকে আলেয়ে এ কথা কয় ॥

দো—শিব-অমুচর
বুঝান বালকে

মনেতে বুঝিয়া
নানাবিধি মতে

হাসেন জনক মাতা ।
নাহিক ভয়ের কথা ॥ ৯৫

চৌ—আগু বাড়াইয়া আসি' বরযাত্রী ল'য়ে যা'ন। বরযাত্রীগণে দেন মনোহর বাসস্থান
এদিকে মেনকা শুভ বরণ ভরা সাজা'ন। সাথে সাথে নারিগণ গাহে মঙ্গল-গান ॥ ১
চারু-পাণি দিয়ে ধৃত কাঞ্চন-খাল ল'য়ে। বরণ করিতে শিবে যা'ন হরষিত হ'য়ে ॥
বিকট রুদ্রের বেশ হ'তেই আঁখি-গোচর। অবলাগণের মনে উপজিল অতি ডর ॥ ২
পলা'য়ে আলায়ে ধায় অতি ত্রাসে উর্জ্বাসে। মহেশ্বর যা'ন তবে আপন নির্দিষ্ট বাসে ॥
নিদারুণ দুখ জাগে মেনকার হৃদি-মাঝে। প্রাণের তনয়া-ধনে আস্থান করি' কাছে ॥ ৩
বসান আপন ক্রোড়ে অতীব আদর ভরে। সুনীল-নলিন দুই আঁখি অশ্রুজলে ভরে ॥
যে বিধি তোমারে দিল এই রূপ মনোহর। তিনিই কেমনে দেন মুখ' পাগল বর ॥ ৪

ছ—কেমনে সৃজিল। উদ্ভাদ বর। যে বিধি তোমারে দিলা এ রূপ।
যে ফল শোভিত। কল্পতরু 'পরে। কু-বিটপে তাহা লাগে কিরূপ ॥
ঝাঁপ গিরি হ'তে। দিব তোমা-সাথে। অনলে পুড়িব ডুবিল জলে।
যাক' ঘর হর। হ'ক অপযশ। দিব না এ বিয়ে জীবনকালে ॥

দো—ইহল বিকল। অবলা সকল। নিরখি মেনকা-দুখ।
অতীব বিলাপে। কহেন কাঁদিয়া। স্নেহে স্মরি' উমা-মুখ ॥ ৯৬

চৌ—আমা হ'তে নারদের কি হ'য়েছে অপকার। আমার সাজান' ঘর করিল যে ছারখার
হেন উপদেশ যেবা প্রদানিল তনয়ারে। করিতে কঠোর তপ পাগল বরের তরে ॥ ১
সত্যই তা'র নাহি কোন কিছু মোহ মায়া। নিজে উদাসীন নাহি ধন ধাম আর জায়া ॥
তা'ই পর-ঘর ভাঙ্গে নাহি কা'রো লাজ ভয়। বক্ষ্যা কি জানে কত প্রসব-বেদনা হয় ॥ ২
ভবানী করিয়া মায়ে আকুলিতা দরশন। কহেন বিবেক-ভরা মৃদুবাণী বিমোহন ॥
কভু মুছিবেনা যাহা ললাটে লিখিলা ধাতা। এ-কথা বুঝিয়া মনে খেদ নাহি কর মাতা ॥ ৩
আমার ললাটে যদি লিখিত পাগল বর। তবে কেন দ্বিবে দোষ অযথা কাহারো 'পর ॥
বিধাতা-লিখন কভু পার' কি মা মুছিবারে। বৃথা-অপযশ হেন ল'য়ো না আপন 'পরে ॥ ৪

ছ—কুশল-ভাগিনী। হ'য়ো না জননি। রোদনের ইহা সময় নয়।
লেখা যা' র'য়েছে। ললাটে আমার। ভুগিতেই হ'বে যা'ব যথায় ॥
বিনীত কোমল। উমার বচন। শুনি' খেদ করে পুরীর মারী।
বিধাতার 'পরে। দোষারোপ ক'রে। অবিরল 'মুছে নয়ন-বারি ॥

দো—সেই অবসরে। দেব-ঋষি সহ। সপ্তর্ষি সংহতি।
শুনি' সমাচার। হিমালয় পুরে। আসেন স্বরিত-গতি ॥ ৯৭

চৌ—বুঝা'ন নারদ তবে সব করি' উদ্ঘাটন । ধিবরিয়া কহিলেন পূর্ব-জন্ম বিবরণ ॥
 কহেন এ সত্যভাষা শুন মোর গিরিরাণি । তনয়া তোমার এই জগদম্বা ভবরা ॥ ১
 জন্মগীনা আদিহীনা শকতি অবিনাশিনী । সদা শস্ত্র মহেশের অর্দ্ধ-অঙ্গ নিবাসিনী ॥
 জগত সৃজন স্থিতি প্রলয়ের বিধায়িনী । আপন ইচ্ছার বশে লীলা-বপুধারী ইনি ॥ ২
 প্রথমে দক্ষের ঘরে ইহার জনম হয় । লভি' অপরূপ তনু সতী-নামে পরিচয় ॥
 সে বারেও এই সতী বরিলেন পশুপতি । ত্রিভুবনে আছে সেই কাহিনী প্রসিদ্ধ অতি ॥ ৩
 একবার হর-সনে আসিতে আসিতে পথে । রঘুকুল-পদ্ম-রবি পড়িল নয়ন-পথে ॥
 হৃদয়ে উদিল মোহ না শুনি' শিব-বচন । ভ্রম-বশে সীতা-রূপ করেন পরিগ্রহণ ॥ ৪

ছ—সীতা-রূপ তাঁ'র	ধরা-অপরাধে	শঙ্কর ত্যাগ করেন তাঁ'য় ।
হরের বিরহে	যজ্ঞ পিতার	যোগানলে নিজ ত্যজেন কায় ॥
এখন জনমি'	ভবনে তোমার	পতি-তরে করে তপের ক্রিয়া ।
এ সকল শুনি'	সংশয় ছাড়	সদাই গিরিজা মহেশ-প্রিয়া ॥
দৌ—দেবর্ষি-বচন	শুনিয়া সবার	হইল দূর বিষাদ ।
ক্ষণেকের মাঝে	হ'ল প্রচারিত	ঘরে ঘরে এ সংবাদ ॥ ৯৮

চৌ—তখন মেনকা গিরি অতীব হরষ ভরে বার বার শুবানীর নমেন চরণ 'পরে ॥
 রমণী পুরুষ শিশু যুবক স্থবির যত । পুরবাসী সব জন অতিশয় হরষিত ॥ ১
 হইতে লাগিল গিরি-পুরে মঙ্গল-গীতি । সাজায় সকলে হেম-কলসে বিবিধ ভাঁতি ॥
 কতই খাত হ'ল কতবিধ ব্যঞ্জন । সুপ-শাপ্তে যত ছিল সব হ'ল রঞ্জন ॥ ২
 কিবা হ'বে বরণন ভোজ্য হ'ল কত কি যে । যে ভবনে বিরাজিতা জগত-জননী নিজে ॥
 বরষাত্রে সমাদরে ডাকালেন গিরিবর । বিষ্ণু বিধাতা আর সকল জাতি অমর ॥ ৩
 অনেক সারিতে ভরি' করেন উপবেশন । শূনিপুণ সুপকার করিছে পরিবেশন ॥
 রমণীয়া দেবগণে ভোজনেতে রত হেরে । আরম্ভিল বরষিতে গালি সুকোমল সুরে ॥ ৪

হ—সুমধুর সুরে	সুন্দরীগণে	গালি পাড়ে কহে বচন-ব্যঙ্গ ।
বহুক্ষণ দেব	ভোজনে কাটান	বিনোদ শুনিয়া মানেন রঙ্গ ॥
যে সুখ উথলে	ভোজনের কালে	কোটি মুখ নারে করিতে গান ।
আচমন-শেষে	ভাঙ্গুল পে'য়ে	পরিশেষে নিজ আবাসে যা'ন ॥
দৌ—মুনিরা তখন	আসি' হিমালয়ে	জানান লগ্ন-ক্ষণ ।
বিবাহ-সময়	সমাগত হেরে'	ডাকান অমরগণ ॥ ৯৯

চৌ—সমাদর ভরে সব অমরে করি' আহ্বান । সকলেরে যথোচিত আসন করেন দান ॥
 সজ্জিত হ'ল বেদী বেদ-বিধি অনুসার । গাহেন ললনাগণ মধু মঙ্গলাচার ॥ ১

মন-বিমোহম এক রাজাসম বেদী'পরে ।
 তাহাতে বসিলা হর ব্রাহ্মণে নমি' শির ।
 তখন মুনীশগণ উমারে আনিতে কন ।
 উমার সে রূপ হেরি' বিমোহিত দেবগণ ।
 জগদম্বিকা উমা ভবের ভামিনী জানি' ।
 সুন্দরতা-পরিসীমা ভবেশ-মনমোহিনী ।

ব্রহ্মার হাতে গড়া বর্ণনা হ'তে নারে ॥
 হৃদয়ে স্মরণ করি' নিজ প্রভু রঘুবীর ॥ ২
 সাজা'য়ে মোহন সাজে সখী করে আনয়ন ॥
 কে এমন কাঁব ভবে করিবে যে বরণন ॥ ৩
 নমে দেবে মনে মনে পদতলে শির আনি' ॥
 পেলো বদন কোটি তবু হার মানে বাণী ॥ ৪

ছ—কোটি বদনও	না আসে কখনে	জগমাতা-শোভা মহিমাময় ।
কুণ্ঠিত ক্রটি	শেষ সরস্বতী	তুলসী-কুমতি কোথা বা রয় ॥
সুন্দরতা-খনি	জননী ভবানী	বেদী-মাঝে যান যথায় হর ।
লাজে পতি-পদে	নারেন চাহিতে	মন-মধুকর রহে তথায় ॥
সৌ—মূনির আদেশে	পূজেন গণেশে	ভব আর ভববাণী ।
শুন কেহ যেন	না করে সংশয়	দেবতা অনাদি জানি' ॥ ১০০

চৌ—বিবাহ-বিধান বেদে বিবরিত যেই মত ।
 কুশ-হাতে গিরিরাজ ধরি' তনয়ার পাণি ।
 পাণি-পরিগ্রহ যবে করিলেন মহেশ্বর ।
 মুনিগণ করিলেন বেদমন্ত্র উচ্চারণ ।
 বিবিধ বিধানে বাজ লাগিল কত বাজিতে ।
 হুরের গিরিজা সনে সারা হল পরিণয় ।
 সেবক সেবিকা রথ তুরগ নানা প্রকার ।
 জ্ঞান তৈজসপত্র ভরি' ভরি' এত যান ।

মহামুনিগণ হ'তে সব(ই) হ'ল আচরিত ॥
 দিলেন ভবের করে তাঁহারে ভবানী জানি' ॥ ১
 হৃদয়ে হরষ পান যত স্বর্গ-অধীশ্বর ॥
 জয় জয় শঙ্কর গাঁন যত দেবগণ ॥ ২
 ফুল বর্ষিত হ'ল নভঃ হ'তে কত মতে ॥
 সকল ভুবন ভরি' উৎসাহ-ধারা বয় ॥ ৩
 মাণিক বসন শেছ দ্রব্য কতবিধ আর ॥
 বর্ণনা হারে দেন জামাতারে যত দান ॥ ৪

ছ—কর্তাবধ দান	দেন জামাতারে	পুনঃ কর-জোড়ে কহেন গিরি
কি দিব তোমারে	হর পূর্ণকাম	এত বলি' র'ন চরণে পড়ি' ॥
করুণা-সাগর	সব-গুণেশ্বর	শ্বশুরে তুষেন সকল বিধি ।
মেনকা তখন	ধরেন চরণ	ভকতিতে ভরা জুইয়া ছদি ॥
দৌ—নাথ উমা মম	পরার্থের সম	করিও গৃহের দাসী ।
ক্ষমিও সকল	অপরাধ এবে	এই বর চায় দাসী ॥ ১০১

চৌ—শ্বশু-মাতারে হর বুঝান অনেক রীতি ।
 অস্তুরে গিরিবাণী হুহিতারে ডাকাইয়া ।
 মহেশ-চরণ-পূজা মা উমা করিও সার ।
 এ কথা বলিতে মুখে নয়নে ভরিল বারি ।

মেনকা ভবনে যা'ন চরণে করিয়া নতি ॥
 শিক্ষা কতই দেন নিজ কোলে বসাইয়া ॥ ১
 পতি বিনা রমণীর দেবতা নাহিক আর ॥
 স্মৃতারে জড়া'ন পুনঃ আপনার বৃকে করি' ॥ ২

কেন সৃজিলেন বিধি ধরায় রমণী হায় । পরাধীনা স্বপনেও সুখ যা'রা নাহি পায় ॥
 বলিতেই মা'র প্রাণ স্নেহেতে ব্যাকুল হয় । ধৈর্য্য ধরেন জানি' যোগ্য সময় নয় ॥ ৩
 বুকে ল'ন বারবার আবার ধরেন পায় । সে পরম প্রেম কিছু মুখে নাহি কথা যায় ॥
 সকল নারীর সনে মিলনের অন্তরে । আবার পড়েন উমা মা'য়ের বুকের পরে ॥ ৪

ছ—মিলি' বার বার জননীর সনে ফিরেন আশীষ বরষে সবে ।
 ফিরিয়া ফিরিয়া দেখেন মা'য়েরে সখী ল'য়ে যায় মিলা'তে ভবে ॥
 যাচক জনেরে তুষিয়া মহেশ পার্বতী-সহ আলায়ে যা'ন ।
 অমর হরষে কুসুম বরষে হৃন্দুভি-রবে ভরে বিমান ॥
 দো—সাথে যান গিরি হরে পছ'ছাতে অতিশয় প্রীতি হেতু ।
 বিবিধ প্রকারে তুষিয়া বিদায় করিলেন বৃষকেতু ॥ ১০২

চৌ—হরিত গতিতে পুরে করি' প্রতি আগমন । শৈল সর গণে গিরি করিলেন আবাহন ॥
 বিনয় আদর দান দেখাইয়া বহু মান । বিদায় করেন সবে গিরিপতি হিমবান্ ॥ ১
 মহেশ ভবানী যবে আসেন কৈলাশপুরে । আপন আপন লোকে ফিরে যা'ন যত সুরে ॥
 জগতের পিতামাতা ঈশানী ও পঞ্চানন । তাঁদের বিহার তা'ই না করিব বরণন ॥ ২
 পার্বতী হরে নানা করেন ভোগ বিলাস । গণের সহিত দৌহে কৈলাশে করেন বাস ॥
 বিহার ভবানী শস্ত্র নিত নব নব কত । বিপুল সময় তা'হে হ'ল গত এই মত ॥ ৩
 তখন জনম ল'ন কুমার শ্রীষড়ানন । তারক অসুরে যিনি বিনাশেন করি রণ ॥
 আগম নিগম আর বিখ্যাত পুরাণেতে । কুমার জনম কথা জানিত আছে জগতে ॥ ৪

ছ—জগত বিদিত কুমার জনম কৰ্ম্ম প্রতাপ-শ্রুত তাঁ'র ।
 সেকারণ বৃষ-কেতু-সুতকথা নাহি কহি করি' অতি প্রসার ॥
 হর-পার্বতী-পয়িণয়-কথা যে কহিবে যেবা করিবে গান ।
 শুভকর কাজে বিবাহ-মঙ্গলে পাবে সুখ-স্থখে সতত ত্রাণ ॥
 দো—গিরিজাপতির লীলা-পারাবার বেদ নাহি পায় পার ।
 বর্ণনা কিসে করিবে তুলসী অতি নীচ মতি যার ॥ ১০৩

শিব দুর্গা সংবাদ ।

চৌ—শস্ত্র-চরিত শুনি' সুরসাল মনোময় । ভরষাজ মুনি-প্রার্থে সুখের লহর বয় ॥
 শুনিতে লীলার কথা লালসা বাড়িল প্রাণে । রোমাঞ্চ শরীরে হ'ল জল এল ছ'নয়নে ॥ ১
 প্রেমেতে বিবশ মুখ হ'তে কথা নাহি সরে । তাঁহার এ দশা হেরি' বড় সুখ মুনিবরে ॥
 অহো ধন্য ধন্য তব জনম হে মুনিপতি । মহেশ তোমার কাছে প্রাণ হ'তে প্রিয় অতি ॥ ২

হরের কমল পদে যা'র মন রত নয় । রাম 'পরে তা'র প্রীতি স্বপনেও নাহি হয় ॥
 বিশ্বনাথ-পদে প্রেম অকপট অনু'খন । রঘুনাথ-ভকতের এই সার লক্ষণ ॥ ৩
 মহেশ সমান কেবা রঘুপতি-ব্রতধারী । বিনা পাপ কেবা ত্যজে সতী-হেন নিজ নারী ।
 দেখা'লেন রাম-ভক্তি প্রতিজ্ঞা করি' গ্রহণ । শিব-সম শ্রীরামের প্রিয় আর কোন্ জন ॥ ৪

দো—প্রথমেই কহি' মহেশ-চরিত বুঝেছি মর্ম্ম তব ।
 . পুণিত ভকত শ্রীরামের তুমি রহিত বিকার সব ॥ ১০৪

চৌ—বুঝিয়াছি এবে আমি তব শীল গুণ যত । শুন এইবার বলি শ্রীরামের লীলামৃত ॥
 শুন মুনিবর আজ মিলনে তোমার সনে । কহিতে না পারি মুখে যে আনন্দ পাই প্রাণে ॥ ১
 শ্রীরাম-চরিত পূত অনন্ত অপার অতি । শতকোটি অহিরাঞ্জে কহিতে নাহি শক্তি ॥
 তবু যিনি ভাষা দেন সেই দেব ধনুপাণি । স্মরণ করিয়া মনে শুনা-মত কহি বাণী ॥ ২
 দারু-পুতলিকা যেন সরস্বতী দেবী বাণী । সূত্রধর প্রভু রাম সবার অন্তরযামী ॥
 ভকত জানিয়া দয়া করেন যাহার পরে । হৃদয়-অঙ্গনে তা'র নাচা'ন দেবী-বাণীরে ॥ ৩
 সেই কৃপাময় রঘুনাথেরে করি' প্রণাম । বিশদ করিয়া বলি তাঁ'র যত গুণ গ্রাম ॥
 পরম সে রমণীয় গিরিবর কৈলাশ । তথায় করেন হর-ভাবানী সদা নিবাস ॥ ৪

দো—সিদ্ধ তপাচারী যোগিজ্ঞান সুর কিম্বর মুনিবৃন্দ ।
 রহেন তথায় পূত-আত্মা যাঁরা সেবি' হর সুখকন্দ ॥ ১০৫

চৌ—হরি হর বিমুখ যে ধর্ম্মে যা'র নাহি মতি । এমন নরের তথা স্বপনেও নাহি গতি ॥
 'সেই গিরিবর 'পরে বটতরু সুবিশাল । নিত্য নবীন তাহা মনোহর সব কাল ॥ ১
 ত্রিবিধ সমীর বয় ছায়া অতি সুশীতল । শ্রুতি বলে সেই তরু হরের বিরাম স্থল ॥
 'একবার মহেশ্বর সেই তরুতল যা'ন । নিরখি' বিটগী প্রাণে অতীব পুলক পা'ন ॥
 আপনার হাতে তথা বিছাইয়া বাঘাধর । স্বভাবজ কৃপাময় বসিলেন মহেশ্বর ॥
 কুন্দ শশীর সম গৌর বর-শরীর । লম্বিত ভুজযুগ পরিহিত মুনি-চীর ॥ ৩
 অরুণ কমল-নব সমান চরণদ্বয় । নখ-ভাতি ভকতের হৃদি-তমঃ হ'রে লয় ॥
 বিভূতি ভুজগ কায় বিভূষণ ত্রিপুরারি । শারদ বিধুর ছবি-লাঞ্জন মুখ মরি ॥ ৪

দো—জটার মুকুট বিশাল নয়ন শিরোপরে সুরধুনী ।
 লাবণি সাগর গরল-কণ্ঠ ভালে বাল-নিশামণি ॥ ১০৬

চৌ—সমাসীন তরুতলে কামাস্তক মহেশ্বর । শাস্তুরস অধিষ্ঠিত যেন ধরি' কলেবর ॥
 গিরিরাজবালা এই শুভ অবসর জানি' । শম্ভু-সকাশে যা'ন জগমাতা তবরাণী ॥ ১
 'প্রিয়তমা পত্নী জানি' অতীব আদর সনে । আসন আপন বামে দিলেন উপবেশনে ॥
 হরষে যখন উমা করেন উপবেশন । আগেকার জন্ম-কথা হইল মনে স্মরণ ॥ ২

অধিক পতির প্রেম মনে এই অনুমানি' । হাসিয়া বলেন উমা সপ্রেম মধুর বাণী ॥
 যে কথা সকল লোকে সবাঁকার হিতকারী । সেই কথা শুধাইতে চা'ন দক্ষ-সুকুমারী ॥ ৩
 হে নাথ হে বিশ্বনাথ হে ত্রিপুর-বিনাশন । তোমার মহিমা যত সুবিদিত ত্রিভুবন ॥
 চর কি অচর আর কি দেব অথবা নর । তব পাদপদ্ম-সেবা সকলেই তৎপর ॥ ৪

দো—হে শঙ্কর প্রভু সর্ব-শক্তিমান সব কলা গুণধাম ।
 যোগ জ্ঞান আর বৈরাগ্য-সাগর ভক্ত কল্লতরু নাম ॥ ১০৭০

চৌ—আমার উপরে যদি প্রীত ওহে সুখ-রাশি । সত্য যদি জান' মোরে বলি' তব নিজ দাসী ॥
 তবে অজ্ঞানতা মম কর নাথ ভঞ্জন । করিয়া শ্রীরঘুনাথ-গুণাবলী কীর্তন ॥ ১
 কল্লতরু-তলদেশে যাহার আবাস প্রভু । দারিদ্র্য জনিত ক্রেশ সে জন কি সহে কভু ॥
 এই কথা ধরি' মনে ওহে শশী-বিভূষণ । হর দেব হর মম মনের দারুণ ভ্রম ॥ ২
 প্রভু যত মুনিগণ পরমার্থ-তত্ত্ববাদী । তাঁহারা বলেন সবে শ্রীরাম ব্রহ্ম অনাদি ॥
 বাসুকী কি বীণাপাণি কি বেদ বা কি পুরাণ । সকলেই করে গান রঘুপতি-গুণগ্রাম ॥ ৩
 তুমিও আপনি পুনঃ রাম রাম দিবারাতি । সমাদরে কর জপ ওহে প্রভু পশুপতি ॥
 অযোধ্যা-নৃপের স্নাত সেই রঘুনন্দন । অথবা অগুণ অজ্ঞ অগোচর কোন জন ॥ ৪

দো—নৃপ-স্নাত যদি ব্রহ্ম কেমনে স্ত্রী-শোকে পাগল সম ।
 ক্রিয়া হেরি' আর মহিমা শুনিয়া ভ্রান্ত মানস মম ॥ ১০৮

চৌ—যদি থাকে ইচ্ছাতীত ব্যাপক বিভু অপর । বুঝাইয়া কহ মোরে ওহে হর মহেশ্বর ॥
 অজ্ঞ বলিয়া ক্রোধ করিও না প্রিয়তম । কর যাহে বিদূরিত হয় এই মোহ-তমঃ ॥ ১
 রামের প্রতাপ বনে করিয়া অবলোকন । অতি ভীত হওয়া হেতু করি নাই নিবেদন ॥
 সেই হ'তে শুভমতি না আসে মলিন মনে । বিষময় ফল তা'র লভিলাম সে কারণে ॥ ২
 এখনো সন্দেহ কিছু র'য়েছে এ অন্তরে । করহ করুণা করি মিনতি জুড়িয়া করে ॥
 সে সময় কত স্নেহে ক'ই দিলে প্রবোধ । সে কথা রাখিয়া মনে করিও না যেন ক্রোধ ॥ ৩
 সে দিনের মত আর মোহ নাই এই মনে । জেগেছে হৃদয়ে রুচি রামের কথা শ্রবণে ॥
 কর প্রভু পুণ্যময় রাম-কথা কীর্তন । ভুজগ-ভূষণ তুমি পূজিত অমরগণ ॥ ৪

দো—ভূমি-নত হ'য়ে নমি জোড় করে নিবেদন করি আর ।
 কহ রঘুনাথ-নির্মল যশ নিঙাড়ি' ঞ্চতির সার ॥ ১০৯

চৌ—যদিও রমণী বলি' নাহি মম অধিকার । কায় মন বাক্যে তবু দাসী ত' আমি তোমার ॥
 সাধু না লুকা'ন কোন অতিগূঢ় তত্ত্ব-কথা । প্রকৃত কাতর-প্রাণ অধিকারী পা'ন যথা ॥ ১
 অতীব কাতর হ'য়ে শুধাই কৈলাশপতি । দয়া করি' কহ দেব কথা রাম রঘুপতি ॥
 সব-আগে সেই কথা বলহ বিচার করি' । যে হেতু অ-গুণ ব্রহ্ম সগুণ-শরীর ধারী ॥ ২

তা'র পরে জন্ম-কথা কহ করি' বিস্তার । অনন্তর বাল্যলীলা পাবন অতি উদার ॥
 যে প্রকারে সীতা-সনে হ'ল তাঁর পরিণয় । ত্যজিলেন রাজ্যভার কা'র দোষে তাহা হয় ॥৩
 কানন-মাঝারে তাঁ'র যে-সব লীলা অপার । যে প্রকারে দশাননে করিলেন সংহার ॥
 সিংহাসন আরোহণ-পরেতে যে লীলা হ'ল । শঙ্কর সুখ-শীন সকলি আশ্রয় বল ॥ ৪

দো—কহ অতঃপর করুণা-সাগর যে-লীলা করিলা রাম ॥
 'প্রজ্ঞা-সনে শেষে কেমনে শ্রীরাম যা'ন ফিরে নিজ ধাম ॥ ১১০

চো—অনন্তর কহ প্রভু সেই তব্ব বিবরণি' । অনুভবে বাহা পেয়ে মগ্ন র'ন জ্ঞানী মুনি ॥
 ভক্তি ও জ্ঞান পুনঃ বৈরাগ্য ও অনুভব । বিভাগ-সহিত মোরে বুঝাইয়া বল সব ॥ ১
 এ ছাড়াও শ্রীরামের গোপন-রহস্য যত । কহ নাথ তুমি ত' হে বিমল বিবেক যুত ॥
 এ ব্যতীত যদি কথা জানিবার থাকে কোন । সে সব কথাও কিছু গোপন ক'রো না যেন ॥ ২
 ত্রিভুবন-গুরু তুমি নিগম এ কথা কয় । পাপমতি জীব তা'র কিবা পাব'বে পরিচয় ॥
 ভবানীর এ জিজ্ঞাসা অকপট সুন্দর । শুনিয়া শিবের মনে লাগে অতি সুখকর ॥ ৩
 শ্রীরামের লীলা সব উদিল হরের মনে । প্রেমে পুলকিত তনু জল এ'ল ছ'নয়নে ॥
 হৃদয়ে উদিল আসি' মোহন-মুরতি রাম । পরম বিলাস মনে সৌমাহীন সুখ পা'ন ॥ ৪

অবতার গ্রহণের কারণ

দো—মগ্ন ধ্যান-রসে ছুই দণ্ড পরে বাহিরে আনেন মন ।
 রাম-লীলা হর পুলকিত চিতে করিলেন আরম্ভন ॥ ১১১

চো—বাঁহরে না থাকিলে, জানা অসত্যও লাগে সত্য । পাশেতে অহির প্রায় মনে ভ্রম হয় নিত্য ॥
 বাঁহারে জানিলে ধরা লোপ পায় সেই মত । যেমন জাগিলে হয় স্বপ্ন-ভ্রম বিদূরিত ॥ ১
 সেই বাল-রূপধারী রামের করি প্রণাম । সকলি শুলভ হয় জপিলে বাঁহার নাম ॥
 হো'ন প্রীত শুভধাম সব অমঙ্গল হারী । দশরথ-অঙ্গন-বিচরণকারী হরি ॥ ২
 ত্রিপুরাস্তক শিব শ্রীরামে করি' প্রণাম । হরষে অমৃতবাণী কহিলেন প্রাণারাম ॥
 ধন্য ধন্য তুমি অচল-রাজ কুমারি । তোমার সমান হেন কেহ নাহি উপকারী ॥ ৩
 শুধাইলে রঘুবর-কথা অতি মনোরম । সকল জগত লোক-পাবনী গঙ্গার সম ॥
 রঘুনাথ-পদে তব অনুরাগ অন্তরে । প্রসন্ন সে হেতু তব জগতের হিত তরে ॥ ৪

দো—শ্রীরাম-কুপায়, নগেশ-কুমারি স্বপনেও তব মনে ।
 সংশয় শোক মোহ ভ্রম নাই এই লাগে মোর প্রাণে ॥ ১১২

চো—প্রাণ তথাপি হেন করিয়াছ উত্থাপন । শুনিয়া বাহাতে লভে উপকার সব জন ॥
 শ্রীরামের কথা যা'র শ্রবণেতে নাহি যায় । অবগ-বিবর তা'র অহির বিবর-প্রায় ॥ ১

নয়নে যে পাইল ন' সন্তোষ দরশন ।
হরি গুরুপদ-মূলে যেই শির নমিল না ।
হরির ভক্তি যেবা হৃদয়ে না দিল স্থান ।
শ্রীরামের গুণগান যেইজন নাহি করে ।
অশনি সমান হায় কঠোর হৃদয় তাঁর ।
শুন দেবি এবে সেই রামলীলা অনুপম ।

ময়ুর পাখায় আঁকা তাহার যেন নয়ন ॥
তিক্ত লাউ সনে ঠিক তাহার হ'বে তুলনা ॥ ২
শব সে যদিও তাঁর দেহ-মাঝে রহে প্রাণ ॥
বদন-ভিতরে যেন ভেকের রসনা ধরে ॥ ৩
হরি-লীলামৃত শুনি' হরষে না ছিয়া যা'র ॥
সুর-হিতকরী যাহা দমুজের বিমোহন ॥ ৪

দো—রাম-কথা কাম-
সন্ত-সমাজ

ধেমুর সমান
দেবগণ যেন

সব সুখ করে দান ।
কে না শুনে এই গান ॥ ১১৩

চৌ—করতালি সম রাম-কথা অতি সুন্দর ।
পরশু-সমান রাম-কথা কলি-বিটপেপরে ।
জনম করম গুণ লীলা শ্রীরামের নাম ।
অনন্ত শ্রীভগবান্ সীতানাথ যেইরূপ ।
তথাপি নিরখি' তব প্রাণে প্রীতি অতিশয় ।
উমা প্রশ্ন তব অতি স্বাভাবিক সুন্দর ।
যদিও মোহের বশে বা এ কথা কহিলে তুমি ।
এই যে কহিলে রাম কিস্বা অশ্রু কোনজন ।

উড়াইয়া দেয় যাহা সংশয় খগবর ॥
গিরির কুমারি শুন যতনে আদর ভরে ॥ ১
সকলি গণনা হীন বেদ এই করে গান ॥
তাঁর কীৰ্ত্তি কথা গুণ অস্তুহীন অনুরূপ ॥ ২
যেমন শুনেছি বলি যথা মোর জ্ঞান রয় ॥
শুভ সাধু-অভিমত লাগে মোর মনোহর ॥ ৩
এক কথা তবু ভাল লাগিল না ভবরাগি ॥
মুনি যার ধ্যান করে বেদে করে কীৰ্ত্তন ॥ ৪

দো—হীন নরে শুধু
হরির চরণ-

বলে শুনে মোহ-
বিমুখ পামর

পিশাচ গ্রস্ত যা'রা ।
সত্য মিথ্যা-জ্ঞান হারা । ১১৪

চৌ—জ্ঞানহীন মূর্থ আর অন্ধ অভাগা যা'রা ।
পাণ্ডু লম্পট যা'রা কুটিলতা-ভরা মন ।
তাঁরাই মুখেতে আনে বেদ-অসম্মত বাণী ।
মুকুর মলিন যা'র অন্ধ যা'র দু'নয়ন ।
সগুণ-নিগুণ ভেদ-বিচার নাহিক যা'র ।
শ্রীহরির মায়া-বশে ঘুরে মরে জগময় ।
মত্ত বাতুল যেবা অথবা ভূত-কবলে ।
মোহের মদিরা পান করিয়াছে যেই জন ।

মানস মুকুর ঘন বিষয়-মলায় ভরা
স্বপনেও সাধু-সভা করে নাই দরশন ॥ ১
যা'দের নাহিক জ্ঞান কিবা লাভ কিবা হানি ॥
কেমনে হেরিবে রাম-রূপ সেই অভাজন ॥ ২
কপোল-কল্পিত কত কাহিনী করে প্রচার ॥
তা'দের বলায় কিছু অসম্ভব নাহি রয় ॥ ৩
বিচার করিয়া কথা কভু তাঁরা নাহি বলে ॥
অমুচিত তাঁর কথা শ্রবণে করা শ্রবণ ॥ ৪

সো—নিজ হৃদে একথা বিচারি'
শুন বাণী নগিরির কুমারি

দ্বিধা ছাড়ি' ভজ রঘুবর ।
ভ্রম-তমেঃ যেন দিনকর ॥ ১১৫

চৌ—স-গুণে অ-গুণে আর নাহিক কিছুই ভেদ ।
গুণহীন রূপহীন যে অদৃশ্য অগোচর ।

এ কথা বলেন মুনি জ্ঞানী কি পুরাণ বেদ ॥
ভকতের প্রেমে হয় স-গুণে সে রূপাস্বর ॥ ১

গুণ-বিরহিত যাহা স-গুণ এভাবে হয় । যেমন তুবার জল পৃথক্ কদাচ নয় ॥
 ভ্রম-অন্ধকার ষাঁ'র নাম নাশে রবি-প্রায় । মোহের আরোপ তাঁ'তে কেমনে বা করা যায় ॥২
 দিনকর-রূপী রাম সংচিৎ মহানন্দ । নাহি তাঁ'তে মোহরূপী রজনীর নাম গন্ধ ॥
 সহজ-প্রকাশরূপ ষড়ৈশ্বর্য ভগবান্ । নাহি তাঁহে মোহ শেষ আবির্ভাব পরা জ্ঞান ॥৩
 ধর্ম বিবাদ শোক অজ্ঞান অথবা জ্ঞান । এ সব জীবের ধর্ম অহঙ্কার অভিমান ॥
 জগতে বিদিত রাম ব্যাপক পরমাত্মন । পরম আনন্দময় পরাংপর সনাতন ॥ ৪

দো—প্রসিদ্ধ পুরুষ প্রকাশার্ণব সর্ব-রূপে বিরাজিত ।
 রঘুমণি সেই মম প্রভু শিব করিলেন শির নত ॥ ১১৬

চৌ—জ্ঞানহীন নিজভ্রম প্রণিধান নাহি করে । মোহের আরোপ করে মূর্খ জীব প্রভু'পরে ॥
 যেমন জলদ-জালে গগন আবৃত হেরি' । তপন লুকা'ল এই বলে যত কু-বিচারী ॥ ১
 অঙ্গুলি আপনার নয়নে দিয়া যে চায় । এক জোড়া চাঁদ সেই স্পষ্ট দেখিতে পায় ॥
 শ্রীরাম-বিষয়ে মোহ মনে আনা হে পার্শ্বতি । ধূলি ধূয়া অন্ধকার আকাশে দেখা যেমতি ॥ ২
 বিষয় ইন্দ্రిয় তা'র অধিপতি জীব আর । অপর-সহায়ে এরা লভয়ে চেতনা-ধার ॥
 সর্বোপরি অনাবিল-চৈতন্য-আধার যিনি । অযোধার অধিপতি অনাদি শ্রীরাম তিনি ॥ ৩
 জগত প্রকাশ তা'র প্রকাশক প্রভু রাম । মায়া-অধিপতি সেই জ্ঞান কিম্বা গুণধাম ॥
 ষাঁহার সন্ধ্যায় মোহ-সহায়তা লাভ করি' । উদ্ভাসে জড়-মায়া সত্য-আকার ধরি' ॥ ৪

দো—বিহ্বলচেত রূপা রবিকরে জল যথা প্রতিভাত হয় ।
 যদিও ত্রিকালে মিথ্যা তথাপি ভ্রম ঘুচিবার নয় ॥ ১১৭

চৌ—তেমনি জগত হরি-আশ্রয়ে সদা রহে । মিথ্যা যদিও তবু দুঃখ-সন্তাপে দহে ॥
 যেমন স্বপনে যদি কা'রো মাথা কাটা যায় । না জাগিলে দুখ হ'তে কভু ত্রাণ নাহি পায় ॥ ১
 ষাঁহার কৃপায় এই ভ্রম হয় চির দূর । ভবানি তিনিই রাম করণায় ভরপুর ॥
 আদি কিম্বা অন্ত ষাঁ'র না-পাইল কোনজন । শুধু অনুমানে বেদ এই করে বরণন ॥ ২
 শুনেন শ্রবণ নাই পদ নাই চ'লে যান । করেন বিহনে কর সব কাজ অনুষ্ঠান ॥
 আনন-রহিত কোন রস অ-গৃহীত নয় । বচন নাহিক তবু বাগ্মী নিরতিশয় ॥ ৩
 দেহ নাই স্পর্শ আছে হেরেন বিহনে আঁখি । নাসিকা বিহনে শ্রাণে কিছু নাহি রহে বাকী ॥
 ব্রহ্ম যিনি এই সব অ-লোকাতীত কাজ তাঁ'র । ষাঁহার মহিমা মুখে কিছু নাহি বলিবার ॥ ৪

দো—বেদ জ্ঞানী ষাঁ'রে এ-ভাবে বরণে মুনিরা ধরেন ধ্যান ।
 ভক্ত-হিতকারী দশরথ-সুত সেই রাম ভগবান্ ॥ ১১৮

চৌ—দারাগসী ধামে প্রাণী হেরিয়া মরণাধীন । যে-নাম-প্রতাপে আমি করি তা'রে শোকহীন ॥
 তিনিই আমার প্রভু চর ও অচর-স্বামী । সেই রাম রঘুবর সবার অন্তরয়ামী ॥ ১

বিবশ হ'য়েও তাঁ'র নাম-গ্রহণের ফলে ।
আর স্মরে যে তাঁহারে পরম আদর ভরে ।
সেই ব্রহ্ম পরমাত্মা এই রাম প্রিয়তমে ।
এমন সংশয় হুদে হওয়া মাত্র সমুদিত ।
শিব-মুখ-বাণী শুনি' সব ভ্রম-ভঞ্জন ।
ভক্তি প্রতীতি রাম-পদে হ'ল সমুদিত ।

অনেক জনম-কৃত পাপ সব যায় জ্বলে ॥
সেজন গো-পদ সম এই ভববারি ভরে ॥ ২
অবিহিত তব বাণী তাঁ'রে যা' কছিলে ভ্রমে ॥
পলায় বৈরাগ্য জ্ঞান আদি সদৃশ বত ॥ ৩
হ'ল দূর ভবানীর কুতর্কের মহাঘন ॥
অসম্ভব কল্পনা হইল অপসারিত ॥ ৪.

দো—বার বার ধরি' প্রভুর চরণ জুড়িয়া কমল পাণি ।
যেন প্রেমে ভিজা মধুর বচন বলেন গিরিশ-রাণী ॥ ১১৯

চৌ—শীতল বচন শুনি' বিধুর কিরণ সম ।
কুপাল দয়ায় তব দূর সংশয় ঘোর ।
বিবাদ দয়ায় তব হ'ল চিরঅবসান ।
যদিও সহজে মূঢ় জ্ঞানহীনা নারী আমি ।
আমার উপরে প্রীত যদি তোমার মন ।
ব্রহ্ম শ্রীরঘুমণি জ্ঞানময় অবিনাশী ।
হে 'নাথ ধরিল। নর-কলেবর কি কারণ ।
ভবানী-বচন শুনি' নম্র ভরা মিনতি ।

শরতের রবিতাপ-মোহ দূর হ'ল মম ॥
রামের স্বরূপ-বোধ উদিল হৃদয়ে মোর ॥ ১
চরণ-প্রসাদে প্রভু ফুল্ল এখন প্রাণ ॥
তথাপি ও-চরণের সেবিকা বলিয়া জানি' ॥ ২
তাঁহাই বলহ তবে শুধা'লাম যা' প্রথম ॥
সব-বিরহিত আর সব-হৃদি পূর-বাসী ॥ ৩
বৃকেতু বুঝাইয়া কর ইহা বর্ণন ॥
হেরি' রাম-কথা প'রে তাঁহার বিমল প্রীতি ॥ ৪

দো—হরষিত প্রাণ কামারি তখন স্বভাবতঃ জ্ঞানবান্ ।
করি' প্রশংসা উমার অনেক পুনঃ ক'ন কৃপাধাম ॥ ১২০ (ক) .

সো—শুন সেই কথা সু-মহান্ রামলীলা মন-বিমোহন ।
ভুযুগি যা' করিল বাখান খগপতি গরুড়-সদন ॥ ১২০ (খ)
সে সংবাদ অতীব উদার আগে বলি যেক্রমে বিস্তার ।
শুন রঘুবর-অবতার- লীলামৃত অনঘ অপার ॥ ১২০ (গ)
হরিগুণ নাম অপার কথা রূপ নাহিক গণন ।
আমি নিজ মতি-অনুসার বলি উমা করহ শ্রবণ ॥ ১২০ (ঘ) .

চৌ—মনোরম হরিকথা কহি শুন পার্শ্বতি ।
শুধু মাত্র এ-কারণে হন হরি অবতার ।
তর্কে না আসেন রাম বুদ্ধি মন বাণী-যোগে ।
তবু সন্তু মুনিগণ কিম্বা বেদ কি পুরাণ ।
আমারো যা' মনে আসে উহার কারণ বলি' ।
যখন যখন ভবে হয় ধরমের হানি ।

নিগম আগমে গীত বিপুল বিমল অতি ॥
এ-কথা নির্দেশ করি' বলিবে শক্তি কা'র ॥ ১
আমার এ অভিমত কহিলাম হে সুভগে ॥
যা' কিছু বলেন করি' বুদ্ধি-যোগে অনুমান ॥ ২
সুস্থি সকাশে তব তাঁহাও বিশদ বলি ॥
অশ্রু অধম আর পায় বুদ্ধি অভিমানী ॥ ৩

অস্তায় করে এত মুখে নাহি কথা যায় ।
তখন তখনি প্রভু ধরি' নানা অবতার ।

যাহাতে ধরণী দেখু দ্বিজ সুর ক্লেশ পায় ॥
হরণ করেন সদা সজ্জন-দুখভার ॥ ৪

দো—বধেন অমুরে
করেন প্রসার

স্থাপেন দেবতা
নিজ মহাযশ

রাখেন বেদের মান ।
এ হেতু আসেন রাম ॥ ১২১

চৌ—সে-যশ কীর্তন করি' ভক্ত ভবনিধি তরে । তাঁ'র কলেবর ধরা ভক্তের হিত তরে ॥
রাম-জন্ম গ্রহণের কারণ অনেক তর । এক অশ্রু হ'তে আরো অধিক বিস্ময়কর ॥
ছুই এক জন্ম-কথা খুলে করি' বর্ণন । ভবানি শ্রবণ কর হ'য়ে অবহিত মন ॥
শ্রীহরির ছিল প্রিয় দ্বারপাল দুইজন । জয় ও বিজয় নাম জানে তাহা সব জন * ।
শনকাদি-মুনি-অভিশাপে সহোদর দ্বয় । অমুরের কলেবর ধরে তমোগুণ ময় ॥
হিরণ্যকশিপু আর হিরণ্যাক্ষ নাম ধরে । জগতে বিদিত বীর সুরপতি মদ-হরে ॥ ৩
সুবিখ্যাত বীর তাঁ'রা সমরে না হার মানেন । বরাহ-আকার ধরি' নিপাতেন এক জনে ॥
নরসিংহ-রূপে অশ্রু করেন তিনি সংহার । ভক্ত প্রহ্লাদ-যশ হইল যাহে প্রসার ॥ ৪

দো—তাহারাই দুই
দশানন আর

রাক্ষস হয়
কুন্তকরণ

মহাবীর বলবান ।
সুরজয়ী যুযুধান ॥ ১২২

চৌ—তিন জন্ম ধরি' ছিল অভিশাপ ব্রাহ্মণের । মুক্ত নহিল হত হ'য়ে করে ঈশ্বরের
ভক্ত গণের হিত-লাগি আরো একবার । ভক্ত-বৎসল হরি ধরিলেন অবতার ॥ ১
অদিতি কশ্যপ সেই পূর্বের মাতাপিতা । এবে দশরথ আর জননী কোশল-সুতা ॥
এক কল্পে এই মত অবতাররূপ ধরি' । করেন পাবন লীলা ধরণী-উপরে হরি ॥ ২
এক কল্পে দেবগণে দুখী দেখি' অতিশয় । জলধর দৈত্য-করে হ'য়ে সবে পরাজয় ॥
করেন ভবানী-পতি সমর অতি প্রবল । মারিলেও নাহি মরে তথাপি সে মহাবল ॥ ৩
শ্রী তাঁ'র পরমা সত্য তা'রি পাতিব্রত-গুণে । অসমর্থ মহেশ্বর তাহারে জিনিতে রণে ॥ ৪

* বৈকুণ্ঠধামে জয় ও বিজয় বিষ্ণু দুই দ্বারপাল । একবার শনক, সনন্দ প্রভৃতি চারিজন মহাবি ভগবানের দর্শন লাভের নিমিত্ত বৈকুণ্ঠে উপনীত হন । তাঁহাদের অবস্থা পাঁচ বৎসরের বাসকের মত, তাঁহারা দিগ্ভ্রম । জয়-বিজয় তাঁহাদের চিন্তিতেন না,—ভগবানের নিকটে যাইতে বাধা দেন । ইহাতে ঋষিদিগের মনে এক লীলার সঙ্কল্প উদ্ভিত হইল । তাঁহারা জবিলেন, ভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভ এমনই দুর্লভ হইয়াছে যে বৈকুণ্ঠধামে আসিলেও সহজে তাঁহার দর্শন লাভ ঘটে না ; অতএব এমন উপায় করা যাউক, যাহাতে পণ্ড পক্ষীরা পর্য্যন্ত অনায়াসে তাঁহার দর্শন পাইতে পারে । মনে মনে ইহা স্থির করিয়া মহাবিরা বলিলেন, “জয়-বিজয় ! তোমাদের দ্বারা অসাবধান ব্যক্তিগণের দ্বান ভগবানের ধামে হওয়া উচিত নহে । তোমরা কিছুদিন অম্বর ভ বাপন্ন হইয়া বাস কর ।” ঋষি-অভিশাপ গুনিয়া জয় ও বিজয় তাঁহাদের চরণে কাঁদিয়া পড়িলেন : ইত্যবসরে ভগবান বিষ্ণুও তথায় আবির্ভূত হইলেন ও মহাঋষিগণের যথেষ্ট অভ্যর্থনা করিলেন । তিনি জয় ও বিজয়ের অপরাধ স্বীকার করিয়া গইলেন ও বলিলেন,—ইহাদের উদ্ধারের জন্য আমি স্বয়ং অবতার হইব । এই জয় ও বিজয় সত্যযুগে হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু, ত্রেতার রাবণ ও কুন্তকর্ণ এবং দ্বাপরে দম্ববক্র ও শিশুপালরূপে জন্ম গ্রহণ করেন, এবং ভগবান ঐ তিন যুগে বরাহ, নৃসিংহ, রাম ও কুন্তকর্ণে অবতীর্ণ হইয়া ভক্তদ্বয়ের উদ্ধার করেন ।

দৌ—ছল করি' ত্রুত
রহস্য ইহার

ভাঙ্গিয়া করিলা
জানিল যখন

দেবতার কাজ সিদ্ধ ।
করে অভিশাপে বিদ্ধ ॥ ১২৩

চৌ—গ্রহণ করেন হরি অভিশাপ শির পাতি' । লীলার আধার কৃপা-আগার কমলা পতি ॥
জনমে রাবণ হ'য়ে সেই দৈত্য জলন্ধর । সমরে বিনাশি' দেন পরা-পদ রঘুবর ॥ ১
একবার এই ছিল তেতু তাঁর জনমের । যে কারণে ধরিলেন কলেবর মানবের ॥
হে মুনি প্রভুর প্রতি-অবতার বিবরণ । কতই বিধানে কবি করিলেন কীর্ত্তন ॥ ২
দেবর্ষি নারদ দেন অভিশাপ একবার । এক কল্পে সে কারণে হ'ল তাঁ'র অবতার ॥
এ কথা পশিতে কাণে সচকিতা শিবরাণী । বিষ্ণু-ভকত ঋষি আর তিনি মহাজ্ঞানী ॥ ৩
কিসের কারণে মুনি দেন হেন অভিশাপ । তাঁ'র পাশে রমাপতি কহ কি করিলা পাপ ॥
এ কাহিনী সবিশেষ কহ মোরে ত্রিপুরারি । নারদের মনে মোহ এ ত' বিস্ময়ের ভারি ॥ ৪

দৌ—তখন মহেশ কহেন হাসিয়া জ্ঞানী মূঢ় কিছু নাই ।
রাম যবে যা'রে করান যেমন তখনি হইবে তাই ॥ ১২৪ (ক)

সৌ—করি রাম-গুণ-কথা গান ভরছাজ কর অবধান ।
ভব-দুখ-নিবারণ রাম তুলসি ভজহ ত্যজি' মান ॥ ১২৪ (খ)

নারদের অহঙ্কার ও মায়ার প্রভাব

চৌ—হিমালয় মাঝে এক গুহা পূত অতিশয় । তাহার সমীপ দেশে সুর-শ্রোতস্বতী বয় ।
পবিত্র আশ্রম আর বাক্যাতীত শোভা তা'র ; হেরি' দেব-ঋষি-মনে লাগে অতি চমৎকার ॥ ১
নিরখি পর্বত নদী কতই বন-বিভাগ । উপজিল রমাপতি-শ্রীচরণে অমুরাগ ॥
ঐহরি-স্বরণ মাত্রে শাপেতে পড়িল বাধা * । সমাধিতে পূত মন হরি পদে গেল বাঁধা ॥ ২
হেরিয়া মুনির গতি বাসব শঙ্কিত চিত । আস্থানি' কামদেবে পূজিলেন যথোচিত ॥
সহচর সাথে করি' যাও দেব মম হেতু । হরষিত মনে যা'ন তথায় মকর কেতু ॥ ৩
সুরপতি মন-মাঝে উপজিল এই ত্রাস । মোর পুরী লাভেতে বা নারদের অভিশাপ ॥
ধরা মাঝে কামি' আর লোভিগণ মনে মনে । কুটিল বায়স সম ভয় করে সব জনে ॥ ৪

দৌ—নীরস অস্থি মুখেতে কুকুর খায় হেরি' মৃগরাজ ।
মনে ভয় পাচ্ছে কেড়ে লয় মৃগ্য ইন্দ্রের নাহি লাজ ॥ ১২৫

* দক্ষ প্রজাপতি নারদকে শাপ দিয়াছিলেন, তাহার ফলে নারদ একস্থানে স্থির থাকিতে পারিতেন না ।

১ যেমন কুকুর সিংহকে দেখিয়া শুক অস্থি মুখে লইয়া পলায় ও মনে করে হয়ত' বা তাহার অস্থিখণ্ড সিংহ কাড়িয়া লইবে, সেইরূপ মূর্খ ইন্দ্রের লজ্জা নাই । (ইন্দ্রের মনে হইল, হয়ত বা দেবর্ষি নারদ তাহার রাজ্য কাড়িয়া লইবার উদ্দেশ্যে ভ্রমস্তা করিতেছেন) ।

চৌ—দেবর্ষি আশ্রম' পরে মদন করি' গমন । করিলা মায়ায় নিজ বসন্তের সমাগম ॥
 নানা-রং ফুলে হ'ল কুসুমিত তরুগণ । কোকিল কুজন করে অলি করে গুজন ॥ ১
 প্রবাহিল প্রাণারাম ত্রিবিধ সুবাস-বহ । কামের কুশাগু যাহে আরো হয় হুঃসহ ॥
 নবীনা যুবতী যত রম্ভা আদি দেবাজনা । সবাই মনোজ-শর-কলা জ্ঞান সুনিপুণা ॥ ২
 তুলিয়া তরঙ্গ-তান সুললিতে গান করে । কন্দু-ক্রীড়া করে নানা হিলোলি' চারু করে
 সহচর-বল দেরি' পুলকিত মনোভব । সৃজন করিলা পুনঃ বিচিত্র প্রপঞ্চ সব ॥ ৩
 তাহাদের ছলা-কলা না ব্যাপিল মুনিবরে । তখন ত্রাসিত কাম আপন বিনাশ ভরে ॥
 অতি বড় রক্ষক শ্রীপতি সহায় যা'র । তাহার মর্যাদা-নাশ করিতে শক্তি কা'র ॥

দৌ—সহ সহচর শঙ্কিত অতি পরাভূত জানি' মনে ।
 পাড়িল মদন মুনি-পদতলে কাতর বচন সনে ॥ ১২৬

চৌ—নারদের হৃদে নাহি উদিল রোষের লেশ । প্রিয় কথা কহি' কামে তুয়েন মুনি বিশেষ
 অমুমতি করি' লাভ প্রণমি' চরণ' পর । ফিরিয়া যাইল কাম সহ নিজ সহচর ॥ ১
 সুরপতি-সভামাঝে করে কাম বর্ণন । মুনির শীলতা আর আপনার আচরণ ॥
 শুনিয়া হৃদয়ে সবে অতি বিস্ময় মানে । করি' তাঁ'র সাধুবাদ প্রণমে শ্রীভগবানে ॥ ২
 অনন্তর কাম-জয়ী এই ভাব ধরি' মনে । দেব-ঋষি উপনীত মহেশের সন্নিধানে ॥
 মদনের আচরণ বিবরিলা সবিশেষ । অতি প্রিয় জানি' হর দেন এই উপদেশ ॥ ৩
 বারবার মুনি তোমা এই মম নিবেদন । যে-ভাবে আমার কাছে করিলে এ বর্ণন ॥
 সে ভাবে শ্রীভগবানে যেন শুনা'য়ো না কভু । উঠিলেও এই কথা গোপন করিবে তবু ॥ ৪

দৌ—দিলেন মহেশ হিত-উপদেশ ভরে না নারদ-প্রাণ ।
 শুন ভরদ্বাজ রঙ্গের কথা হরি-ইচ্ছা বলবান্ ॥ ১২৭

চৌ—শ্রীরামের ইচ্ছা যাহা তা'ই হয় অবনীতে । কেহ হেন নাহি যেবা অশ্রুতা করে তা'তে ॥
 হরের বচনে তুষ্ট নহেক তাঁহার মন । বিধিলোকে তথা হ'তে করেন মুনি গমন ॥ ১
 একবার বীণাকরে সঙ্গীত সু-নিপুণ । করিতে করিতে গান পরমেশ হরিগুণ ॥
 গমন করেন ক্ষীর-পারাবারে মুনিবর । বিরাজ করেন যথা শ্রীনিবাস গদাধর ॥ ২
 সম্ভাষেন হর্ষ ভরে উঠি' রমা-নিকেতন । ঋষি সনে সুখাসনে করেন উপবেশন ॥
 হাসিয়া কহেন এই চরাচর-ঈশ্বর । বহুদিন পরে আজি কৃপা তব মুনিবর ॥ ৩
 যদিও প্রথম হতে ছিল মহেশের মানা । শুনান দেবর্ষি তবু কাম-আচরণ নানা ॥
 শ্রীরঘুনাথের মায়া প্রচণ্ড নিরতিশয় । কে জনমে ধরা'পরে মোহিত যে নাহি হয় ॥ ৪

.. দৌ—শুধু বদন করিয়া বচন ক'ন যুহু ভগবান্ ।
 স্মরিলেই তোমা যুচে মুনিবর মোহ কাম মদ মান ॥ ১২৮

চৌ—শুন মুনি হৃদে যা'র নাহি বিরাগ জ্ঞান । তা'রি মনে প্রলোভিত করে কাম মোহমান ॥
 ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ ধীরমতি তুমি মুনি । মদন তোমার কিবা করিবে তা' কহ শুনি ॥
 নারদ উত্তর দেন মনে রাখি' অভিমান । সকলি তোমার কৃপা কৃপাধার ভগবান্ ॥
 দেখেন করুণানিধি মনেতে বিচার করি' । উদগত মদ-তরু নারদের মন ভরি' ॥ ২
 ভকতের হিত করা সতত আমার পণ । স্বরায় ফেলিব দূরে করি' মূল-উৎপাটন ॥
 যাহে রজ হয় মোর হয় মুনি-উপকার । অবশ্যই সে উপায় করিব কোন প্রকার ॥ ৩
 তখন নারদ হরি-চরণে করিয়া নতি । ফিরেন হৃদয়ে আরো অহঙ্কার বাড়ে অতি ॥
 ঈপত্তি আপন মায়া প্রসার করি' তখন । তাঁহার দুর্গতি কিবা করেন কর অবণ ॥ ৪

বিশ্ব-মোহিনীর স্বয়ম্বর : নারদের মোহ ভঙ্গ

দৌ—পথেতে নগর করিলা সৃজন যোজন-শত প্রসার ।
 বৈকুণ্ঠ হ'তেও শোভাময়ী পুরী রচনা নানা প্রকার ॥ ১২৯

চৌ—নগরে নিবাস করে সুন্দর নর-নারী । অগণিত মনসিজ-রতি যেন তনুধারী ॥
 শীলনিধি নামে রাজা সে নগরে অধিষ্ঠিত । চম্ বাজি গজ রথ গণনা কে করে কত ॥ ১
 শত সুরপতি সম বিভব সুখ-বিলাস । বীৰ্য্য রূপ বল আর নীতির যেন আবাস ॥
 বিশ্ব-মোহিনী নামে সেই নৃপতির সূতা । নিরখি' যাহার রূপ রমা নিজে বিমোহিতা ॥ ২
 হরির(ই) মায়ার বশে কণ্ঠা সব গুণযুতা । কতই যে গুণ তা'র কহিবারে ভাষা কোথা ॥
 সেই নৃপতির সূতা আচরিবে স্বয়ম্বর । সমাগত সে কারণে অগণিত নৃপবর ॥ ৩
 সে নগরে শুনি যান কুতূহলী দেব-ঋষি । কারণ শুধান সবে হেরিয়া নগরবাসী ॥
 সকল বারতা শুনি' আসিলেন রাজপুরী । আসনে বসান নৃপ মুনিবরে পূজা করি' ॥ ৪

দৌ—দুহিতায় ডাকি' আনা'য়ে রাজন্ দেখা'ন নারদে তা'রে ।
 ক'ন তপোধন এর গুণাগুণ বলুন বিচার ক'রে ॥ ১৩০

চৌ—বৈরাগ্য ভুলেন মুনি রূপ করি' চরশন । তা'র পানে অপলকে চেয়ে র'ন বহুক্ষণ ॥
 লক্ষণ দেখি' তা'র হারা'ন আপন বশ । নারেন বলিতে মুখে প্রাণে আসে এক হরষ ॥ ১
 এ যাহারে মালা দিবে মরণ না তা'রে ছু'বে । তাহারে সম্মুখ রণে ত্রিভুবনে কে জিনিবে ॥
 চরাচর সবে পায়ে ধরিবে অর্ঘ্যের ডালা । শীলনিধি-সূতা যা'র গলে দিবে বর-মালা ॥ ২
 সব লক্ষণ মুনি গৌণে রেখে নিজ মনে । কপোল-কল্পিত কিছু কহেন নৃপ-সদনে ॥
 তনয়ার সুলক্ষণ নৃপে করি' কীৰ্ত্তন । নারদ চলিয়া যা'ন অতি চিন্তিত মন ॥ ৩
 হইবে করিতে মোরে সে-উপায় নির্দারণ । যে প্রকারে এই কণ্ঠা আমারে করে বরণ ॥
 না হ'বে কিছু এ কালে জপতপে নিরবধি । কেমনে এ কণ্ঠা-লাভ হ'বে মোর ওহে বিধি ॥ ৪

দো—এমন সময়

মম প্রয়োজন

রূপ-শোভা সুবিশাল ।

যাহে প্রীত বালা

আমার গলায়

দান করে জয়-মাল ॥ ১৩১

চৌ—কমনীয় রূপ-ভিক্ষা করি হরি-পদতলে । দেবী হ'য়ে যাবে কিন্তু তাঁর কাছে যেতে গেলে ॥
 তাঁহার সমান কেহ নাহি মম হিতকারী । সহায় এ ঘোর দায়ে যেন হ'ন চক্রধারী ॥ ১
 নারদ করেন নানা মিনতি হরির পায় । রক্তভরা কৃপাময় উদিলে আসি' তথায় ॥
 প্রভুর উদয় হে'রি' মূনির অঁখি জুড়ায় । কার্য্য সিদ্ধি ঠিক ভাবি' ফুল প্রাণ অতিশয় ॥ ২
 অতীব কাতর হ'য়ে সকলি জ্ঞানান পদে । করহ করুণা প্রভু সহায় হ'য়ে বিপদে ॥
 তোমার ও-রূপ প্রভু আমারে করহ দান । এ-ছাড়া পাইতে তা'রে উপায় নাহিক আন ॥ ৩
 যাহাতে আমার হিত হয় হে দীন-শরণ । স্বরায় কর তা প্রভু আমি তব নিজ-জন ॥
 নিরখি' আপন মায়া-প্রভাব অতি বিশাল । মনে মনে হাসি' মুখে কহেন দীন-দয়াল ॥ ৪

দো—পরম কল্যাণ

হয় যেই মতে

নারদ শুন তোমার ।

অন্ত কিছু নয়

তাহাই করিব

বুধা নহে অঙ্গীকার ॥ ১৩২

চৌ—রোগেতে ব্যাকুল রোগী কুপথ্য কামনা করে । হে যোগি হে মুনি শুন নাহি দেয় বৈষ্ণবরে ॥
 এই ভাবে তব হিত করিতে করি মনন । এত বলি' তথা হ'তে অপসৃত নারায়ণ ॥ ১
 মায়াতে বিবশ হ'য়ে মৃঢ় প্রায় হ'ন মুনি । না বুঝেন গুঢ় অর্থ শূনি' শ্রীহরির বাণী ॥
 স্বরিত গতিতে তথা করেন প্রতিগমন । স্বয়ং সভা যথা সজ্জিত অতুলন ॥ ২
 নিজ নিজ সিংহাসনে বসিয়া নৃপতিগণ । বহু সাজ সজ্জা করি' সহ সহচরগণ ॥
 মনে ফুল অতি মুনি আপনার রূপ-তরে । ভুলেও অপরে মালা দিবে না তাজিয়া য়োরে ॥ ৩
 মুনির হিতের তরে কল্যাণ-নিধি প্রভু । দিলেন কু-রূপ হেন কথনে না যায় কভু ॥
 রহস্ত কাহারো কিন্তু না হয় অঁখি-গোচর । সকলে প্রণাম করে জানি' দেব-ঋষিবর ॥ ৪

দো—সেখায় আছিল

রক্ত-গণ দুই

রহস্ত জানিত তা'রা ।

দ্বিজ-বেশ ধরি'

বেড়াইতেছিল

তা'রাও রক্তভরা ॥ ১৩৩

চৌ—অতি অহঙ্কার হৃদে করিয়া পরিপোষণ । যে-সারিতে মুনিবর করিলা উপবেশন ॥
 সে খানেই বসেছিল শিব-গণ দুই জনে । বিপ্র-বেশ ধরা হেতু তা'দের না কেহ চিনে ॥ ১
 নারদে শুনা'য়ে কহে দুইজনে ব্যঙ্গ করি' । বিরূপ দিলেন হরি শোভা হেঁরে প্রাণে মরি ॥
 এমন মোহন রূপে মজ্জিবেই রাজবালা । এর-ই বিশেষ করি' হরি জ্ঞানি' দিবে মালা ॥ ২
 মোহ-ভ্রাস্ত মুনি-মন নাহিক আপন বেশে । শিব-গণ মন-সুখে হেসে' হেসে' উপহাসে ॥
 যদিও তা'দের ব্যঙ্গ শশে নারদের কাণে । ভ্রম-ভরা মতি বেশে নাহি আসে প্রণয়ানে ॥ ৩
 এ রহস্ত না জানিল সভামাঝে কোন জন । রাজবালা শুধু করে সেইরূপ দরশন ॥
 মর্কট-মত মুখ ভয়ঙ্কর কলেবর । নিরখি' বিকট রূপ ক্রোধ জাগে হৃদি' পর ॥ ৪

• দো—সহচরী-সনে যায় রাজবালা চলিছে যেন মরাল ।
নৃপগণে হেরি' ফিরিতে লাগিল পদ্ম-করে জয়মাল ॥ ১৩৪

চৌ—যে-দিকে নারদ রহে রূপের গরব ভরে । ভুলেও সে-দিক পানে দৃষ্ণপাত নাহি করে ॥
ব্যাকুলিত-প্রাণ মুনি ভেড়ে ভেড়ে ওঠে বসে । দশা হেরে' শিব-গণ দ্বয় মৃদু মৃদু হাসে ॥ ১
নৃপ-দেহ ধরি' তথা প্রভু সমুদিত হ'ন । তরমিতা বালা করে জয়-মালা অর্পণ ॥
কিন্তু ল'য়ে অপমৃত হ'লেন রমা-নিবাস । নৃপতি-সমাজ-মন বিরস অতি নিরাশ । ২
অতীব বিকল মুনি বুদ্ধি-নাশ মোহ-ফলে । মাণিক হারা'ল যেন দৈব-বশে গাঁঠ খুলে' ॥
মৃদু হেসে নারদের প্রতি কহে শিব-গণ । মুকুর লইয়া মুখ কর ত' অবলোকন ॥ ৩
এ-কথা ব'লেই ছ'য়ে ত্রাসে পলাইয়া যায় । সলিলে আপন মুখ মুনি দেখিবারে পায় ॥
নিরখি' আপন বেশ ক্রোধে জ্বলে কলেবর । সে-ছ'য়ে কঠোর শাপ দিলেন মহর্ষিবর ॥ ৪

দো—যাও থাক' গিয়ে রাক্ষস হ'য়ে কপটী পাপী দুজন ।
মোর উপহাসে ধর প্রতিফল হে'স হেরি' মুনি কোন ॥ ১৩৫

• চৌ—জ্বলেতে হেরিতে পুনঃ পান রূপ আপনার । প্রাণে সন্তোষ তবু নাহি আসে পুনর্ব্বার ॥
অধর ফুলিছে ক্রোধে ভরা তাঁ'র অন্তর । ভরাগতি চলিলেন বিষ্ম-লোকে মুনিবর ॥ ১
হয় দিব অভিশাপ আর নহে দিব প্রাণ । ত্রিলোকে আমার হরি করা'লেন অপমান ॥
মধ্য-পথেতে মুনি দেখা পান দৈত্য-অরি । সঙ্কেতে রমা আর সেই নৃপ-সুকুমারী ॥ ২
মধুর বচনে তাঁ'রে কহিলেন সুরস্বামী । এমন ব্যাকুল হ'য়ে কোথা যাও মুনি তুমি ॥
শুনিয়া মুনির মনে উপজিল অতি ক্রোধ । মায়া-বশে না রহিল মন-মাঝে শুভ-বোধ ॥ ৩
কহেন সহিতে নার' অপরের বৈভব । ঈর্ষা কপট ভরা হৃদয়-আগার তব ॥
পাগল করিলে রুদ্ধে সাগর মথন-কালে । দেবগণে পাঠাইয়া বিষপান করাইলে ॥ ৪

দো—অমুরে মদিরা হলাহল হরে কৌশুভ রমা তোমার ।
অতি স্বার্থপর কূটমতি তুমি সদা ক্রুর ব্যবহার ॥ ১৩৬

চৌ—শৈবাচারী অতিশয় কেহ নাহি গুরুজন । যা' আসে তোমার মনে তা'ই কর আচরণ ॥
শুভেরে অশুভ কর অশুভে মঙ্গল সদা । না তোমার হর্ষ নাহি খেদ তব হৃদে কদা ॥ ১
প্রবঞ্চনা করি' করি' সবারে পরীক্ষা করা । শঙ্কাহীন মন এতে সতত উৎসাহ ভরা ॥
শুভাশুভ কর্ম্ম কভু তোমারে না বাধা দিল । তোমা হেন শঠে সোজা-আজ্ঞা কেহ না করিল ॥ ২
উপযুক্ত জন সনে হ'ল এবে ব্যবহার । আপন কাজের ফল পা'বে তুমি এইবার ॥
যে-দেহ ধরায়ে তুমি আমারে কর ছলন । এই মম অভিশাপে সে দেহ কর ধারণ ॥ ৩
বানর-আকার মোর ক'রেছিলে যেইরূপ । সে বানর-সহায়তা চাহিতে হ'বে সেক্ষপ ॥
যেমন করিলে তুমি মোর ঘোর অপকার । নারীর বিরহ-বশে সহিবে দুখ অপার ॥ ৪

দো—শাপ ধরি' শিরে
আপনার মায়া-

হরষিত মনে
প্রবলতা শেষে

করেন বহু বিনয় ।
হ'রে লন দয়াময় ॥ ১৩৭

চৌ—নিজ মায়া সম্বরণ করিলেন যবে হরি ।
তখন নারদ অতি ভয়াকুল কলেবরে ।
কহেন আমার শাপ বুধা হ'ক্ দয়াময় ।
মুনি ক'ন দুর্ব্বচন বহু কার উচ্চারণ ।
যাও গিয়া জপ কর শঙ্করের শত নাম ।
মহেশ সমান আর প্রিয় কেহ নাহি মোরে ।
ত্রিপুরারি না করেন যা'রে কৃপা প্রদর্শন ।
এ-কথা স্মরণ রাখি' কর ধরা-বিচরণ ।

কোথা-বা কমলা আর কোথা সে নৃপ-কুমারী ॥
প্রণত-আন্তিহারী পড়িলা চরণ 'পরে ॥ ১
এ-সকলি মোর ইচ্ছা কহিলেন কৃপাময় ॥
এ-পাপ ঘুচিবে কিসে কহ পাপ-বিমোচন ॥ ২
শাস্তি আসিবে ত্বরা পাইবে মন-বিরাম ॥
এ বিশ্বাস পরিত্যাগ ক'রো না ভ্রমের (এ) ভরে ॥ ৩
সে কভু না পায় মুনি আমার ভকতি ধন ॥
তোমার নিকটে মায়া আসিবে না কদাচন ॥ ৪

দো—মুনিবরে বহু
সতালোকে তবে

প্রবোধ প্রদানি'
যা'ন মুনিরাজ

হ'ন প্রভু অন্তর্দান ।
করি' রাম-গুণ গান ॥ ১৩৮

চৌ—মোহ-অপগত মন নারদ প্রফুল্ল মতি ।
অতি ভয়-ভীত মনে আসেন নিকটে তাঁ'র ।
বিপ্র নহিক মোরা ছুই শিব-অনুচর ।
করুণা করহ প্রভু এই শাপ-বিমোচনে ।
রাক্ষস-দেহ ধরি' রহ গিয়া ছুইজন ।
আপনার ভুজবলে ত্রিভুবন পা'বে পায় ।
মরণ হরির করে সমরে হ'বে দৌতার ।
মুনিরে প্রণাম করি ছু'জনে চলিয়া যান ।

দেখেন শঙ্কর-গণ করেন পথেতে গতি ॥
পায়ে ধরি' দীন ভাষা ক'ন দৌহে বারবার ॥
বড়-অপরাধ ফল পাইয়াছি মুনিবর ॥
কহেন নারদ তবে দয়া যাঁর দীনজনে ॥ ২
বিপুল বিভব হ'বে তেজ বল অতুলন ॥
তখন ধরায় বিষ্ণু ধরিবেন নর-কায় ॥ ৩
মুক্তি লভিবে যে'তে না হ'বে সংসারে আর ॥
সময় আসিলে দৌহে রাক্ষস-দেহ পা'ন ॥ ৪

দো—এক কল্প-মাঝে
সুর-রঞ্জন

ইহারি কারণে
সজ্জন-সুখ

লন প্রভু অবতার ।
ভঞ্জন ভূমি-ভার ॥ ১৩৯

চৌ—এই মত শ্রীহরির জনম করম যত ।
কল্পে কল্পে যখন-ই লন প্রভু অবতার ।
তখন করেন গান লীলা মুনিরাজগণ ।
অম্লপ প্রসঙ্গ কত ক'রেছেন বর্ণিত ।
অন্তহীন হরি আর অনন্ত হরির কথা ।
রঘুকুলেশ্বর রামলীলা কথা মনোময় ।
হে ভবানি এ প্রসঙ্গ কহিলাম বুঝাবারে ।
লীলার আধার প্রভু প্রণতের হিতকারী ।

সুন্দর সুখ-প্রদ বিচিত্র কতই মত ॥
কত মনোহর লীলা আচরেন প্রতিবার ॥ :
পরম পুণিত কাব্য-কথা করি' বিরচন ॥
শুনিয়া বিবেকিগণ নাহি হ'ন বিস্মিত ॥ ২
কহেন শুনেন সাধু কত মতে এই গাথা ॥
কোটি কল্প গাহিলেও কভু শেষ নাহি হয় ॥ ৩
হরি-মায়া বিমোহিত করে জ্ঞানী মুনি বরে ॥
সেবিণে শূলভ আর সব-বিধি ছুখ-হারী ॥ ৪

সো—কেহ নাহি মূর মুনি নর
এ বিচার রাখি' হৃদি' পর

মোহিত না করে মায়া যা'য় ।
'পড়' মহামায়া-পতি-পায় ॥ ১৪০

চৌ—অপর কারণ শুন ওগো হিমালয়-সুতা । বিশদ করিয়া তোমা কহি সে বিচিত্র কথা ॥
যে-কারণে জন্মাতীত গুণাতীত বীতরূপ । ব্রহ্মা সে ধরেন কায় কোশল পুরীর ভূপ ॥ ১
যাঁহারে হেরিলে বনে করিছেন বিচরণ । অমুজের সনে মুনি-বসন করি' ধারণ ॥
যে-শ্রভুর লীলা করি' নিজ চ'খে দরশন । মতী-কলেবরে তুমি পাগল হ'লে অমন ॥ ২
এখনো যাহার রেশ নহেক অপসারিত । ভ্রান্তি-রোগ-বিনাশিনী সে-কথা শুন পুণিত ॥
যে-যে লীলা করিলেন শ্রভু সেই অবতারে । সকলি তোমারে বলি নিজ মতি অনুসারে ॥ ৩
যাজ্ঞবল্ক্য ক'ন ভরদ্বাজ শুনি' শিব-বাণী । মপ্রেম সঙ্কোচ-হাসি হাসিলেন ভবরাণী ॥
অনন্তর আরম্ভন করিলেন বৃষকেতু । বর্ণন শ্রীরামের অবতার যেবা হেতু ॥ ৪

দৌ—কহি সে-সকল তোমার সকাশে সব কলি-পাপ-হারী ॥
মন দিয়া শুন শ্রীরামের কথা মুদ-মঙ্গল কারী ॥ ১৪১

মনু-শতরূপা কাহিনী

চৌ—স্বায়ম্ভুব মনু আর শতরূপা রাণী তাঁ'র । যাঁহাদের ত'তে ত'ল নর-সৃষ্টি এধরার ॥
অতীব নির্মল ছিল দম্পতির আচরণ । আজো বেদ কীর্তি যাঁর গান করে যে কারণ ॥ ১
নৃপতি উত্তানপাদ সে মনুর আত্মজ । পুত্র তাঁর প্রব ভক্ত হরিপদ-পঙ্কজ ॥
মনুর কনিষ্ঠ সূত প্রিয়ব্রত নাম তাঁ'র । বেদ পুরাণেতে বহু বাখান করেন যাঁ'র ॥ ২
দেবহুতি নামে পা'ন প্রিয়ব্রত এক সূতা । মুনি বর্দ্ধমের তিনি হ'লেন প্রিয় বনিতা ॥ ৩
কৃপাময় ভগবান্ আদিদেব কপিলেরে । এই দেবী দেবহুতি ধবেন নিজ জঠরে ॥ ৩
সাংখ্য শাস্ত্র সেই মুনি করিলেন নির্মাণ । তত্ত্ব-বিচার কলা কৌশলী ভগবান্ ॥
সেই স্বায়ম্ভুব রাজ্য করিলেন বহুকাল । পরমেশ-আজ্ঞা মত পালিলেন প্রজাপাল ॥ ৪

সো—বিষয়েতে না আসে বিরাগ
হৃদয়েতে বড়ই বিষাদ

জরা এল রহিতে ভবনে ।

জন্ম যায় ভক্তি বিহনে ॥ ১৪২

চৌ—হঠ করি' তনয়েরে সিংহাসন করি' দান । মহিষী লইয়া সাধে করেন বনে প্রয়াণ ॥
খ্যাত নৈমিষ তীর্থ তুল্য যা'র নাহি কোথা । অতি পুণ্যময় স্থান সাধকের সিদ্ধি দাতা ॥ ১
নিবাস করেন যথা মুনি ঋষি সিদ্ধগণ । যা'ন তথা মূনিরাজ অতিশয় ফুল্ল মন ॥
পথেতে চলেন শোভা দোহাকার এইমত । শরীরে জ্ঞান আর ভক্তি চলে যেইমত ॥ ২
উত্তরিত অবশেষে হ'লেন গোমতী-তীরে । হরষিত মনে স্নান করেন বিমল নীরে ॥
আসেন করিতে দেখা সিদ্ধ মুনিঋষি জ্ঞানী । ধর্ম রক্ষাকারী রাজ-ঋষি ব'লে তাঁ'রে জানি' ॥ ৩

যেখানে যেখানে ছিল যত তীর্থ সন্মোহন ।
কৃশতমু মুনিবেশ দৌহাকার পরিধান ।

করা'ন সকল তীর্থ সমাদরে মানগণ ॥
সাধু-সঙ্গেতে বসি' শুনে নিত পুরাণ ॥ ৪

দো—দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র তখন
বাসুদেব-পদ- পঙ্কজে মন

জপিলেন অমুরাগে ।
দম্পতির অতি লাগে ॥ ১৪৩

চৌ—করেন আহার শুধু শাক আর ফল কন্দ ।
হরির কারণে তপ আরম্ভ করেন কালে ।
হৃদয় মাঝারে জাগে নিরন্তর অভিলাষ ।
গুণাতীত খণ্ডহীন অনন্ত যিনি অনাদি ।
নেতি নেতি বলি' যাঁ'রে বেদ করে নিরূপণ ।
মহাদেব চতুর্মুখ বহু বিষু-ভগবান্ ।
এমন প্রভুও সদা ভকতের বশ র'ন ।
বেদের এ কথা যদি যথার্থই সত্য হয় ।

হৃদয়ে স্মরেন ব্রহ্ম সং চিৎ পরানন্দ ॥
সলিল আধার করি বরজেন ফল মূলে ॥ ১
নয়ন ভরিয়া হেরি সেই প্রভু ত্রিনিবাস ॥
যাঁহারে রাখেন চিতে যত পরমার্থবাদী ॥ ২
আনন্দ-স্বরূপ সেই নিরূপাধ অনুপম ॥
যাঁ'র অংশ হ'তে সবে হ'লেন প্রকাশমান ॥ ৩
করেন ভকত-হিতে লীলায় তমু ধারণ ॥
তবে আমাদের আশা পূর্ণ হ'বে নিশ্চয় ॥ ৪

দো—এই ভাবে ছয়
বৎসর সাত

হাজার বছর
সহস্র আবার

সলিল আহার ক'রে ।
রহেন বায়ুর 'পরে ॥ ১৪৪

চৌ—বছর সহস্র দশ বায়ু না করি' গ্রহণ ।
চতুর্মুখ হরি হর নিরখি' তপ অপার ।
বর লহ বলি' বহু দেখা'লেন প্রলোভন ।
অস্থি-শুধু অবশেষ যদিও সে কলেবর ।
তখন দীনের প্রভু ভগবান্ অন্তর্য্যামী ।
বর চাহ বর চাহ হইল আকাশবাণী ।
সেই মৃত-সঞ্জীবনী বাণী অতি সুমধুর ।
দৃষ্ট পুষ্ট এক ক্ষণে হ'ল তমু মনোহর ।

এক পদে দাঁড়াইয়া রহিলেন দুইজন ॥
আসিলেন মমুরাজ-সমীপে অনেক বার ॥ ১
মহাবীর জায়া-পতি বিচলিত নাহি হন ॥
তথাপিও অমুমাত্র পীড়া নাই হৃদি 'পর ॥ ২
বুঝিলেন নাগগতি নিজ ভক্ত রাজারাগী ॥
পরম গভীর যেন করুণার মন্দাকিনী ॥ ৩
যেমন শ্রবণ-পথে পশিল হৃদয়-পুর ॥
এখনি আসেন যেন দু'জনে তাজিয়া ঘর ॥ ৪

দো—শ্রবণ-অমিয়
দণ্ডবৎ করি'

সম বাণী শুনি'
কহিলেন মমু

পুলক-মুগ্ধ কায় ।
প্রেম না ধরে হিয়ায় ॥ ১৪৫

চৌ—ভকতের কল্পতরু তুমি ভক্ত-কামধেনু ।
সেবায় স্নলভ তুমি সব সুখ-প্রদায়ক ।
হে অনাথ-হিতকারি স্নেহ যদি আমা-দৌহে ।
যে রূপে হরের মনে কর তুমি অধিষ্ঠান ।
যে রূপ ভূযুগু-মন-মানসসর-মরাল ।
হেরি যেন দুইজনে সে রূপ ভরি' লোচন ।

চতুর্মুখ হরিহর-পূজিত ও পদ-রেণু ॥
তুমি হে প্রণত-পাল অচর-চর রক্ষক ॥ ১
প্রসন্ন হইয়া তবে এই বর দেহ ওহে ॥
যাঁ'র তরে করে মুনি'যতন সমপি' প্রাণ ॥ ২
সগুণ নিগুণ বলি' গায় বেদ চিরকাল ॥
এই কৃপা কর' দেব প্রণত-হৃৎ মোচন ॥ ৩

দম্পতির এ মিনতি-তাঁর কাছে প্রিয় লাগে। মৃদুল বিনয়ভরা অভিসিক্ত অমুরাগে ॥

ভকত-বৎসল প্রভু অশেষ কৃপা-নিধান। নিখিল-আবাস তবে দেখা দেন ভগবান্ ॥ ৪

দো—নীল শতদল
ভঙ্গ-শোভা হেরি'

নীল মণি নীল-
লাঞ্জে অবনত

নীরধর-ঘন শ্রাম।
শত কোটি কোটি কাম ॥ ১৪৬

চৌ—শরতের রাকাশশী বদন শোভার সীমা। সূচাক কপোল গ্রীবা চিবুক নাহি উপমা ॥

অরুণ-অধর রদ নাসিকা নাহি তুলন।

বিধুকর-নিবর বিনন্দক হাসি কর্ম ॥ ১

অমুজ-নব যেন অম্বক-ছবি মরি।

ললিত বিলোকনি অতি প্রাণ-মোহকরী ॥

ক্রকুটী মনোজ-চাপ-গর্ব হরিয়া লয়।

ভিলক ললাট-পটে দিব্য প্রকাশময় ॥ ২

মকর-কুণ্ডল শিরে মুকুট-বর শোভিত।

ভ্রমর পাঁতির সম কেশদাম কুণ্ডলিত ॥

ত্রিবৎস-সাজিত উর সুন্দর বনমাল।

রতন-খচিত হার আভূষণ মণি-জাল ॥ ৩

স্বক কেশরী সম উপবীত সুন্দর

বাহুর ভূষণ সেও অতি প্রাণ মনোহর ॥

করী-কর-নিন্দিত ভুজযুগ সুমহান।

কটিতে তুণীর বাঁধা করে শোভে ধনুবাণ ॥ ৪

দো বিজলী জিনিয়া
ভ্রমর-চক্র

পীতবাস মরি
যেন যমুনা

ত্রিবলী উদরে শোভে।
নাভি হেন মন লোভে ॥ ১৪৭

চৌ—রাজীব চরণ-তল নাহি আসে বর্ণনায়।

মুনি-মন-মধুকর নিয়ত নিবসে যায় ॥ ১

বামেতে বাড়ান শোভা সেই চর-অমুকুল।

আদি-শক্তি শোভারশি জগত কারণ-মূল ॥ ১

স্বক্ট যাঁর অংশ হ'তে হ'ন সর্ব-গুণময়ী।

গণনা-অতীত রমা ঈশানী ব্রহ্মাণী ত্রয়ী ॥

ক্রকুটী-বিলাস মাত্রে যাঁ হ'তে জগত জাগে।

সেই শক্তিরূপা সীতা শ্রীরামের বামভাগে ॥ ২

শোভার সাগর হরি-রূপ করি' দরশন।

স্তব্ধ রহেন দৌহে অপলক ছ'নয়ন ॥

অমুপম সেইরূপ দেখেও ভরি লোচন।

তৃপ্ত তথাপি নহে শতরূপা মনু-মন ॥ ৩

পুলকে' আপনহারা দেহ-বোধ বিস্মৃত।

জড়'য়ে চরণযুগ দণ্ড-প্রায় নিপতিত ॥

পরশেন প্রভু শির দিয়া কর-শতদল।

ধরিতে তুলেন দৌহে করণায় ঢলঢল ॥ ৪

দো—বলেন তখন
যাহা মন চায়

করুণা-নিধান
চাহ সেই বর

আমায় সদয় জানি'।
মহাদাতা বলি' মামি' ॥ ১৪৮

চৌ—প্রভুর আদেশ শুনি' জুড়িয়া যুগলপাণি। ধৈর্য ধরিয়া প্রাণে ক'ন স্নেহামল বাণী ॥

চরণ অমুজ তব করি' প্রভু দরশন।

এখন সকলি মোর বাসনা হ'ল পূরণ ॥ ১

শুধু এ হৃদয়ে এক লালসা জাগে অপার।

কি বলিব একাধারে সহজ কঠিন আর ॥

অতীব সুগম তুমি দয়াভরে দিলে পরে।

কঠিন আমার মত দীন অভাজন-তরে ॥ ২

কল্পতরু লাভ করি' অর্থহীন দীনজন।

সঙ্কোচ মানে মনে যাচিতে অগাধ ধন ॥

তাহার প্রভাব কত স্বপনেও নাহি জানে।

হয় প্রভু সংশয় সেইমত মোর প্রাণে ॥ ৩

জান' ত' সকলি তুমি অন্তর্যামী ভগবান্ ।

হে নাথ পুরাও মম আছে যাহা মন-কাম ॥

সব দ্বিধা পরিহরি' যাচ' রাজা মোর কাছে ।

তোমায় আমার বল অদেয় বা কিবা আছে ॥ ৪

দো—দাতা-শিরোমণি

কৃপানিধি নাথ

কহি অকপট ভাষে ।

তোমার সমান

সুত চাতি প্রভু

কি লুকা'ব তব পাশে ॥ ১৬৯

চৌ—রাজার ভকতি হেরি' অমূল্য বচন শুনি' । তা'ই হ'বে অঙ্গীকার করিলেন কৃপামণি ॥

আমার মণ্ডন আর দ্বিতীয় কোথায় পা'ব ।

আমিই আপনি তব সুত হ'য়ে জনমিব ॥ ১

ক'ন হেরি' শতরূপা দাঁড়াইয়া জোড়-কর ।

তোমার যা' অভীষ্ট যাচ' দেবি সেই বর ॥

রাগী ক'ন প্রভু যাহা চা'ন রাজা সুচতুর ।

কৃপাময় আমারেও লাগে অতি সুমধুর ॥ ২

কিস্ত দেব হয় মম ধৃষ্টিতা অতিশয় ।

যদিও হে ভক্ত-হিত সদয় তব হৃদয় ॥

ত্রিভুবন-অধিপতি তুমি স্বয়ম্ভুর পিতা ।

ব্রহ্ম তুমি সবাচার বিদিত হৃদয়-কথা ॥ ৩

এ-কথা বিচার করি' সংশয় জাগে মনে ।

যদিও প্রভুর বাণী অসত্য নহে স্বপনে ॥

হে নাথ অনন্ত মতি হ'য়ে যে শরণে ধায় ।

যে অথগু স্বাথ লভে যে পরমা গতি পায় ॥ ৪

দো—সে সুখ সে গতি

সেই ভক্তি পরা

চরণে তেমনি শ্লেহ ।

সে বিচার আর

জীবনের ধারা

কৃপা করি' মোরে দেহ ১৫০

চৌ—শুনিয়া রাগীর মুখ গভীর ভাষা-রচন ।

কল্পণা নিধান ক'ন তখন মুখ বচন ॥

তোমার হৃদয়-মাঝে যা' কিছু বাসনা রয় ।

সকলি দিয়াছি আমি নাহি আন' সংশয় ॥ ১

জননি তোমার এই সু-বিবেক অভুলন ।

মম অন্ত্রগ্রাহে দূর নাহি হ'বে কদাচন ॥

চরণে প্রণমি' মনু কহিলেন পুনর্ব্বার ।

তোমার সদনে প্রভু' মিনতি আছেয়ে আর ॥ ২

পদে প্রীতি হয় যেন তনয়ে পিতার প্রায় ।

বলুক আমারে হুট যদি কা'রো মন চায় ॥

মণি বিনা ফণী যথা জল বিনা যথা মীন ।

প্রাণ যেন থাকে তথা তোমার হ'য়ে অধীন ॥ ৩

এ বর কামনা করি' পা' জড়া'য়ে প'ড়ে র'ন ।

তা'ই হ'বে তাঁর প্রতি বরুণা নিধান ক'ন ॥

এবে তবে মহারাজ আমার আদেশ মানি' ।

নিবাস করহ গিয়া সুরপতি-রাজধানী ॥ ৪

সো—করি' সেথা ভোগ সুবিশাল

পুনঃ কিছুকাল গতে তাত ।

হ'বে তুমি অযোধ্যা ভূপাল

তথা আমি হ'ব তব স্তূত ॥ ১৫১

চৌ—আপন ইচ্ছার বশে ধরি' নর-কলবর ।

তোমার আলায়ে আমি আসিব ধরণী'পর ॥

আপনার অংশ সনে হে তাত ধরিয়া কায় ।

আচরিব সেই লীলা ভক্ত যাহে সুখ পায় ॥ ১

আদরে সে লীলা-কথা শুনি' ভক্ত ভাগ্যবান্ ।

যা'বেন ভবের পার ত্যজি মায়া মদ মান ॥

আদি শক্তি যাঁহা হ'তে উদ্ধৃত চরাচর ।

সে মায়াও আবির্ভূত হ'বে ধরণী 'পর ॥ ২

তোমার প্রাণের আশা করিব পরিপূরণ ।

সত্য সত্য করি' কহি সত্য আমার পণ ॥

বারবার এই কথা বলিয়া কৃপানিধান ।

অবশেষে অন্তর্হিত হইলেন ভগবান্ ॥ ৩

কুপাময়ে ভক্তিভরে যুগলে হৃদয়ে ধরি' । কিছু কাল আশ্রমে রহেন নিবাস করি' ॥
পূর্ণ হইলে কাল বিনাক্লেশে ত্যজি' কায় । অমরাবতীতে গিয়া নিবসেন নররায় ॥ ৪

দো—পরম পুণিত এই ইতিহাস উমায় মহেশ ক'ন ।
শুন ভরদ্বাজ যে কারণে আর শ্রীরাম জনম ল'ন ॥ ১৫২

প্রতাপ ভানুর উপাখ্যান

চৌ—প্রাচীন সে কথা মুনি শুন পুণ্যময়ী অতি । যে-কথা কহিলা হর জননী ভবানী-প্রতি ॥
কেকয় নামেতে এক বিশ্ব-বিদিত দেশ । সত্যকেতু নামে রাজ্য করেন তথা নরেশ ॥ ১
ধরম রক্ষক তিনি নীতি গুণ জ্ঞানবান্ । প্রতাপ ও তেজশীল সুবিশেষ বলবান্ ॥
জনমে তাঁহার দুই আশ্রজ মহাবীর । সকল গুণের ধাম সমরেতে মহাধীর ॥ ২
জ্যেষ্ঠ সূত যেই জন যেবা রাজ্য-অধিকারী । নামেতে প্রতাপভানু অতি ধীর সুবিরারী ॥
অরি-মর্দন নামে আছিল অপর সূত । সমরে অচল-সম বাহুবল অতুলিত ॥ ৩
ভা'য়ে ভা'য়ে বড় স্নেহ বড় প্রীতি অবিচল । সে প্রণয় ছল দোষ পরিশূন্য নিরমল ॥
জ্যেষ্ঠ তনয়ে রাজ্য করি' দীন রাজ্যাসন । ত্রিহরি-ভজনা তরে গমন করেন বন ॥ ৪

দো—জ্যেষ্ঠ সূত যবে হ'লেন নৃপতি ধন্য ধন্য করে দেশ ।
পালেন প্রজায় বেদ-বিধি মতে নাহিক পাপের লেশ ॥ ১৫৩

চৌ—চতুর সচিব তাঁ'র সদা নৃপ-হিতকারী । নাম তাঁ'র ধর্ম্যরুচি শুক্রাচার্য্য-বুদ্ধিধারী ॥
সুচতুর মন্ত্রী আর অনুজ অজেয় বীর । প্রতাপের পুঞ্জ নিজে সমরে অসীম ধীর ॥ ১
চতুরঙ্গ সেনা সঙ্গে সাগর-তরঙ্গ যেন । সমর-কুশলী বীর সবে কালান্তক যেন ॥
বাহিনী দর্শন করি' নৃপ হরষিত প্রাণে । বাজিতে লাগিল ভেরী সুগভীর নিঃশব্দে ॥ ২
শুভদিনে শুভক্ষণে দুন্দুভি করি' বাদন । বিজয়ে চলেন নৃপ সাজাইয়া সেনাগণ ॥
যথায় তথায় বহু রণ আচারিত হয় । বাহুবলে সব নৃপে করিলেন পরাজয় ॥ ৩
সপ্তদ্বীপ এইরূপে আপন কবলে আনি' । রাজদণ্ড কেড়ে ল'য়ে ছাড়ি' দেন নৃপমণি ॥
সকল অবনী মাখে বিরাজিত সেই কাল । কেবল প্রতাপভানু একছত্রী মহীপাল ॥ ৪

দো—আপন কবলে আনিয়া বিশ্ব করেন পুরী-প্রবেশ ।
ধর্ম্য অর্থ আদি সব সুখ ভোগ করেন কালে নরেশ ॥ ১৫৪

চৌ—প্রতাপ ভানুর বল লাভ করি' বশুন্ধরা । কামদা ধেমুর প্রায় হ'ল প্রাণ মনোহরা ॥
নাহিক ছথের লেশ সুখী সব প্রজাগণ । সকলে ধরম রত হ'ল নরনারিগণ ॥ ১
সচিব ধরমশীল হরি-পদে তাঁ'র প্রীতি । নৃপের হিতের তরে শিখাতেন নিত নীতি ॥
সাধুজন সুর গুরু শিষ্যগণ ব্রাহ্মণ । করেন এ সবাংকার সেবা নৃপ অনুক্ষণ ॥ ২

দরিদ্রের মত ক্রোধ লুকাইয়া নিজ মনে । কপট-তাপস বেশে রয়ে রাজা সেই বনে ॥ ১
 নৃপতি প্রতাপভানু ইহারি সমীপে যা'ন । স্বরিতে নৃপতি বলি' করে ক্রুর অহুমান ॥ ২
 তুষায় কাতর নৃপ না চিনিলা দুরাচায়ে । সুবেশ নিরখি' মহামুনি জ্ঞান হ'ল তাঁ'রে ॥ ৩
 অথ হ'তে অবতরি' করেন তাঁ'রে প্রণাম । চতুর সে ছদ্মবেশী না কহিল নিজ নাম ॥ ৪

দো—ভূষিত নৃপতি করি' দরশন বাণী দিল দেখাইয়া ।
 বাজি সনে করি' মজ্জন পান । তরপিত ন প-হিয়া ॥ ৫৮

চৌ—শ্রম হ'ল বিদূরিত নৃপ সুখ পা'ন মনে । তখন তাপস তাঁ'রে নিজ আশ্রমে আনে ॥
 আসন করিল দান প্রদোষ সময় জানি' । অনন্তর সে তাপস কহিল কোমল বাণী ॥ ১
 কে তুমি একাকী বনে কিবা হেতু বিচরণ । কমকায় যুবা প্রাণে অবহেলা কি কারণ ॥
 চক্রেবর্তী নৃপতির শুভ লক্ষণ যত । তোমাতে নিরখি' দয়া মোর মনে উপজিত ॥ ২
 বিখ্যাত প্রতাপভানু নামে যেই নৃপবর । তাঁহার সচিব আমি অবধান মুনীশ্বর ॥
 কিরিতে যুগয়া হ'তে হ'য়ে গেল পথিভ্রম । পরম সৌভাগ্য তব লভিলাম দরশন ॥ ৩
 অতি দুর্লভ প্রভু তব ওই ত্রিচরণ । ভাগ্য সুপ্রসন্ন মম মনে হয় এ কারণ ॥
 মুনি কয় তাত নিশা সমাগত'হের এবে । তব পুরী হেথা হ'তে সত্তর যোজন হ'বে ॥ ৪

দো—শশীহীন নিশা গহন বিপিন পথহীন বনভূমি ।
 থাকহ হেথায় আজিকার মত প্রভাতে যাইও তুমি ॥ ১৫৯(ক)
 তুলসি যেমন ভবিষ্য যা'র তেমনি জুটে সহায় ।
 হয় তাঁ'রা এনে মিলায় নিকটে নহে নিজে সেথা যায় ॥ ১৫৯(খ)

চৌ—ভাল কথা প্রভু বলি' আজ্ঞা ধরি' শির'পর । তরুসনে বাঁধি' হয় বসিলেন নরেশ্বর ॥
 করেন অনেক মত সাধুবাদ নৃপ তাঁ'র । পূজি' পদ বাঞ্ছানেন শুভাদৃষ্ট আপনার ॥ ১
 অনন্তর ক'ন রাজা প্রাণমনোহর কথা । পিতার সমান তুমি ক্ষম মম ধুটতা ॥
 আমারে হে মুনীশ্বর তব স্মৃত ভূত্য জানি' । আপনার নাম ধাম বলহ প্রভু বাঞ্ছানি' ॥ ২
 না চিনেন ন প তাঁ'রে সে চিনেছে ভালমতে । শুদ্ধমতি রাজা মুনি সুচতুর হলনাতে ॥
 একে ত' অরাতি সেতাহে ক্ষত্রিয় সে নৃপতি । হলে বলে নিজ কাজ সাধিতে বাসনা অতি ॥ ৩
 আপনার রাজ-সুখ স্মরি' অরি হৃথে ভরে । কুন্তকার-অগ্নি সম পরাণ দহন করে ॥
 নৃপের সরল বাণী শ্রবণ করিয়া কাণে । বিরোধ স্মরণ করি' পুলকিত হ'ল প্রাণে ॥ ৪

দো—যুক্তি সহিত যুহু যুহু স্বরে কহিল কপট ভাষ ।
 জিহবারী এখন শুধু নাম মম নাহি ধন গৃহ বাস ॥ ১৬০

চৌ—নৃপ ক'ন মহাভাগ বিজ্ঞানের যে নিলয় । তোমার সমান হেন অভিমানহীন হয় ॥
 যে রহে সত্তত ভবে নিজেই করি' গোপন । সর্ব-শুভপ্রদ তবু কুবেশ করি' ধারণ ॥ ১

ইহারি কারণে বেদ সাধু উচ্চ রবে কয় ।
 তোমা সম ধনহীন ভিখারী করি' লোকন ।
 যে হও সে হও প্রভু চরণে প্রণমি আমি ।
 হেরিয়া নৃপের প্রাণে অকপট প্রীতি-ধার ।
 সব বিধি নৃপতিরে আপনার বশে আনি' ।
 সত্য করিয়া কহি শুন প্রিয় মহীপাল ।

অকিঞ্চন অতি যেবা শ্রীহরির প্রিয় হয় ॥
 হর বিধাতাও হ'ন সংশয়ে নিমগন ॥ ২
 করুণা-নয়নে এবে দরশন কর আমি ॥
 বিশ্বাস তার 'পরে অধিক বুঝি' তাঁহার ॥ ৩
 জানা'য়ে অধিক স্নেহ ভখন সে কহে বাণী ॥
 এ কাননে নিবসিতে হ'য়ে গেল বহুকাল ॥ ৪

দো—এ অবধি কেহ না করে সাক্ষাৎ না নিজে করি প্রচার ।
 লোক-মাঝে মান অনলের প্রায় ভগ-বল করে ছার ॥ ১৬১(ক)

সো—তুলসি হেরিয়া স্রবশ মূঢ় কিবা ভুলে চতুর নর ।
 ময়ুরীয়ে দেখ সবিশেষ রব মধু গ্রাসে ভুজগবর ॥ ১৬১ (খ)

চৌ—এ কারণে রহিয়াছি লোক-আঁখি অন্তরালে । হরি ত্যজি' প্রয়োজন নাহি কা'রে কোন কালে ॥
 শ্রীহরি জানেন সব না জানা'তে নিবেদন । বলত' কি সিদ্ধি পা'ব তুচ্ছ ক'রে জন-মন ॥ ১
 পুত শুভমতি তুমি মম প্রিয় অতিশয় । তোমারো আমায় প্রেম প্রতীতি নিরতিশয় ॥
 এততেও যদি কিছু তোমারে করি গোপন । তা' হ'লে দারুণ দোষ মো'তে হ'বে আরোপন ॥ ২
 উদাসীন সম বাণী যতই তাপস কয় । ততই নৃপের মনে প্রতীতি উদ্ভিত হয় ॥
 করি' দরশন নৃপে পূর্ণ আপন বশে । ভগু-তাপস এই বাণী বলে অবশেষে ॥ ৩
 একতমু নাম মোর শুনহ বগে পামর । শুনিয়া আবার নতি করি' ক'ন নরেশ্বর ॥
 আমাদের সেবক নিজ বলি' জ্ঞান করি' মুনি । আপন নামের অর্থ বল মোরে বিবরণি' ॥ ৪

দো—প্রথম রচনা হইল যখন উদ্ভব তবে ভাই ।
 নাহি অতঃপর ধরি কলেবর একতমু নাম তা'ই ॥ ১৬২

চৌ—এ কথা অবগ করি' না মানিও বিষয় । তপোবলে ধরামাঝে ছল্লভ কিছু নয় ॥
 তপোবলে এ জগত সৃজন করেন ধাতা । তপস্যারি বলে বিষ্ণু আজি জগ-পরিত্রাতা ॥ ১
 তপস্যার বলে হর করেন সব সংহার । তপের অসাধ্য কিছু নাহিক ভব-সংসার ॥
 এ শুনিয়া জাগে নৃপ-অমুরাগ অতুলন । পুরাতন কথা মুনি করে তবে আরম্ভন ॥ ২
 করম-ধরম-কথা ইতিহাস মনোহর । বৈরাগ্য বিচার-জ্ঞান নিরূপণ অতঃপর ॥
 জগৎ-পালন রক্ষা নাশের বিচিত্র গাথা । বিস্তার করি সেই ভগু কহে কত কথা ॥ ৩
 অবগে হইল নৃপ তাপসের করগত । তখন আপন নাম রাজা করে উদ্ঘাটিত ॥
 কহিল তাপস তোমা জানি আমি নরেশ্বর । তব কপটতা মোর লেগেছিল মনোহর ॥ ৪

সৌ—শুন নরবর এই নীতি নৃপ র'বে করি' নিজে গোপন ।
 আমার তোমার 'পরে প্রীতি সে চাতুরী করি' দরশন ॥ ১৬৩

চৌ—তুমি যে প্রতাপভানু নহে মম অগোচর। সত্যকেতু আছিলেন তব পিতা নরেশ্বর ॥
 ঐশ্বর্য কৃপাবলে অজ্ঞানিত কিছু নাই। নিজ হানি-ডরে মুখে কিছু নাহি আনি তা'ই ॥ ১
 করি' দরশন তব স্বাভাবিক সরলতা। ভকতি বিশ্বাস আর স্নানীতির নিপুণতা ॥
 তোমার উপরে বড় মমতা জাগিল মনে। প্রসন্ন তোমার কথা কহিলাম এ কারণে ॥ ২
 এখন প্রসন্ন আমি নাহি তাহে সংশয়। হে ভূপ যাচহ তা'ই যাহা তব মন লয় ॥
 এ প্রিয় বচন শুনি' হরষিত নরপতি। চরণ জড়া'য়ে ধরি' মিনতি করেন অতি ॥ ৩
 হে কৃপা-সাগর তোমা একবার দরশনে। চারিবিধ ফল হ'ল করগত এই দীনে ॥
 তথাপি হে প্রভু তোমা হেরি' প্রীত মোর 'পর। শোকাভীত হই যেন যাচি এ দুর্লভ বর ॥ ৪

দৌ—জরা মৃত্যু হুঃখ অতীত শরীর সমরে না জিনে কেহ।
 অরাতি বিহীন একহস্ত রাজ কল্প শত মোর দেহ ॥ ১৬৪

চৌ—তা'ই হ'বে মহারাজ কহিল তখন মুনি। কিন্তু এক কথা আছে কঠিন রাখ' তা' শুনি' ॥
 কালও তোমার পদে বু'কা'বে আপন শির। এক বিপ্রকুল ছাড়া কহিলাম এই বীর ॥ ১
 তপস্যার বলে বিপ্র সদা হেন বলবান। তাঁর ক্রোধ হ'তে রাখে কেবা হেম শক্তিমান ॥
 বিপ্রগণে যদি নৃপ পার' বশ করিবারে। তব বশ হ'ন তবে বিধি হরি মহেশ্বরে ॥ ২
 বিপ্র সনে বল নহে কার্য্যকরী কদাচন। সত্য কহি হে ভূপাল করি' বাহ উত্তোলন ॥
 বিপ্র-অভিশাপ বিনা স্তন এই মহীপাল। তোমার বিনাশ ভবে না আসিবে কোন কাল ॥ ৩
 তাহার বচন শুনি' হরষিত নৃপ বলে। আমার বিনাশ নাথ নাহি তবে কোন কালে ॥
 তোমার প্রসাদ-বলে হে প্রভু কৃপানিধান। সকল কল্যাণ মম সত্তত হ'বে বিধান ॥ ৪

দৌ—তা'ই হ'বে বলি' কপট তাপস কহিল কুটিল পুনঃ।
 এ সাধাৎ-কথা যদি বল কা'রে মম দোষ নাহি কোম ॥ ১৬৫

চৌ—এ কারণ রাজা তোমা করি' আমি নিবারণ। এ কথা কহিলে অশ্রু অশ্রু হ'বে চরম ॥
 ষষ্ঠ অবশে যবে প্রবেশিবে এ কাহিনী। বিনাশ তোমার সত্য স্তন মম এই বাণী ॥ ১
 এ কথা প্রকাশ-ফলে কিম্বা দ্বিজ-অভিশাপে। তোমার প্রতাপভানু বিনাশ হইবে পাপে ॥
 ইহা ছাড়া নাশ তব নীহি হ'বে কদাচন। যদিও কুপিত হ'ন হরি হর মনে মন ॥ ২
 সত্য প্রভু ক'ন রাজা ধরিয়া মুনি-চরণে। বিপ্র গুরু কোপে কহ কেবা রাখে ত্রিভুবনে ॥
 বিধাতার হ'লে কোপ গুরুর প্রমাদে তরে। বিরূপ হইলে গুরু কেহ নাহি রাখিবারে ॥ ৩
 তোমার আদেশ যদি কভু অবহেলা করি। তবে যেন অসংশয় তবশাপে প্রাণে মরি ॥
 শুধু মোর মন মাঝে এক প্রভু' এই ভয়। ব্রাহ্মণের অভিশাপ নিদারুণ অভিশয় ॥ ৪

দৌ—কোন্ মতে দ্বিজ হ'ন বশীভূত যুক্তি কৃপায় দেহ।
 তোমা বিনা আর হে দীনদয়াল হিতকারী নাহি কেহ ॥ ১৬৬

চৌ—তন রাজা ধরা-মাঝে কতই আছে উপায় । কিন্তু রেশ-সাধ্য সব অনিশ্চিত সিদ্ধি তা'য় ॥
 সহজ উপায় এক আছে বটে তবু তথা । রহিয়াছে বিহ্বমান অশ্রু এক কঠিনতা ॥ ১
 আছে যুক্তি মোর পাশে কিন্তু রাজা অসম্ভব । মোর পক্ষে একেবারে যাইতে নগরে ভব ॥
 জন্ম হ'তে অভাবধি কভু বারেকের তরে । না গেলাম কা'রো ঘরে অথবা কোন নগরে ॥ ২
 অথচ না যাই যদি হয় তব কার্য্য হানি । পরিত্রাণ এ দ্বিধায় কিসে পাই নাহি জানি ॥
 এ কথা শুনিয়া যুধু বচনে নৃপতি বলে । বেদের কথিত এই নীতি আছে ধরাতলে ॥ ৩
 বড় যে ছোটর প্রাতি সে-ই সদা স্নেহ করে । ধরাধর(ই) চিরকাল তুণেরে মাথায় ধরে ॥
 জলধির শির'পরে ফেনরাশি শোভা পায় । রেগু'রে সদাই রাখে ধরণী নিজ মাথায় ॥ ৪

দো—এত বলি' রাধা পড়েন চরণে করুণা কর' কৃপাল ।
 মোর লাগি' দুখ সহ এই টুক্ হে প্রভু দীন-দয়াল ॥ ১৬৭

চৌ—বুঝিয়া নৃপেরে এবে নিজ করতলগত । শঠতা-প্রবীণ সাধু কহে তবে এই মত ॥
 সত্য কথা বলি এই নরপতি তব ঠাঁই । অসাধ্য আমার কাছে এ জগতে কিছু নাই ॥ ১
 মানসে বচনে কায়ে ভকত তুমি আমার । অসংশয় কাজ-সিদ্ধি করিব আমি তোমার ॥
 তবে যোগ যুক্তি মস্ত্র অথবা তপ-প্রভাবে । গোপনে করিলে কাজ তবে তাহে ফল পা'বে ॥ ২
 ভোজ্য পাক করি যদি গোপনে আমি রাজন । আর তুমি নিজ-করে কর তা' পরিবেশন ॥
 তবে যে যে সেই অন্ন ভোজন করিবে ধীর । সেই সেই তব বশ হইবে যে তাহা স্থির ॥ ৩
 তা'ই নয় যা'রা যা'রা থা'বে তাহাদের ঘরে । তা'রাও আদেশ তব মেনে ল'বে চিরতরে ॥
 আয়োজন কর এর ফিরিয়া নিজ ভবনে । বর্ষ ধরি' হেন যজ্ঞ স্থির করি' রাখ' মনে ॥ ৪

দো—নিত্য নূতন লক্ষ দ্বিজেরে প্রতিদিন নিমন্ত্রণ ।
 'কামনা সেমতি সেইমত আমি রা'খিয়া দিব ভোজন ॥ ১৬৮

চৌ—এ প্রকারে মহারাজ অন্ন আয়াস-ফলে । নিশ্চিত সব বিপ্র আসিবে তব কবলে ॥
 হোম সেবা আর যজ্ঞ করিবেন বিপ্রগণ । সহজেই সুপ্রসন্ন হ'বেন দেবতাগণ ॥ ১
 'তোমার গোচর করি লক্ষণ এক আর । এ'রেশ ধরিয়া আমি নাহি হ'ব সুপকার ॥
 তব পুরোহিত যিনি তাঁ'রে মম তপোবলে । আনিব হরণ করি' আপনীর মায়া-হলে ॥ ২
 তপের প্রভাবে তাঁ'রে করিয়া নিজের প্রায় । রাখিব এখানে তাঁ'রে বর্ষ ধরি' নররায় ॥
 ধরি' আমি তাঁর বেশ শুন এই মহারাজ । সকল প্রকারে তব সফল করিব কাজ ॥ ৩
 হ'য়েছে অনেক রাতি শয়ন করহ এবে । তৃতীয় দিবসে পুনঃ তোমা সনে দেখা হ'বে ॥
 তপস্যার বলে তব তুরগ সহ তোমায়ে । নিজার মাঝে তোমা পছ'ছা'ব তব পুরে ॥ ৪

দো—সেই বেশ ধরি' আসিব তখন চিনিবে আমারে তুমি ।
 আস্থান করি' নির্জনে যবে বলিব সকল আমি ॥ ১৬৯

চৌ—শয়ন করেন নৃপ আদেশ ধরিয়া শিরে । বসিল কপট জ্ঞানী আপন আসন 'পরে ॥
 প্রান্ত নৃপতি হ'ন সুগভীর নিজাগত । কপটের নিজা কোথা চিন্তা যা'রে দহে শত ॥ ১
 রাক্ষস কালকেতু আসে তথা হেন কালে । শূকরের বেশে যেবা ভুলাইল মহীপালে ॥
 তাপসের সনে তাঁ'র অতি ঘন হৃদ্যতা । ভোজবিদ্যা ইন্দ্রজালে সবিশেষ নিপুণতা ॥ ২
 শতেক তনয় ছিল আর দশ সহোদর । অতি খল দুখ-ধর্ম দেবতার ছুখাকর ॥
 সাধু দ্বিজ সুরগণে নেহারি' দুখিত অতি । আগেই করেন বধ সমরে এ মহীপতি ॥ ৩
 অতীতের বৈর ভাব পামর করিয়া মনে । মিলিয়া কু-যুক্তি করে তাপস-নৃপের' সনে ॥
 উপায় নির্দ্ধার করে অরিন্দ্র যাহে হয় । নিয়াত্তর বশে ন প-অগোচর সব রয় ॥ ৪

দৌ—তেজস্বী অরাতি একাকী তথাপি উপেক্ষার সেই নয় ।
 শির-অবশেষ রাহু অদ্যাবধি রাব-চাঁদে দুখ দেয় ॥ ১৭০

চৌ—তাপস-নৃপতি নিজ সখারে করি' লোকন । অতীব পুলক ভরে উঠি' করে সম্ভাষণ ।
 নৃপতির যত কথা তাহার গোচরে আনে । রাক্ষস কহে তবে হরষ-পূরিত প্রাণে ॥ ১
 মম উপদেশে যবে সাধিলে এতই কাজ । করিব শত্রুতা সিদ্ধি এবে শুন মহারাজ ॥
 ভাবনা ত্যজিয়া তুমি সুখে'কর নিশি-ক্ষয় । ঐষধ বিনাই বিধি করিলেন নিরাময় ॥ ২
 বংশ সহ বংশহীন আজি হতে চারি দিনে । করিয়া অরাতি পুনঃ মিলিব তোমার সনে ॥
 তাপস-নৃপের মন তৃপ্ত করি' অতঃপর । গেল চ'লে সে রাক্ষস মহা ক্রোধী মায়াধর ॥ ৩
 প্রতাপভানুর সহ তুরগ নিশি-ভিতরে । পাঠাইল নিশাচর ক্ষণ-মধ্যে তাঁ'র পুরে ॥
 নৃপে মহিবীর পাশে শুয়াইয়া ছরাশয় । অশ্বশালে দৃঢ় করি' বাঁধিয়া রাখিল হয় ॥ ৪

দৌ—নৃপ-পুরোহিতে করিয়া ছলনা হয়ণ করিল তাঁ'কে ।
 ভ্রষ্ট-মতি তাঁ'রে করি' মায়াবলে গিরির কোটরে রাখে ॥ ১৭১

চৌ—পরিগ্রহ করি' নিজে পুরোহিত-কলেবর । শয়ন করিয়া রহে তাঁহার শয়ন 'পর ॥
 প্রভাত হ'বার আগে নরপতি জাগরণে । আপন ভবনে দেখি' অপার বিস্ময় মনে ॥ ১
 মুনির মহিমা এই করি' মনে অনুমান । মহিবীর অগোচরে শয়ন ত্যজিয়া যা'ন ॥
 অশ্বে আরোহণ করি' পুনঃ রাজা যা'ন বনে । পুর-নরনারী কেহ এ রহস্য নাহি জানে ॥ ২
 অতীত দ্বিতীয় যাম ভূপতি ফিরেন পুরে । ঘরে ঘরে উৎসব বাদ্যগীতে পুরী পুরে ॥
 রাজ-পুরোহিত সনে হইল যবে মিলন । সেই কাজ করি' মনে বিস্ময়ে চেয়ে র'ন ॥ ৩
 তিম দিন তিন যুগ মনে হয় নৃপতির । কপট-মুনির পদে মতি তাঁ'র রহে স্থির ॥
 সময় বুঝিয়া তথা আসে সেই পুরোহিত । কথিত-বিষয়ে দেয় উপদেশ যথোচিত ॥ ৪

দৌ—গুরুরে চিনিয়া নৃপ হরষিত ভ্রমেতে না রহে জ্ঞান ।
 স্বরা করি' দ্বিজ সহ পরিবার লক্ষ হ'ল আত্মান ॥ ১৭২

চৌ—উপাদেয় ভোজ্য চারিবিধ বড়রস যুত । রাঁখিল সে পুরোহিত শাস্ত্রে আছে যেইমত ॥ ১ ॥
 মায়ায় এতই বিধ করিল সে রন্ধন । সাধ্য কা'র সে সকলে করিতে পারেগণন ॥ ১ ॥
 বিবিধ ব্যঞ্জন রাঁধে দিয়া পশুমাংস পুষ্ট । তা'র সনে বিপ্র-মাংস গোপনে মিলায় ছুট ॥ ২ ॥
 ভোজন-কারণে সব বিপ্রের করি' আস্থান । বসায় ধূয়া'য়ে পদ দিয়া সবে সম্মান ॥ ২ ॥
 যবে নৃপ আরম্ভ করিলা পরিবেশন । শ্লগভীর দৈববাণী হ'ল নভে: সেইক্ষণ ॥ ৩ ॥
 বিপ্রগণ সাবধান উঠে সবে গৃহে যাও । প্রভুত হইবে হানি অন্ন নাহি কেহ খাও ॥ ৩ ॥
 ব্রাহ্মণের মাংস আছে মিশান' এ ভোজ্য সনে । উঠে পড়ে বিপ্র সব প্রত্যয় ধরে' মনে ॥ ৪ ॥
 ব্যাকুল নৃপতি অতি ভ্রান্তমতি মোহবশে । ভবিষ্য-হেতু তাঁ'র মুখে নাহি কথা আসে ॥ ৪ ॥

দৌ—ক্রোধ ভরে তবে বিপ্রগণ ক'ন বিচার না রয় মনে ।
 রাক্ষস হ'য়ে থাকে রে পামর নিজ পরিবার সনে ॥ ১৭৩

চৌ—নিমজ্জণ বিপ্রগণে করি' সহ পরিবার । নষ্ট করিবারে সাধ কর ক্ষত্র-কুলদ্বার ॥ ১ ॥
 ধর্মরক্ষা হ'ল আজ বিধাতার করুণাতে । পরিবার সহ যাও অভিশাপে অধঃপাতে ॥ ১ ॥
 এক বর্ষ মধ্যে নাশ জানিও নিশ্চয় হ'বে । জল দিতে বংশে কেহ ছরাশয় না রহিবে ॥ ২ ॥
 অভিশাপ শুনি' নৃপ বিকল অতীব ত্রাসে । তখন আবার দৈব-বচন হ'ল আকাশে ॥ ২ ॥
 বিচার করিয়া শাপ না দিলেন বিপ্রগণ । কোন অপরাধ নৃপ না করিলা আচরণ ॥ ৩ ॥
 চকিত ব্রাহ্মণ যত শুনি' এই দৈব-বাণী । রন্ধনশালে কিরি' যা'ন পুন: নৃপমণি ॥ ৩ ॥
 কোথা বা ভোজন কোথা সুপকার ব্রাহ্মণ । অপার ভাবনা ল'য়ে নৃপ করি' আগমন ॥ ৪ ॥
 শুনা'ন সকল কথা অকপটে দ্বিজগণে । পড়েন ধরণী 'পরে ত্রাসেতে ব্যাকুল প্রাণে ॥ ৪ ॥

দৌ—যদিও তোমার নাহি অপরাধ নিয়তি নাহিক যায় ।
 অতি ভয়ানক ব্রাহ্মণের শাপ অশুখা নাহি তা'য় ॥ ১৭৪

চৌ—এত বলি 'যান চলি' ছু-স্বর গৃহে যে যা'র । নগরবাসীর কাণে পশিল এ সমাচার ॥ ১ ॥
 সকলে ভাবিত আর দোষ দেয় বিধাতারে । মরাল গড়িতে গিয়া বায়স যে জন করে ॥ ১ ॥
 পুরোহিতে তাঁ'র গৃহে পুন: করি' আনয়ন । তাপস-নৃপেরে রক্ষ: বারতা করে প্রেরণ ॥ ২ ॥
 ছুট নৃপতি লিপি পাঠাইল চারিধারে । বাহিনী সাজা'য়ে যত রাজা আসে একেবারে ॥ ২ ॥
 অবরোধ করে পুরী ডঙ্কা-ঘোষ সহযোগে । নিত প্রতি কত দিন রাত ঘোর যুদ্ধ লাগে ॥ ৩ ॥
 বীর-ধর্ম মান রাধি' সব বীর যুদ্ধে রণে । পড়িল প্রতাপভানু নিজ সহোদর সনে ॥ ৩ ॥
 না রহিল একজন নৃপ সত্যকেতু-কুলে । বিপ্র-শাপ ব্যর্থ কভু নাহি হয় কোন কালে ॥ ৪ ॥
 অরাতি-বিজয় করি' করি' পুরী-প্রতিষ্ঠান । বশ-বিমণ্ডিত সব রাজারা কিরিয়া যা'ন ॥ ৪ ॥

দৌ—শুন ভরদ্বাজ বাহার উপরে বিধাতা হ'ন বিরূপ ।
 ধূলি হয়, মেরু জনক শমন পাশ ধরে অহি-রূপ ॥ ১৭৫

রাবণ প্রভৃতির জন্ম

চৌ—যথাকাল সমাগত হ'লে শুন মুনিবর । পরিবার সহ ধরে রাক্ষস-কলেবর ॥
 দশ শির হ'ল তার আর বিশ ভুজদণ্ড । রাবণ ধরিল নাম সেই বীর সুপ্রচণ্ড ॥ ১
 নৃপতি-অমৃত অরিমর্দন যার নাম । কুম্ভকরণ-নামে জনমিগ বলবান ॥
 ধর্মরূচি নামধারী সচিব আছিল যেই । কনিষ্ঠ বৈমাত্র রূপে জনম লভিল সেই ॥ ২
 ধরণী-বিদিত সেই বিভীষণ ধরে নাম । বিষু-ভকত আর অশুভব-জ্ঞানবান ॥
 নৃপতি-তনয় আর সেবক যতেক জন । তাঁরা ঘোর নিশাচর-শরীর করে গ্রহণ ॥ ৩
 সকলেই কামরূপ অতীব খল-স্বভাব । ভীষণ বিবেকহীন কুটিল ক্রুর-প্রভাব ॥
 করুণা-রহিত সবে হিংসক মহাপাপ । কথা নাহি যায় বিধে কত দেয় পরিতাপ ॥ ৪

দৌ—যদিও উদ্ভব পুলস্ত্যের কুলে বিমল শুদ্ধ অমুপ ।
 তবু ব্রহ্ম-শাপ প্রভাবের বশে সকলেই পাপরূপ ॥ ১৭৬

চৌ—তিন ভ্রাতা আচরিল তপস্যা কত প্রকার । কতই কঠিন সব কহিতে শক্তি কার ॥
 সে তপ হেরিয়া ধাতা নিকটে করি' গমন । ক'ন বৎস বর লও প্রসন্ন আমার মন ॥ ১
 মিনতি করিয়া ধরি' পদযুগ দশানন । নিবেদন জগদীশ বলে তবে এ বচন ॥
 মরণ না হয় যেন এ জগতে কা'রো করে । ত্যজি মাত্র ছই জাতি বানর অথবা নরে ॥ ২
 শিব ক'ন আমি ব্রহ্মা হু'য়ে মিলি' দিই বর । তা'ই হ'বে তপ তুমি আচারিলে ভয়ঙ্কর ॥
 পুনঃ প্রভু যাইলেন কুম্ভকরণ-পাশে । তাহারে নিরখি' অতি বিস্ময় মনে আসে ॥ ৩
 আহার করয়ে যদি এই ছুই প্রতিদিন । অচিরে জগত তবে হ'বে জন-প্রাণীহীন ॥
 হেন ভাবি' পাঠা'লেন বাণীরে ফিরা'তে মন । ফলে সে যাচিল বর ছয়মাস নিদ্রাগম ॥ ৪

দৌ—বিভীষণ-পাশে করিয়া গমন ক'ন সূত চাহ বর ।
 সে যাচে বিমল অমুরাগ হরি- অমল চরণ 'পর ॥ ১৭৭

চৌ—তাহারে প্রদানি' বর ব্রহ্মা যা'ন ব্রহ্ম পুরে । হরষিত তিন ভাই আপন ভবনে ফিরে ॥
 ময়-দানবের সূতা নাম তাঁর মন্দোদরী । রমণী-ললামভূতা অপরূপ সুন্দরী ॥ ১
 তাহারে আনিয়া ময় সঁপিল রাবণ-করে । জানিয়া এ দশানন রক্ষ:পতি হ'বে পরে ॥
 উত্তমা স্ত্রীরত্ন লভি' হরষিত দশানন । পরিণয় অমৃতের করাইল সমাপন ॥ ২
 লিঙ্গু-মাঝে গিরি 'পরে ত্রিকূট তাহার নাম । ব্রহ্মা-রচিত দুর্গ ছিল এক দুর্গম ॥
 ময় তাঁরে পুনরায় করিল সুসজ্জিত । কনক-খচিত মণি-সৌধ গড়ে অগণিত ॥ ৩
 পাতালে নাগের পুরী যেইমত ভোগবতী । ইন্দ্র-বাস অমরায় যেমতি অমরাবতী ॥
 তা' হ'তেও রম্যতর দুর্গ ছিল বক্র যেই । ভুবন-বিদিত লক্ষা নামে বিখ্যাত সেই ॥ ৪

দো—গভীর সিদ্ধুর
কনক প্রাকার
হরি-প্রেরণায়
সে প্রতাপবান্

খাত চারিদিকে
দৃঢ় মণিময়
যে করে যেজন
অতিবল শূর

পুরীতে ঘেরিয়া আছে
বলার প্রয়াস মিছে ॥ ১৭৮(ক)
রাক্ষসপতি হয় ।
সদলে সেথায় রয় ॥ ১৭৮(খ)

চৌ—সেথায় রহিত রক্ষঃ মহাবীর যোধগণ ।
বাসব-প্রেরিত হ'য়ে ইদানী করিত বাস ।
কোথা হ'তে দশানন বারতা শ্রবণ ক'রে ।
বিপুল কটক হেরি' ভীম বীর অগণন ।
রাবণ ফিরিল করি' পরিক্রম পুরীময় ।
সহজে অগম আর সুন্দর অমুমানি' ।
জনে জনে যোগ্য বাস করি' দিয়া বটন ।
একবার কুবেরের পুরী আক্রমণ করি'

সে-সবারে ব'ধেছিল। সমরে অমরগণ ॥
কুবেরের রক্ষিদল কোটি যক্ষ মহোন্মাদ ॥ ১
বাহিনী সাজা'য়ে আনি' গড় অবরোধ করে ॥
প্রাণ ল'য়ে যক্ষ দল করে সবে পলায়ন ॥ ২
বাসের ভাবনা গেল পরাণে পুলক বয় ॥
লঙ্কাই মনোনীত করে নিজ-রাজধানী ॥ ৩
তুষ্ট করিল সবে লঙ্কেশ দশানন ॥
পুষ্পক রথ তা'র সবলে আনিল হরি' ॥ ৪

দো—কৈলাশ গিরি
নিজ বাহু-বল

কৌতুক-ভরে
যেন সে দেখিল

তুলেছিল একবার ।
লভিল সুখ অপার ১৭৯

চৌ—সম্পদ স্থখ যত সহায় বাহিনী বল ।
বর্দ্ধিত হ'তেছিল নিত নব সে প্রকার ।
কুন্ত-করণ সম ভ্রাতা আতি বলধর ।
ঘুমা'ত সে ছয় মাস মদিরা করিয়া পান ।
পরিমাণ যাহা তা'র আহারের প্রতিদিন ।
সমরে এমন বীর বর্ণনা নাহি হয় ।
জ্যেষ্ঠ তনয় তা'র মেঘনাদ বীরবর ।
সমরে সমুখে যা'র কেহ ডরে নাহি আসে ।

প্রতাপ জয় আর নিজ বুদ্ধিবল ॥
প্রতি লাভ-পরে লোভ বেড়ে যায় যে প্রকার ॥ ১
যা'র প্রতি-যোধ নাহি জনমিল ধরা'পর ॥
জাগিলে হইত তিন লোক ভয়ে টলমান ॥ ২
হ'তে পারে ভব তাহে বরা জনপ্রাণীহীন ॥
হেন অগণন বীর ছিল লঙ্কাপুরীময় ॥ ৩
বীর-মাঝে অগ্রগণ্য যেই ছিল ধরা'পর ॥
প্রতিদিন সুরপুরী কাঁপে মেঘনাদ-ত্রাসে ॥ ৪

দো—কুমুখ কুলিশ
এইমত ছিল

রদ ধূমকেতু
বীর যা'রা একা

অকম্পন অতিকায় ।
জিনিতে পারেন ধরায় ॥ ১৮০

চৌ—কামরূপ সে সকলে বিদিত আশুরী মায়া ।
সভামাঝে দশানন সমাসীন একবার ।
বন্ধু তনয় চয় পরিজন আর নাতি ।
সেনাবল নিরখিয়া স্বাভাবিক অভিমানী ।
শুন সর্ব্ব অগ্রগণ্য রাক্ষস-বীরগণ ।
সমুখে আসি' রণ দেবতারা নাহি করে ।

অপনেও যাহাদের ধর্ম নাহি নাহি দয়া ॥
নিরখিয়া অগণন আপনার পরিবার ॥ ১
গণিয়া কে করে শেষ সেই রাক্ষসের জাতি ॥
রোষ অহঙ্কার-ভরা দশানন কহে বাণী ॥ ২
আমা সবাকার আর স্বর্গের দেবগণ ॥
বলবান্ অরি দেখি' পলাইয়া যায় ডরে ॥ ৩

তা'দের মরণ জানি হ'বে শুধু একরূপে ।

সবারে বুঝা'য়ে বলি কাজ কর অমররূপে ॥

বিংশ-ভোজন যাগ হোম আর আত্ম-ক্রিয়া ।

এ-সবের আচরণে বাধা দাও সবে গিয়া ॥ ৪

দো—কুধা-ক্ষীণ হীন-

বল দেবদলে

সহজে পাইব তবে ।

তখন বধিব

অথবা অধীন

করিয়া ছাড়িব সবে ॥ ১৮১

চৌ—অনন্তর মেঘনাদ তনয়রে আবাহিল ।

শিক্ষা দিয়া বল আর বৈরভাব বাড়াইল ॥

কহিল যে সুর রণে ধীর আর বলবান ।

সময়ের তরে প্রাণে যেবা ধরে অভিমান ॥ ১

পরাজয় করি' তা'রে আন' করি' বন্ধন ।

জনক-আদেশ শিরে ধরি' উঠে নন্দন ॥

এই ভাবে সকলেরে আদেশ করিয়া দান ।

করেতে ধরিয়া গদা আপনি করে প্রয়াণ ॥ ২

দশানন-পদভরে ধরা করে টলমল ।

গরজনে মুচ্ছিতা অমর-ললনাদল ॥

রাবণ আসিছে ক্রোধে বারতা করি' শ্রবণ ।

সুমেধ-গুহায় দেব আশ্রয় বেছে ল'ন ॥ ৩

প্রবেশিয়া মনোহর দিকপালগণ-পুরে ।

দেখে দশানন সব জনহীন একেবারে ॥

ভীম গরজন সনে রণে করি' আবাহন ।

দেবতার উদ্দেশে গালি করে বরষণ ॥ ৪

‘মত্ত হ’য়ে রণ-মদে ফিরি’ সে ধরণী ‘পর ।

প্রতি যোদ্ধা রণে নিজ না করে আঁগি-গোচর ॥

রবি শশী মহাবল পবন কুবের বারি ।

হুতাশন যম কাল আদি যত অধিকারী ॥ ৫

কিন্নর সিদ্ধ নর নাগকুল কি অমরে ।

দর্প ভরে সবাংকার শাস্তি সুখ নাশ করে ॥

দেহধারী যত জীব জীয়ে এ জগতীতলে ।

কিবা নর নারী সব রাবণের পদতলে ॥ ৬

ভীত মনে করে সবে আদেশ প্রতিপালন ।

পদতলে নতশিরে জানা'য়ে অভিবাদন ॥ ৭

দো—বিশ্ব ভূজবলে

রাখে পদতলে

কা'রে না রাখে স্বাধীন ।

চক্রবর্তী হ'য়ে

রাজ্য দশানন

যথাচারে রহে লীন ॥ ১৮২(ক) .

গন্ধর্ব্ব কিন্নর

যক্ষ কি অমর

মনুজ অহি-কুমারী ।

বলে জয় ক'রে

পরিণয় করে

রূপবতী বহু নারী ॥ ১৮২(খ)

চৌ—মেঘনাদে দশানন করিল যে আজ্ঞা দান ।

ত'য়েই ছিল সে যেন আগে ত'তে সমাধান ॥ -

রাবণ যা'দের আজ্ঞাপ্রব-আগে দিয়াছিল ।

প্রথমে বিবরি' বলি তা'রা সবে কি করিল ॥ ১

ভীম রূপ নিশাচর সকলেই পাপাচারী ।

অদিতি-তনয়গণে ঘোর দুখ দান কারী ॥

নানা উপদ্রব করে যত সব নিশাচর ।

আশুরী মায়া'র বলে ধরে নানা কলেবর ॥ ২

যাহাতে জগত হ'তে ধর্ম্ম হয় নির্মূল ।

আচরে সে সব কাজ বেদ-বিধি প্রতিকূল ॥

যে যে দেশে ধেমু দ্বিজ করে তা'রা দরশন ।

সে নগর গ্রাম পুরে অনলে করে দহন ॥ ৩

কোথাও না অহুষ্ঠিত হ'ত পুণ্য-আচরণ ।

দেব গুরু ব্রাহ্মণেরে না মানিত কোনজন ॥

হরির ভকতি যাগ তপস্যা অথবা জ্ঞান ।

স্বপনে না যে'ত কাণে বেদ-পুরাণের নাম ॥ ৪

হু—জপ তপ যোগ	বৈরাগ্য যাগেতে	দেবতার নাম শুনিলে কাণে ।
নিজে দশানন	উঠিয়া ছুটিত	সমূলে সকলে বধিত প্রাণে ॥
একপে জগতে	অলিত আচার	বহিল ধর্ম শুনা না যে'ত ।
নিলে নাম মুখে	বেদ-পুরাণের	বহু ত্রাস দেশে ছড়া'য়ে দিত ॥

সো—নিশাচর করিত যে ঘোর
 . শ্রীতি যা'র হিংসার উপর
 অত্যাচার কথা নাহি যায় ।
 কলুষের ঠিকানা কি হয় ॥ ১৮৩

পৃথিবী ও দেবগণের প্রার্থনা

চৌ—চোর-বৃত্তি দ্যুত-ক্রীড়া খলতা পে'ল প্রসার । লম্পটতা পরধনে অমুরাগ পরদার ॥
 পিতামাতা দেবতায় না মানিত কোন জন । সাধুর নিকটে সেবা করিত সবে গ্রহণ ॥ ১
 শিব ক'ন ভগবতি আচরণ যা'র এই । বুঝিবে বিশেষ করি' পামর রাক্ষস সেই ॥
 নিরখি ধরম-গ্রানি এই সব অভিযয় । অতি সজ্ঞাসে ধরা আকুলিতা হ'য়ে রয় ॥ ২
 ভাবে ক্ষতি সিদ্ধু নদী গিরি তত গুরু নয় । শুধু এক পর-জোহী যত গুরু মনে হয় ॥
 ধর্ম সব বিপরীত ধরার আসে গোচরে । রাবণের ভয়ে ভীতা মুখেতে না কথা সরে ॥ ৩
 বিচার করিয়া মনে ধরি' গাভী-কলেবর । যায় বহুমতী যথা'রহে সুর মুনিবর ॥
 বিলাপ করিয়া করে নিজ-দুখ বিবরণ । কা'রো কাছে নাহি হয় মন-খেদ নিবারণ ॥ ৪

হু—সুর মুনি সব	গন্ধর্বেরা মিলি'	ধাতা-পাশে যা'ন ব্রহ্মা-লোকে ।
সঙ্গে ধরণী	গো-তমু ধারিণী	বিচলিতা ভয়ে বিকল শোকে ॥
ভাবিলেন মনে	দেব পদ্মাসনে	মো-হ'তে কিছু না উপায় হ'বে ।
ক'ন সন্তাষি'	তুমি ধাঁ'র দাসী	সেই অবিনাশী সহায় সবে ॥

সো—বহুমতি ধীর ধরহ প্রাণে
 . ভকতের দুখ রাখেন মনে
 হরি-পদ স্মরি' বিধাতা ক'ন ।
 ঘুচা'বেন প্রভু মনোবেদন ॥ ১৮৪

চৌ—বসিয়া বিচার সবে করেন অমরগণ । কোথায় প্রভুরে পা'ব জানাইতে নিবেদন ॥
 কেহ উপদেশ দেন বাইতে বৈকুণ্ঠ-পুর । কীরোদ সাগরে তিনি কহেন বা কোন সুর ॥ ১
 যেমন ভকতি শ্রীতি যাহার হৃদয় মাঝে । সেইমত সদা প্রভু একট তাহার কাছে ॥
 আমিও ছিলাম উমা বিরাজ সে সন্তা'পর । ব'লেছিহু এক কথা দেখি' শুভ অবসর ॥ ২
 ব্যাপক সমান ভাবে সব ঠাই ভগবান্ । ভকতির বশে তিনি হ'য়েন প্রকাশমান্ ॥
 দেশ কাল দিক কিস্বা বিদিক সকল ঠাই । বলত' এমন কোথা ভগবান্ যথা নাই ॥ ৩
 জগময় হ'য়ে তবু তিনি সর্ব-বিরহিত । প্রেমেন্তে ধরেন রূপ বহি যথা প্রকাশিত ॥
 আমার বচন প্রিয় লাগে সব দেবতার । সাধু সাধু রব মুখে' বাহিরিল বিধাতার ॥ ৪

ধৌ—শুনি' বাণী শ্রীত	স্বয়ম্ভু শরীরে	রোমাঞ্চ নয়নে নীর ।
জুড়ি' কর স্তব	করেন তখন	সাধবানে মতি-বীর ॥ ১৮৫

ছ—অমরগণ-নারক

ধেহু দ্বিজজন-হিত

রক্ষক লোকচয়

স্বভাবে মহা কৃপাল

জয় জয় অবিনাশি

অগোচর ইন্দ্রিয়

• বিরাগী ঘাঁহার লাগি'

দিবস রজনী ধ্যান

তোমার প্রভু রচন

ভকতি-পূজন হীন

ভবভয়-ভঞ্জন

কপট-বিহীন প্রাণে

কি শারদা কিবা শেষ

কহে এই বেদচয় •

মন্দর ভবনিধি

সিদ্ধ তাপস সুর

দো—কিতি সুরগণে

হ'ল গম্ভীরে

জন-সুখ প্রদায়ক

সুর অরি নিসূদন

অন্তত ক্রিয়াময়

হে ছুখী-দীনদয়াল

সবাংকার হৃদি-বাসি

পুণ্য চরিত ময়

হ'য়ে সদা অমুরাগী

গান' নিত গুণগান

এ তিনবিধ সৃজন

এ সব অমরে দীন

মুনি মন-রঞ্জন

কায়বাক্ মন সনে

মুনি ঋষি কি অশেষ

তুমি দীনে দয়াময়

সুন্দর সববিধি

চরম ভয়ে আতুর

ভয় ভীত জানি'

দৈব-বচন

প্রণতপাল ভগবন্ত ।

জয় অর্গবমুতা-কাস্ত ॥

মরম পাইল তব কেহ না ।

অমরারে হেয় করি' কক্কা ॥ ১

ব্যাপক পরমানন্দ ।

হে মায়াভীত মুকুন্দ ॥ •

অপগত-মোহ মুনিবৃন্দ ।

জয় জয় সচ্চিদানন্দ ॥ ২

সঙ্গী কি সহায় না অন্ত ।

হও প্রভু আজিকে প্রসন্ন ॥

বিপদোদ্ধারণ চরণে ।

দেবতারি পড়ে নাথ শরণে ॥ ৩

সবিশেষ জানে না তোমার ।

জব হও বশে কক্কা ॥

গুণের আধার সুখ-পুঞ্জ ।

প্রণমে প্রভু ও পদ-কঙ্ক ॥ ৪

শুনি' স্তুতি ভরা-স্নেহ ॥

যা' হরে শোক সন্দেহ ॥ ১৮৬

ভগবানের বরদান

চৌ—নাহি কর ভয় মনে ইন্দ্র সিদ্ধ মুনি বর ।

অংশে সাথেতে ল'য়ে অবতারি' ধরাভল ।

অদ্বিত-কণ্ঠ্য হু'য়ে করিলেন তপ ঘোর ।

তাঁহারাই কোশল্যা-দশরথ-দেহ ধরি' । •

তাঁহারি আলেয়ে এখে অবতীর্ণ হ'ব গিয়া ।

নারদের যত বাক্য করিব পরিপূরণ ।

হরণ করিব সব গুরু ভার ধরণীর ।

নভঃ হ'তে ব্রহ্মবাণী সকলে করি' শ্রবণ ।

প্রবোধ দিলেন তবে ধরণীরে পদযোনি ।

ধরিব সবার তরে আমি নর-কলেবর ॥

পূত দিনকর-কুল করিব বশে উজল ॥ ১

র'য়েছে আগের হ'তে বরদান করা মোর ॥

হ'য়েছেন নৃপরূপে উদ্ভিত কোশল পুরী ॥ ২—

দিনকর-কুলমণি চারি ভাই রূপ নিয়া ॥

পরমা শক্তি সনে করিব অবতরণ ॥ ৩

ত্রাস দূর কর সব হে অমর মতিধীর ॥

কিরেন অমরগণ স্মৃতিতল প্রাণ মন ॥ ৪

অভয় পাইয়া আশা পরাণে লভে মেদিনী ॥ ৫

দো—বানর-শরীরে

এ-কথা শিখা'য়ে

গিয়া ধরা প'রে

দেব চারি-মুখ

হরিপদ সেব' সবে । •

নিজধামে যা'ন তবে ॥ ১৮৭

চৌ—অমর নিকর চলি' যা'ন নিজ নিজ পুরে । শান্তি সবার মনে পৃথিবীর সনে পুরে ॥
 চতুর্শুখ ঘেই মত আদেশ করেন দান । স্বরিতে সাধেন তাহা দেবতা পুলক-প্রাণ ॥ ১
 বনচর-দেহ ধরি' আসেন ধরণী 'পর । অতুল প্রতাপ বলে হ'ন সবে অধীশ্বর ॥
 আয়ুধ সবার গিরি নথর বিটপীরাজ । হরি-আগমন পথ করেন চাহি' বিরাজ ॥ ২
 যথা তথা কপিদল ভরি' ভার' গরি বন । মহতী বাহিনী নজ গাড়' করে বিচরণ ॥
 এই সব কম গাথা করিলাম বর্ণন । এবে শুন মাঝে যাঁহা করিয়াছি বর্জন ॥ ৩
 রঘুকুলমণি-রূপে অযোধ্যা পুরীর পতি । নামে দশরথ যিনি বেদেতে জ্ঞানিত অতি ॥
 ধরমের ধুরন্ধর গুণের আকর জ্ঞানী । রতি মতি হৃদে সদা সে বিদু শাঙ্গ'-পাগি ॥ ৪

দৌ—কৌশল্যাদি প্রিয় মহিষী যতেক পূত আচরণবতী ।
 পতি-অশুকলা বিনয়-আধার হরি-পদে দৃঢ় শ্রীতি ॥ ১৮৮

রাজা দশরথের পুত্রোষ্টি যজ্ঞ

চৌ—একবার নরপতি হৃদয়ে দারুণ দুখ । উদ্ভিতা বঞ্চিত হ'য়ে দরশনে সূত-মুখ ॥
 স্বরিতে গুরুর পদে উপনীত মহীপতি । করেন চরণ ধরি' অনেক মিনতি স্তুতি ॥ ১
 মন-সুখদুখ পদে করিলেন নিবেদন । প্রবোধি' অশেষ গুরু কহিলেন এ বচন ॥
 ধীর ধর জনমিবে তোমার তনয় চারি । ত্রিভুবন-খ্যাত হ'বে ভক্তজন-ভয়হারী ॥ ২
 শৃঙ্গী স্বধিরে গুরু বশিষ্ঠ করি' আহ্বান । পুত্রকাম শুভ যাগ করা'লেন সমাধান ॥
 ভক্তভরে মুনিবর আহুতি দিলেন যবে । হবিঃ ল'য়ে অগ্নিদেব দরশন দেন তবে ॥ ৩
 অগ্নি ক'ন মুনিবর যা' কিছু করেন কাম । সকলি হইল সিদ্ধ পূর্ণ তব মনস্কাম ॥
 এই হবিঃ নরপতি বর্টন কর গিয়া । যোগ্য জনের মাঝে উপযুক্ত ভাগ দিয়া ॥ ৪

দৌ—সভার সবায় প্রদানি' প্রবোধ অস্তুর স্মৃতাশন ।
 হরষ ধরে না নৃপের হৃদয় পরা-সুখে নিমগন ॥ ১৮৯

চৌ—দশরথ ডাকা'লেন তখনি মহিষীগণে । কৌশল্যাদি রাণী সব আসিলেন যজ্ঞ স্থানে ॥
 আশ ভাগ নররায় দিলেন কৌশল্যার করে । অশ্রু-আশ পুনরায় দিলেন দু-ভাগ ক'রে ॥ ১
 রাণী কেকয়ীরে রাজা দেন তা'র এক ভাগ । বাকী ভাগে পুনরায় করিলেন দুই ভাগ ॥
 কৌশল্যা কেকয়ী-করে করি' তাহা সমর্পণ । দেওয়া'লেন স্মিত্রায় করিয়া প্রসন্ন মন ॥ ২
 এই রূপে মহিষীরা জঠরে ধরেন সূত । ভরিল পুলকে প্রাণ মন অতি সুখ-যুত ॥
 জঠরে যেদিন হ'তে আসিলেন নারায়ণ । সম্পদ সুখে ভরা হইল যত ভুবন ॥ ৩
 রাজ-অবরোধ মাঝে শোভেন সকল রাণী । শোভা শালীনতা আর তেজের যেমন খনি ।
 এই ভাবে কিছু দিন স্থখেতে অতিবাহিত । তত দিনে প্রভু-আবির্ভাব-ক্ষণ উপস্থিত ॥ ৪

দো—লগ্ন গ্রহ যোগ
কি জড় চেতন

বার তিথি সব
সব ফুল-মন

অবশেষে অনুকূল ।
রাম-জন্ম সুখ-মূল ॥ ১৯০

ভগবানের আবির্ভাব ও বাল্যলীলা

চৌ—শুক্রা নবমী-তিথি মধুমাস পুণ্যময় ।
অনধিক শীত কিস্বা উষ্ণ মধ্য দিনমান ।
শীতল সুরতি মন্দ প্রবাহিত সমীরণ ।
বন-কুসুমিত গিরি সজ্জিত মণি-ভারে ।
ব্রহ্মা দেখেন যবে উদ্ভিত এ হেন ক্ষণ ।
দেবতায় ভরা হ'ল নভঃ তল সুনির্মল ।
ভরি' চারু অঞ্জলি কুসুম-বরষা করে ।
স্তুতিবাদ করে যত নাগ মুনি দেবতায় ।

হরি-প্রিয় ত ভিত্তিত হৃদে হ'ল উদয় ॥
জীবের বিরাম কাল সুপবিত্র সেই ক্ষণ ॥ ১
হরষিত দেব আর আশা-ভরা সাধু-মণ ॥
নদী হ'তে ও বাহিত জম্বত জলধারে ॥ ২
বিমান সাজা'য়ে সব চলেন অমরগণ ॥
মতিমা করিছে গান যতেক গন্ধর্ব্ব দল ॥ ৩
নিঃঘোষে ঘন ঘন তুন্দুভি অস্থরে ॥
বহুবিধ নিজ নিজ উপহার দেয় পায় ॥ ৪

দো—মিনতি জানা'য়ে
বিশ্বাধার প্রভু

অমর নিকর
আসেন ধরায়

ফিরে নিজ নিজ ধাম ।
অখিল লোক-বিরাম ॥ ১৯১

ছ—আসিলা কুপাল
প্রমোদিতা মাতা
আঁখি-অভিরাম
ভুষা বনমাল
ক'ন কর-জাড়ে
গুণ মায়াতীত
কুপা-সুখাগার
সেই মম-হিতে
ব্রহ্ম-অণু কত
বুকে সে আমার
যবে জাগে জ্ঞান
কহিয়া মধুরে
সে জ্ঞান লুকা'ল
শিশুলীলা কর'
যথা এই বাণী
এ-লীলা যে গা'বে

দীনের দয়াল
মুনি মন রাতা
তম্বু ঘনশ্যাম
নয়ন বিশাল
অসীম তোমায়ে
জ্ঞানের অতীত
সব-গুণাধার
দীনে কুপা দিতে
মায়া-বিরচিত
এ কথা অসার
প্রভু প্রীত প্রাণ
তুষেন মাতারে
জননী কহিল
প্রাণ মন ভর'
ক্রন্দন আনি'
হরি-পদ পা'বে

কৌশল্যা জননী-মঙ্গলকারী ।
অদ্ভুত রূপ বিচার করি' ॥
চারিভুজে নিজ আয়ুধ ধরা ।
শোভা-নিধি খর অস্ত করা ॥ ১
মিনতি কেমনে করিব আমি ।
অ-মাণ পুরাণ বলে যে স্বামি ॥
যাহারে বাখানে আগম সন্ত ।
প্রকাশিত হ'লে এবে ত্রীকাস্ত ॥ ২
প্রতি লোমে যা'র বেদে এ কয় ।
শুনি' ধীর মতি স্থির না রয় ॥
বহুবিধ লীলা করিতে চা'ন
পুত্র ভাবে প্রেম যাহাতে পা'ন ॥ ৩
এ রূপ তোমার প্রভু লুকাও ।
সে পরম সুখ আমারে দাও ॥
হ'লেন বালক অমর-ভূপ ।
না পড়িবে কভু ভবের কুপ ॥ ৪

দো—বিপ্র খেয়ু সুর
নিজ ইচ্ছা-কৃত

সন্তের হিতে
শরীর ত্রিগুণ

ধরা নর-অবতার ।
ইন্দ্রিয় মায়া-পার ॥ ১৯২

চৌ—তুনি' অতি মনোলোভা শিশুর যৌবন ধ্বনি । স্বরিতে তথায় ছুটে আসেন যতেক রাণী ॥
হরষে উৎফুল্ল মুখ যথা তথা ধায় দাসী । পুলকে মগন হ'ল যত অন্তঃপুরবাসী ॥ ১
দশমুখ তুনি' কাণে সূতের জনম হ'ল । পেলেন এ-গতি যেন ব্রহ্মসুখ প্রাণে এস ॥
কদয়ে পরম প্রেম পুলকে ভরা বয়ান । বৈধ্য মনে আনি' সাধ করিবারে গাত্রোত্থান ॥
শুনিলে বাঁহার নাম অশুভ দূরিত হয় । দয়া-ভরে সে প্রভুর আমার গৃহে উদয় ॥
এ ভাবিয়া তাঁর মন পরম বিলাসে পুরে । উৎসব-বাজনা তরে আজ্ঞা দেন বাস্তব করে ॥ ৩
বশিষ্ঠ গুরুর পাশে গেল এই সমাচার । দ্বিজগণ-সনে তিনি আসিলেন রাজ-দ্বার ॥
আসি' অনুপম শিশু করিলেন দরশন । সুন্দরতা-রাশি গুণ নাহি হয় বরণন ॥ ৪

দো—নান্দীমুখ করি'
কনক গোধন

হ'ল সংস্কার
বসন রতন

জাত-কর্ম্য সব সারা
পা'ন দান দ্বিজ যাঁরা ॥ ১৯৩

চৌ—তোরণ পতাকা ধ্বজে ছেয়ে গেল রাজধানী । কেমন সে শোভা তাহা কহিতে না আসে বাণী ॥
আকাশ হইতে হয় কুসুমের বরষণ । ব্রহ্ম-সুখে মজ্জিত সবার হৃদয় মন ॥ ১
দলে দলে শ্লোচনাগণ রাজ-পুরী ধায় । বেশ-ভূষা বিহনেই সবে উঠি' দৌড়ায় ॥
কনক কলস ল'য়ে মঙ্গল-খালা হা'তে । মুখে সুখা-সঙ্গীত ঢুকে নৃপ-দ্বারেতে ॥ ২
বরণ করিয়া তাঁর শুভ-তরে দান করে । বার বার সে চরণ-সরোজ পরশ করে ॥
ভাট সূতদল আর গায়কেরা বন্দীগণ । রঘুনায়কের পুত্র গুণ করে কীর্তন ॥ ৩
সকলি বিলা'য়ে দিয়ে সকলগে দান দিল । যে যাহা লভিল তাও নিজ পাশে না রাখিল
মুগমদ চলন কক্কুম অবিরত । পথে পড়ি' কর্দমে হ'ল তাহা পরিণত ॥ ৪

দো—ঘরে ঘরে হয়
যথা তথা মিলে'

শুভ-বাচ্য রব
হরষ-মগন

এলেন সুষমা-কন্দ ।
যত নরনারী-বৃন্দ ॥ ১৯৪

চৌ—কেকয়-তনয়া আর সুমিত্রাও হুইলেন । নয়নের প্রীতিকর লভিলেন নন্দনে ॥
এ সুখ এ সম্পদ এ সময়-সমাগম । নাগরাজ বীণাপাণি কহিবারে অক্ষম ॥ ১
শোভিত কোশলপুরী সেই কালে এই মত । প্রভুরে হেরিতে যেন শর্করী সমাগত ॥
কিন্তু হেরি' দিনকরে যেন মনে কুণ্ঠিতা । তখন বিচারি' মনে প্রদোষ-শরীর ধ্বতা ॥ ২
প্রভূত অগুরু ধূপ-ধুম যেন আধিয়ার । উড়িছে আবীর সেই অরুণিমা সন্ধ্যার ॥
ভবনে রতন সব সে যেন তারার হার । কলস নৃপের পুরে ইন্দু যেন উদার ॥ ৩
রাজপুরে বেদ-স্বনি মুহু মুহু বাণী-বোণে । বিহগ-কাকলি যেন মধুর প্রদোষ ভাগে ॥
কৌতুক হেরি' রবি বিশ্বিত নিজ-গতি । মাস-কাল হ'ল গত তাহার নাহিক স্মৃতি ॥ ৪

দো—এক মাস-কাল

রথ গহ রবি

রহিল দিবস

আটক প'ড়েছে

মর্ম বিদিত কা'র।

নিশা হ'বে কি প্রকার ॥ ১৯৫

চৌ—ইহার মরম কথা না জানিল কোন জন । পুনঃ রবি চলে করি' হরি-গুণ কীর্তন ॥

সুর মুনি করি' মহা উৎসব দরশন ।

ভাগ্য মানি' যখন' ভবনে আপনাপন ॥ ১

তোমার সবল মন জানি' উমা ভাল মতে ।

আপন চুরির কথা কহি তব সাক্ষাতে ॥

আমিও ছিলাম তথা কাক ভূযুগুর সনে ।

মোদের মানব রূপ না চিনি কোন জনে ॥ ২

পরম বিলাস আর প্রেমরসে মাতোয়ারা ।

নগরের পথে পথে ঘুরেছি আপন-হারা ॥

কিন্তু এই শুভ-লীলা শুধু বুঝে সেই জন ।

যে হয় শ্রীভগবান্ রামের কৃপাভাজন ॥ ৩

যে ভাবে আসিয়াছিল যা'রা সেই অবসরে ।

সকলেরি যা'হা কাম রাজা হ'তে তা'হা পুরে ॥

গজ রথ হয় হেম গো-ধন রতন সাজ ।

বসন বড়ই বিধ বিতরিলা মহারাজ ॥ ৪

দো—সবাকার মন

চিরজীবী হ'ন

তোষেন ভূপাল

সব সন্তান

যথা-তথা আশীর্বাদ ।

তুহুসীদাসের নাথ ॥ ১৯৬

চৌ—এই ভাবে কিছু দিন অতীত হইয়া যায় । রাত দিন কবে হয় কিছু নাহি জানা যায় ॥

নাম-করণের কাল সমাগত মনে জানি' ।

আজ্ঞান করি' রূপ পাঠা'ন বশিষ্ঠ মুনি ॥ ১

পূজিয়া চরণ তাঁর করেন এ নিবেদন ।

যে নাম উচিত এড়ু বন্ধন তা'র রক্ষণ ॥

বহু অল্পম নাম আছে এ'র মুনি ক'ন ।

রাজন্ কহিব সব আপন মতি যেমন ॥ ২

ইনি যিনি হরযের মহাসিদ্ধু সুখরাশি ।

কেবল শীকরে বাঁ'র তৃপ্ত ত্রিভুবনবাসী ॥

জ্যেষ্ঠ আনন্দধাম রাম হৃথ-অন্তক ।

অখিল বিশ্বের ইনি শাস্তি সুখ-বিধায়ক ॥ ৩

ভরণ-পোষণ যিনি করেন বিশ্বের এই ।

ভরত থাকুক নাম তব তনয়ের সেই ॥

বাঁহার স্মরণ মাত্রে অরি-দল পায় নাশ ।

শত্রু-নামেতে হ'ন তব সে স্মৃত প্রকাশ ॥ ৪

দো—সু-লক্ষণ ধাম

করিলেন স্থির

রাম প্রিয় যিনি

গুরু বশিষ্ঠ

সকল বিশ্বাধার ।

লক্ষণ নাম তাঁ'র ॥ ১৯৭

চৌ—রাখেন এ নাম গুরু হৃদয়ে বিচার' করি' । কহেন বেদের তত্ত্ব তোমার তনয় চারি ॥

মুনি-ধন হর-প্রাণ ভকত-সর্বস্ব এবে ।

বাল-লীলা-রসে সুখ লাভিতে আগত ভবে ॥ ১

শিশুকাল হ'তে নিজ হিতকারী এড়ু জানি' ।

রাহের চরণে হ'ন লক্ষণ অমুগামী ॥

শত্রুর ভরত এই হুই ভাই-অন্তরে ।

সেবক-প্রভুর মত শ্রীতিভাব বাস করে ॥ ২

শ্রাম গোরা হু'-জোড়ার রূপ-শোভা নিরখিয়ে ।

জননী ছি'ড়েন তৃণ কু-দৃষ্টি লাগার ভয়ে ॥

যদিও সবাই শীল রূপ আর গুণধাম ।

সবার অধিক তবু আনন্দ-সাগর রাম ॥ ৩

অল্পগ্রহ-বিধু-জন্মে নিশিদিন সুপ্রকাশ ।

সুচিত কিরণে তা'র প্রাণ মনোহর হাস ॥

কভু নিজ ক্রোড়ে ল'য়ে কখনো-বুলায় 'গরে । বাছা ধন ক'ন মাতা রামেরে আদর ভরে ॥ ৪

দো—ব্রহ্ম ব্যাপক
সেই জগদ্বহীন

গুণ মায়াভীত
ভকতির বশে

দুখ-মুখে অ-মগন ।
কৌশল্যার কোলে র'ন ॥ ১৯৮

চো—কোটি কাম-ছ'ব জিনি' শ্রামতমু বিমোহন । সুনীল কমল আর জলভরা ঘন ঘন ॥
অরুণ সরোজ পদ-নথরে এ হেন ভাতি । রক্ত কমল-দল 'পরে যেন গাঁথা মোতি ॥ ১
সে পদে কুলিশ ধ্বজ অঙ্কুশ রেখা শোভে । নূপুরের শিজিনী শুনি' মুনি-মন লোভে ॥
কটিতে কিঙ্কিণী ত্রিবলী বর-উদরে । গভীর নাভির কূপ সেই জানে যে নেহারে ॥ ২
সু-ভূষায় বিভূষিত সুবিশাল ভুজঘর । শার্দূল-নখে বুক অপকূপ শোভাময় ॥
জড়িত রতন হৃদে মণিহার পায় শোভা । বিপ্র-চরণ-রেখা করে শোভা মনোলোভা ॥ ৩
কম্প-কণ্ঠ অতি চিবুক মানস-রম । আননে অমিত মন-মথ-ছবি বিমোহন ॥
তুই তুই রদপাঁতি অধরে অরুণ-বিভা । বর্ণন কেবা করে নাসিকা তিলক-শোভা ॥ ৪
কপোল কি মনোহর ঞ্জতিযুগ সুন্দর । আধ মধু-বালভাষ ঞ্জবণের সুখকর ॥
চিকণ কুঞ্চিত সুকামল কেশ শিরে । কতই যতনে মাতা স্নাত্ত করিলা যা'রে ॥ ৫
পীত অঙ্গরাখা চারু কলেবরে লম্বিত । জানু-পাণি-বিচরণ হেরি' মন বিমোহিত ॥
রূপ-শোভা বর্ণিতে ঞ্জতি শেষ মানো হার । সেই জানে স্বপনেও যে হেবেহে একবার ॥ ৬

দো—সুখাকর মোহ-
দ্রুপ-মহিষীর

অভীত ইন্দ্ৰিয়
পরা-প্রেমে সেই

জ্ঞান বাণী-অগোচর ।
বাললীলা তৎপর ॥ ১৯৯

চো—এই মত অখিলের জনক জননী রাম । কোশল-রাণীরে সুখ হরষ করেন দান ॥
ভবানি শ্রীরাম-পদে যেকন স'পেছে মন । নিজ চ'খে সেই এই লীলা করে দরশন ॥ ১
শ্রীপতি-বিমুখ যদি কোটি যতন করে । ভবের বাঁধন তাঁর কহ কে ঘুচা'তে পারে ॥
চরাচর জীবু যেবা আপনার বশে রাখে । সেই মায়া ভয়ে সারা যেত প্রভু-সম্মুখে ॥ ২
যে মায়া নাচিছে সদা তাঁর আঁখি-ভঙ্গিতে । তেমন প্রভুরে ফেলে কা'রে কহ আরাধিতে ॥
নিজ চতুরতা ত্যজি' কায়-মন-বাক্য-সাথ । ডাকিলেই কৃপা-চ'খে হেরিবেন রঘুনাথ ॥ ৩
এই ভাবে শিশুলীলা করেন শ্রীঘুশ্রুতি । নগরবাসীরে সদা বিতরেন সুখ অতি ॥
কখনো বৃকেতে মাতা আদরে তাঁরে নাচা'ন । কখনো ঝুলার 'পরে শুয়া'য়ে প্রেমে ছা'ন ॥ ৪

দো—বাৎসল্যে মগন
সুত-প্রেম বশে

কৌশল্য মহিষী
করেন জননী

দ্বিবানিশি নাহি জ্ঞান ।
তাঁর শিশু লীলা-গান ॥ ২০০

চো—একবার মহারাণী রামেরে করা'য়ে স্নান । ঝুলায় শোয়া'ন করি' বেশভূষা সমাধান ॥
অনন্তর নিজ কুল-ইষ্টদেব ভগবানে । পূজা হেতু স্নান-শেষে ভকতি-পূরিত প্রাণে ॥ ১
পূজা করি' করি' তাঁরে উপচার নিবেদন । যা'ন তথা যথা হয় ভোগ আদি রন্ধন ॥
প্রতি-আগমন করি' হেরিলেন অচঃপর । উপচার তাঁর মুত মুখে দিতে তৎপর ॥ ২



ভয়-ভীতা মাতা যা'ন শুয়ে র'ন শিশু যথা । দেখেন তেমনি ভাবে শায়িত তনয় তথা ॥
 পুনরায় দেব-গৃহে আসিয়া দেখেন রামে । কাঁপিয়া উঠিল হৃদি শান্তি মন নাহি মানে ॥৩
 তাখেন বালক হই করি আমি দরশন । বিশেষ কি হেতু আছে কিম্বা মোর মতি-ভ্রম ॥
 প্রভু রাম জননীরে ভয়াকুল নিরখিয়া । ভুলিলেন সেই প্রাণ-বিমোহন হাসি দিয়া ॥ ৪

দো—মায়ে অতঃপর দেখা'লেন নিজ অখণ্ড বিরাট রূপ ।
 কোটি ব্রহ্ম-অণু র'য়েছে জড়িত যাহে প্রতি লোমকূপ ॥ ২০১

চৌ—অগণিত রবি শশী মহেশ চতুরানন । বহু গিরি নদ নদী জলধি মহী কানন ॥
 কর্ম কাল তিনগুণ জ্ঞান ও স্বভাব আর । দেখিলেন তা-ও যাহা পশেনি অবগে তাঁ'র ॥ ১
 দেখিলেন মায়া যাহা সব-বিধি বলবতী । সভীতা সমুখে তাঁ'র কর-জোড়ে করে নতি ॥
 নাচায় যাহারে মায়া সে-জীব পড়িল চ'থে । ভকতিও তথা যাহা মায়া হ'তে রাখে তাঁ'কে ॥২
 হেরি' পুলকিত দেহ বদনে নাহিক কথা । মুদিয়া নয়ন তাঁ'র চরণে রাখেন মাথা ॥
 হেরি' বিশ্বয়াকুল জননীরে ভগবান্ । আবার খরারি ল'ন শিশুর কম বয়ান ॥ ৩
 স্তুতিও আসে না প্রাণে এমন বিষম ভয় । জগত-জনকে মনে করি সে মম তনয় ॥
 শ্রীহরি তখন তাঁ'রে বুঝান কতই ভাষে । শুন মা এ কথা যেন কহিও না কা'রো পাশে ॥৪

দো—কর-জোড়ে রাগী ক'ন বার বার কর এই নিজ দয়া ।
 আর যেন মোরে নাহি ব্যাপে প্রভু কখনো তোমার মায়া ॥ ২০২

চৌ—বহুবিধ শিশুলীলা করিলেন হেন হরি । নিজ দাসগণ-প্রাণ অপার হরষে ভরি' ॥
 অতীত হইয়া গেলে কিছু কাল চারি ভ্রাতা । বর্জিত হ'ন তাঁরা পরিজন-সুখ-দাতা ॥ ১
 গুরু আসি' সাধিলেন চূড়াকর্ম সংস্কার । ব্রাহ্মণের হ'ল লাভ বরষণ দক্ষিণার ॥
 পরম মানসহর দিব্য লীলা অপার । করিয়া বেড়ান সেই চারি নৃপ-সুকুমার ॥ ২
 কায়-মন-বচনের অগোচর বিভু যেই । দশরথ-অঙ্গনে বিচরেন প্রভু সেই ॥
 আগত ভোজন কালে ভূপতি ডাকেন যবে । বাল-সখা সঙ্গ ছাড়ি' আসিতে না চা'ন তবে ॥৩
 জননী যখন যা'ন করিবারে আহ্বান । ঠুঁমুক ঠুঁমুক প্রভু নাচিয়ে পলা'য়ে যা'ন ॥
 বেদ যাঁ'রে নেতি ব'লে শিব শেষ নাহি পা'ন । সবলে ধরিতে তাঁ'রে জননী বেগেতে ধা'ন ॥ ৪
 আসেন ফিরিয়া তিনি ধূলয় ধূসর বেশে । বসান আপন কোলে ধরনী-অধীপ হেসে ॥ ৫

দো—করেন ভোজন চকল চিত মাঝে অবসর দেখে' ।
 খল খল হেসে ছুটিয়া বেড়ান দখি-ভাত মুখে মেখে' ॥ ২০৩

চৌ—শ্রীরামের শিশুলীলা সরল মানসহর । শারদা বাসুকী হর বেদ গা'ন নিবস্তুর ॥
 যাঁ'র মন এ লীলায় নহে অমুরজিত । সে মানবে সৃজিলেন ধাতা করি' বর্জিত ॥ ১

কুমার-বয়স যবে লভিলেন চারি ভ্রাতা ।
 গুরুগৃহে যা'ন পাঠ করিবারে অধ্যয়ন ।
 সহজ নিখাস যা'র চারি বেদ ধরা'পর ।
 বিজ্ঞা-বিনয়-গুণ শীলযুত চারি জন ।
 করতলে ধৃত শর-কাম্বুক সুন্দর ।
 যে পথ ধরিয়া যা'ন নৃপ-সুত চারি জন ।

উপবীত দানিলেন গুরু আর পিতামাতা ॥
 অল্প বয়সে সব বিজ্ঞা হ'ল সমাপন ॥ ২
 সে হরির পাঠাভ্যাস কি আশ্চর্য্য অতঃপর ॥
 লীলা-ছলে আচরে'ন সব রাজ-আচরণ ॥ ৩
 যে রূপ নয়নে হেরি' বিমোহিত চরাচর ॥
 স্তম্ভিত হ'য়ে চেয়ে রয় সব জনগণ ॥ ৪ ॥

দো—কোশল-নিবাসী
 প্রাণ হ'তে প্রিয়

যত নরনারী
 লাগে'সকলের

কিবা বৃদ্ধ কিবা বাল ।
 শ্রীরামচন্দ্র কৃপাল ॥ ২০৪

চৌ—ভ্রাতা আর সখাগণে সাথে ল'য়ে ভগবান্ । যুগয়ার তরে নিত কানন-মাঝারে যা'ন ॥
 পবিত্র দেখিয়া যুগ হনন করিয়া তা'রে । দেখা'তেন প্রতিদিন আনিয়া নৃপতিবরে ॥ ১
 রামের শরের ঘায়ে যেই যুগ ত্যজে প্রাণ । সে তম্বু করিয়া ত্যাগ স্বরগে করে প্রয়াণ ॥
 অমূল্য সখার সনে করেন নিত ভোজন । জনকমাতা আদেশ করেন প্রতিপালন ॥ ২
 যা' করিলে পুরবাসী সকলেই সুখ পায় । তাহাই করেন রাম গুণনিধি কৃপাময় ॥
 স্তনেন পুরাণ বেদ করিয়া অভিনিবেশ । নিজেও বুঝা'ন তাহা ভ্রাতাদের সবিশেষ ॥ ৩
 প্রভাত সময়ে শয্যা করি' ত্যাগ রঘুনাথ । করেন জননী-পিতা-গুরুপদে প্রণিপাত ॥
 লইয়া আদেশ মন দেন পুরী-কার্য্য প্রতি । আচরণ হেরি' প্রাণে সুখ পা'ন নরপতি ॥ ৪

দো—ব্যাপক অ-তম্বু
 ভকতের তরে

অজ ইচ্ছাহীন
 করেন বিবিধ

অ-গুণ অ-নাম-রূপ ।
 মহিম লীলা অরূপ ॥ ২০৫

মহাবি বিশ্বামিত্রের দশরথ-সমীপে আগমন

চৌ—এই সব লীলা-কথা করিলাম বরণন । পরে যা' ঘটিল তাহা শুন এবে দিয়া মন ॥
 বিশ্বামিত্র চরাচর জ্ঞাত মহামুনি জ্ঞানী । নিবাস করেন বনে অতি পুতস্থান জানি' ॥ ১
 তথায় করেন জপ যাগ হোম আদি ক্রিয়া । সুবাহু মারীচ আদি রক্ষঃ-ডরে ত্রস্ত হিয়া ॥
 হেরিলেই যাগ চ'খে রাক্ষস বেগে ধায় । নানা উপদ্রব করে মুনি-প্রাণ ছুখ পায় ॥ ২
 গাধী-সুত মন-মাঝে আসে এই অমুমান । পাপীদের কে বা বধে বিনা সেই ভগবান্ ॥
 তখন মনেতে মুনি করিলেন এ বিচার । এসেছেন এবে প্রভু লাঘবিতে ধরা-ভার ॥ ৩
 এই হল করি' যাই করি পদ দরশন । মিনতি করিয়া হেথা আনি ভাই ছুই জন ॥
 রৈরাগ্য জ্ঞানের আর সকল গুণ-নিধান । পাইব হেরিতে মোর প্রভুরে ভরি' নয়ান ॥ ৪

দো—বহুবিধ মনে
 মজ্জন কার'

আলোচনা করি'
 সরসু-সলিলে

চলেন স্বরিত-গতি । -
 যা'ন নৃপ-সভা প্রতি ॥ ২০৬

চৌ—মুনি-আগমন কথা শুনিতেই রাজা কাণে। ডেটিবারে যা'ন নিজ সাথে ল'য়ে সিদ্ধগণে॥
 দণ্ডবৎ করি' নৃপ করিলেন মান দান। আনিয়া আসনে নিজ হতনে তাঁ'রে বসান ॥১
 বহু পূজা করিলেন করি' পদ-প্রক্ষালন। আজি মোর সম ধন্য বেহ নাহি রাজা ক'ন ॥
 বহুবিধ ভোজ্যে সেবা করা'ন মহর্ষিবরে। অতীব হরষ মুনি পা'ন নিজ অন্তরে ॥ ২
 পরে চারি সূত্রে আনি' করা'লেন প্রণিপাত। দেহ-জ্ঞানচ্যুত মুনি হেরি' রাম জগন্নাথ ॥
 তদ্বয় হ'য়ে র'ন চেয়ে সেই মুখ 'পর। মোহিত চকোর যেন পেয়ে রাকা শশধর ॥৩
 'নরপতি ক'ন সুখ লভি' নিজ অন্তরে। হে মুনি এমন কৃপা নহিল ত' কভু মোরে ॥
 কিসের কারণে প্রভু এই শুভ-আগমন। আদেশ' অচিরে দাস করিবে তাহা সাধন ॥৪
 রাক্ষসগণ মোরে করে বড় জ্বালাতন। সে হেতু যাচিতে কিছু আসিয়াছি হে রাজন্ ॥
 অমুজ সহিত দেহ সাথে মোর রঘুনাথ। ইত হ'লে নিশাচর হইব আমি সনাথ ॥ ৫

দৌ—হরষিত মনে

দেহ নরনাথ

ত্যজ মোহ-অজ্ঞান।

হ'বে এতে তব

ধর্ম্ম সুশল

এ'র মহা কল্যাণ ॥ ২০৭

চৌ—শুনিয়া শ্রবণে রাজা হেন বাণী নিদারুণ। কাঁপিল হৃদয় মুখ-ভাব হ'ল সঙ্করণ ॥
 শেষের দশায় বৃকে পাইলাম সূত চারি। হে মুনি বচন তুমি কহিলে না তা' বিচারি' ॥ ১
 চাহ' যদি রাজ্য দেখু অথবা কোষের ধন। হরষে সকলি পায়ে দিতে পারি ভগবন্ ॥
 দেহ, ও প্রাণের হ'তে নাহি কিছু প্রিয়তর। তা'-ও দেব দিতে পারি নিমিষে চরণ 'পর ॥ ২
 প্রাণের সমান প্রিয় সকল সূতই মম। তথাপি রামের দিতে না পারি আমারে ক্রম ॥
 কোথা নিশাচরগণ অতীব কঠোর ঘোর। কোথা অতি কমকায় কিশোর কুমারমোর ॥৩
 প্রেমরসে পরিপ্লুত শুনিয়া নৃপের বাণী। প্রীতি নিজ অন্তরে লভিলেন জ্ঞানী মুনি ॥
 তখন বশিষ্ঠ দেব বুঝা'লেন নানামত। তাহে নৃপ-সন্দেহ অবশেষে অপগত ॥ ৪
 অতীব আদরে ছই সূত্রে করি' আহ্বান। হৃদয়ে জড়া'য়ে বহু শিক্ষা করেন দান ॥
 ক'ন নাথ এই ছই সূত্রে প্রাণ সম গণ্য। হে মুনি তুমিই এবে জনক নহেক অগ্র ॥ ৫

বিশ্বামিত্রের যজ্ঞরক্ষা

দৌ—নৃপাত স'পেন

ঋষিরে তনয়

আশীষ প্রদানি' তাঁ'রে।

জননী-সকাশে

চলিলেন প্রভু

চরণে প্রণতি তরে ॥ ২০৮(ক)

সৌ—চলে নর-হরি ছই বীর

মুনি-ভয়-সাগরের সেতু।

করণা-সাগর মত্তীর

চরাচর-কারণের হেতু ॥ ২০৮ (খ)

চৌ—অরুণ নয়ন-বর যদি ভুজ সুবিশাল।

নীল জলধর তহু শ্যামল যেন তমাল ॥

কটিতে বসন পীত তুণীর শোভিত তা'য়।

হ'করে শায়ক-ধনু অপক্লপ শোভা পায় ॥ ১

গৌর শ্রামল হুই ভাতা মহাক্লপবান্ ।

মুনিবর গাধীসুত মহানিধি যেন পা'ন ॥

ভাবেন ব্রাহ্মণ-প্রিয় এ ডু স্থির জানিলাম ।

মোর তরে পিতারেও ছাড়িলেন ভগবান্ ॥ ২

পথ ধরি' যান মুনি দূর হ'তে দেখা যায় ।

তাড়কা ভীষণ ক্রোধ ভরে সেই দিকে ধায় ॥

শ্রীরাম এক-ই বাণ এহারে বধেন তা'রে ।

দীন বুঝি' নিজ পদ দিলেন কৃপার ভরে ॥ ৩

হৃদয়ে তাঁহারে ঋষি জানিয়াও ভগবান্ ।

সর্ববিজ্ঞা-বারিধিরে করিলেন বিজ্ঞাদান ॥

পিপাসা' অথবা ক্ষুধা যাহাতে না ব্যাপে তাঁ'র । জাগে দেহে তেজ বল অতুলন প্রতিভায় ॥ ৪

দো—সকল আশুধ

করিয়া প্রদান

নিজ আশ্রমে আনি' ।

কন্দ মূল ফল

দিলেন ভোজন

ভকতে সদয় জানি' ॥ ২০৯

চৌ—প্রভাতে মহর্ষি-প্রতি ক'ন রাম রঘুনাথ । নির্ভয় হ'য়ে যাগ আচরণ কর নাথ ॥

শুনি' মুনিগণ হোম করিলেন আরম্ভন ।

আপনি সে যাগ-রক্ষা কার্যেতে রত র'ন ॥ ১

মুনি-জ্যোহী নিশাচর মারীচ বারতা শুনে' ।

সাধীদলে ল'য়ে ক্রোধে আসে ধেয়ে সেইখানে ।

কলক-বহীন শর করিয়া তা'রে প্রহার ।

শতেক যোজন দূরে ফেলেন সাগর-পার ॥ ২

তার পর অগ্নিবাণ হানিলেন সুবাহুরে ।

এ দিকে লক্ষ্মণ রত সেনা দিতে ছারেকারে ॥

এ ভাবে রাক্ষস বধি' নিডর করিলা দ্বিজে ।

করেন দেবতা মুনি স্তুতি পদ-সরসিজে ॥ ৩

সেই স্থানে কিছুকাল বাস করি' রঘুবর ।

দয়া বিতরণ রাম করেন ব্রাহ্মণ 'পর ॥

জজিবেশে শাস্ত্রকথা ক'ন দ্বিজগণ তাঁ'রে ।

যদিও অজানা তাঁ'র কিছু নাহি ধরা 'পরে ॥ ৪

অহল্যা-উদ্ধার

অবশেষে সমাদরে কোশিকী মুনি ক'ন ।

এবে এক লীলা প্রভু কর গিয়া দরশন ॥

ধনু-যজ্ঞ কথা শুনি' পুলকে শ্রীরঘুনাথ ।

চলিলেন মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র-মুনি সাথ ॥ ৫

পড়িল আশ্রম এক চ'থে পথ-মারুখানে ।

খগ যুগ জীব জন্তু কেহ নাই সে আশ্রমে ॥

এক শিলা লক্ষ্য করি' জিজ্ঞাসেন মুনিবরে ।

সকল কথাই মুনি কহেন বিশেষ ক'রে ॥ ৬

দো—অভিশাপ-বশে

গোতমের নারী

ধরিয়া শিলা-শরীর ।

কাতরে যাচিছে

পদরজ্জ তব

কৃপা কর রঘুবীর ॥ ২১০

ছ—ছ'য়া'তে চরণ

শোক-বিনাশন

প্রকাশিল ভেজোময়ী কলেবর ।

হেরি' রঘুপতি

ভকতের গতি

রহিল দাঁড়া'য়ে জুড়িয়া কয় ॥

প্রেমতে অধীর

পুলক শরীর

বলিতে মুখেতে কথা না সরে ।

সে বড়ভাগিনী

চরণে অমনি

পড়িল নয়নে ছ'-ধারা ঝরে ॥ ১

ধীর মনে প'রে

চিনিল প্রভুরে

লড়িল কৃপায় ভকতি দান ।

নির্মল ভাষে

মিনতিতে ভাষে

জ্ঞান-গম ওহে ভকত-প্রাণ ॥

মলিনা রমণী

প্রভু পুত মণি

রাবণারি জন-নন্দ ধব ।

রাজীবলোচন

ভব-বিমোচন

রাখ' রাখ' আমি শরণে তব ॥ ২

মুনি-শাপ যাহা	বর হ'ল তাহা	করুণা করিলা আমারে অতি ।
হেরি আঁখি ভরি'	ভবহারী হরি	বুঝেন এ লাভ ভবানীপতি ॥
দ্রাক্ষমতি নারী	এ মিনতি তা'রি	নাহি চাহে প্রভু অপর দান ।
পদ-রজ রসে	যেন মন বসে	সেই সুখ করে নিয়ত পান ॥ ৩
যে চরণ-জাত	স্বরধুনী পূত	ধরেন মহেশ মাথার 'পরে ।
অর্চিত অজ	যে চরণ-রজ	সে পদ কুপাল রাখিলে শিরে ॥
বার বার পড়ি'	গৌতমের নারী	শ্রীহরি-কমল-চরণ 'পর ।
গেল পতিলোকে	মনের পুলকে	লভি' মনোমত পরম বর ॥ ৪
দৌ—এইরূপ প্রভু	দীননাথ হরি	কারণহীন দয়াল ।
রে শঠ তুলসি	ভজ' ভজ' তাঁ'রে	কপট ত্যজি' জঞ্জাল ॥ ২১১

শ্রীরাম-লক্ষ্মণ সহিত বিশ্বামিত্রের জনকপুরী গমন

চৌ—চলেন লক্ষ্মণ-রাম সনে বিশ্বামিত্র মুনি । উপনীত যথা জগ-উদ্ধারিণী স্বরধুনী ॥
 মুনিবর বিবরিয়া করিলেন বরণন । যে প্রকারে ধরণীতে গঙ্গার আগমন ॥ ১
 ঋষি মুনি সনে প্রভু করিলেন তাহে স্নান । মহীদেবগণ পা'ন বিবিধ প্রকার দান ॥
 হরষিত মনে যা'ন মুনিদল সহযোগে । বিদেহ পুরীর কাছে উপনীত হ'ন বেগে ॥ ২
 জনকপুরীর শোভা হেরিলেন যবে রাম । অমুজ সহিত তাঁ'র লীগে মন-অভিরাম ॥
 তড়াগ সরিৎ কূপ নদী যত সরোবর । সলিল অমৃত সম মগি-সিড়ি চত্বর ॥ ৩
 গুঞ্জে মঞ্জু মধুমন্ত ভৃঙ্গদল । বহুরং বিহগেরা করে সদা কল কল ॥
 কতই বরণ শোভে বিকশিত জলজাতা । ত্রিবিধ সমীর বহে সকলের সুখদাতা ॥ ৪

দৌ—কুসুম-বাটিকা	উদ্যান বন	বিপুল খগ-নিবাস ।
ফলে ফুলে শোভে	নব কিশলয়ে	সে পুরীর চারি পাশ ॥ ২১২

চৌ—কহিতে না আসে ভাষা নগরীর শোভা কত । যথা যায় তথা মন হ'য়ে রয় প্রলোভিত ॥
 সূচাক বিপণী-সারি সৌধ রতনময় । নিরখি' স্বকর বিধি-বিরচিত মনে হয় ॥ ১
 কুবেরের সম যত বণিকেরা ধনবান্ । নানাবিধ পণ্য ল'য়ে আপণে বিরাজমান ॥
 সুন্দর চৌমাথা বীধিগুলি মনোহর । সুরভি সেচিত রহে সে সব নিশি বাসর ॥ ২
 মঙ্গল-ভরা গৃহ সবাংকার চিত্রিত । মানস ভুলান যেন রতিনাথ-অঙ্কিত ॥
 নর-নারী সকলেই শুচি সাধু সুন্দর । গুণবান্ জ্ঞানী আর ধরমের ধুরন্ধর ॥ ৩
 অতি অল্পম যথা জনকের রাজ্যবাস । চকিত দেবতা হেরি' তথাকার সে বিলাস ॥
 প্রাসাদ দরশ করি' চকিত হৃদয় হয় । সকল ভুবন-শোভা যেন করে পরাজয় ॥ ৪

দৌ—স্বৈতধ্যম মগি-	বিচিত্র খচিত	হেম পট্ট সমুদায় ।
জ্ঞানকী-নিবাস-	সদনের আর	শোভা কিবা কহা যায় ॥ ২১৩

।—সুন্দর দ্বারে আঁটা বজ্র-সম কপাট । ভীড় করে যে ভবনে মাগধ নৃপতি ভাট ॥
 সুবিশাল অশ্ব-গজ-শালা লাগা তা'র সাথে । ভরা থাকে সব কালে বহু অশ্ব গজে রথে ॥ ১
 বহু যোধ সেনাপতি সচিব রহেন তথা । ভবন তাঁ' সবা'কার নৃপতি-ভবন যথা ॥
 পুরী-প্রান্তে সরোবর স্রোতস্থিনী-তটদেশে । যথা তথা বহু নৃপ বাস করে পট্টবাসে ॥ ২
 আত্ম-কানন এক করিয়া অবলোকন । সুন্দর সব বিধি সুবিধা তথা পরম ॥
 মুনি ক'ন রঘুবীর আমার বিচার মত । এইখানে অবস্থান করা হ'বে সঙ্গত ॥ ৩
 যথা তব আজ্ঞা প্রভু ক'ন কৃপা-নিকেতন । মুনি ঋষিগণ সবে করিলেন উত্তরণ ॥
 মিথিলাপতির পাশে বার্তা গেল সেই ক্ষণ । কৌশিকী মহামুনি ক'রেছেন আগমন ॥ ৪

দো—গুরু ব্রাহ্মণ মন্ত্রী বহুবীর সাথে ল'য়ে নিজ জাতি ।
 চলেন নৃপতি মুনির সদনে পরাণে তৃপ্তি অতি ॥ ২১৪

শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে দেখিয়া জনকের প্রেম-মগ্নতা

চৌ—চরণে রাখিয়া মাথা করিলেন প্রণিপাত । আশীর্ব্বাদ প্রীতমনে বরষেন মুনিনাথ ॥
 বিপ্রগণেরে পরে সাদরে করেন নতি । বড় ভাগ্য মানি' রাজা অতিশয় ফুলমতি ॥ ১
 গাধিস্থত নৃপতিরে করা'ন উপবেশন । কুশল-বারতা করি' বার বার জিজ্ঞাসন ।
 সেই অবসরে তথা ছুই ভাই উপনীত । কুশুম-বাটিকা দেখি' তথা হ'তে সমাগত ॥ ২
 গৌর শ্যামল যুগ্ম-বয়সের ছ' কিশোর । নয়নের সুখপ্রদ বিখের চিত্ত-চোর ॥
 রঘুপতি আসিতেই উঠিয়া দাঁড়ান সবে । বসান আপন কাছে মহাঋষিবর তবে ॥ ৩
 দৌহারে নিরখি' প্রাণে পুলকিত সব জন । রোমাঞ্চিত কলেবর জলে ভরে ছ'নয়ন ॥
 সে মাধুরী-ভরা রূপ আঁখি ভরি' নিরখিয়া । বিদেহ রহেন নিজ দেহ-বোধ পাশরিয়া ॥ ৪

দো—প্রেমে লীন মন বুঝিয়া বিবেকে ধৈর্য্য ধরিয়া শেবে ।
 মুনি-পদে রাজা করিয়া প্রণতি ক'ন গদগদ ভাষে ॥ ২১৫

চৌ—কহ প্রভু সুন্দর সুকুমার এ যুগল । মুনি কি-নৃপতি-কুল করিয়াছে উজ্জল ॥
 অথবা নিগম যাঁরে নেতি বলি' গান করে । সেই ব্রহ্ম আসিলেন দৌহাকার রূপ ধ'রে ॥ ১
 স্বভাবে বিরাগময় আমার এ হেন মন । চন্দ্র-চকোর সম মোহিত কি অকারণ ॥
 অকপটে জিজ্ঞাসি' তব পদে এই প্রভু । কহ দেব মোর পাশে গোপন না কর কভু ॥ ২
 হেরিতেই এঁরে অতি প্রেম-অমুরাগে ভিজে' । কি যেন প্রবল টানে মন ব্রহ্ম-সুখ ত্যজে ॥
 হাসি' মুনি ক'ন সত্য তব বাণী অতিশয় । তোমার বচন নৃপ মিথ্যা হ'বার নয় ॥ ৩
 এঁরে প্রিয় ভাবে যত চরাচর অধিবাসী । মুনি-বাণী শুনি' রাম-মুখে আসে যুগ্ম হাসি ॥
 রঘুকুলমণি দশরথ-কুল আলোকিলা । আমার হিতের তরে নৃপ এঁরে পাঠাইলা ॥ ৪

দৌ—রাম ও লক্ষণ
দেখিল জগত

রূপ লীল বল-
রাখিলা যজ্ঞ

ধাম ভাই দুই জনে ।
জিনি' রাক্ষসে রণে ॥ ২১৬

চৌ—রাজা ক'ন দেব ভব চরণ দরশ করি' । কত যে পুণ্যের ফলে কেমনে তাহা বিবরি ॥
গৌর সুন্দর শ্যাম যুগল কম-বয়ান । আনন্দ যে তাহারেও আনন্দ করেন দান ॥ ১
ই'হাদের পরম্পর প্রীতি-প্রেম সুন্দর । কহা নাহি যায় মুখে কত মন-মোহ কর ॥
তনু প্রভু ক'ন এই পুন্ড্রকে বিদেহরাজ । ব্রহ্ম জীব সম প্রীতি স্বাভাবিক দৌহা-মাঝ ॥ ২
মরনাথ বার বার যত চা'ন রাম-পানে । কলবরে পুলকন উৎসাহ প্রাণে আনে ॥
মুনির বাখান করি' চরণে করিয়া নতি । নগরে লইয়া সবে চাললেন নরপতি ॥ ৩
সর্বকালে সুখপ্রদ সব বিধি সুন্দর । এ হেন ভবনে বাস দিলেন ভূপতিবর ॥
অবশেষে করি' পূজা সবাকার সেবা-শেষে । বিদায় লইয়া নৃপ ফিরিলেন নিজাবাসে ॥ ৪

দৌ—ঋষিগণ সনে
অমুক্তের সনে

রঘুকুল-মণি
বসিলেন যবে

ভোজন বিরাম-পাছে ।
প্রহরেক বেলা আছে ॥ ২১৭

• শ্রীরাম-লক্ষণের জনকপুরী সন্দর্শন

চৌ—লক্ষণ মন-মাঝে অভিলাষ অতিশয় । ঘাইয়া জনকপুরী দেখে' আসা কিসে হয় ॥
অঞ্চ প্রভুর ভয় সঙ্কোচ মুনিগণে । প্রকাশ না করি' হ'ন উচাটন মনে মনে ॥ ১
তাহার সে মনোভাব বুঝিলেন রঘুবর । ভকত-সদয় ভাব উদিল হৃদয় 'পর ॥
কহিতে আদেশ পেয়ে অতি কুণ্ঠিত মনে । মুহু হাসি হাসি' ক'ন অতি মুহু বাণী সনে ॥ ২
পুরী হেরিবারে প্রভু লক্ষণের অভিলাষ । আপনার ডরে ওর মুখেতে না আসে ভাষ ॥
ল'য়ে যেতে যদি প্রভু পাই তব অমুমতি । নগর দেখা'য়ে তবে ফিরে আসি দুরাগতি ॥ ৩
তুনিয়া-আদর ভরে মহর্ষি বচন ক'ন । তুমি বিনা কেবা রাম স্মৃতি করে পালন ॥
ধরমের মান সদা রক্ষণ তুমি কর । ভকতে প্রেমের বশে অল্প সুখ বিতর ॥ ৪

দৌ—হে সুখ-নিধান
সবার নয়ন

যাও হু'জনায
করাও সফল

পুরী দেখি' এস গিয়া ।
কম-রূপ দেখাইয়া ॥ ২১৮

চৌ—পূজি' মহা-ঋষি-পদ যা'ন ভাই দুই জন । সবারে নয়ন-সুখ করিবারে বিতরণ ॥
বালকেরা সে পরম শোভা হেরি' প্রাণে মেতে । মোহিত নয়ন-মনে সাথে সাথে থাকে যেতে ॥ ১
গীত বসনের 'পরে কটিতে তুণীর রয় । কাম্বুক চাক্র শর বর-করে শোভাময় ॥
শরীরের অমূল্য চন্দনে চর্চিত । গৌর-শ্যামল ভূটি হেরি' প্রাণ বিমোহিত ॥ ২
স্বক কেশরী সম বাহু যুগ সুবিশাল । উর হ'তে লব্ধি গজ-মুকুতার মাল ॥
মনোহর হিঙ্গুল কমল-দল লোচন । শশী-নিভ সে আনন ত্রিবিধ তাপ-মোচন ॥ ৩

হেম শ্রুতি-আভরণ শ্রবণ-যুগল 'পয়ে ।
চাহনির ভঙ্গি চারু ভ্রূগুগ্ন সুবক্ষিম ।

হেরিতেই চ'খে যেন প্রাণ মন লয় হ'রে ॥
ভিলক-রেখার শোভা সুন্দরতা-ছাপ যেন ॥ ৪

দৌ—সুন্দর শিরে
পদ হ'তে শির

চারি-কোণ তাজ
সুন্দর দৌহে

কুক্ষিত কাল কেশ ।
শোভাধার চারু বেশ ॥ ২১৯

চৌ—আসেন দেখিতে পুরী নৃপসুত দুই জন । শ্রবণ বারতা এই করে পুরবাসিগণ ॥
গৃহকাজ পরিহরি' ছুটে আসে উর্দ্ধ্বাসে । কাজাল যেমন ধন রতন লুঠিতে আসে ॥ ১
সহজ-সুন্দর দুই ভাই করি' দরশন । চরিতার্থ হয় করি' সকল নিজ লোচন ॥
নবীনারা রহি' সবে বাতায়ন-মধ্যভাগে । দরশন করে সেই শ্রামরূপ অমুরাগে ॥ ২
কহিতেছে এ উহারে অতিশয় প্রেমভরে । এ রূপ সজনি কোটি কামে পরাজয় করে ॥
কি দেবতা কি অমুর নাগ কি মুনি-ভিতর । অবগেও নাহি আসে রহে হেন রূপধর ॥ ৩
চারি ভুজধারী বিষ্ণু বিরিকি চতুরানন । ভয়াবহ বেশধারী ত্রিপুরারি পঞ্চানন ॥
নাহিক দেবতা আর যাঁ'র সনে এ দৌহার । তুলনা করিব সখি ললিত রূপ-শোভার ॥ ৪

দৌ—বয়সে কিশোর
প্রতি অবয়বে

সুসমা-সদন
যায় বলিহারি

শ্রাম গোরা সুখধাম ।
শ'ত কোটি কোটি কাম ॥ ২২০

চৌ—বল' ত' সজনি দেহ ধরে হেন কোন্ জন । মোহিত না হয় হেরি' হেন রূপ বিমোহন ॥
সপ্রেম কোমল বাণী বলে কোন সুন্দরী । আমি যা' শুনেছি তবে বর্ণন তাহা করি ॥ ১
দশরথ-আত্মজ এ কুমার দুই জন । শাবক-মরাল দুটি যেন অতি মনোরম ॥
কৌশিকী-মুনি-বাগ রক্ষক দুই ভ্রাতা । সমর-অঙ্গনে ভীম নিশাচর-দল-জ্যেতা ॥ ২
কঙ্ক-লোচন যিনি শ্রাম কলেবরধর । মারীচ সুবাহু-মদ ভঞ্জন তৎপর ॥
কৌশল্যা দেবীর সূত অপার সুখের খনি । শ্রীরাম তাঁহার নাম শরাসন শরপাণি ॥ ৩
কিশোর বয়স যিনি গৌর বরণ আর । ধনুশর করে ধরি' রাম-পিছে আশুসার ॥
লক্ষ্মণ নাম তাঁ'র রামের অমুজ তিনি । সুমিত্রা মাতার কোল আলোক করেন ইনি ॥ ৪

দৌ—মুনি-কাজ সারি'
ধনু-বাগ এবে

পথে দুই ভাই
এলেন দেখিতে

মুনি-বধু উদ্ধারি' ।
তুনি' ক্ষুদ্র সব নারী ॥ ২২১

চৌ—শ্রীরামের রূপহেরি' কোন নারী এই কয় । এই বর জানকীর যোগ্য তাহা অংশয় ॥
একবার যদি পড়ে ইহাতে নৃপ-নয়ন । পরিণয় স্থির দেন ত্যজিয়া আপন পণ ॥ ১
কেহ বলে ন'ন ইনি নৃপতির অজানিত । মুনি সহ সমাদরে করিলেন সম্মানিত ॥
তবু সখি পণ নাহি ত্যজিবেন নরপতি । হঠাতর বশে তা'ই হইবে যাহা নিয়তি ॥ ২
অপরা কহিল ভাল যতপি হ'য়েন খাতা । সকলের কাছে শুনি তিনি যথা-কলদাতা ॥
জনক-কুমারী তবে এ বর পা'বেই পা'বে । সন্দেহ এতে সখি এক তিল নাহি র'বে ॥ ৩



তাড়কা বধ

দেবের কৃপায় যদি হয় হেন সংযোগ ।

চরিতার্থ তাহা হ'লে হইবে সকল লোক ॥

তা'হেই সজনি মন চিন্তায় উচাটন ।

তবে ত' কখনো পুনঃ হ'বে এ'র আগমন ॥ ৪

দো—নহে সহচর

এ'র দরশন

লাভ হ'বে বহুদূর ।

এ তবে ঘটবে

হ'লে আমাদের

শুভযোগ ভরপুর ॥ ২২২

চৌ—অন্ত নারী কহে সখি কহিয়াছ যথোচিত । এ বিবাহ হ'তে হ'বে সবার পরম হিত ॥

কেহ বলে ধূর্জটি-শরাসন সুকঠোর ।

আর এ কোমল শ্রাম-কলেরর সু-কিশোর ॥ ১

যেদিকে চাহিয়া দেখি বিরূপতা-ভরা সব ।

এ শুনি' অপরা বামা কয় কথা মৃদুরব ॥

কেহ কেহ সহচর এমন কথাও বলে ।

দেখিতে বালক কিন্তু প্রভূত-প্রভাব বলে ॥ ২

পঙ্কজ-পদরজ পরশ করিয়া যা'র ।

মহাপাপ করিয়াও গতি হ'ল অহল্যার ॥

না ভাবি' হরের ধনু সে-ই কি নীরবে র'বে ।

ভ্রমেও না এই আশা ত্যাগ করা ঠিক হ'বে ॥ ৩

কতই যতনে খাড়া যে সীতারে নিরমিলা ।

সে-ই সুবিচার করি' শ্রাম-বরে পাঠাইলা ॥

বচন শুনিয়া তা'র সকলেই প্রীত মন ।

এমন-ই হয় যেন যুগু কয় সব জন ॥

দো—সু-ঐশি সুমুখী

হৃদয়ে হরখি'

বরষে কুসুম-বৃন্দ ।

যথা যথা যা'ন "

ভাই ছইজন

তথা-ই পরমানন্দ ॥ ২২৩

চৌ—নগরীর পূব-দিকে যা'ন ভাই ছই জন ।

ধনু-যাগ তরে রজ-ভূমি যথা বিরচন ॥

মনোহর অঙ্গন অতিশয় বিস্তার ।

বিমল বেদিকা বহু সাজান' উপরে তা'র ॥ ১

চারি দিকে কাঞ্চন-মঞ্চ অতি বিশাল ।

তরুপরি বসিবেন আসি' যত মহীপাল ॥

তাহার নিকটে পিছে বৃত্ত-আকার ধ'রে ।

দ্বিতীয় মঞ্চ এক বিরাজিত শোভা ক'রে ॥ ২

উচ্চতায় কিছু বেশী সব বিধি সুন্দর ।

বসিবে তাহার প'রে যাবতীয় পুর-নর ॥

তাহার নিকটে এক সুন্দর বিস্তৃত ।

বিরাজিত খেত ধাম বহুরংগে রঞ্জিত ॥ ৩

তা' হ'তে রমণীগণ করিবেন দরশন ।

নিজ নিজ কুল মত করিয়া উপবেশন ॥

নগর-বালকদল যুগবাণী সহকারে ।

প্রভুরে সে রজ-শাল দেখায় পুলক ভরে ॥ ৪

দো—এই ছলে তা'রা

অমুরাগ বশে

ছু'য়ে কম-কলেবর ।

লভে পূজকন

হরষ হৃদয়ে

হেরিয়া ছই সোদর ॥ ২২৪

চৌ—ঈরাম বুঝিয়া মনে অমুরজ শিশুগণ ।

যজ্ঞভূমি বাখানেন হরষ-পূরিত মন ॥

নিজ রুচি মত তা'রা ঈরাম-লক্ষণে ডাকে ।

স্নেহভরে ছই ভাই যা'ন তাহাদের দিকে ॥ ১

প্রাণ-বিমোহনকারী কহিয়া যুগবচন ।

অমুখে দেখা'ন রাম যজ্ঞভূমি বিরচন ॥

নিমেষ ভিতরে মায়া আক্কেশ লভিয়া যা'র ।

ব্রহ্মাণ্ড কতই রচে গণনা নাহিক তা'র ॥ ২

তকতির বশ হ'য়ে এবে সে দীন-দয়াল ।

নিরঞ্জন সচকিতে শরাসন-যজ্ঞশাল ॥

নগর ভ্রমণ শেষে গুরু-পাশে কিরে যা'ন ।

দেবী হ'য়ে গেছে বৃকি' মনে মনে ভয় পা'ন ॥ ৩

বাহার প্রতাপ-ভয়ে ভয় নিজে পায় ভয় । ভকত-ভজন-বলে তাঁ'র ভয়-অভিনয় ॥ ৮
মধুর কোমল ভাষে সবে করি' সজ্জাষণ । বিদায় দিলেন হঠ' করিয়া বালকগণ ॥ ৮

দো—সভয় সপ্রেম সবিনয়ে অতি সসঙ্কোচে হুইজন ।
অমুমতি লভি' বসেন করিয়া গুরু-পদে প্রণমন ॥ ২২৫

চৌ—প্রদোষ হ'তেই মুনি করিলেন আশ্রাদান । সন্ধ্যা করেন সবে সকলেতে সমাধান ॥
কহিতে কহিতে কথা ইতিহাস পুরাতনী । অতীত হইয়া গেল হুই যাম নিশীথিনী ॥ ১
শয়ন করেন মুনি গিয়া রাম-লক্ষ্মণ । পদ-সেবা হুই ভাই করিলেন আরম্ভন ॥
বাহার কমল-পদ-পরাগ পা'বার লাগি' । করেন কতই বিধ জপ যোগ বীতরাগী ॥ ২
সেই হুই ভাই যেন ভকতি-অধীন হ'য়ে । আদরে করেন সেবা গুরুর চরণ ল'য়ে ॥
বার বার অহুরোধ করিলেন মুনিবর । তখন শয়ন গিয়া করিলেন রঘুবর ॥ ৩
হৃদে ধরি' রাম-পদ সেবেন শ্রীলক্ষ্মণ । লভেন পরম সুখ সভয় সপ্রেম মন ॥
শয়ন করহ ভাই বার বার প্রভু ক'ন । পদ-পদ হৃদে ধরি' করেন তবে শয়ন ॥ ৪

দো—জাগেন লক্ষ্মণ রজনী-প্রভাতে শুনি' কুকুট-ধ্বনি-
মহর্ষির আগে জগতের পতি জাগন রাঘব-মণি ॥ ২২৬

পুন্সবাটিকা জন্মণ ও জীতাকে প্রথম দর্শন

চৌ—প্রাতঃ-ক্রিয়া সমাপিয়া করেন অবগাহন । নিত্যকর্ম সারি' মুনি-চরণে শির-নমন ॥
গুরুর আদেশ লভি' সময় আগত জানি' । কুমুম চয়নে যা'ন ভ্রাতা সনে রঘুমণি ॥ ১
নৃপ-উত্তান দৌহে করিলেন দরশন । মুগ্ধ স্বতুরাজ যেন র'ন তথা অমুখন ॥
সে কাননে আরোপিত কত তরু মনোহর । বিবিধ বরণ লতা-মণ্ডপ সুন্দর ॥ ২
নব কিশলয় ফল কুমুমে হ'য়ে ভূষিত । মন্দার-ক্রমে যেন করে তা'রা লঙ্ঘিত ॥
মনোহর নাচে শিখী কুহু ডাকে পিকদল । চাতক চকোর শুক করিতেছে কলকল ॥ ৩
কাননের মাঝখানে সুশোভিত সরোবর । দিব্য গঠন মণি-সোপান মানসহর ॥
বিমল সলিল তাহে জলজ সুরজ । জল-খগ কলরত গুঞ্জিত ভৃঙ্গ ॥ ৪

দো—উত্তান বাপী নিরখিয়া প্রভু ফুল অঙ্ক সনে ।
অতি রমণীয় কি সংশয় যাহা সুখ দেয় রাম-মনে ॥ ২২৭

চৌ—নিরখিয়া চারি দিক গুধা'য়ে উত্তান-পালে । চয়নে নিরত হ'ন প্রীত মনে ফুল-দলে ॥
হেন অবকাশে তথা বৈদেহী সমাগতা । ভবানীর পূজা-তরে তাঁহারে পাঠা'ন মাতি ॥ ১
স্বচতুরা সুন্দরী সজ্জিনী সঙ্গে । ললিত বচনে রত লগ্নীত রঞ্জে ॥
সরসী-সমীপে চারু জগতমাতা-নিবাসে । অপরূপ শোভা যা'র বচনে নাহিক আসে ॥ ২

সখীদল সাথে করি' উড়াগে অবগাহন।
দেবীর চরণ পুজি' অতি অমুরাগ-ভরে।
সহচরীগণ-মাঝে হেন কালে একজন।
যুগল ভ্রাতারে তথা করিয়া অবলোকন।

মন্দিরে যা'ন সীতা পরম মোদিত মন।
অমুরূপ শুভ বর যাচিলেন নিজ-তরে ॥ ৩
সবারে রাখিয়া যায় দেখিতে কুসুমবন।
প্রণয়ে বিবশ করে সীতা-পাশে আগমন ॥ ৪

দো—দেখিল সকলে
শুধায় সবায়

দশা তা'র ভয়
যুগল ভাষায়

হরষিত চ'খে জল।
পুলক-কারণ বল ॥ ২২৮

চৌ—উজ্জান দেখা-তরে আসিলা কুমারদয়।
গৌর-শ্যামল তা'রা কেমনে ক'ব বাখানি'।
শুনিয়া হরষ-যুতা সুচতুরা সখীগণ।
একে বলে রাজপুত্র এই সখি সেইজন।
আপন রূপের যাছ ছ'ড়ায়ে নগরময়।
ইহারি রূপের কথা যথা-তথা কহে লোকে।
এ কথা সীতার কাণে বরষিল অমৃত।
সে সখীরে অগ্রণী করিয়া জানকী যা'ন।

বয়সে কিশোর দৌছে সববিধি শোভাময়।
বচনের নাহি আঁখি আঁখির নাহিক বাণী ॥ ১
বুঝিয়া এ সমাচারে বিচলিত সীতা-মন।
গত কাল মুনি-সাথে যে করিলা আগমন ॥ ২
সব নরনারী-প্রাণ ক'রেছেন ইনি জয়।
দেখিবার বটে সেই দেখিতেই হ'বে তাঁকে ॥ ৩
দরশন-তরে তাঁর হুই আঁখি লালায়িত ॥ ৪
পুরাতন অমুরাগ কেহ না বুঝিতে পা'ন ॥ ৪

দো—স্মরণ করিয়া
সভীত চকিত

নারদ-বচন *
মৃগ-শিশু মত

পূত প্রেম উপজিল।
চারিদিকে আঁখি গেল ॥ ২২৯

চৌ—কঙ্কন-কিঙ্কিণী নুপুরের ধ্বনি শুনি'।
এ যেন ভুবন জয় করিবারে করি' পণ।
এ কথা কহিয়া রাম সেদিকে চাহেন ফিরে'।
হইল যুগল চারু লোচন অচঞ্চল।
লভিলেন সুখ প্রাণে সীতা-রূপ নিরখিয়া।
এ যেন যতনে নিজ সৃষ্টির নিপুণতা।
শোভনতাকেও যেন শোভন করে এ শোভা।
কবির ত' অনাদ্রাত রাখিল না কিছু ছায়া।

মনে ভাবি' ক'ন রাম লক্ষ্মণ-প্রতি বাণী ॥ ১
ডঙ্কা আঘাত সনে মনোজ করে ঘোষণা ॥ ১
চকোর যেন সে আঁখি সীতা-মুখশশী তরে ॥ ২
সঙ্কোচে নিমি যেন ত্যজিলা পুলক-দল ॥ ২
বচনে না আসে কত তৃপ্তি লভিল হিয়া ॥
সীতার মুরতি দিয়া গড়িয়া দেখান খাতা ॥ ৩
শোভনতা-মন্দিরে এ যেন দীপের প্রভা ॥
সীতার বিভার কহ কি উপমা দেওয়া যায় ॥ ৪

* তুলসীদাস বলেন, ভবানীর পূজা করিতে রাইবার সময় পাখি সীতার দেবীর নারদের সহিত সাক্ষাৎ হয়। সীতা তাঁহাকে প্রণাম করিলে দেবী এই আশীর্বাদ প্রদান করেন যে, এই উপবনে তুমি তোমার স্বামীর মর্শন পাইবে। বাহাকে দেখিয়া তোমার মন বিভ্রান্ত হইবে। তিনিই তোমার স্বামী হইবেন (কেন না একমাত্র স্বামী ব্যতীত কে অন্য কাহাকেও প্রতি সীতার মন আকৃষ্ট হইতে পারে না)।

† জনকের ত্যক্ত সহোদর নিমি,—চন্দ্র পলকের উপর বাহার নিবাস বলিয়া লোকে বিশ্বাস করিয়া থাকে—তিনি যেন বক্র-জামাতার মিলন দেখা অসুচিত মনে করিয়া নিজ আবাসস্থল ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন;—অর্থাৎ রাম ও সীতা দুইজনে পরস্পরের প্রতি অপলক স্নেহে চাহিয়া বহিলেন।

দো—হৃদয়ে সীতার

পূতমনে প্রভু

শোভায় বাখানি'

কহেন অমুজে

আপন দশা বিচারি'।

তৎকাল অমুসরি' ॥ ২০০

চৌ—এই ভাই সেই সীতা সম্মুখে হের এবে । হরধনু-ভাঙা যাগ বাঁহার কারণে হ'বে ।
 সখীগণ আনে এ'রে ভবানীর পূজা-তরে । বেড়ান এ ফুলবনে উজ্জান আলো ক'রে ॥ ১
 অলোক-সামাগ্র এ'র শোভা করি' দরশন । ক্ষুধ হ'য়েছে মোর সহজে পাবন মন ॥
 ইহার কারণ কি যে বিধাতারি অবগত । কিন্তু ভাই মম শুভ অবয়ব স্পন্দিত ॥ ২
 রথুকুল-অবতংস সকলের এ লক্ষণ । সু-পথে তা'দের মন নাহি করে বিচরণ ॥
 অতিশয় প্রত্যয় আপন মনের 'পরে । স্বপনেও পরনারী পানে আঁখি নাহি ফিরে ॥ ৩
 সমরে যাহার পিঠ অরি কভু না দেখিল । পরের ললনা যা'র দৃষ্টি মন না করিল ॥
 প্রার্থী না ফিরে যা'র নিকটে হ'য়ে নিরাশ । জগতে এমন নর না করে বহু নিবাস ॥ ৪

দো—কথা ক'ন প্রভু

বদন-কমল-

অমুজের সনে

মকরন্দ-হবি

পর্যায় রহে সীতায় ।

পিয়েন অলির প্রায় ॥ ২০১

চৌ—চারিদিকে আঁখি পাত করেন চকিতে সীতা । ভাবেন মনেতে সেই কুমার গেলেন কোথা ॥
 সে যুগ-নয়নী যত ফিরে' চা'ন যেই দিকে । শ্বেত শতদল যেন বরষিত সেই দিকে ॥ ১
 লতার আড়াল-পানে সখীরা তবে দেখায় । কিশোর গৌর শ্রাম চারু জুটি দেখা যায় ॥
 রূপ নিরখিয়া আঁখি বাধা পেল' সেইখানে । আপন রতন যেন চিনিলা হ'ল এ মনে ॥ ২
 নিশ্চল ছুই আঁখি রঘুপতি-শোভা হেরে । নয়নের পাতা আর পলক ফেলিতে নারে ॥
 বিপুল পুলক-ভারে বিহ্বল হ'ল কায় ॥ চকোরী হেরিছে যেন শরভের চাঁদিমায় ॥ ৩
 নয়নের পথে রামে আপন হৃদয়ে আনি' । ঝাঁপেন পলক-দ্বার জানকী চতুরা-মণি ॥
 'সখীরা বুঝিল যেই প্রণয়ে বিভল সীতা । কথা নাহি মুখে তাঁ'র মনে মনে কুণ্ঠিতা ॥ ৪

দো—অমনি ছু' ভাই

এক জোড়া চাঁদ

লতাগৃহ হ'তে

বাহিরিল যেন

বাহিরিলা সেইকাল ।

সরা'য়ে জলদ-জাল ॥ ২০২

চৌ—চারুতার শেষ-সীমা কম-কায় ছুইবীর । নীল পীত জলজাত দোহাক্তার সে শরীর ॥
 শিখীর পালক শিরে সুশোভিত সুন্দর । মাঝে মাঝে ফুলকলি-গোছা ঝুলে মনোহর ॥ ১
 ললাটে তিলক আর অমল্ল কেরে শোভা । অবগে ভূষণ চারু শোভিতেছে মনোলোভা ॥
 জয়ুগল সুবক্ষি কুণ্ঠিত কেশদাম । নবীন সরোজ সম নিম্পিত হ'নয়ান ॥ ২
 সুচারু চিবুক কিবা নার্সিকা কপোলধর । হান্ত-বিলাস যেন প্রাণ-মন করে জয় ॥
 যে মুখ নিরখি' বহু মন-মথ লাভ পায় । সে আনন-শোভা কিবা বচনে না কথা যায় ॥ ৩
 'কদু-সমান গ্রীবা বকেতে মণির হার । কাম-করুণের কর দৃঢ় ভুজ দোহাক্তার ॥
 সুস্বমেতে ভরা দোনা ধরা বাঁ'র বামকরে । সেই শ্রাম সুবরাজে ছেরি' সখি মন হয়ে ॥ ৪

দো—কীণ কটিভট
রবিকুল-মণি

পীতবাস-পরা
হেরিয়া ভুলিল

সুখমা শীল-নিধান।
সখীরা আপন জ্ঞান ॥ ২৩৩

চৌ—আপনা সামালি' কোন সূচতুরা একজন। ধরিয়া সীতার কর বলে তাঁ'রে এবচন ॥
করিও তখন সখি ভবানীর ধ্যান পরে। এখন এ যুবরাজে হের না নয়ন তাঁ'রে ॥ ১
সঙ্কোচে সীতা তবে খুলিতেই ছ'নয়ন। দেখিলেন সম্মুখে রঘুবীর দুইজন ॥
হেরি' শ্রীরামের শোভা সারা দেহে উপচিত। জনকের পণ স্মারি' হৃদয়ে অতি ব্যাধিত ॥ ২
অবশে নহেন সীতা সখীরা দেখে যখন। বড় দেবী হ'য়ে গেল বলে ভয়ে সবজন ॥
আবার আসিবে কাল এমন সময় ফিরে'। এই ব'লে এক সখী মনে মনে হাস্য করে ॥ ৩
রহস্য বাণী শুনি' মনে কুণ্ঠিতা সীতা। দেবী হ'ল মনে বুঝি' জননীর ভয়ে ভীতা ॥
অতি ধীরতার সনে শ্রীরামে হৃদয়ে ধ'রে। জনক-অধীন নিজে বুঝি' মনে যা'ন ফিরে' ॥ ৪

দো—খগ যুগ তরু হেরিবার ছলে ফিরে' চান বার বার।
দেখি' দেখি' রাম- ছবি নাহি বাড়ে অল্প প্রণয় তাঁ'র ॥ ২৩৪

চৌ—সুকঠোর শিব-চাপ জানি' মনে খেদ করি'। শ্যামল সে মূর্তিতে চলেন হৃদয়ে ধরি' ॥
প্রভু যবে বুঝিলেন জানকী ফিরিয়া যা'ন। পুলক প্রণয় শোভা সকল গুণ-নিধান ॥ ১
পরম প্রণয়-মসী দিয়া তাঁ'র ছবিটীরে। রাখিলেন আঁকি নিজ চিত্তের ভিত্তি' পরে ॥
পুনঃ সীতা পার্বতী-মন্দিরে করি' গতি। বন্দি' চরণ কর-যোড়ে ক'ন এ মিনতি ॥ ২
জয় জয় জয় হিম-গিরিবর-রাজ-সুতা। মহেশ-বদন-বিধু-চকোরী জয় অসিতা ॥
গজেশ-বদন জয় তারক-অরি-জননী। জগতের মাতা জয় শরীর-ভাতি দামিনী ॥ ৩
নাহিক তোমার আদি নাহি মধ্য নাহি শেষ। অমিত প্রভাব তব বেদ না জানে' বিশেষ ॥
তবঃ তবঃ বিভবঃ ও পরাভবঃ বিধায়িনি। বিশ্ব-মোহিনি সদা নিজ বশ-বিহারিণি ॥ ৪

দো—পতিরে দেবতা যে ভাবে তাহার প্রথমে তোমার নাম।
শ্রুতি বাণী শেষ না পারে কহিতে অমিত মহিমা-গ্রাম ॥ ২৩৫'

চৌ—তোমারে সেবিলে হয় স্তুতি লাভ ফল চারি। হে বরদায়িনি শুভে ত্রিপুরারি-প্রিয়নারি ॥
হে দেবি কমল-পদ তব করি' আরাধন। পরা-সুখ পা'ন সবে সুর নর মুনিগণ ॥ ১
তুমি ত' মা জান ভাল মনোরথ কি আমার। তোমার নিবাস হৃদিপুর-মাঝে সবাকার ॥
মন-ভাব মুখে ফুটে' নাহি বলি এ-কারণ। এ বলি' জানকী তাঁর করেন পদ ধারণ ॥ ২
মিনতিতে করুণায় বিগলিত ভবরাণী। সহাস বদন হ'ল খ'সে পড়ে মালাখানি ॥
লাদরে প্রসাদ মাখে ধারণ করেন সীতা। হরষ-পূরিত হৃদে বলেন কথা অসিদ্ধ ॥ ৩

জনক-তনয়া বর বুধা মম বড় নয়। মনের কামনা তব পূরিবে এ অসংশয় ॥
সদা সত্য আর শুদ্ধ দেবর্ষি-মুখের কথা। মিলিবে সে বর তব মন অমুরক্ত যথা ॥ ৪

ছ—বাঁ'র 'পরে রত হ'ল তব মন পা'বে সেই বর শ্রামল ধীর।
করণী-নিধান সুশীল সুজান তব অমুরাগ জানেন স্থির ॥
এরূপ ভবানী- আশীর্বাদ শুনি' যা'ন সীতা প্রাণে হরষ বয়।
পূজি' বার বার চলেন আগার প্রমোদিত মন তুলসী কয় ॥

সে—ভবানী'রে জানি' অমুকুল সীতা-হৃদি সুখ কথা না যায়।
সুন্দর মঙ্গল-মূল বামি অঙ্গ নাচিয়া জানায় ॥ ২৩৬

চৌ—সীতার রূপের কথা বাখানি' বাখানি' মনে। গুরুর সমীপে ফিরে যা'ন ভাই দুইজনে ॥
মুনিবরে রাম সব করিলেন নিবেদন। সরল কুমার ছল হৌয় না হৃদয় মন ॥
কুশুম লভিয়া মুনি করিলেন অর্চনা। আবার আশীষ দৌহে জানান কৌশিকী নানা ॥
ফলবতী হয় যেন মনোরথ তোমাদের। তা' শুনি' পুলক প্রাণে হ'ল রাম-লক্ষ্মণের ॥ ২
ভোজনের অবসানে মুনিবর বিজ্ঞানী। করিলেন আরম্ভন কিছু কথা পুরাতনী ॥
দিবসের অবসানে তাঁহার পেয়ে' আদেশ। চলেন করিতে দৌহে পূজা-বন্দনা শেষ ॥ ৩
উদিত মধুর বিধু গগনের প্রাচী ভাগে। সীতা-মুখসম হেরি' প্রাণে তাঁ'র সুখ জাগে ॥
আবার বিচারি' মনে দেখিলেন গুণময়। সীতার সমান মুখ তাঁদের কখনো নয় ॥ ৪

দৌ—ক্ষার জলে জাত গরল-সোদর দিনে ম্লান সকলক ॥
জানকী-বদন- যোগ্যতা পা'বে কিসে দীন সে শশাঙ্ক ॥ ২৩৭

চৌ—বিরহিণী-হৃৎদাতা বুদ্ধি পায় পায় হ্রাস। আপন সুযোগ পেয়ে' রাহু তা'রে করে গ্রাস ॥
শোক দেয় চক্রেবাকে বৈরভাব সরোজেরে। হে বিধু অনেক দোষ তোমাতে বিরাজ করে ॥ ১
তাহারে লাগিবে দোষ অহুচিত করমের। যে দিবে তোমার সনে উপমা সীতা-মুখের ॥
চাঁদের তুলনা-হলে সীতার ছবি বাখানি'। মুনিবর-পাশে যা'ন অধিক রজনী জানি' ॥ ২
মুনিবর-পদযুগে সাদরে করি' প্রণাম। আদেশ-লভিয়া যা'ন করিতে নিজে আরাম ॥
জাগিলেন রঘুমণি রজনী হইলে গত। অমুঞ্জে হেরিয়া কথা ক'ন রাম এই মত ॥ ৩
পঙ্কজ চক্রেবাক্ চরাচর-সুখদাতা। উদিত অরুণ ওই প্রাচীতে নেহার' ভ্রাতা ॥
রাম-প্রতি সভকতি সহ অতি সুহৃৎবাণী। লক্ষ্মণ ক'ন জোড় করিয়া যুগল পাণি ॥ ৪

দৌ—অরুণ-উদয়ে সুদিত কুমুদ বিমলিন তারাগণ।
যথা বলহীন নৃপতি-সমাজ শুনি' তব আগমন ॥ ২৩৮

চৌ—নৃপকল ভারা-সম পরকাশে ক্ষীণজ্যোতিঃ। ধনু-রূপী ঘোর তমঃ দূর করে কি শক্তি ॥
চক্রেবাক্ মধুকর কমল বিহগচয়। রজনীর অবসানে সবে হ্রস্বিত হয় ॥ ১

তেমনি ভক্তগণে তোমার প্রভু যে সব । ধনুক ভাঙ্গিলে প্রাণে হ'বে সুখ-অনুভব ॥
 বিনাশ্রমে গত তমঃ তপন হ'ল উদয় । লুণ্ঠ্য তারকা জগ হয় মহা তেজোময় ॥ ২
 তপন হে রঘুনাথ আপন উদয়-ছল । তোমার প্রতাপ প্রভু দেখাইল নৃপদলে ॥
 করিতে ও ভুজবল-মহিমার উদঘাটন । আয়োজিত হ'ল এই ধনু-যাগ অঘটন ॥ ৩
 অনুজ-বচন শুনি' দ্বৈষৎ হাসেন রাম । পরে স্নানে শুচি হ'ন যিনি শুচি-পরাম ॥
 নিত্য-কাজ সমাপিয়া আসি' কাছে গুরুজীর । চরণ-কমলে চাকু নমা'ন আপন শির ॥ ৪
 তখন বিদেহরাজ শতানন্দে আহ্বানিলা । ধরা বরি' কোশিকীমুনি-পাঠশ পাঠাইলা ॥
 জনক-মিনতি তিনি করিলেন বিজ্ঞাপন । করেন হরষে মুনি দুই ভা'য়ে আবাহন ॥ ৫

দো—শতানন্দ-পদ
 মুনি ক'ন রাজা

বন্দি' শ্রীরাম
 দেন আবাহন

বসিলে মুনির পাশে ।
 তোমা লইবার আশে ॥ ২৩৯

চৌ—জানকীর স্বয়ম্বর উচিত যাইয়া দেখা । দেখা যা'ক্ কা'র খ্যাতি র'য়েছে বিখ্যাত-লেখা ॥
 লক্ষ্মণ ক'ন প্রভু অনুগ্রহ আপনার । যা'র পরে সে-ই পা'বে খ্যাতি এই কথা সার ॥ ১
 হরষিত সব মুনি এ মহতী বাণী শুনি' । সবাই প্রসন্ন হ'য়ে কহে আশীষ-বাণী ॥
 অনন্তর মুনিগণ সহিত করুণাময় । যা'ন সে অদন-পানে ধনু-যাগ যথা হয় ॥ ২
 দুই ভাই রক্তভূমে ক'রেছেন আগমন । এ বারতা পুরবাসী করিল যবে শ্রবণ ॥

শ্রীরাম-লক্ষ্মণ সহিত বিখ্যামিত্রের যজ্ঞশালা প্রবেশ

সকলে চলিল যত গৃহকাজ পরিহরি' । কি বালক কিবা বৃদ্ধ কি স্থবির নরনারী ॥ ৩
 দেখিলেন যবে নৃপ বহু লোক সমাগত । আহ্বান করেন নিজ সেবকগণেরে যত ॥
 সমাগতগণ-পাশে দ্বারায় কর গমন । যথোচিত সুখাসনে বরাও উপবেশন ॥ ৪

দো—অমুনয় করি'
 উত্তম নীচ

তাহারা সকলে
 মধ্যম লঘু

বসাইল নরনারী ।
 নিজ স্থান অমুসরি' ॥ ২৪০

চৌ—শ্রীরাম লক্ষ্মণ তথা আসেন এ অবসরে । মাধুরী মুরতি ধরি' যেন ছায় তহু 'পরে ॥
 সঙ্গুণ-পারাবার সুচতুর বীরবর । সুন্দর সুশ্রামল সুগৌরব কলেবর ॥ ১
 নৃপতি-সমাজ-মাঝে শোভেন হেন দু'জন । দুই পূর্ণ শশধর তারাদল-মাঝে যেন ॥
 যেমন ভাবনা যা'র ধরা ছিল অন্তরে । প্রভুর মুরতি সেই সে-রূপ দরশ করে ॥ ২
 রণধীর বীর যা'রা তা'রা করে দরশন । করে যেন বীররস শরীর পরিগ্রহণ ॥
 কুট মতি নৃপ ভয় পায় মনে প্রভু হেরি' । তাহার নিকটে তিনি ভীষণ মুরতিধারী ॥ ৩
 রাজ-ছদ্মবেশ ধরা রাক্ষস ছিল যত । প্রভুরে হেরিল তা'রা প্রকট কালের মিত ॥
 পুরবাসিগণ চ'খে পড়ে ভাই দুইজন । মানব-ভুয়ণ যেন নয়ন-জুড়ান' ধন ॥ ৪

দো—রমণীরা হেরে

হরষ হৃদয়ে

নিজ রুচি-অমুরূপ ।

শোভি'ছেন যেন

শৃঙ্গার নিজে

মুরতি ধরি' অমূপ ॥ ২৪১

চৌ—বিদ্বান-চ'থে তিনি অসীম বিরাট-কায় । বহু মুখ কর পদ আঁখি শির কত হায় ॥

জনকের আশ্রজনে দেখেন তাঁ'রে এ-মত ।

তিনি যেন কত প্রিয় পরম আত্মীয় কত ॥ ১

জনক-মহিষী আর জনকের আঁখি-আগে ।

শিশুর সমান ভাষা নাহি হেন স্নেহ জাগে ॥

যোগীর নয়নে পরাতত্ত্ব-ময় প্রতিভাত ।

শাস্ত্র বিমল দিব্য জ্যোতিঃ স্বতঃ প্রকাশিত ॥ ২

হরিভক্তগণ করে দরশন দুই ভ্রাতা ।

নিজ ইষ্টদেব সম সকল সুখ-প্রদাতা ॥

যে ভাবে তাঁহারে সীতা করিলেন নিরীক্ষণ ।

সে প্রেম সে সুখ নহে করিবার বরণন ॥ ৩

হৃদয়েতে পা'ন তবু নারেন বলিতে তা'য় ।

কোন কবি কেমনে তা' বর্ণন করে হায় ॥

এই ভাবে যা'র ভাব ছিল প্রাণে যে প্রকার ।

কোশল-অধীপে সেই-ভাবে সে করে নেহার ॥ ৪

দো—বিরাজেন নৃপ-

সমাজের মাঝে

কোশল-রাজ-কিশোর ।

সুন্দর শ্রাম-

গৌর শরীর

বিশ্ব-লোচন চোর ॥ ২৪২

চৌ—স্বভাবতঃ মনোহর মুরতি ধরা ছ'জন ।

কোষ্ঠি মদন সনে তুলনাও অশোভন ॥

শরতের রাক্ষসশী-নিদ্ভিত চাক্রমুখ ।

নলিন-সমান আঁখি প্রাণে বড় দেয় হুখ ॥ ১

সেই চাক্র বিলোকনি কাম-মন-বিমোহন ।

কি ভাল পরাণে লাগে তাহা কি ক'বে বচন ॥

কপোল সুন্দর কাণে চঞ্চল কুণ্ডল ।

চিবুক অধর-বর বচন কোমল কল ॥ ২

কুমুদবান্ধব-কর হাসি পরিহাস করে ।

ক্রয়ুগ সুবক্সিম নাসা হেরে' মন হরে ॥

বিশাল ললাট 'পরে তিলক ছড়ায় ভাতি ।

ভ্রমরা অলক হেরি' সরমে কুঞ্চিত অতি ॥ ৩

শিরোপরে চারি কোণ-উক্ষীষ শোভা পায় ।

মাঝে মাঝে ফুল-কলি মাধুরী বাড়ায় তা'য় ॥

কশু রুচির গ্রীবা ত্রিবলী-রেখাঙ্কিত ।

ত্রিলোক-হুম্মা সীমা যেন করে বিজ্ঞাপিত ॥ ৪

দো—গজ-মতি হার

সুন্দর গলে

বক্ষে তুলসী-মাল ।

বৃষ-অংস সিংহ-

দাঁড়ান' ভজি

সবল বাহু বিশাল ॥ ২৪৩

চৌ—কটিতে তুগীর আর পরিহিত পীতাম্বর ।

সুন্দর কাঁধে ধনু করে শোভা পায় শর ॥

উপবীত পীত রং স্বক্কে বিতরে শোভা ।

সারাদেহে উপচিত এক সুমহান্ বিভা ॥ ১

নিরখি' সবার প্রাণে হয় বড় সুখোদয় ।

আঁখি-তারি নাহি নড়ে অপলকে চেয়ে' রয় ॥

জনক নেহারি' দৌহে প্রাণে হরষিত অতি ।

মুনির চরণ ধরি' করেন তাঁ'রে শ্রণতি ॥ ২

মিনতির সনে নিজ পণ-কথা নিবেদিয়া ।

সে বিশাল রক্তকুমি আনিলেন দেখাইয়া ॥

যেখানে যেখানে যা'ন সে রাজ-কুমারদ্বয় ।

তথাকার সকলেই গচকিতে চেয়ে' রয় ॥ ৩

লকলেই দ্বৈথে রাম চাহিয়া তা'দের পানে ।

ইহার মরম-কথা কোন জন নাহি জানে ॥

মুনি ক'ন রক্তকুমি রচিত অতি সুন্দর ।

শুনিয়া পরম সুখ লভেন নৃপতিবর ॥ ৪

দৌ—সব মঞ্চ হ'তে
যুনি-সনে দুই

এক মঞ্চ যাহা
দ্রাতারে তথায়

উজল কান্ত বিশাল ।
বসালেন মহীপাল ॥ ২৪৪

চৌ—প্রভু হেরি' নৃপ সব মনে মনে পরাজিত । পূর্ণ শশধর যেন তারা-মাঝে সমুদিত ॥
সকলৈরি মন-মাঝে বিরাজিত এ প্রত্যয় । রাম(ই) ভাঙ্গিবেন ধনু সব বিধি অসংশয় ॥ ১
অথবা না ভাঙ্গিলেও হরধনু সুবিশাল । রামেরি গলায় সীতা সঁপিবেন জয়মাল ॥
বুঝিয়া এ মনে মনে চল সবে ফিরে' যাই । বীরতা প্রত্যয় যশ লাভ ক'রে কাজ নাই ॥ ২
হাসিয়া অপর নৃপ ক'ন শুনি' এই বাণী । অবিবেক-ভরে যেবা অন্ধ ও অভিমানী ॥
ভাঙ্গিলেও হরধনু পরিণয় সুকঠিন । না ভেঙ্গেই পাবে সীতা আশ্রয় কি বহুহীন ॥
কাল-ও যদিও আসে তথাপিও তার সনে । সীতার কারণে আমি জিনিব তাহারে রণে ॥
এ শুনিয়া অচ্য এক ধর্মশীল সূচতুর । হরিভক্ত নরপতি কহেন হাসি' মধুর ॥ ৪

সৌ—সীতা-রামে পরিণয় হ'বে
বিজয় সমরে কেবা পাবে

চুর্গি' গর্কী নৃপ-যুধে ।
দশরথ-বন্ধিম সূতে ॥ ২৪৫

চৌ—শুধুই মরি'ছ করি' বৃথা কথা-আশ্বালন । কল্পিত ভোজনে কি দ্বুখা মিটে কদাচন ॥
এই পূত উপদেশ যতনে মাথায় ধর' । জগত-জননী বলি' জানকীরে মনে কর ॥ ১
ভাবিয়া জগত-পিতা শ্রীরাম চারু-লোচনে । তাঁহার মোহন ছবি ভরি' লও হু' লোচনে ॥
সুন্দর সুখপ্রদ সকল গুণের রাশ । এই ভাই হু'জনার শত্রুর হৃদে বাস ॥ ২
সমুখে সুখার নিধি করি' পরিবর্জন । মরীচিকা দেখে কেন ছুটে' মর অকারণ ॥
কি বলিব কর তাই যা'র যাহা ভাল লাগে । আমি ত' নয়ন-ফল পেয়েছি আঁখির আগে ॥ ৩
এত বলি' অমুরাগ-ভরে সেই ভূপবর । হেরিতে লাগিল রূপ অমূল্য মনোহর ॥
দেবতাও অম্বরে হেরেন চড়ি' বিমান । বরষণ ফুলদল গা'ন মধু কল-গান ॥ ৪

সীতার যজ্ঞশালা প্রবেশ

দৌ—শুভ'খন দেখি'
চতুরা সুরূপী

জন্মক তখন
সহচরী যত

আনিতে সীতা পাঠান ।
আদরে লইয়া যান ॥ ২৪৬

চৌ—সীতার সুখমা নাহি শেষ হয় বিবরণি' । জগত-জননী যিনি গুণ ও রূপের খনি ॥
সব উপমাই মোর অতি লঘু মনে আসে । জাগতিক নারী-প্রতি ব্যবহার করা-দোষে ॥ ১
জানকীরে বর্ণিয়া সে সব উপমা সাথে । কু-কবি এ অপযশ কে ধরিতে চাহে মাথে ॥
বিধ-ভূষনে হেন কমলীয় কোন্ জন । জনক-দুহিতা সনে যাহার হ'বে তুলন ॥ ২
মুখরা বাগ্বেদী তনু-আধ শিব ও ভবানী । পতির কারণে রতি দুহিতা অ-ভনু জানি' ॥
সুখা হলাহল যা'র অমৃতাত দ্রাতা-প্রায় । কেমনে সে রমা-সম বৈদেহী বলা যায় ॥ ৩

সকল সুখমা-সুখা যদি হয় পয়োনিধি ।

অপরূপ রূপময় কুর্ম তাহাতে যদি ॥

শৃঙ্গার মন্দর রঞ্জু করে শোভারে ।

কাম যদি নিজ কর-কমলে মথে তাহারে ॥ ৪

দো—তা' হ'তে যখন

উদিবে লক্ষ্মী

সুন্দর সুখ-মূল ।

তাহারেও কবি

সঙ্কোচে ক'বে

বৈদেহী-সমতুল ॥ ২৪৭

চো—সুচতুরা সহচরী সাথে ল'য়ে চ'লে যা'ন । মনোহর বাণী-যোগে সুললিত গীত গা'ন ॥

নবীন সুতনু 'পরে শোভিত চারু বসন ।

জগত-মাতার শ্রী বিমোহন অভুলন ॥ ১

নিজ নিজ স্থান 'পরে ভূষণ সুপ্রতিষ্ঠিত ।

প্রতি অঙ্গ কত ভাবে সখিগণ-সুসজ্জিত ॥

চরণ ধরেন সীতা যবে রঙ্গভূমি 'পর ।

বিমোহিত হেরি' তাঁরে সমবেত নারীনর ॥ ২

হরষে দুন্দুভি-নাদ করিলেন দেবগণ ।

গাইল অম্বরাদল করি' ফুল বরষণ ॥

শতদল-করতলে ধরা রহে জয়মাল ।

চকিতে অতর্কিতে হেরে তাঁরে নৃপ-পাল ॥ ৩

চাহেন চকিত-চিত্তে জানকী শ্রীরাম-পানে

সকল নৃপতি পড়ে তখন মোহের টানে ॥

মুনির নিকটে ছুই ভাই করি' দরশন ।

লগ্ন হ'য়ে রহে আঁখি পাইয়া আপন ধন ॥ ৪

দো—গুরুজন-লাজে

লোক-সমাগমে

কুক্ষিতা সীতা-মন ।

হৃদয়ে আনিয়া

রঘুনাথে তবে

সখি-পানে চেয়ে র'ন ॥ ২৪৮

চো—শ্রীরামের রূপ আর সাতার মূর্তি হেরে' । আঁখির পলক সব নরনারী পরিহরে ॥

চিস্তিত সবে কিন্তু প্রকাশে না নিজ মন ।

বিধাতা-চরণে করে মনে মনে নিবেদন ॥ ১

হে বিধি জনক-হৃদি-জড়তা হরণ কর ।

আমার এ শুভমতি তাঁহারে প্রভু বিতর ॥

তাজি' আপনার পণ অবিচারে নয়নাথ ।

সীতার বিবাহ যেন দেন শ্রীরামের সাথ ॥ ২

দিবে ধরা সাধুবাদ সকলেই এই চায় ।

হঠতা করিলে শেষে দহিবে হৃদয় তা'য় ॥

লালসা সবারি মনে রহে প্রভু এইরূপ ।

শ্রামল(ই) ত' জানকীর মাত্র পতি অনুরূপ ॥ ৩

বন্দিগণের জনক-প্রতিজ্ঞা ঘোষণা

তখন বিদেহরাজ ডাকা'লেন বন্দিদলে ।

কুল-কীর্তি-গাথা তা'রা গাহিতে গাহিতে চলে ॥

নৃপ ক'ন পণ মোর কর সবে বিঘোষিত ।

ভাটগণ যায় প্রাণ অতিশয় উল্লসিত ॥ ৪

দো—চীৎকার করি'

বন্দীরা বলে

অবধান নৃপগণ ।

ছ'হাত তুলিয়া

শুনাই সবায়

বিদেহরাজের পণ ॥ ২৪৯

চো—নৃপ-বাহুবল বিধু রাছ ধনু মহেশের ।

কঠোর ও গুরু অতি বিদিত এ সকলের ॥

বাণ ও রাবণ এই মহাবীর দুইজন ।

নিরখিয়া এই ধনু নীরবে করে গমন ॥ ১

ত্রিপুর-অরির এই সুকঠোর শরাসন ।

নৃপগণ মাঝে আজ যে করিবে ভঞ্জন ॥

ত্রিভুবন-জয় সনে বিদেহ-কুমারী সীতা ।

অবিচারে তাঁ'র সনে হইবে পরিশীতা ॥ ২

রাজগণের ধনুক উত্তোলনে অক্ষমতা ও জনকের হতাশা-সূচক বচন

শুনিয়া এ পণ সব ধৈর্য্যহারী নৃপগণ । বীৰ্য্য-অভিমানীদের ধীর নাহি ধরে মন ॥
পরিকর বাঁধি তা'রা উঠিল আকুল হ'য়ে । চলে নিজ ইচ্ছা দেব-পদে শির নমাইয়ে ॥ ৩
দর্পভরে হেরি' হরধনু ধরে সযতনে । কোটি বিধিমতে বল দেয় তা'রে উত্তোলনে ॥
সামান্য বিচার রহে যাহাদের মনোমাঝে । সে নৃপেরা নাহি যায় হরের ধনুর কাছে ॥ ৪

দো—মুট নৃপ ধরে দস্ততে ধনু ফিরে সে হ'য়ে বিফল ।
ক্রমাগত যেন গুরু হয় পেয়ে বীরদের বাহুবল ॥ ২৫০ ॥

চৌ—তখন সহস্রদশ নরপতি একেবারে । তুলিতে প্রয়াস করে হেলা'তেও নাহি পারে ॥
কামীর বচনে যথা সতীর অটল মন । তেমনি অনড় এই মহেশ্বর-শরাসন ॥ ১
উপহাস-আম্পদ হইল নৃপতি যত । সম্যাসী যথা হয় হইলে বিরাগ-চ্যুত ॥
কীর্তি বিজয় আর বীৰ্য্য আপনাপন । ফিরে শরাসন-পাশে দিয়া সব বিসর্জন ॥ ২
হৃদয়ে মানিয়া হার গ্রীহত মলিন মুখে । নিজ নিজ আসনেতে বসে গিয়া মন-ছুখে ॥
জনক আকুল হেন নৃপদের দশা হেরি' । কথা ক'ন রোয যেন তাহাতে র'য়েছে ভরি' ॥ ৩
যে পণ করিহু আমি সবে তা' করি' শ্রবণ । দেশ-দেশান্তর হ'তে সমবেত রাজগণ ॥
নর-কলেবর ধরি' আসেন দনুজ সুর । রণধীর বীরগণ আসেন বিপুল শুর ॥ ৪

দো—রূপসী কুমারী কীর্তি বিজয় ভাসি' এই শরাসন ।
পাইবার মত না গড়িলা যেন ধাতা হেন কোন জন ॥ ২৫১ ॥

চৌ—কহ কা'রে ভাল নাহি লাগে লাভ এ সকল । কিন্তু হরধনু তুলে নাহি হেন কা'রো বল ॥
উত্তোলন করা যাক্ ভাঙ্গা-কথা থাক্ ভাই । ভূমি হ'তে এক তিল তুলিতে শক্তি নাই ॥ ১
বীৰ্য্য-অভিমানি কেহ না করিও অভিমান । বীরহীনা বসুন্ধরা এই মোর হয় জ্ঞান ॥
ছাড়' আশা ফিরে যাও ভবনেতে যে যাহার । বিবাহ সীতার ভালে লেখা নাই বিধাতার ॥ ২
যদি পণ পরিহারি সুরূতি বিলোপ পায় । কুমারী কুমারী থাক্ কি করিব সহুপায় ॥
এ যদি থাকিত জানা বীর-শৃঙ্গা এ ভুবন । হ'তাম কি উপহাস-পাত্র হেন করি' পণ ॥ ৩

লক্ষ্মণের ক্রোধ

জনক-বচন শুনি' সমাগত সব জন । জনকীর পানে চাহি' হ'ল ছুখে নিমগন ॥
লক্ষ্মণ-মুখ লাল ক্রকুটি কুটিলতর । রোষেতে অরুণ আঁখি বিস্ফুরিত ওষ্ঠাধর ॥ ৪
দো—শ্রীরামের ডরে নারেন কহিতে তীর-সম বিঁধে কথা ।
নমিয়া রামের চরণ-কমলে বলেন বচন যথা ॥ ২৫২ ॥

চৌ—অনুচিত বাণী যাহা কহেন বিদেহরাজ । জেনেও শ্রীরঘুমণি বিরাজিত সে সমাজ ॥
রঘুকুল-জাত যদি সভামাঝে কেহ রয় । সে সভায় হেন বাণী কখনো উচিত নয় ॥ ১

শুন দিবাকরকুল-পঙ্কজ-দিবাকর । অভিमानে নাহি বলি বলি স্বভাবের 'পর ॥
 তব অমুমতি যদি একবার আমি পাই । কন্দু-সম তবে এই ত্রক্ষাণু ধরি' উঠাই ॥ ২
 অদক্ষ ঘটের প্রায় পারি তা'রে চূর্ণিতে । মূলক-সমান পারি মেরু উৎপাটিতে ॥
 তোমার প্রতাপ বল মহিমায ভগবান্ । কিবা এই তুচ্ছ জীর্ণ মহেশের ধনুখান ॥ ৩
 এ সকল বুঝি' মনে যদি অমুমতি হয় । করি কোতুক তবে বসি' হের কৃপাময় ॥
 ধনুতে চড়া'য়ে গুণ কমল-নালের প্রায় শতেক যোজন দূরে তুলে' ল'য়ে যাই তা'য় ॥ ৫

দো—চূর্ণি ছত্রক- দণ্ডক যেন তোমার প্রতাপে নাথ ।
 না পারিলে তব পদের শপথ ধরিব না ধনু হাত ॥ ২৫৩

চৌ—যেমনি সক্রোধ বাণী উচ্চারণ লক্ষণ । টলমলি' উঠে ধরা কম্পিত দিক্‌গণ ॥
 সমবেত জনগণ নৃপ সব ভয়-ভীত । হরষ সীতার প্রাণে বিদেহ-মুখ মোদিত
 কৌশিকী রঘুনাথ আর মুনিঋষি-মন । প্রমোদিত হ'ল আর কম্পিত ঘন ঘন ॥
 ইঙ্গিতে রঘুপতি নিবারিয়া লক্ষণে । বসান' আদরে নিজ নিকটের রাজাসনে ॥

হরধনুর্ভঙ্গ

মুনিবর বুঝি' মনে এই শুভ অবসর । অতি স্নেহভরা ভাষে কহিলেন অতঃপর ॥
 উঠ রাম যাও ভাঙ্গ শঙ্কর-বর-চাপ । তুমিই মিটাও তাত জনকের পরিতাপ ॥ ৩
 গুরু বচন শুনি' চরণে করিলা নতি । না পুলক না বিষাদ হৃদিমাঝে জাগে অতি ॥
 উঠিয়া দাঁড়ান নিজ সহজ-স্বভাব ভরে ॥ ভঙ্গি তাহার যুব-যুগবাজে নিন্দা করে ॥ ৪

দো—উদীলা উদয়- মঞ্চের 'পরে বাল দিনকর রাম ।
 সন্ত-কমল হ'ল বিকশিত আঁখি-অলি অভিরাম ॥ ২৫৪

চৌ—নৃপদের আশা-নিশা অমনি হইল নাশ । বচন-তারকা আর না করে নিজে প্রকাশ ॥
 মান-মত্ত মহীপতি-কুমুদ সঙ্কোচে কায় । কপট ভূপতি সব পেচক সম লুকায় ॥ ১
 শোকহীন চক্রবাক-রূপী মুনি দেবগণ । জানা'ন আপন সেবা করি' ফুল বরষণ ॥
 গুরু-পদ বন্দনা অমুরাগ ভরে করি' । মুনিগণ সম্মতি যাচিয়া নিলেন হরি ॥ ২
 মত্ত মঞ্জু বর-কুঞ্জর ধরি' গতি । চলেন সহজ ভাবে সকল জগতপতি ॥
 চলিতেই রঘুবর সমবেত নরনারী । হরষে উদ্বেল কায় উঠিল পুলকে ভরি' ॥ ৩
 নমি' দেবে পিতৃগণে তাঁ'রা নিজ পুণ্য স্মরি' । ভাবেন স্মৃতি যদি কিছু সঞ্চয় করি ॥
 তবে এই হরধনু কমল-যুগল প্রায় । হে গণেশ সিদ্ধিদাতা শ্রীরাম ভাঙ্গুন তা'য় ॥ ৪

দো—স্নেহভরা চ'খে শ্রীরামে নিরখি' আহ্বান' সধিগণ ।
 বাৎসল্যের বশে সীতার জননী খেদের বচন ক'ন ॥ ২৫৫

চৌ—মোদের হিতৈষী বলি' যা'রা দেয় পরিচয়। তাঁ'রাও কৌতুক চায় এই মোর মনে হয় ॥
 গুরু গাধীশ্বরে কেহ বুঝা'য়ে কেন না কয়। এ বালক এর এত হঠ্ করা ভাল নয় ॥ ১
 দশানন বাণ যাহা না করিল পরশন। দর্প করি' পরাজিত সমবেত রাজগণ ॥
 সেই ধনু দেয় তুলে এই কুমারের করে। শাবক-মরাল কভু ভুধর তুলিতে পারে ॥ ২
 বিদেহের বিজ্ঞতা হ'য়েছে সমূলে শেষ। বিধাতার গতি সখি নাহি বুঝি সবিশেষ ॥
 তখন মধুরে এক সহচরী এই কয়। তেজশীল জনে দেবি লঘু ভাবা ঠিক নয় ॥ ৩
 কোথায় অগন্ত্য কোথা সীমাহীন পারাবার। তিনি শুষিলেন বারি যশে ভরে সংসার ॥
 তপন-মণ্ডল লঘু নিরখিলে মনে হয়। উদয়ে তাহা হয় ত্রিলোকের তমঃ ক্ষয় ॥ ৪

দৌ—মদ্র ছোট যাহে বিধ হরি হর বশ হন দেব সর্ব্ব।
 মহা মন্ত-গজে বশ করে এক অক্লুশ অতি ধর্ম্ম ॥ ২৫৬

চৌ—মদন কুসুমশর শরাসন ল'য়ে করে। সকল ভুবন লোক আপনার বশ করে ॥
 এ বুঝিয়া মহাদেবি ত্যজ' এই সংশয়। ভাঙ্গিবেন ধনু রাম কহিলাম নিশ্চয় ॥ ১
 , সখীর বচন শুনি' মনে এল পুরতীতি। বিষাদ হইল দূর বাড়িল অতীব প্রীতি ॥
 সেইক্ষণে রঘুবরে নিরখি' বিদেহশ্রুতা। সভয়ে করেন স্তুতি দেবগণে যথা তথা ॥ ২
 জানা'ন আপন মনে আকুলিত অন্তরে। হে হর ভবানি প্রীতা হও মা আমার 'পরে ॥
 ভোমার যতেক সেবা সে সব সফল ক'রে। ধনুর গুরুতা হর' মোর উপকার তরে ॥ ৩
 হে বরদায়ক দেব গণাধিপ গণপতি। আজিকার কারণেই সেবিনু তোমাতে অতি ॥
 এ বিপদে বার বার মিনতি শুনি' আমার। করহ ধনুরে প্রভু অতিশয় লঘুভার ॥ ৪

দৌ—ধীরতার সনে চাহি' রাম-পানে স্মরেন যত অমর।
 নয়ন-যুগলে প্রেম-বারি ভরে রোমাঞ্চেতে কলেবর ॥ ২৫৭

চৌ—রঘুবর-বর-শোভা আঁখি ভরি' নিরখিয়া। স্মরিয়া পিতার পণ ক্ষোভেতে বিদরে হিয়া ॥
 হা পিতা কি সুকঠোর করিলে হঠের পণ। কিছুমাত্র লাভ হানি না করিলে বিবেচন ॥ ১
 ভয়েতে সচিব কিছু নাহি কহে বুঝাইয়া। পণ্ডিতগণে দেখি অতি অশুচিত ইহা ॥
 কঠোর কুলিশ হ'তে কোথা শরাসন হায়। আর কোথা সুকিশোর শ্যামল কোমলকায় ॥ ২
 হে বিধি কেমনে প্রাণে ধীরতা করি ধারণ। হীরক বিঁধিবে কিগো শিরীষ-কুসুমকণ ॥
 ভ্রষ্টমতি হেরি এবে এ সভায় সবাকার। এখন হে হরধনু তুমিই গতি আমার ॥ ৩
 জনগণ-'পরে ফেলি' গুরুভার আপনার। সুকুমার রামে হেরি' হও ধনু লঘুভার ॥
 সীতার হৃদয়-মাঝে পরিভাপ-স্রোত বয়। নিমেষের একভাগ যুগ সম মনে হয় ॥ ৪

দৌ—পুনঃ রামে চাহি' চা'ন ধরা-পানে চঞ্চল আঁখি হেন।
 বিধু-মণ্ডলে কাম-মীন ছ'টি খেলিয়া ফিরিছে যেন ॥ ২৫৮

চৌ—লাজ-নিশি হেরি' যেন সীতার মুখ-কমল । বচন-ভ্রমরে রোধি' মুদিত ক'রেছে দল ॥ #
 সে বর-লোচনজল লোচন-কোণেই রয় । পরম কৃপণ-পাশে হেমের যে দশা হয় ॥ ১
 অতি বড় ব্যাকুলতা-ভরে সীতা কুণ্ঠিতা । রাখেন ধীরয ধরি' প্রত্যয় এই কথা ॥
 কায় বাক্ মনে যদি সত্য হয় মোর পণ । রামের কমল-পায়ে রত হ'য়ে থাকে মন ॥ ২
 তবে বিভু ভগবান্ সবার হৃদয়বাসী । নিশ্চয় করিবেন মোরে শ্রীরামের দাসী ॥
 যা'র সনে অকপট প্রণয় যাহার হয় । সে-ই যে তা'রই পায় নাহি কোন সংশয় ॥ ৩
 প্রেম দৃঢ় হ'ল দেহে চাহি' প্রভু-দেহ পানে । করুণা-নিধান রাম জানিলেন সব মনে ॥
 চাহিয়া সীতার পানে নিরখেন কান্দুকে । গরুড় যেমন চাহে তুচ্ছ অহিশি শু-দিকে ॥ ৪

দৌ—দেখেন লক্ষ্মণ

নিরখেন রাম

হরধনু দুর্জয় ।

ব্রহ্মাণ্ড চরণে

চাপিয়া কহেন

বচন পুলকময় ॥ ২৫৯

চৌ—বান্ধুকি বরাহ কুর্শ আর দিক্-করিগণ । দৃঢ় ধর' ধরণীরে টলে না যেন এখন ॥
 উদ্যত রাম এবে ভাঙ্গিবারে ধনুখান । আমার আদেশ শুনি' হও সবে সাবধান ॥ ১
 ধনুর নিকটে যবে শ্রীরাম করেন গতি । নরনারী দেবগণ স্মরে নিজ স্মৃতি ॥
 সবা'কার সন্দেহ আর যত অজ্ঞান । কূটমতি রাজাদের বীরত্বের অভিমান ॥ ২
 ভৃগুরাম-হৃদিলীন গর্বে'র প্রবলতা । মুনিঋষি দেবতার ভীততার আকুলতা ॥
 জানকীর সন্তাপ অমৃতাপ জনকের । নিদারুণ দুখ-দাব প্রাণে যাহা রাণীদের ॥ ৩
 প্রকাণ্ড হরের ধনু-তরণী লভিয়া যেন । সবে সমবেত হ'য়ে করি' তাহে আরোহণ ॥
 রাম-বাহুবল-রূপী সীমাহীন পারাবার । পার হ'তে চাহে কিন্তু কেবা তা'র কর্ণধার ॥ ৪

দৌ—দেখিলেন রাম

সমাগত যা'রা

বসি' যেন চিত্রিত ।

চাহেন তখন

জানকীর পানে

জানি' বড় ব্যাকুলিত ॥ ২৬০

চৌ—দেখেন জনকশ্রুতা অতীব বিকল প্রাণ । এক এক ক্ষণ তাঁ'র যুগসম হয় জ্ঞান ॥
 জল বিনা পিপাসায় প্রাণ যে ক'রেছে ত্যাগ । তা'র কাছে কিবা আর অমিয়-ভরা উড়াগ ॥ ১
 শুকাইয়া গেলে ক্ষেত্র কি লাভ বরষা-জল । সময় অতীত হ'লে অমৃতোপে কিবা ফল ॥
 এ কথা ভাবিয়া মনে চাহিলেন সীতা-মুখে । তাঁ'র অনুরাগ হেরি' প্রভু-প্রাণ ভরে সুখে ॥ ২
 মনের মাঝেই গুরু-চরণে প্রণাম করি' । অতি লঘু ভাবে ধনু লইলেন হাতে করি' ॥
 তুলিলেন করে যবে বিজলী ঝকিল যেন । অতঃপর হ'ল নভে মণ্ডলাকার-হেন ॥ ৩
 কখন চড়া'ন গুণ দেন বা গভীর টান । কেহ না বুঝিল দেখে বৃহেন দণ্ডায়মান ॥
 ক্ষণ-মাঝে ধনু-মাঝে হ'ল দ্বিধা খণ্ডিত । ভয়ঙ্কর গরজনে ভুবন হ'ল ধ্বনিত ॥ ৪

* সীতার বচনরূপী ভ্রমরকে তাঁহার মুখরূপী কমল যেন বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে ; লক্ষ্মণ-রূপ রাত্রিকে দেখিয়া সীতার মুখ-কমল মুদিত ; ফলে তাঁহার বচনভ্রমর রুদ্ধ ।

ছ—ভরিল ভুবন	গভীর আরাবে	কক্ষ ছাড়ি' অরুণাশ্ব ধায় ।
দিক্-গজ ডাকে	বসুমতী কাঁপে	কৃষ্ণ শেষ সব বিকল কায় ॥
মুনি সুরাসুরে	শ্রবণ আবরে	কি হ'ল ভাবি'ছে বিকল প্রাণে ।
ভাঙ্গিলেন রাম	হরধনু খান	জয়তি জয়তি তুলসী ভণে ॥

মো—মহেশের কাম্বুক জাহাজ	রাম-ভুজবল পারাবারে ।
মগ্ন হ'ল সহ সে সমাজ	উঠে'ছিল যা'রা তা'র 'পরে' ॥ ২৬১

সীতার শ্রীরামকে জয়মালাদান

চৌ—হুইভাগ ধনু প্রভু ফেলিলেন ধরা 'পর ।	উল্লাসে ভরে সমবেত জন-অন্তর ॥
কৌশিকী-রুণী সেই পয়োনিধি মহাপৃথ ।	অগাধ প্রণয়-নীর যাতাতে পরিপূরিত ॥ ১
রাম রাকা শশধরে করিয়া অবলোকন ।	পুলক রোমাঞ্চ-বীচি করিলেন প্রসারণ ॥
গগনে দামামা বাজে অতি মহা নিঃশ্বনে ।	নাচেন অমরবধু সঙ্গীত-রব সনে ॥ ২
ধাতা আদি দেবগণ সিদ্ধ যত মুনিপতি ।	বাখান করিয়া তাঁ'রে আশীষ দিলেন অতি ॥
বরযিত বহু-রং কুসুম ফুলের মাল ।	কিন্নরগণ গান করেন অতি রসাল ॥ ৩
ছাইল ভুবন জয় জয় জয় জয় রবে ।	ধনুক ভাঙ্গার ধ্বনি ডুবে সেই কলরবে ॥
পুলকে মোদিত নরনারী যথা তথা ক'ন ।	রাম ভেঙেছেন ধনু মহেশের স্তম্ভীষণ ॥ ৪

দৌ—বন্দী মাগধ	স্মৃতগণ করে	কীর্তির বরণন ।
দানেতে লুটায়	জনগণ হয়	গজ বাস মণি ধন ॥ ২৬২

চৌ—বাঁঝর মুরজ শাঁখ নহবৎ করতাল ।	ভেরী ঢোল দুন্দুভি অপর বাজন তাল ॥
বাজে নানা নিকনে সুললিত বন্ধারে ।	যথা তথা ললনারা মঙ্গল গান করে ॥ ১
হরযিত মন রাণী সহচরীগণ সনে ।	পড়িল বরষা যেন জলাভাবে শুষ্ক ধানে ॥
চিন্তা অতীত এবে মোদিত বিদেহ-মন ।	সন্তরণ-রাস্তা যেন ভূমি করে পরশন ॥ ২
শরাসন ধুনে শ্রীহত নৃপতি যত ।	দিবাভাগে দীপ-আভা পরিম্লান সেই মত ॥
সীতার প্রাণের মুখ বাণব কি প্রকারে ।	চাতকী পাইল যেন স্বাতীর পাবন নীরে ॥ ৩
করেন লক্ষ্মণ রামে সেইভাবে দরশন ।	কিশোর চকোর রাকা শশীরে হেরে যেমন ॥
শতানন্দ মুনি তবে করেন আদেশ দান ।	শ্রীরামের দিকে সীতা হইলেন আগুয়ান ॥ ৪

দৌ—চতুরা সুন্দরী	সাথে সহচরী	গায় মঙ্গলাচার ।
শাবক মরাল-	ভঙ্গিম গতি	দেহ-শোভা সীমাপার ॥ ২৬৩

চৌ—সখীগণ-মাঝে সীতা শোভমানা সেইমত ।	চিত্রের মাঝে মহা-চিত্রের শোভা যত ॥
কোমল কমল-করে জয়মালা সুন্দর ।	বিশ্ববিজয়-শোভা উপচিত যা'র 'পর ॥ ১

সঙ্কোচভরা ভয় বড় উৎসাহ মনে ।
রামের সমীপে গিয়া রূপ করি' অধিগত ।
তা' দেখি' চতুরা সখী বুঝা'য়ে তাঁহায় কয় ।
শুনিয়া যুগল করে তুলিয়া ধরেন মালা ।
স-যুগল শতদল যেন দুই শোভাধার ।
সে শোভা নিরখি' মুখে গেয়ে উঠে সখীদল ।

গোপন প্রণয় কা'রো নাহি আসে দরশনে ॥
রহিলেন সীতা যেন চিত্তের আঁকা-মত ॥ ২
পর্যাপ্ত গলায় ওই জয়মালা মনোময় ॥
পর্যাপ্তে শক্তি নাই প্রণয়-বিভল বালা ॥ ৩
ভয়ে ভয়ে দেয় চাঁদে জয়মালা উপহার ॥
হলিল রামের বৃকে সীতার বিজয়মালা ॥ ৪

সো—রঘুবর-বৃকে জয়মালা

ফুল বরষেন দেবগণ ।

কুঞ্চিত যতেক ভূপাল

রবি হেরি' কুমুদ যেমন ॥ ২৬৪

চৌ—পুরী আর নভোদেশে বিবিধ বাজে বাজন ।
অমর কিম্বদন্ত নর নাগ আর মুনিবর ।
মাচেন গাহেন যত অমর-ললনাগণ ।
যথা তথা দ্বিজদল গান পূত বেদধ্বনি ।
ছড়াইল যশোরাশি ভূ-ত্রিদিব ত্রিভুবনে ।
নগরের নরনারী সকলে করে আরতি ।
প্রণয়-সুখমা সনে ছ'য়েতে মিলিল যেন ।
সখী কহে স্বামি-পদ কর সীতা পরশন ।

খেলের মলিন মুখ প্রসন্ন সাধুর মন
জয় জয় বলি' দেন শুভাশীষ নিরন্তর ॥ ১
কুমুদাঞ্জলি দেন বার বার বরষণ ॥
কীৰ্ত্তি-গান বন্দিন জন গাহিছে সবে বাখানি' ॥
বরেন' জনকী রামে হরধনু খণ্ডনে ॥
বিলাইয়া দেয় ধন 'ভুলি' নিজ সঙ্গতি ॥ ৩
সীতা-রঘুবর জুটি নয়ন ভুলায় হেন ॥
না পারেন সীতা ভয়ে ছুঁইতে পতি-চরণ ॥ ৪

দৌ—গৌতম-নারী

দশা মনে করি'

পায়ে না ছুঁয়া'ন কর ।

লোকাভীত প্রেম

বুঝি' মনে মনে

হাসিলেন রঘুবর ॥ ২৬৫

চৌ—সীতা হেরি' নৃপদের মনে জাগে অভিলাষ ।
রূপ-বেশ পরি' হতভাগা যতজন ।

যেখানে সেখানে মিলি' স্নান করে আশ্রয় ॥ ১

জানকীরে হিনাইয়া লহ কোন' জন বলে ।

ধরিয়া বাঁধহ নৃপ-কুমার দৌহেরে বলে ॥

ভালিলেই শরাসন মন-আশা না পূরিবে ।

আমরা রহিতে সীতা পরিণয় কে করিবে ॥ ২

বিদেহ-নৃপতি যদি সহায়তা কিছু করে ।

পরাজয় কর রণে দুই ভাই সনে তা'রে ॥

সজ্জন-নৃপ যা'রা তা'রা শুনে' এই কয় ।

নৃপতি-সমাজে হেরি' লজ্জারও লাজ হয় ॥ ৩

কমতা প্রতাপ ভব বীরতা যত বড়াই ।

প্রতিষ্ঠা সে ধনুকের সাথে তা'গিয়াছে ভাই ॥

সে বীরতা তবে এবে কোথা হ'তে ফিরে' এল । হেন মতি তা'ই বিধি মুখে মসী লাগাইল ॥ ৪

দৌ—ঈর্ষা মদ ক্রোধ.

ছাড়িয়া রামেরে

হের ভরি' হ'নয়ন ।

লক্ষণ-রোষ-

তীব্র অনলে

পড়ল হ'য়ো না যেন ॥ ২৬৬

চৌ—গল্পভের ভাগ যদি কাকে অভিলাষ করে । শশকের হয় লোভ কেশরীর ভাগ 'পরে ॥

কুশল পাইতে চায় অকারণ ক্রোধকারী ।

সম্পদ-আশা রাখে মহেশ-বিরুদ্ধাচারী ॥ ১

লোভী ও লালসা-পর কমনীয় যশ চায় । কালিমা-বিহীন হ'তে কামীর বাসনা যায় ॥
 হরিপদ-বিমুখের পরাগতি-অংশা যথা । রাজগণ ভোমাদের এ হেন লালসা তথা ॥ ২
 সীতা অতি শঙ্কিতা এষ্ট কোলাহল শুনি' । সখীরা লইয়া তাঁ'রে যায় যথা মহারাণী ॥
 স্মৃতিতে স্মৃতিতে সীতা-শ্রেম নিজ মন-মাঝে । সহজ গতিতে রাম যা'ন মুনিবর কাছে ॥ ৩
 অতীব ভাবিতা সীতা মহিষীগণের সনে । কে জানে এখন কিবা বিধাতার আছে মনে ॥
 রাজাদের কথা শুনি' চা'ন শুধু হেথা হোথা । লক্ষ্মণ রাম-ডরে মুখেতে না ক'ন কথা ॥ ৪

দৌ—চা'ন নৃপগণে অরুণ নয়ন জ্রুট্টা-কুটিল আঁখি ।
 উৎসাহ যেন যুবা-হরি মনে মত্ত গজদলে দেখি' ॥ ২৬৭

পরশুরাম-সংবাদ

চৌ—বিভ্রাট নিরখিয়া ভীতা পুরনারীগণ । সবে মিলি' নৃপগণে করে গালি বরষণ ॥
 এই অবসরে শুনি' হরধনু খণ্ডিত । আসি' তথা ভৃগুকুল-দিবাকর উপনীত ॥ ১
 ত্রাসিত তাঁহারে হেরি' নৃপতিগণের মন । বিহগ লকায় যথা হ'লে বাজ-আক্রমণ ॥
 স্মৃগোর কলেবরে বিভূতি কি শোভা পায় । বিশাল ললাট-দেশ ত্রিপুণ্ড বিরাজে তা'য় ॥ ২
 শিরে জট শশীসম মনোহর মুখভাব । ক্রোধের কারণে কিছু ধ'রেছে লোহিত ভাব ॥
 রোঁষ-ভরে আঁখি লাল জ্রুট্টা বিকৃষিত । সহজ চাহনি তবু মনে হয় ক্রোধযুত ॥ ৩
 বৃষভের সম অংস উরু ভুজ সুবিশাল । চাক্র উপবীত মালা শোভে তা'হে মৃগছাল ॥
 পরিধান মুনি-বাস ছুই তুণ কটি'পর । পরশু বিরাজে কাঁধে করে ধরা ধনু-শর ॥ ৪

দৌ—বেশেতে শান্ত রুঢ় আচরণ বর্ণনা নাহি আসে ।
 বীররস যেন ধরিয়া শরীর সমুদিত নৃপ-পাশে ॥ ২৬৮

চৌ—রামের করাল বেশ করিয়া অবলোকন । ত্রাসেতে ব্যাকুল হ'য়ে উঠে ষত নৃপ-মন ॥
 মুখেতে আনিয়া নিজ পিতৃনাম যে যাহার । আরন্তিল তাঁ'র পায়ে দণ্ডবৎ নমস্কার ॥ ১
 সহজ-চ'খেই তিনি চা'ন যা'র যা'র পানে । তা'র আয়ু এই শেষ সে-ই যেন মনে গণে ॥
 জনক আসিয়া তাঁ'রে প্রণাম করার পরে । সীতারে ডাকা'য়ে আনি' প্রণাম করা'ন তাঁ'রে ॥ ২
 আশীষ দিলেন রাম সখী পুলকিত অতি । সীতারে ফিরা'য়ে ল'য়ে চ'লে গেল দ্রুতগতি ॥
 অনন্তর কোণিকৌ মিলিলেন ভার্গবে । পদ্ম-পদে ছুই ভাই প্রণাম করেন তবে ॥ ৩
 দশরথ-সুত দৌহে রাম আর লক্ষ্মণ । শুনি' ভার্গব ছ'য়ে আশীষ-বচন ক'ন ॥
 মদনের অহঙ্কার-যুচানো রূপ অপার । শ্রীরামের পানে চাহি' নিশ্চল আঁখি তাঁ'র ॥ ৪

দৌ—সব দেখি' শেষে জনকের প্রতি ক'ন কেন ভীড় এত ।
 জেনেও শুধান অজ্ঞানের প্রায় দেহে ক্রোধ প্রসারিত ॥ ২৬৯

চৌ—জনক কারণ সব করা'ন তাঁরে জ্ববণ । যা'র তরে নৃপাতগণের হেথা সমাগম ॥
 শুনিয়া সকল কথা ওদিকে চাহেন ফিরে' । দেখিলেন দ্বিধা ধনু প'ড়ে আছে ধরা'পরে ॥
 অতীব ক্রোধের ভরে সুকঠোর বাণী ক'ন । রে মুঢ় জনক বল্ ধনু ভাঙ্গে কোন্ জন ॥
 দেখা তা'রে ত্বরা করি' নহিলে রে মুঢ় আজ । উপাড়িব ততদূর যতদূর তো'র রাজ ॥ ২
 পরাণে অতীব ত্রাস উত্তর নাহি মুখে । কুটিল নৃপতিদের প্রাণ ভরে অতি সুখে ॥
 দেবতা পন্নগ মুনি নগরের নরনারী । সকলেই চিহ্নিত পরাণে তরাস ভারি ॥ ৩
 সীতার মাতার প্রাণে দারুণ অনুশোচনা । সমাপিত কাজে বিধি সাধিলেন বিড়ম্বনা ॥
 সীতা শুনি' ভৃগুরাম-স্বভাবের কঠোরতা । অর্দ্ধ-নিমেষ তাঁ'র মনে হয় কল্প যথা ॥ ৪

দৌ—সকলেরে ভীত করি' দরশন জানকীরে ভীতা জানি' ।
 হরষ বিষাদ-শূন্য পরাণে কহিলেন রঘুমণি ॥ ২৭০

চৌ—মহেশের ধনু প্রভু ভাঙ্গিয়াছে যেই জন । আপনার দাসগণ মাঝে সেই একজন ॥
 আদেশ আমায় কেন না করেন মুনিনাথ । এ শুনিয়া ক্রোধী মুনি কহেন ক্রোধের সাধ ।
 যেইজন সেবা করে দাস হয় সেইজন । করিলে অরির কাজ করিবারে হয় রণ ॥
 শুন রাম যে ভাঙ্গিল মহেশের শরাসন । সহস্র-বাহুর প্রায় অরি মম সেইজন ॥ ২
 জন-সমাগম হ'তে হ'ক সে পৃথক্ ত্বরা । নহিলে সমস্ত নৃপ হ'বে আজ প্রাণহারা ॥
 মুনি-ভাষে লক্ষণ-মুখে মুঢ় হাসি আসে । উত্তর করে তাঁ'রে অপমান-ভরা ভাষে ॥ ৩
 বালক-বয়সে বহু ধনু করি খণ্ড খণ্ড । কিন্তু দেব কভু রোষ না করিলে হেন চণ্ড ॥
 এ ধনুর 'পরে এত মমতা কিসের হেতু । শুনিয়া কুপিত হ'য়ে ক'ন ভৃগুকুল-কেতু ॥ ৪

দৌ—রে নৃপ-বালক কাল-বশে তো'র ভাষা নহে সংযত ।
 ভুবন-বিদিত হরধনু কি সে অপন্ন ধনুর মত ॥ ২৭১

চৌ—হাসি' লক্ষণ ক'ন আমি দেব বৃদ্ধি এই । সকল ধনুই এক ইতর বিশেষ নেই ॥
 জরাজীর্ণ ধনু ভাঙি' কিবা লাভ কিবা হানি । এরোঁ ত' নূতন বলি' গণিলেন রঘুমণি ॥ ১
 ছুঁতেই ছুঁ-খান হ'ল এতে গুঁর নাহি দোষ । অকারণ মুনিবর তোমার এ হেন রোষ ॥
 গর্জেন ভৃগুরাম চেয়ে' পরশুর পানে । রে খল স্বভাব মোর পশে নাই তো'র' কাণে ॥ ২
 বালক বলিয়া বধ এখনো না করি তোরে । রে মুঢ় শুধুই মুনি বলিয়া ভাবিস্ মোরে ॥
 বাল-ব্রহ্মচারী আমি অতি ক্রোধ-পরায়ণ । বিশ্ব-বিদিত ক্ষত্র-কুলান্তক যম সম ॥ ৩
 বাহুবলে করিলাম নৃপহীন পৃথিবীরে । কতবার করিলাম দান তা'র ষিঙ্গ-করে
 সহস্র-বাহুর বাহু যা' হ'তে হ'ল ছেদন । এই সে কুঠার কন্ম নৃপ-মৃত দরশন ॥ ৪

দো—জননী জনকে
গর্ভের শিশু

যেন বৃথা শোকে
নিপাতনকারী

কে'লো না রূপ-কিশোর ।
এ ঘোর কুঠার মোর ॥ ২৭২

চৌ—হাসি' লক্ষণ যুহ উত্তর দেন তা'র ।
বার বার ও কুঠার দেখাও তোমার মোরে ।
সন্তোজাত কাঁচা কল কিছু নাহি এইখানে ।
দেখে ও কুঠার আর ওই শরাসন বাণ ।
ভৃগুকুল-জাত বুঝি' উপবীত হেরি' আর ।
দেবতা ব্রাহ্মণ গাভী আর হরিভক্ত জন ।
এঁদের হননে পাপ অপযশ পরাজয়ে ।
কোটি কুলিশ সম কঠোর তব বচন ।

নিজেরে ত' বীর বলি' বড় মুনি অহঙ্কার ॥
পাহাড় উড়া'তে চাও ফুৎকার-বায়ুভরে ॥ ১
শুকা'য়ে যা'বে যা' তব অঙ্গুলি প্রদর্শনে ॥
তা'তেই ব'লেছি কথা সহ কিছু অভিমান ॥ ২
যা' কহিলে সত্য করি করি' ক্রোধ পরিহার ॥
এ সনে বীরতা নাই মম কুলে কদাচন ॥ ৩
সে কারণ মারিলেও পড়িব তোমার পায়ে ॥
বৃথা ধমুশর করে কুঠার কর ধারণ ॥ ৪

দো—অস্ত্র দেখি' যদি
শুনি' রোষ ভরে

কহি অমুচিত
ভৃগুকুল-মণি

ক্ষম মহামুনি ধীর ।
ক'ন কথা গম্ভীর ॥ ২৭৩

চৌ—কৌশিকি দেখ শিশু, অতি বড় মন্দমতি ।
এ বালক সূর্য্যবংশ-শশাঙ্ক 'পরে কলঙ্ক ।
এঁখনি নিমেষমাঝে কালের কবলে যা'বে
যদি বাঁচাইতে চাও কর এর নিবারণ ।
লক্ষণ ক'ন মুনি তোমার সুযশ যত ।
আপন মুখেই নিজ কৌণ্ডিন্মহিমা-গান ।
তাপ্ত না হয় যদি আরো কিছু বল' তবে ।
বীর-ব্রতধারী তুমি ধীর ক্লেভ-বিরহিত

কাল-বশে আপনার কুলের চাহে কু গতি ॥
শাসন-সীমার বা'র ঘোর মূর্খ ও অশঙ্ক ॥ ১
সবারে শুনা'য়ে কহি মোর দোষ নাহি র'বে ॥
বুঝাইয়া বল' মোর বল রোষ কি ভীষণ ॥ ২
তুমি বিজ্ঞমানে' অশ্রে বাখান করিবে কত ॥
বহুবার বহুভাবে করিলে সবারে গান ॥ ৩
ক্রোধ চাপি' ঘোর দুখ সহ্য নাহি ঠিক হ'বে ॥
তব মুখে গালি দেব অতিশয় অবিহিত ॥ ৪

দো—রণে বীর শুধু
রণ রিপু ছই

নিজ কাজ করে
পাইয়া সমুখে

না প্রচারে আপনায় ।
অ-বীর স্বগুণ গায় ॥ ২৭৪

চৌ—কালেরে ত মুনিবর বারবার হেঁকে হেঁকে ।
লক্ষণের এ কঠোর বচন শ্রবণ করি' ।
এবে যেন আর মোরে কোন জন নাহি দোষে
শিশু বলি' বহুবার করি এর প্রাণদান ।
কৌশিকী ক'ন ক্ষম অপরাধ লক্ষণের ।
শাণিত পরশু আমি দয়াহীন ক্রোধময় ।
সমান উত্তর করে তবু প্রাণে নাহি মারি ।
নহিলে কুঠার-ঘায়ে এঁখনি করি' বিনাশ ।

আমার মরণ তরে যেন বা আনিছ ডেকে
ভীষণ কুঠার নিজ ধরিলেন ঠিক করি' ॥ ১
বধ-যোগ্য এ বালক যেবা হেন কটু ভাষে ॥
সত্য মরণ-পথে হয় এবে আগুয়ান ॥ ২
সাধু কড়ু না গণেন দোষগুণ বালকের ॥
গুরুজ্যোহী অপরাধী আমার সমুখে রয় ॥ ৩
শুধু বিশ্বামিত্র তব ব্যবহার মনে করি' ॥
লঘুশ্রমে ঋণমুক্ত হ'তাম গুরুর পাশ ॥ ৪

দো—মনে মনে হাসি'
লোহ-খাঁড়া এটা

কৌশিকী ক'ন
ইক্ষু-খণ্ড নয়

ভৃগুরাম অন্ন-জ্ঞান ।
আজিও হ'ল না জ্ঞান ॥ ২৭৫

চৌ—লক্ষ্মণ ক'ন তব দয়া-ভরা আচরণ ।
জনকজননী-ঋণ শোধিলে ভালই মতে ।
সে ঋণ শোধের তরে এই শির মোর রয় ।
ডাকুন এখন তবে হিসাবীয়ে কোনজন ।
রূঢ় ভাষা শুনি' মুনি কুঠার ধরেন এঁটে ।
পরশু তোমার মোরে দেখাও ভার্গব রাম ।
প্রকৃত বীরেরে কভু রণাঙ্গনে না ভেটিলে ।
শুনি' সবে চীৎকারি' বলে ইহা অনুচিত ।

সংসার-মাঝে দেব নাহি জানে কোনজন ॥
এবে এই গুরু-ঋণ বড়ই ভাবনা তা'তে ॥ ১
বহুদিন গত হ'ল বহু স্মদ জমা হয় ॥
তা'হলে আমার থলি খুলে দিই এইক্ষণ ॥ ২
সমবেত জনগণ হাহাকার করি' উঠে ॥
দ্বিজ বলি' নৃপ-জ্যোতি আমি তব রাখি প্রাণ ॥ ৩
হে বিপ্র-দেবতা তুমি আলয়েই বড় হ'লে ॥
লক্ষ্মণে দেন রাম স্থির হ'তে ইঙ্গিত ॥ ৪

দো—লক্ষ্মণ-উত্তর
বাড়িতেছে হেরি' রঘুকুল-ভানু

ভৃগু-কোপ হত্যাশন ।
বারি-প্রায় কথা ক'ন ॥ ২৭৬

চৌ—বালকের প্রতি প্রভু হো'ক তব কৃপা-দৃষ্টি ।
এ যদি জানিত প্রভু তোমার প্রভাব কত ।
শিশু যদি করে কিছু চপলতা-আচরণ ।
শিশু আর দাস বলি' ইহারে করুণা কর ।
রামের কথায় মুনি শাস্ত কতক হ'ন ।
আ-চরণ-শির ক্রোধে ভরে পুনঃ হাসি হেরি' ।
গৌর শরীর বটে মদী-ভরা হৃদিতল ।
স্বভাবেতে ক্রুর নীচ তোর মত নহে মন ।

দুঃখ-পোষ্য শিশু 'পরে করিও না রোষ-বৃষ্টি ॥
তবে কি সমানে তর্ক করিত অবুঝ এত ॥ ১
সুখেতে তাহাতে ভরে গুরু পিতা মাতা মন ॥
সমদর্শী ধীর জ্ঞানী শীলাধার মুনিবর ॥ ২
লক্ষ্মণ পুনঃ হাসি' ছু' এক বচন ক'ন ॥
ক'ন রাম তো'র ভাই অতি বড় পাপাচারী ॥ ৩
দুঃখ-পোষ্য নয় এর মুখে ভরা হলহল ॥
শমন-সমান মোরে নাহি করে দরশন ॥ ৪

দো—হাসি' লক্ষ্মণ
এরি বশে সবে অশ্রুয় করি'

ক্রোধই পাপের মূল ।
চলে বিশ্ব-প্রতিকূল ॥ ২৭৭

চৌ—মুনিরাজ মোরে তব অমুচর জ্ঞান করি' ।
ক্রোধে পুনঃ এক নাহি হ'বে খণ্ড-শরাসন ।
ধনু যদি প্রিয় অতি করা হ'ক প্রতিকার ।
লক্ষ্মণ-ভাষে কন বিদেহ সহিত ত্রাস ।
পুর-অধিবাসী সবে কম্পিত কলেবর ।
ভৃগুরাম ক্রমাগত শুনিয়া নিডর ভাষ ।
রামে সাধুবাদ করি' ক'ন তবে ভৃগুরাম ।
বিষ ভরা স্বর্ণঘট হেরিতে লাগে যেমন ।

করহ করুণা মোরে এই রোষ পরিহরি' ॥
হয়ত পীড়ি'ছে পদ আসন কর গ্রহণ ॥ ১
শিল্পী ডাকা'য়ে এর করা যা'ক সংস্কার ॥
তুষ্ণীভাব ধর' ভাল নহে অমুচিত ভাষ ॥ ২
বড় ছুট লঘু-সুত কহে যত নারীনর ॥
ক্রোধেতে দহিত কায় হয় তাঁ'র বল হাস ॥ ৩
অমুজ বলিয়া তো'র এখনও রাখি প্রাণ ॥
পুত দেহে ঘৃণ্য মন ইহারো দশা তেমন ॥ ৪

দো—তুনি' লক্ষণ

হাসেন আবার

আঁখি-কোণে চা'ন রাম ।

ত্যাঁজি বিপরীত

বাণী সঙ্কেচে

গুরুর নিকটে যা'ন ॥ ২৭৮

চৌ—তখন শ্রীরাম জোড় করি' যুগ পাণিতল । অতি মূঢ় সবিনয়ে ক'ন বাণী শ্রুণীতল ॥
 স্বভাবেই মহাজ্ঞানী মুনিরাজ তুমি নাথ । বালকের কথাতে না কর প্রভু শ্রুতি-পাত ॥১
 বোলতা ও বালকের একই রূপ আচরণ । এদের না দেন দোষ সম্ভেরা কদাচন ॥
 ওর হ'তে হানি তব নাহি হ'ল সংঘটন । তব পদে আমিই সে অপরাধী অভাজন ॥ ২
 কৃপা রোষ কিহা বধ এবে হ'তে কৃপাধার । দাস-প্রায় মোর 'পরে কর' যাহা করিবার ॥
 কহ স্বরা যে প্রকারে হ'বে ক্রোধ অবসান । এখনি করিব প্রভু তুষ্টি তব বিধান ॥ ৩
 মুনি ক'ন রোষ মোর অপগত কিসে হ'বে । এখনো অমুজ্জ তব নেহারে অযথা ভাবে ॥
 যদি এ পরশু মোর ওর গলে না দিলাম । বল' তবে বৃথা রোষ দেখা'য়ে কি করিলাম ॥ ৪

দো—গর্ভ বিনাশে

নৃপ-মহিষীর

শুনিয়া কীর্তি ঘোর ।

অটুট কুঠার

রহিতে জীবিত

হেরিব বৈরী মোর ॥ ২৭৯

চৌ—উঠি'ছে না কর হৃদি দহি'ছে ক্রোধেতে । ক্রান্ত কি নৃপঘাতী এ পরশু এত দিনে ॥
 বিধাতা আজিকে বাম স্বভাবের ব্যতিক্রম । কখনো আমার হৃদে কুপাই বা সে কেমন ॥ ১
 ছ-সহ গভীর ক্লেশ দয়া আজি দেয় মোরে । শুনিয়া নামা'ন শির লক্ষণ হাসি ভরে ॥
 ক'ন কৃপাযায় তবু মূর্তির(ই) অমুকুল । কহেন বচন যেন বরষণ হয় ফুল ॥ ২
 কৃপাতে যদি হে মুনি দহে তব কলেবর । রক্ষা করেন যেন রোষে পরমেশ্বর ॥
 মুনি ক'ন দেখ রাজা এ বালক হঠ' ভরে । স্থাপন করিতে চায় নিজবাস যমপুরে ॥ ৩
 আঁখির সমুখ হ'তে কর' এরো দূরীভূত । দেখিতে বালক কিন্তু অতি মন্দ নৃপ-সুত ॥
 লক্ষণ হাসি' ক'ন মনে মনে এই কথা । চক্ষু বুজিলে পরে কোনজন নাহি কোথা ॥ ৪

দো—ভৃগুপতি তবে

অতি রোষ ভরে

রাম প্রতি এই ক'ন ।

শিখাসু ধ্বংস

জ্ঞান ভৃগুরামে

ভাঙি' হর-শরাসন ॥ ২৮০

চৌ—ব্রাতা কয় কটুবাণী সম্মতি তোর তা'য় । মিনতি করিস্ নিজে কর-জোড়ে হলনায় ॥
 হয় মোরে পরিতোষ কর' করি' সংগ্রাম । আর নয় কর' ত্যাগ আপনারে বলা রাম ॥ ১
 ছল ছাড়ি' শিব-জ্যোতি মোর সনে আয় রণে । নহিলে করিব বধ তোরে অনুজের সনে ॥
 কুঠার তুলিয়া ধরি' যত ক'ন ভৃগুরাম । শির অবনত করি' মনেতে হাসেন রাম ॥ ২
 লক্ষণের অপরাধ আমার উপরে রোষ । সরল আচারে বহুক্লেবে অনেক দোষ ॥
 চক্র নিরখি' সবে তাহার ভজনা করে । বক্র চাঁদেও রাল্ কভু গ্রাস নাহি করে ॥ ৩
 রাম ক'ন ক্রোধ তব পরিহর' মুনি বীর । করেছে পরশু তব সম্মুখে এই শির ॥
 যে প্রকারে রোষ যায় তাহাই করহ স্বামি । আমারে জানিও তব চরণের অনুগামী ॥ ৪

মুনি ক'ন রমাপতি-ধনু করে লহ রাম । দূর হ'ক সন্দেহ কাম্বু'কে দেহ টান ॥
ধনু দিতে যা'ন মুনি 'ধনু চলি' গেল নিজে । হ'লেম পরশুরাম বিন্মিত মন-মাঝে ॥ ৪

দৌ—বুঝিলেন তবে রামের মহিমা পুলকিত কলেবর ।
আনন্দ ধরে না হৃদয়ে তাঁহার ক'ন জুড়ি' ছই কর ॥ ২৮৪

চৌ—জয় রঘুকুল-রূপী বনজ-বন-তপন । গহন দম্বজকুল দাহকারী হতাশন ॥
জয় জয় দেবগণ দ্বিজ ধেনু হিতকারী । অহঙ্কার মোহ ক্রোধ আর ভ্রম-অপহারী ॥ ১
বিনয়-আধার শীল করুণা গুণ-সাগর । জয় জয় কথামৃত-রচনাপটু নাগর ॥
ভকতের সুখদাতা সর্বদ্বন্দ্ব-সুন্দর জয় । জয় হে বয়ান-শোভা সম কোটি মনোময় ॥ ২
এক মুখে তব স্তুতি কত বা করিব আর । জয় মহেশ্বর-মন-মানসের সারাৎসার ॥
অনুচিত কত কথা কহিয়াছি অজ্ঞানে । ক্ষমা-আয়তন ক্ষমা কর' ভাই দুইজন ॥ ৩
কহি' জয় জয় জয় রাঘবকুল-কেতন । ভৃগুপতি যা'ন চর্চল' কাননে তপ-কারণ ॥
কুটিল নৃপতি যত মনে মনে ভয় পায় । কাপুরুষগণ চুপে' পলা'য়ে কোথা লুকায় ॥ ৪

দৌ—দেবগণ দেন বাজা'য়ে দামামা প্রভু'পরে পড়ে ফুল ।
পুরনরনারী হরষিত সবে মিটে মোহময় শূল ॥ ২৮৫

দশরথের নিকটে জনকের দূত প্রেরণ

চৌ—অতি ঘোর নির্ধোষে নানাবিধ বাঘ বাজে । সবে প্রাণ-বিমোহন মঙ্গল-সাজে সাজে ॥
দলে দলে আসি' বিধুমুখী সুলোচনাগণ । মধুভাষে পিকসম কল-গানে হরে মন ॥ ১
জনক রাজার সুখ নাহি আসে বর্ণনায় । জনম-কাণ্ডাল যেন রতনের রাশি পায় ॥
বিগত সীতার ত্রাস হরষ আসিল প্রাণে । চকোরী যেমন সুখী শশধর আগমনে ॥ ২
করেন কৌশিকী পদে বিদেহ-পতি প্রণাম । তোমারি আশীষে প্রভু ধনুক ভাঞ্জন রাম ॥
চিরধন্য করিলেন মোরে ভাই দুইজন । এখন উচিত যাহা কর' তাহা সমাপন ॥ ৩
মুনিবর ক'ন শুন জ্ঞানবান্ নররায় । শরাসন-ভঙ্গ 'পরে ছিল এই পরিণয় ॥
যেই ভাঙ্গা হ'ল ধনু' বিবাহ হ'ল সাধন । দেবতা মানব নাগ বিদিত সকল জন ॥ ৪

দৌ—ভবু এবে তুমি কর' সমাপন কুল-গত ব্যবহার ।
সুখা'য়ে ত্রাঙ্গণ কুল-বৃদ্ধ গুরু বিহিত বেদ-আচার ॥ ২৮৬

চৌ—কোশল পুরীতে দূত এখনি কর' প্রেরণ । দশরথ মহারাজে হৈথা কর' আনয়ন ॥
যে আদেশ তব ক'ন হরষিত মহীপাল । আহ্বান করি' দূতে পাঠা'লেন সেইকাল ॥ ১
অতঃপর ভাকা'লেন সব মহাজনগণে । আদরে প্রণাম তাঁ'রা করেন নৃপ-চরণে ॥
মূপ ক'ন দেবালয় বিপণী বাজার আর । সাজাও মোহন সাজে নগরের চারিধার ॥ ২

হরষিয়া ফিরে তা'রা ভবনে আপনাপন ।
আজ্ঞা দেন মণ্ডপ রচিতে বিচিত্রকায় ।
অনন্তর শিল্পিগণে করিলেন আবাহন ।
আরস্তিল কাজ সবে ব্রহ্মারে নতি ক'রে ।

অতঃপর ভূত্যগণে করিলেন আবাহন ॥
আদেশ ধরিয়া শিরে হর্ষে তা'রা ফিরে যায় ॥৩
ইহার গঠনে যা'রা অতি বড় বিচক্ষণ ॥
বিরচিল হৈম স্তম্ভ কদলীতরু-আকারে ॥ ৪

দো—হরিত মণির
মোহন রচনা

পল্লব ফল
নিরখিয়া হয়

পদ্মরাগের ফুল ।
ব্রহ্মারো মন ভুল ॥ ২৮৭

চৌ—বংশদণ্ড বিরচিল মরকত মণি দিয়া ।
নিরমিল অপরূপ স্বর্ণের নাগলতা । *
পরে বিরচিল কারু রতনের বন্ধন ।
মরকত হীরা আদি যত মণি মূল্যবান ।
নানাবিধ মধুকর খণ্ড নানা-রং গড়ে ।
স্তম্ভের শিরে করে দেবরূপ নির্মাণ ।
গজ-মুকুতায় যাহা স্বভাবেই মনোরম ।

সরল ও পর্ব্ব-যুত বুঝিবারে হারে হিয়া ॥
কনকের পাতা কা'র সাধ্য বুঝে কৃত্রিমতা
মাঝে মাঝে মুকুতার ঝালর বিগতোপম ॥
কাটিয়া কুটিয়া করে শতদল নির্মাণ ॥ ২
সমীরের সহযোগে গুঞ্জে কুজন করে ॥
মাজলিক ল'য়ে যেন সবে দণ্ডায়মান ॥ ৩
বহুবিধ আলিপনা করে তা'রা বিরচন ॥ ৪

দো—নীলমণি খোদি'
স্বর্ণ মুকুল

অতি মনোহর
পান্নার ফল

চূত-পল্লব † করে ।
গোছা বাঁধা পাট ‡ ডোরে ॥

চৌ—তোরণের 'পরে মালা রচে অতি মনোহর । সে যেন মদন-করে পাতা ফাঁদ সুন্দর ॥
মঙ্গল ঘট বহু ধ্বজা কত অপরূপ ।
কত মন-বিমোহন দীপরাজি মণিময় ।
বসিবেন যে বেদীতে বৈদেহী বধুবেশে ।
রূপগুণ-পারাবার শ্রীরাম যথায় বর ।
রূপতির ভবনের যেইমত চারু শোভা ।
সেকালে ত্রিহৃত যেনা করিয়াছে দরশন ।
তখন নীচেরো ঘরে যে সম্পদ বিরাজিত' ।

পতাকা চামর পট বিভরে শোভা অমুপ ॥ ১
সে বিচিত্র বেদিকার বর্ণনা নাহি হয় ॥
বর্ণিবে তা'রে হেন মতিমান কবি কে সে ॥ ২
সে সভা হ'বেই হ'বে ত্রিলোক-উজ্জলকর ॥
নগরীর প্রতিঘরে হেরিবে তেমনি বিভা ॥৩
চারিদশ-লোক লঘু করিবে সে বিলোকন ॥
বাসবের মন তাহা হেরি' হ'ত বিমোহিত ॥ ৪

দো—সশরীরে রমা
সে পুরীর শোভা

রহেন যথায়
কুণ্ঠিত ক'তে

নারীর গোপন-বেশে ।
দেবীবাণী নাগ শেষে ॥ ২৮৯

চৌ—পছ'ছে বিদেহ-দূত পূত শ্রীরামের পুরে ।
রূপতি-তোরণ 'পরে বারতা করে প্রেরণ ।
প্রণতি করিয়া লিপি প্রদান করে সে তাঁ'য় ।
সে লিপি পৃষ্ঠন কালে আসারে লোচন পুরে ।

সুন্দর পুরী হেরি' হরষে পরাণ পুরে ॥
শুনি' রূপ দশরথ করিলেন আবাহন ॥ ১
প্রমোদিত নরপতি নিজে লন লিপিকায় ॥
কলেবরে পুলকন হরষে হৃদয় ভরে ॥ ২

প্রাণে লক্ষণ-রাম প্রিয় লিপি ধরা করে । একভাবে র'ন নৃপ মুখে নাহি কথা সরে ॥
কত পরে ধৈর্য্য ধরি' পড়িলেন লিপিকার । হরষিত সারা সভা শুনি' শুভ-বারতায় ॥ ৬
ভরত খেলায় রত ভ্রাতা সখাগণ সনে । উপনীত সে সভায় লিপিকার কথা শুনে' ॥
শুধা'লেন প্রেমবশে সঙ্কোচ-ভাব সহ । কোথা হ'তে এল পিতা লিপি ল'য়ে বার্তাবহ ॥ ৪

দৌ—কুশলে ত' প্রাণ- প্রিয় দুইভাই কহ র'ন কোন্ দেশ ।
শুনি' প্রেমে ভিজা বচন আবার পড়েন লিপি নরেশ ॥ ২৯০

চৌ—পুলকিত দুইভাই বাণী শুনি' লিপিকার । দেহে নাহি ধরে আর ভালবাসা' দৌহাকার ॥
ভরতের সে প্রণয় করি' সন্দর্শন । বিশেষ আনন্দ পা'ন যত সভাসদগণ ॥ ১
তখন দূতেরে নৃপ বসায় আপন পাশে । মানস-মোহন হেন কহেন মধুর ভাষে ॥
কহ ভাই আছে তথা কুশলে ত দুইজন । নিজ চ'খে তাহাদের ক'রেছ ত' দরশন ॥ ২
গৌর শ্রামল কায় শর-শরাসন হাতে । বয়সে কিশোর দৌহে কৌশিকী মুনি সাথে ॥
চেন' যদি বল দেখি কি স্বভাব দৌহাকার । স্নেহে বশ-হারা রাজা কহেন এ বার বার ॥ ৩
যবে হ'তে মুনি ল'য়ে গেলেন সে দুইজনে । পেলান বারতা ঠিক তবে হ'তে এত দিনে ॥
বলত জনক দৌহে চিনিলেন' কি প্রকারে । প্রেম-ভরা বাণী শুনি' দূত মুছ হাস্ত করে ॥ ৪

দৌ—হে নৃপ-ভূষণ ধন্য তোমা সম কেবা এই ধরা 'পর ।
বিশ্ব-ভূষণ দুই সূত যাঁর লক্ষণ রঘুবর ॥ ২৯১

চৌ—তোমার সে দুই সূত ন'ন শুধাবার তাঁ'রা । পুরুষ-কেশরী ছ'য়ে ত্রিলোক-উজ্জল করা ॥
তাঁহাদের যশোভাতি-প্রভাপের তুলনায় । শশধর বিমলিন রবি শীত মনে হয় ॥ ১
কিসে চেনা গেল নাথ কহেন এমন সূতে । চিনিতে কি হয় রবি প্রদীপ ধরিয়া হাতে ॥
সীতা-স্বয়ম্বরে এল শত শত নরপতি । সমবেত হ'ল বীর মহা হ'তে মহা অতি ॥ ২
মহেশের শরাসন কেহ না নাড়িতে পারে । বলবান্ সব বীর এক এক ক'রে হারে ॥
শূরতার অভিমানী ত্রিলোকে আছিল যত । হরধনু সবারেই করিয়াছে দম্ব-হত ॥ ৩
স্মেরু তুলিতে পারে এমন যে বাণাসুর । পরিক্রম করি সেও চ'লে গেল নিজপুর ॥
যে রাবণ খেলা-ছলে তুলেছিল হর-গিরি । সভামাঝে সেও নিল পরাভব শিরে ধরি' ॥ ৪

দৌ—রঘুবল-মণি শ্রীরাম সেখানে শুন মহা নররায় ।
ভাঙিলেন ধনু অতি অনায়াসে গজের মৃগাল প্রায় ॥ ২৯২

চৌ—শুনি' রোষে ভৃগুরাম করিলেন আগমন । বহু ভাঁতি দেখা'লেন অরুণ নিজ লোচন ॥
হেরি' শ্রীরামের বল দেন নিজ শরাসনে । অনেক মিনতি করি' যাইলেন চলি' বনে ॥ ১
হে রাজন্ রঘুনাথ যেমন অতুল-বল । লক্ষণ সেইমত ভেজের আধারস্থল ॥
কেশরী-কিশোর হেরি' গজরাজ কাঁপে যথা । কম্পিত ভূপগণ তাহারে নিরখি' তথা ॥ ২

হে দেব তোমার দুই সূত্রে করি' দরশন ।

প্রভাপ প্রণয় আর বীররসে ভরপুর ।

সভাসদৃশ সহ নৃপতি হরষ মন ।

এ বড় অ-নীতি বলি' দূত ঢাকে নিজ কাণ ।

আমার নয়নে আর লাগে নাক' কোন জন ॥

দূতের বচন লাগে সবার অতি মধুর ॥ ৩

করিলেন দূতে উপঢৌকন বরষণ ॥

যথাচার হেরি' তার সকলেই শ্রীত প্রাণ ॥ ৪

দো—দশরথ গিয়া

বশিষ্ঠের করে

পত্র করেন দান ।

গুরুরে শুনান

সকল বারতা

করি' দূতে আহ্বান ॥ ২৯৩

চৌ—সমাচার শুনি' গুরু ক'ন প্রাণ সুখে ভরা । পুত-প্রাণ নর তরে ধরনী সুখেতে ভরা ॥

সাগর যাদও সাধ নাহি করে কদাচন ।

তথাপি তটিনী করে তাহারি পানে গমন ॥ ১

তথা আরাধনা বিনা বিত্ত সুখ সমুদায় ।

ধর্মরত জন-পাশে আপনা আপনি যায় ॥

তুমি নিজে গুরু দ্বিজ গো-জাতি অমর-সেবী ।

সমভাবে পুণ্যযুতা শ্রীমতী কৌশল্যাদেবী ॥ ২

তোমা সম পুণ্যবান জন এ জগত-মাঝে ।

হয় নি হবে না কিছা জীবিত না কেহ আছে

তোমা হ'তে পুণ্য বল বেশী আর হ'বে কা'র ।

রাজন্ রামেব সম আশ্রয় হয় যা'র ॥ ৩

মহাবীর শুবিনয়ী সদা ধর্ম-ব্রত ধারী ।

সুগুণের পারাবার যাতার বালক চারি ॥

তোমার হে নৃপবর কল্যাণ সব কালে ।

সাজাও বাজা'য়ে ডঙ্কা বর-অমুগামি দলে ॥ ৪

দো—চল' স্বরা-গতি

গুরু-বাণী শুনি'

নমি' যে-আদেশ ক'ন ।

মহলে তখন

যা'ন নরপতি

দেওয়া'য়ে দূতে ভবন ॥ ২৯৪

চৌ—রাণী-বাসে সকলেরে আহ্বানি' নরপতি । পাঠ করি' শুনালেন পত্রের বিবৃতি ॥

সমাচার শুনি' সব রাণী হর্ষ ভরা মন ।

অশ্রু বারতা নিজে নরপতি সব ক'ন ॥ ১

শ্রেম-পুলকিত প্রাণে বিরাজেন তথা রাণী ।

শিখিনী শুনিয়া যেন জলদের যুহবাণী ॥

গুরু-নারী আশীর্বাদ বরষেন হর্ষ ভরে ।

মাতাগণ নিমগন গভীর পুলক-নীরে ॥ ২

সেই অতি প্রিয় লিপি পরস্পরে ল'য়ে হাতে ।

চাপিয়া আপন বৃকে জুড়া'ন হৃদয় তাঁ'তে ॥

লক্ষণ শ্রীরামের যশ আর গুণাবলী

দশরথ বার বার সবারে শুনা'ন বলি' ॥ ৩

মুনির করুণা সব বলিয়া বাহিরে যা'ন

রাণীগণ দ্বিজে তবে করা'লেন আহ্বান ॥

হরষের ভরে দান দিলেন ব্রাহ্মণগণে ।

প্রয়াণ করেন তাঁরা আশীর্বাদ-বাণী সনে ॥ ৪

সো—যাচকেরে করি' আবাহন

বিলা'লেন অব্য কোটি কত ।

চিরজীবী হো'ন চারিজন

চক্রবর্তী দশরথ-সুত ॥ ২৯৫

চৌ—নানা বাস পরি' হেন বলিতে বলিতে যায় । হরষে বিপুলভর ঘাত পড়ে দামামায় ॥

এই সমাচার যবে লভে জন-সাধারণ ।

ঘরে ঘরে উৎসব করে তা'রা আয়োজন ॥ ১

চতুর্দশ লোক ভ'য়ে এই মহা উৎসাহ ।

জনক-সুতার সনে শ্রীরামের উদ্ভাষ ॥

এ শুভ বারতা শুনি' ডুবে লোক অমুরাগে ।

পথ ঘর বোধি সব সবে সাজাইতে লাগে ॥ ২

যদিও কোশলপুরী স্বভাবেই মনোহরা ।
তথাপি আনন্দ 'পরে আনন্দের সমাবেশ ।
পতাকা বসন ধ্বজ সূচাক্র চামরাদিতে ।
কনক মঙ্গল ঘটে তোরণে মণির জাল ।

শ্রীরামের পুরী সে যে পুত মঙ্গলাধারা ॥
সজ্জিতা হ'ল যেন পরি' শুভ চাক্রবেশ ॥ ৩
ছাইয়া ফেলিল তা'র মনোহর হাটে পথে ॥
মাজলিক দুর্বা দধি হরিদ্রা অক্ষত মাল ॥ ৪

দো—সাজা'য়ে আপন

আপন ভবন

করে মঙ্গলাচার ।

চারি-রস* দিয়া

সিঞ্চিল পথ

আলিপনে ভরে ঘার ॥ ২৯৬

চৌ—যথা তথা দলে দলে জুটিয়া যত ভামিনী । বোল-শৃঙ্গারে সাজি' রূপেতে জিনি' দামিনী ॥
ইন্দু-বদনা যুগশাবক-নয়নাগণ । রূপের বিভায়ে করি' রতি-মান বিমোচন ॥ ১
মঞ্জল বাণী-যোগে মঙ্গল গান গা'ন । যে-রব শুনিলে ঘুচে কোকিলের মদ মান ॥
নৃপ-মহলের কিবা বর্ণনা করা যায় । বিশ্ব-মোহন যথা মণ্ডপ শোভা পায় ॥ ২
অব্যে অনেকবিধ চাক্র শুভ প্রপূরিত । হৃন্দুভি-আদি ঘোষে সুবিপুল নিনাদিত ॥
বন্দী কোথা কুল-গাথা গায় অতি তার-স্বরে । কোথা দ্বিজ-কণ্ঠে উঠে বেদ-গান সুগভীরে ॥ ৩
শ্রীরাম-জানকী-নাম করি' করি' উচ্চারণ । মঙ্গল-গান গা'ন সুন্দরীনারীগণ ॥
অতি মহা উৎসাহ মহলে না ধরে আর । তাই যেন উপচিত হ'য়ে বহে চারিধার ॥ ৪

দো—নৃপ দশরথ-

মহলের শোভা

কে কবি কহিতে পারে ।

সর্বদেব-শিরো-

মণি রাম যথা

উদিলেন নরাকারে ॥ ২৯৭

চৌ—নৃপতি ভরতে তবে করিলেন আবাহন । ক'ন গিয়া রথ গজ সাজাও তুরগগণ ॥
স্বরিত গতিতে চল' বিবাহেতে শ্রীরামের । শ্রবণে পুলকে ভরে প্রাণ ভাই ছ'জনের ॥ ১
বাজিশালা-রক্ষিণে ভরত দিলেন ব'লে । আদেশ পাইয়া তা'র পুলকিত প্রাণে চলে ।
যোগ্য আসন আঁটি' সাজাইল তুরগগণে । বহুরং হয়-বর সাজিয়া বিরাজ করে ॥ ২
সব অশ্ব মনোহর গতিশীল চঞ্চল । ধরায় ফেলিছে পদ অয়সে যেন উজ্জল ॥
ভিন্ন জাতির এত কহিতে না ভাষা আসে । উড়ে যে'তে যেন চায় বেগেতে জিনি' বাতাসে ॥ ৩
ভরতের সমবয়ঃ অপরূপ সুন্দর । আরোহিলা নৃপসুত সেই সব হয়' পর ॥
সকলেই রূপবান্ ভূষণেতে বিভূষিত । কটিতে তুঁগীর বাঁধা ধনুশর করে ধৃত ॥ ৪

দো—বাছা বাছা সবে

যুবা রূপবান্

চতুর বীর সুগুণ

প্রীতজন সাথে

ছ'জন পদাতি

অসিকলা-সুনিপুণ ॥ ২৯৮

চৌ—বীরধর্ম-ব্রতধারী সমরে ধীরযবান্ । নগর-বাহিরে বীর সকলে দণ্ডায়মান ॥
কিরে চঞ্চল হয় নানাবিধ গতি ভরে । মাতিয়া পণব ভেরী বাদ্যের প্রিয় স্বরে ॥ ১

* চন্দন, কেশব, কঙ্কী ও তপু'র দিয়া প্রস্তুত হুস্ক ভবা । † (ঘোড়া সকল) মাটিতে পা ফেলিতেছে যেন বলত
লোহার উপর পা ফেলিতেছে যেন হয় ।

সারথি এনেছে কত সাজাইয়া স্তম্ভনে । পতাকায় ধ্বজে আর মাণিকের আভরণে ॥
 শোভিছে চামর চারু কিঙ্কিনী রব করে । দিবাকর-রথশোভা যেন পরাজয় করে ॥ ২
 শ্রাম-কর্ণ তুরঙ্গম ছিল যাহা অগণিত । সারথিরা আনি' রথে ক'রে দিল নিয়োজিত ॥
 প্রিয়-দরশন পশু সজ্জিত আয়ুষণে । বিমোহিত করে যাহা বিরাগবানেরও মনে ॥ ৩
 জলের(ও) উপরে রথ চলে যথা স্থল' পরে । না ডুবে বাজির খুর অধিক বেগের ভরে ॥
 পূর্ণ করি' রথ-সাজ আয়ুধ করি' স্থাপন । অনন্তর সারথিরা ডেকে আনে রথিগণ ॥ ৪

দো—রথে চড়ি' চড়ি' নগর-বাহিরে সবে হয় একত্রিত ।
 যে কাজে যে যায় সুলক্ষণ তাহে ছেরি' সবে হরষিত ॥ ২৯৯

চৌ—হাওদা ঝালর দেওয়া উঠেছে হাতীর' পরে । সে সাজান' কি প্রকার কহিবাবে ভাষা হারে ॥
 ঘটিকা গলে পরি' যায় মস্ত গজরাজ । আবণের ঘনরাজি চলে যেন পরি' সাজ ॥ ১
 অপর কতই বিধ যান ছিল অগণন । শিবিকা মানসলোভা স্তম্ভর সুখাসন ॥
 তাহে আরোহণ করি চলিছেন বিপ্রদল । ধৃত কলেবর যেন আগমের ছন্দদল ॥ ২
 বন্দী মাগধ নৃত গুণের গায়কগণ । যোগ্য যান আরোহণে সকলে করে গমন ॥
 অশ্বতর উট বৃষ বহি নানা অব্যভার । কত যে চলিল সাধে কহি' শেষ করা ভার ॥ ৩
 কোটি কাহার চলে বাঁকু কাঁধে ল'য়ে ল'য়ে । কত কি যে যায় তা'য় কে ফুরা'বে ক'য়ে ক'য়ে ॥
 ভূত্যেরা যায় সাধে ছিল তথা যতজন । নিজ নিজ দল বাঁধি' সাজেতে করি' সাজন ॥ ৪

দো—সবার হৃদয়ে অপার হরষ পুলকভরা শরীর ।
 কবে নিরখিবে নয়ন ভরিয়া লক্ষণ-রঘুবীর ॥ ৩

চৌ—গর্জন করে গজ ঘোর রব ঘণ্টার । রথ-ঘর্ঘর হ্রেয়া-পূর্ণিত দিক্ চার
 মেঘে নিরাদর করি' হৃন্দুভি নিধোষে । পরের কি নিজ-কথা কিছু নাহি কাণে পশে ॥ ১
 নৃপতি-তোরণ দেশে বহু জন-সমাগম । পাষাণ পড়িলে গুঁড়া হয় ধূলিকণা সম ॥
 প্রাসাদের চূড়ে উঠে' নারী করে দরশন । আরতির তরে থালি করেতে করি' ধারণ ॥ ২
 নানা প্রাণ-মনোহর সজ্জিত করে গান । পরাণে যে সুখ মুখে হয় না তাহা বাখান ॥
 স্তম্ভ ছ' রথ হেন কালে করি' সজ্জিত । রবি-হয়-নিন্দক করেন বাজি যোজিত ॥ ৩
 আনেন নৃপতি-পাশে দুই রথ মনোরম । শারদা দেবীও তা'রে বাখানিতে অক্ষম ॥
 নৃপতির যোগ্য-সাজে এক রথ সজ্জিত । অপর যা' ছিল তাহা তেজোময় বিভূষিত ॥ ৪

দো—সেই দিব্যরথে বশিষ্ঠ মুনিরে বসায়'য়ে স্থখে নরেশ ।
 উঠেন অপরে আপনি স্মরিয়া ভবানী গুরু গণেশ ॥ ৩০১

চৌ—মহর্ষি বশিষ্ঠ সনে শোভেন নৃপতি হেন । গুরু বৃহস্পতি সনে দেবেশ বাসব যেন ॥
 বেন-বিধি অনুসারে সারি' সব কুলরীতি । পূর্ণ প্রস্তুত সবে নিরখিয়া নরপতি ॥ ১

শ্রীরামে স্মরণ করি' গুরুর লভি' আদেশ । শঙ্খ ধ্বনিত করি' চলেন তবে নরেশ ॥
 বরাক্ষুগমন হেরি' অমরেরা প্রীত মন । মঙ্গল-প্রদ ফুল করিলেন বরষণ ॥ ২
 করী-বাজি-গর্জনে সমুদিত কোলাহল । আকাশে ও সেনা-মাঝে বাদ্য বাজে অবিরল ॥
 অমর-ললনাগণ গান মঙ্গল-গান । সান্নায়ে সরস রাগে তুলে সুললিত তান ॥ ৩
 ঘণ্টা-ঘটিকা রব নাহি আসে বর্ণনায় । উচ্চে পদাতিগণ লাফ দিতে দিতে যায় ॥
 অগণন কোতুক করে নানা কলগান । বিদূষক স্নিগ্ধ সঙ্গীতে জ্ঞানবান ॥ ৪

দো—মুদল নাকাড়া- বাদ্যের তালে কুমার নাচায় হয় ।
 কাটে নাক' ভাল নিরখি' স্ন-নট বিষয়ে চেয়ে' রয় ॥ ৩০২

চৌ—বরাক্ষুগমন শোভা নাহি আসে বর্ণনায় । হয় শুভ লক্ষণ সুখপ্রদ সমুদায় ॥
 বামে নীলকণ্ঠ পাখী শঙ্খ খুঁটিয়া লয় । সব সুমঙ্গল যেন তাহাতে সূচিত হয় ॥ ১
 ডাহিনে বায়স রহে ক্ষেত্র-মাঝে সুন্দর । দরশন পায় সবে নকুলের মনোহর ॥
 ত্রিবিধ সমীর বহে অমুকুল দিক পানে । পূর্ণঘট কক্ষে শিশু রহে' বরনারীগণে ॥ ২
 পশ্চাতে ফিরে ফিরে শিবাকরে দরশন । সমুখে সুরভি গাভী বাছুরে পিয়া'য় স্তন ॥
 মৃগযুধ বাম হ'তে ঘুরে' যায় দক্ষিণে । শুভ ভবিষ্যৎ যেন দেখায় সকল জনে ॥ ৩
 ক্ষেমঙ্করী* করে যেন সবিশেষ কল্যাণ । সুতরু-উপরে শ্যামা দরশন দেয় দান ॥
 পুস্তক হাতে ল'য়ে প্রবীণ ব্রাহ্মণ-দ্বয় । সম্মুখে আসে দধি মৎস্ত মঙ্গলময় ॥ ৪

দো—সব(ই) লক্ষণ মঙ্গলময় কল্যাণময় যত ।
 সার্থক হ'তে যেন একবার হইয়াছে একত্রিত ॥ ৩০৩

চৌ—গুণ-যুত ব্রহ্ম বাঁ'র আশ্রয় সুন্দর । সুলভ তাঁহার সব লক্ষণ মনোহর ॥
 রাম বর আর বধু জনক-হুহিতা যথা । জনক ও দশরথ পুত বৈবাহিক তথা ॥ ১
 এমন বিবাহে যেন নাচে সব সুলক্ষণ । সার্থক করিলেন বিধাতা সবে এখন ॥
 এইভাবে বর-অমুগামিদল চ'লে যায় । গার্জে তুরগ করী ঘাত পড়ে দামামায় ॥ ২
 আসেন বারতা পেয়ে' দিবাকর কুল-কেতু । শ্রোতস্থিনী পার হ'তে জনক বাঁধান সেতু ॥
 মাঝে মাঝে আবাসের গৃহ হ'ল নির্মাণ । সম্পদ রাজে যাহে অমরপুর সমান ॥ ৩
 অশন শয়ন বর-আসন মানসহর । যাহাতে সকলে পায় নিজ নিজ ক্রটি' পর ॥
 নিত্য নূতন সুখ করিয়া অবলোকন । বরযাত্রিদল সবে ভুলিল নিজ ভবন ॥ ৪

দো—সুনি' নাগারার মহা দমাদম বরযাত্রী বুঝি' মনে ।
 আগু বাড়াইয়া আনিতে চলিল চতুঃঙ্গ সেনা সনে ॥ ৩০৪

চৌ—কনক কলসে ল'য়ে প্রাণ-স্নিগ্ধকরী বারি । হৃৎ সুপেয় নানা বহু তৈজসে করি' ॥
 সুখ-সম স্বাদ পক-অমে তরি' সে সকল । কত প্রকারের তাহা বর্ণিয়া নাহি কল ॥ ১
 বহু সুরসাল ফল কত অব্য মনোরম । উপটোকন তরে করেন নৃপ প্রেরণ ॥
 কতবিধ মহারত্ন রাশি বস্ত্র ভূষণের । খগ যুগ হয় গজ যান কত রকমের ॥ ২
 মালিক অব্যচয় সুরভি পদার্থ কত । পাঠা'লেন উপহার মরপতি কত মত ॥
 চিপীটক দধি আদি সীমাহীন উপহার । ভারে ভারে ল'য়ে চলে সকলে মিলি' কাহার ॥ ৩
 বরযাত্রী নিরখিয়া আবাহনকারিগণ । পাইল পুলক প্রাণে কলেবরে রোমাঞ্চন ॥
 শোভাযাত্রা সহ হেরি' আবাহনকারিগণে শ্রীত বর-অমুগামী দামামায় বাড় হানে ॥ ৪

বরযাত্রীর জনকপুত্র আগমন ও আগতাদি

দ্বো—হু' দলে মিলন- কারণে পুলকে কতক ছুটিয়া চলে ।
 আনন্দ-সাগর উৎখলিত যেন নিজ মধ্যাদা ভুলে' ॥ ৬০৫

চৌ—অমর-ললনা ফুল বরষিয়া গান গান । হৃন্দুভি বাস্তব রত দেবতা পুলক প্রাণ ॥
 দশরথনৃপ-আগে রাখে উপটোকন । মিনতি জানায় তাঁ'রে প্রেমে হ'য়ে নিমগন ॥ ১
 আদরে লয়েন সব দশরথ নরপতি । বিতরিয়া পুরস্কার দেন তাহা দীন-প্রতি ॥
 আদর সৎকার পূজা করিয়া বাড়া'য়ে মান বরযাত্রিগণে ল'য়ে নিরুপিত বাসে যা'ন ॥ ২
 পথেতে বিছান' তথা বিচিত্র বসন কত । নিরখি' ধন-ধনমদ পূর্ণ অপগত ॥
 অতি মনোহর বাস প্রদান করেন সবে । কোনরূপ ক্লেশ যথা অমুভূত নাহি হ'বে ॥ ৩
 বুঝি' মনে বরযাত্রী পুরী-মাঝে উপনীত । প্রকাশন সীতা নিজ মহিমা কতক মত ॥
 সিদ্ধি-সকলে নিজে মানসে করি' স্মরণ । দশরথে সেবা তরে করেন সবে প্রেরণ ॥ ৪

দ্বো—সিদ্ধিরা সবে সীতার আদেশে যা'ন যথা জনবাস* ।
 সাথে ল'য়ে সব সুখ-সম্পদ ত্রিদিব-ভোগ বিলাস ॥ ৬০৬

চৌ—বরযাত্রী নিজ নিজ আবাসে হেরে পুলকে । আবাস পুরিত যত অমর-সুভ সুখে ॥
 এ বিভব কি কারণে কেহ কিছু না জানিল । সকলেই জনকেরে এর তরে বাঞ্ছানিল ॥ ১
 সীতার মহিমা যত রামের হ'ল গোচর । কারণ বুঝিয়া সুখ উদিল হৃদয়' পর ॥
 জনকের আগমন শুনি' ভাই দুইজন । হৃদয়ে ধরে না এত সুখে প্রাণ নিমগন ॥ ২
 সঙ্কোচে না পারেন কহিতে গুরুর প্রতি । হেরিতে পিতার পদ প্রাণে অভিলাষ অতি ॥
 কৌশিকী নিরখিয়া অতিশয় 'নম্রতা । বুঝিলেন মনে হৃদে জাগিল প্রসন্নতা ॥ ৩
 শ্রীত হ'য়ে দুই ভাইয়ে করিলেন আলিঙ্গন । পুলকিত হ'ল তনু জলে ভরে হ'নয়ন ॥
 চলিলেন সনে মিলি' দশরথ-জনবাসে । চলে যেন জলাশয় তৃষিতের পরিতোষে ॥ ৪

দৌ—যেমনি নৃপতি
হর্ষে উঠি' যান

হেরিলেন মুনি
সুখ-সাগরের

সাথে স্নাত হই জন ।
তল যেন দেখে ল'ন ॥ ৩০৭

চৌ—মহাপতি দণ্ডবৎ করিলেন মুনিবরে ।
মহারাজে কৌশিকী করিলেন আলিঙ্গন ।
হুঁভাই করেন যবে দণ্ডবৎ নমস্কার ।
হৃদয়ে ধরিয়া স্নাতে হুঃসহ হুখ যায় ।
অতঃপর করিলেন প্রণাম বশিষ্ঠ-পায় ।
হুইজনে পূজিলেন সমবেত ব্রাহ্মণে ।
ভরত অমুজ সনে করিলেন নতি পায় ।
হুইভা'য়ে নিরখিয়া হরষিত লক্ষণ ।

বার বার পদ-রত্নঃ ধরিলেন নিজ শিরে ॥
কুশল শুধান করি' আশীর্বাদ বরষণ ॥ ১
দেখিয়া নৃপতি-প্রাণে পুলক ধরে না আর ॥
যত যেন দেহে প্রাণ ফিরে' পায় পূর্নিরায় ॥ ২
ধরেন জড়া'য়ে বৃকে প্রেম-ফুল মুনিরায় ॥
লভিলেন আশীর্বাদ যেমন বাসনা মনে ॥ ৩
আদরে হৃদয়ে রাম ধরেন জড়া'য়ে তাঁ'র ॥
হেমে পুলকিত দেহে হয় শুভ-সম্মিলন ॥ ৪

দৌ—পরিজন জাতি
যথাবিধি সবে

মিত্র পুরবাসী
মিলিলেন প্রভু

মন্ত্রী যাচক যত ।
বিনীত করুণা-স্নাত ॥ ৩০৮

চৌ—সুশীতল বরযাত্রী-হৃদি রাম-দরশনে ।
নৃপতি-সমোপে শোভে চারি স্ত-তনয় হেন ।
'স্নতগণ সহ হেরি' দশরথ নরপতি ।
দামামা বাজা'ন দেব বরষিয়া ফুলদল ।
মুনি শতানন্দ যত বিপ্র সচিবগণ ।
বরযাত্রী সহ ভূপ দশরথে মান দিয়া ।
বরযাত্রী আসিয়াছে কিছু আগে বিবাহের ।
ব্রহ্মলাভ-সুখ যত উপভোগ করে লোক ।

প্রণয়ের রীতি কিছু নাহি আসে বরণনে ॥
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ ধরিল শরীর যেন ॥ ১
নগরের নরনারী পুলক-পরায় অতি ॥
অঙ্গরাগণ নাচে গীত সনে অবিরল ॥ ২
মাগধেরা স্নাত আর ভাট পণ্ডিতজন ॥
করেন প্রীতিগমন আজ্ঞা তাঁ'র আদানিয়া ॥ ৩
এ চেতু অধিক বান খেলে পুরে প্রমোদের' ॥
জানায় বিধির পায় দিন রাত দীর্ঘ হো'ক ॥ ৪

দৌ—শ্রীরাম-জানকী
যথা তথা মিলি'

সুখমার সীমা
নরনারী দল

পুণ্য-সীমা রাজা দৌহে ।
পুরজন এই কহে ॥ ৩০৯

চৌ—জনক-সুকৃতি এল' সীতারূপে ধরা'পর ।
মহেশ্বরে এ দৌহার সম কেহ না পূজিল ।
জগতে হয় নি কেহ সমান এ দৌহাকার ।
আমাদেরো পরিপূর্ণ সব ভাঁতি পুণ্যরাশি ।
করিয়াছি সীতারাম কম রূপ দরশন ।
আবার হেরিব চ'খে রঘুগুর-পরিণয় ।
কোকিলভাষীগণ এ উহার প্রাণ কয় ।
বড় শুভাদৃষ্টে বিধি পূরাইল মনোরথে ।

দশরথ-পুণ্য যত রামে পায় কলবর ॥
এঁদের সমান ফল আর কেহ না লভিল ॥ ১
মাতিক জীবিত কিহা হইবে না কেহ আর ॥
হ'য়েছি ধরায় এসে জনকপুরীর বাসী ॥ ২
পুণ্য আমা সবাচার সম করে কে এমন ॥
করিব আশির লাভ ভালমতে সক্ষয় ॥ ৩
সুলোচনে এ বিবাহে হ'বে মহা কলোদয় ॥
হ'বেন এ দুইভাই পথিক নয়ন-পথে ॥ ৪

দো—স্নেহে বার বার
আসিবেন ল'য়ে

আনিবেন রাজা
যে'তে দুই ভাই

জানকী পরম প্রিয় ।
কোটি কাম কমনীয় ॥ ৩১৬

চৌ—দুইদলে আশ্রয়তা বিবিধ প্রকারে হ'বে । এমন খণ্ডের ঘর কা'রে ভাল না লাগিবে ॥

সে সময় মোরা যত বিদেহপুরীর বাসী ।

লক্ষ্মণ-রামে হেরি' সঞ্চিব সুখরাশি ॥ ১

লক্ষ্মণ-রাম সখি এক জুটি যেইমত ।

র'য়েছে কুমার দুই নৃপ সনে সেইমত ॥

তঁাহাদেরো' এক শ্রাম অপর গোর-কায় ।

বলাবলি করে তা'রা যা'রা দেখে এল তাঁ'য় ॥ ২

একজন বলে আজ(ই) করিয়াছি দরশন ।

নিজ করে যেন বিধি ক'রেছেন বিরচন ॥

ভরতের অবয়ব হুবহু রামের মত ।

সহসা যায় না বুঝা দৌহার সাদৃশ্য এত ॥ ৩

শক্র-লক্ষ্মণ দুইজনে সম-কলেবর ।

চরণ হইতে শির সম কলেবর-ধর ॥

মনে বড় ভাল লাগে মুখে কথা নাহি যায় ।

ত্রিভুবন-মাঝে এর উপমা নাহিক হয় ॥ ৪

ছ—পণ্ডিত কবি

সকলেই বলে

অনুপম এ'রা তুলসী গা'য় ।

বল বিজ্ঞা শীল

শোভার সাগর

ই'হারাই শুধু এ'দের প্রায় ॥

সব পুরনারী

ঐচল পশারি'

করে এ মিনতি বিধির ঠাই ।

সকলেরি হো'ক

হেথা পরিণয়

মঙ্গল হবে আমরা গাই ॥

সো—এ উহারে কহে সব নারী

নয়নেতে বারি পুলক কায় ।

পূরা'বেন সুখ ত্রিপুরারি

সুকৃতি-সাগর ছ'নরায় ॥ ৩১৭

চৌ—এই ভাবে মনে মনে জন্মনা সবে করে ।

উৎসাহে হৃদয়েতে অপার পুলক ভরে ॥

সীতা-স্বয়ম্বরে যত আসিলেন নরপতি ।

চারি ভায়ে নিরখিয়া মনে সুখ পা'ন অতি

রামের বিশাল বশ করি' সংকীর্ণন ।

নরপতিগণ যা'ন আলয়ে আপনাপন ॥

এই ভাবে কিছু দিন হইল অতিবাহিত ।

বরযাত্রী পুরজন সকলেই প্রমোদিত ॥ ২

রাম-সীতা পরিণয় ও বিদায়

আসিল বিবাহদিন সকল মঙ্গল-মূল ।

অগ্রহায়ণ মাস হিমঝড় অনুকূল ॥

এহ তিথি শুভবার যোগ আর নক্ষত্র ।

মুহূর্ত্ত শোধিয়া বিধি বিচার করি' একত্র ॥ ৩

পাঠা'ন সে লগ্ন-লিপি নারদের হাত দিয়া ।

বিদেহ-গণক(ও) ভাষা রেখেছিল নির্ণিয়া ॥

এ কথা শ্রবণ করি' জনসাধারণ কয় ।

বিদেহ-গণক তবে বিধাতার কম নয় ॥ ৪

দো—অতি সুবিস্মল

গোধূলির কাল

সব মঙ্গল-মূল ।

জিজেরা জানা'ন

জনকে বুঝিয়া

লক্ষণ অনুকূল ॥ ৩১৮

চৌ—পুরোহিত শতানন্দে নরনাথ তবে ক'ন । বিলম্বের কহ আর আছে এবে কি কারণ ॥

শতানন্দ আবাহন করেন সচিবচর ।

সাজা'য়ে আনেন তাঁ'রা জব্য মঙ্গলময় ॥ ১

ঢোল শাঁখ ছন্দুভি নানাবিধ রবে বাজে ।
 রূপবতী সোহাগিনীগণ গীত গান সুখে ।
 এই ভাবে সমাদরে আনয়ন করিবারে ।
 দশরথ নৃপতির নিরখিয়া বৈভব ।
 আসি' দিন পদধূলি সময় আগত এবে ।
 গুরুরে শুধা'য়ে করি' কুলকর্ম সমাপন ।

কলসে সাজায় আর শুভ লক্ষণ-সাজে ॥
 বেদ-গান উথিত হয় ব্রাহ্মণ-মুখে ॥ ২
 বরযাত্রী-আবাসেতে সবে মিলি' গতি করে ॥
 ইন্দ্র-বিভব মনে হয় হীন-প্রভ সব ॥ ৩
 শুনিতেই বেজে উঠে দামামা বিপুল রবে ॥
 সাধু মুনি সাথে যা'ন কোশল-অধিরাজন ॥ ৪

দো—অযোধ্যাপতির

ভাগ্য মিরখি'

বিধি আদি দেবগণ ।

সহস্র বদনে

বাখানেন জানি'

বিফল নিজ জনম ॥ ৩১৩

চৌ—বৃন্দারকগণ শুভ মুহূর্ত্ত বুঝিয়া মনে ।
 মহেশ্বর চতুর্ন্থ আদি যত দেবগণ ।
 প্রেমে প্রফুল্লিত কায় হৃদে ভরা উৎসাহ ।
 নিরখি' জনকপুরী অমরকু সুরগণ ।
 বিচিত্র মণ্ডপ হেরি' সচকিতে চেয়ে র'ন ।
 নগরের নরনারী গুরুপের ভাণ্ডার ।
 সে সবারে নিরখিয়া যত সুর সুরনারী ।
 বিধাতারি সব চেয়ে বিস্ময় অতি হয় ।

করেন দামামা-নাদ বরষ করি' প্রস্থনে ॥
 দলে দলে বিমানেন্তে করিলেন আরোহণ ॥ ১
 চলেন হেরিতে চ'খে শ্রীরামের উদ্ভাহ ॥
 সব(ই) অতি লঘু লাগে ভবন আপনাপন ॥ ২
 যত কিছু তথাকার লোকাভীত বিরচন ॥
 মার্জিত ধার্মিক শীল আর গুণাধার ॥ ৩
 বিমলিন তারা যথা হেরি' শশী তমোহারী ॥
 তাঁহার রচনা কিছু দেখিতে না পাওয়া যায় ॥ ৪

দো—মহেশ বুঝান

দেবতা নিচয়ে

নাহি এতে বিস্ময় ।

হৃদয়ে বিচার

করি' বুঝ ইহা

সীতা-রাম পরিণয় ॥ ৩১৪

চৌ—অরিলে যাঁদের নাম এ তিনভুবন মাঝে ।
 ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ করগত হয় সব ।
 এই মত মহাদেব দেবগণে বুঝাইয়া ।
 যেতেছেন দশরথ দেখিলেন দেবগণ ।
 সাধুর সমাজ সাথে আর যত দ্বিজগণ ।
 সঙ্গে শোভি'ছেন সেই সুন্দর সূত চারি ।
 মরকত আর হেম বরণ হেরি' যুগল ।
 শ্রীরামে নিরখি' মহা হরষিত দেবগণ ।

যত কিছু অমঙ্গল সকলি সমূলে শুচে ॥
 এঁরা সেই সীতা-রাম ক'ন উমা-বল্লভ ॥ ১
 দিলেন বৃষভ তাঁ'র আরো আগে চালাইয়া ॥
 পুলকিত কলেবর পরম মোদিত মন ॥ ২
 শরীর ধরিয়া সেবা করে সব সুখ যেন ॥
 বিরাজিত রহে যেন মোক্ষ চারি তহু ধরি' ॥ ৩
 অতিশয় প্রীতিলাভ করিলেন দেবদল ॥
 বাখানিয়া নৃপে ফুল করিলেন বরষণ ॥ ৪

দো—নিখুঁত সুন্দর

শ্রীরামের রূপ

নিরখিয়া বার বার ।

পুলকিত তহু

সজল লোচন

হরের সহ উমার ॥ ৩১৫

চৌ—পিকবর ঐীবা-হ্যতি শ্রামল কলেবর ।
 নির্মিত উদ্ভাহ-কারণে কত ভ্রষণ ।

তড়িত-বিনিম্বক বসন মানসহর ॥
 মঙ্গল সব বিধি সব(ই) মন-বিমোহন ॥ ১

শারদ বিমল বিধু সম শোভাময় মুখ । নবীন রাজীব দল গঞ্জি' লোচন যুগ ॥
 অলৌকিক সেইরূপ ত্রিদিব সে সুষমায় । মনেতেই লাগে ভাল মুখে নাহি' কথা যায় ॥ ২
 সঞ্জে করেন শোভা অশুভেরা সুন্দর । নাচা'তে নাচা'তে যা'ন চঞ্চল হয়-বর ॥
 মনোহর গতি-ভঞ্জন দেখান কুমার তা'র । শুনায় কুলের গুণ মাগধ চারণ আর ॥ ৩
 যেই বর-বাজি 'পরে রঘুমণি বিরাজিত । নিরখিয়া গতি তা'র খগবর লাজ্জিত ॥
 কহিতে নাঁ পারা যায় সব(ই) মনোহর হেন । মনোজ তুরগ-রূপ ধরিয়া আগত যেন ॥ ৪

ছ—রামের কারণে যেন মনসিজ বাজিরূপ ধরি' বিরাজ করে ।
 নিজ বয়ঃ বল রূপ গুণ ভাতি দেখা'য়ে ভুবন-মানস হরে ॥
 স্বকৃম'কে জিনে জড়োয়ার জ্যোতি মাণিক রতন লাগান' কত ।
 যুগ্মর দেওয়া ললিত লাগামে সুর মুনি নর সংজ্ঞা-হত ॥

দো—প্রভু-লীন মনে চলমান্ হয় অপরূপ শোভা ধরে ।
 তারা-বিজলীতে সাজি' যেন মেঘ নাচায় ময়ূর-বরে ॥ ৩১৬

চৌ—যেই বর-বাজি 'পরে আরোহিত রঘুমণি । বাণীও কারতে শেষ হারেন তা'রে বাখানি' ॥
 রাম-রূপে রত মন এতই ভবানীপতি । পঞ্চদশ আঁখি তাঁ'র লাগে এবে প্রিয় অতি ॥ ১
 হরি যবে প্রেম-ভরে দেখিলেন শ্রীরামেরে । রমার সহিত রমাপতিরে মোহিত করে ॥
 শ্রীরামের শোভা হেরি' প্রসন্ন চতুরানন । মাত্র আট আঁখি জানি' অমুতাপে দহে মন ॥ ২
 দেব-সেনাপতি-হৃদে উৎসাহ অতিশয় । বিধাতার দেড়া আঁখি পাওয়া-কললাভ হয় ॥
 শ্রীরামের দিকে চান্ জ্ঞানবান্ দেবরাজ । গৌতমের শাপ অতি হিতকর লাগে আজ ॥ ৩
 দেবগণ সকলেই দেবরাজে ঈর্ষায়ুত । পুরন্দর-সম আজি কেহ নহে ভাগ্যযুত ॥
 ' নামে দরশন করি' দেবতা হরয় মন । সবিশেষ প্রীত ছুই পক্ষের রাজাগণ ॥ ৪

ছ—হরষিত অতি ছ'রাজার দল অতি নির্ধোষে দামামা বাজে ।
 বরষেন ফুল মোদিত অমর কহি' জয় জয় রাঘবরাজে ॥
 বরযাত্রিগণ আসিছে বুঝিয়া . . . বাজনায়ে কাণে লাগায় তাল ।
 সব এয়োদের ডাকা'লেন রাণী সাজাইতে শুভ বরণডালা ॥

দো—সাজাইয়া ডালা অনেক বিধানে দ্রব্য করি' একত্রিত ।
 স্মিত মুখে চলে করিতে বরণ গজ-গামিনীরা যত ॥

চৌ—সকলেই যুগ-আঁখি সবে বিধু-নিভাননী । সকলেরি তনুশোভা রতি-মদ বিমোচনী ॥
 পরিহিতা চারু-বাস রঙ্গ-বিরঙ্গ কত । সববিধ আভরণে বর-দেহ-আবৃত্ত ॥ ১
 সাজাইয়া অঙ্গ সব পরি' সুমঙ্গল সাজ । গান করে কল-রবে কোকিলেরে দিয়ে লাজ ॥
 কঙ্কন কিঙ্কিনী নুপুর তুলি'ছে ভান ॥ চলন নিরখি' ঘুচে মদন-করীর মান ॥ ২

কত বিধ বাণ্ড বাজে বাধান কি হ'বে আর । আকাশে নগরে হয় বিবিধ শুভ-আচার ॥
কমলা ভবানী শচী আর দেবী সরস্বতী । দেবাজ্ঞনা যাঁ'রা সদা শুচি আর বুদ্ধিমতী ॥ ৩
নারীর গোপন বেশ সকলে করি' ধারণ । বিদেহের অন্তঃপুরে গিয়া উপনীত হ'ন ॥
মনোহর বাণী যোগে করেন মঙ্গল গান । পুলকেতে মস্ত সবে কেহ নাহি টের পা'ন ॥ ৪

ছ—কে চিনে কাহারে পুলকের ভরে ব্রহ্ম-বরে চলে বরণ তরে ।
গান হয় বাজে নাগাড়া মধুরে অতি শোভা ফুল বরণে সুরে ॥
সুখ-প্রস্রবণ- বর দরশন করি' নারী-হৃদে হরষ বয় ।
পদ্ম-জাঁথি-দলে অম্বু উতলে রোমাঞ্চিত বর-শরীর হয় ॥

দো—যে সুখ সীতার জননীর প্রাণে রামে হেরি' বর-বেশে ।
কোটি কল্প ধরি' বলেও ফুরা'তে অক্ষম বাণী শেষে ॥ ৩১৮

চো—আজি শুভদিন বুঝি' মুছিয়া নয়ন-জল । বরণ করেন রাণী মনে সুখ টলমল ॥
বেদের বিধান আর কুলের আচার মত । করিলেন মহারাণী শুভ অমুষ্ঠান যত ॥ ১
পাঁচ শব্দ* ধ্বনি পাঁচা' মঙ্গল গান হয় । বসন কতইবিধ বিছাইল পথময় ॥
অর্ঘ্য বরণ-শেষে প্রদান করেন বরে । তখন আসেন রাম উঠি' মণ্ডপ 'পরে ॥ ২
বিরাজেন দশরথ নিজ মণ্ডলি সনে । বিভব নয়নে হেরি' লোকপতি হার মানে ॥
থেকে' থেকে' দেবগণ বৃষ্টি করেন ফুল । শান্তি-পাঠ দ্বিজমুখে সময়ের অমুকুল ॥ ৩
মহা কোলাহল হয় অতরে পুরে আর । সাধ্য কা'র কেবা শুনে কোন কথা এ উহার ॥
এইভাবে মণ্ডপে আসিলেন রঘুবর । অর্ঘ্য প্রদানি' তাঁ'রে' বসায় আসন 'পর ॥ ৪

ছ—বরণ করিয়া বসায় আসনে বরে হেরি' সুখ পরাণে পায় ।
মঙ্গল গায় রতন বসন কতই ভূষণ নারী বিলায় ॥
ব্রহ্মাদি অমর বিপ্র-বেশ ধর দেখেন রঙ্গ করিয়া ছল ।
হেরি রঘুকুল- কমল-তপনে বুঝেন জনম হ'ল সফল ॥
দো—ক্লোরকার ডাট নটগণ পে'য়ে রামের নিকটে দান ।
প্রণতি করিয়া বিতরে আশীষ হরষে পূরিত প্রাণ ॥ ৩১৯

চো—বেদ-লোক-সম্মত সারি' সব অমুষ্ঠান । মিলেন জনকরাজ দশরথে প্রীত প্রাণ ॥
ছই মহা-নৃপতির মিলনে যে শোভা ধরে । ব্যর্থ উপমা খুঁজি' লঙ্কায় কবি মরে ॥ ১
যখন কোথাও এর উপমা না পাওয়া গেল । এঁদের উপমা এঁরা এই মনে ঠিক হ'ল ॥
হোর' ছই বৈবাহিক দেবতার ফুল প্রাণ । কুশুম-বরষা করি' আরস্তিলা যশোগানু ॥ ২

সৃজেন বিধাতা এই জগতেরে যবে হ'তে ।

সকল বিষয়ে কিন্তু সমান সমাজ-সাজ ।

সত্য সুন্দর এই শুনি' বাণী দেবতার ।

পাদক্ষেপ-বাস আর অর্ঘ্য আদর সাথ ।

দেখেছি শুনেছি বহু পদ্বিগ্ন তবে হ'তে ॥

সম বৈবাহিক হেন শুধু দেখিলাম আজ ॥ ৩

লোকাভীত প্রীতি হ'ল হু' দল মাঝে প্রসার ॥

দশরথে মণ্ডপে আনেন বিদেহনাথ ॥ ৪

ছ—মণ্ডপের কারু

আপনার করে

ইষ্টের সম

গাধীসুত-পূজা

রচনা নিরখি'

বিদেহ আনিয়া

পূজি' বশিষ্ঠে

সময়ের প্রীতি

শোভায় বিমোহে মুনির মন ।

সবাকারে দেন রাজ-আসন ॥

আশীর্ব্বাদ ল'ন মিনতি করি' ॥

কিরূপ বাখান কেমনে করি ॥

দো—বামদেব আদি

দিব্য আসন

ঋষিগণে পূজা

দেন ফিরে' পা'ন

করিলেন যথাচার ।

আশীর্ব্বাদ সবাকার ॥ ৫২০

চৌ—ঈশ্বর বিনা ন'ন অশ্রু আর কোন জন ।

কত ধনু নিজভাগ্য বিভব বাড়িল কত ।

সেই মত পূজিলেন বর-অমুগামিগণে ।

দিলেন সকল জনে আসন উচিত মত ।

মিনতি বচন-যোগে আর সহ দান মান ।

বিধি হরি মহাদেব দিকপাল দিবাকর ।

দ্বিজের গোপনবেশ তাঁহারি করি' ধারণ ।

পূজেন বিদেহ সবে দেব-সম বৃষ্টি' মনে ।

এ ভাবে কোশলাধিপে করেন পুনঃ পূজন ॥

এ কহিয়া করজোড়ে মিনতি করেন শত ॥ ১

পূজেন কোশলরাজে যেই মত মান দানে ॥

উৎসাহ একমুখে বর্ণন করি কত ॥ ২

বরাহুগামীর রাজা করিলেন সম্মান ॥

রামের প্রভাব কিবা অবগত যে অমর ॥ ৩

লভিলেন মহাসুখ লীলা করি' দরশন ॥

পরিচয় বিহনেও বসি'লেন সুখাসনে ॥ ৪

ছ—কে চিনে কাহারে

নিরখিয়া বর

সর্ব্ব-জ্ঞাত রাম

প্রভুর বিনয়

সবাই পাশরে

হরষ-সাগর

দেখেন অমরে

স্বভাব নিরখি'

নিজেরে নিজের সবই ভুল ।

সুখ-বান ডাকে ছাপি' হু'কুল ॥

পূজেন মানসে দিয়া আসন ।

প্রমোদিত অতি অমর-মন ॥

দো—শ্রীরামের মুখ

আদরে সকলে

চন্দ্রিকা-শোভা

সে-সুখা পিয়িয়া

লোচন চারু চকোর ।

প্রমোদ প্রেম-বিভোর ॥ ৩২১

চৌ—লগ্ন আগত দেখি' ডাকেন বশিষ্ঠ মুনি ।

কুমারীরে আনয়ন কর' গিয়া সত্বর ।

সীতার জননী যিনি বিদেহের মহারাণী ।

ডাক' কুল-বৃদ্ধা আর বিপ্র-গৃহিণী যত ।

নারী-বেশ ধরি' র'ন যে সুরললনাগণ ।

নিরখিয়া তাঁহাদের রমণীরা লভে সুখ ।

শতানন্দ উপনীত সে সাদর-ডাক শুনি' ॥

মুনির আদেশ লভি' যা'ন তিনি স্বরাপর ॥ ১

সবীসহ প্রমোদিতা শুনি' পুরোহিত-বাণী ॥

গাহিলেন মঙ্গলগীত কুলরীতি মত ॥ ২

স্বভাবে রূপসী সবে ষোড়শী ও অমুপম ॥

প্রাণ হ'তে প্রিয় লাগে না হ'লেও চেনা-সুখ ॥ ৩

তাঁহাদের উমা রমা শারদার মত জানি' । সম্মান বার বার করেন বিদেহরাণী ।
সীতার শৃঙ্গার করি' দল বাঁধি' সখীগণ । মণ্ডপে প্রীতমনে লইয়া করে গমন ॥ ৪

ছ—মহা সমাদরে আনে জানকীরে সাজাইয়া শুভ সাজে ভামিনী ।
যোল বিধ সাজে রূপসীরা সাজে মত্ত কুঞ্জরবর-গামিনী ॥
গুনি' কলগান ঘুচে মুনি-ধ্যান মনোজ-কোবিল সরমে মরে ।
নূপুর-শিঞ্জন কলিত কঙ্কন বাজে গমনের ছন্দ 'পরে ॥
দো—রমণীর মাঝে তেমনি শোভেন সহজ-মাধুরী সীতা ।
শোভাক্লপী বামা- মাঝেতে সুষমা যেন নিজে বিরাজিতা ॥ ৫২২

চৌ—জানকীর মধুরিমা বাখান না করা যায় । গতি লঘু সুগভীর মাধুরী-মহিমা হয় ॥
পবিত্রতাময়ী আর রূপের আধারস্থল । সীতা আসি'ছেন হেরি' বর-অমুগামী দল ॥ ১
সকলেই মনে মনে করিল তাঁ'রে প্রণাম । শ্রীরামে নয়নে হেরি' হইল পূরণ কাম ॥
হরষিত দশরথ সহিত তনয়গণ । পরাণে পুলক অতি নাহি হয় বরণন ॥ ২
দেবগণ নতি করি' বৃষ্টি করেন ফুল । মুনির আশীষ-ধ্বনি হয় মঙ্গল-মূল ॥
সঙ্গীত নাগরার কোলাহল অতিশয় । হরষে প্রেমেতে ডুবে' নরনারী সবে র'য় ॥ ৩
আসেন জনকসুতা মণ্ডপে এই ভাবে । শাস্তিপাঠ মুনirাজ করেন মোদিত ভাবে ॥
সময়-উচিত যত ব্যবহার-অনুষ্ঠান । ছই কুল-গুরু মিলি' করিলেন সমাধান ॥ ৪

ছ—কুলাচার করি' প্রেমোদিত গুরু পূজেন গণেশ ভবানী দ্বিজে ।
সশরীরে দেব ল'ন উপচার দেন আশীর্ব্বাদ হরষে ভিজে' ॥
মধুপর্ক আদি মাজলিক সব যখন যা' চাহে মুনির মন ।
স্বর্ণ-খালি আর কলসে ভরিয়া তখনি বিতরে সেবকগণ ॥ ১
নিজ কুলরীতি অতি প্রীতমতি দিবাকর নিজে কহেন সবে ।
দেবতা-পূজন এ ভাবে সাধিয়া রাজাসন দেন সীতায় তবে ॥
শ্রীরামে সীতায় দিঠি-বিনিময় উভয়ের প্রেম বুঝা না যায় ।
বুদ্ধি মন ধর- বাণী-অগোচর কেমনে কবি তা' জানা'বে কায় ॥ ২

দো—প্রীত হতাশন আছাত গ্রহণ করেন শরীর ধরি' ।
বিবাহ-বিধান সব ব'লে দেন বেদ দ্বিজ-বেশ ধরি' ॥ ৩২৩

চৌ—বিদেহের মহারাণী সীতার জননী যিনি । তাঁ'র বর্ণনা করি' কি' শেষ করিবে বাণী ॥
সুযশ সূকৃতি সুখ আর যত সুল্লরতা । সকলের সমাবেশে সৃজন করেন খাতা ॥ ১
সময় বুঝিয়া যা'ই ডাকিলেন মুনিবর । সহচরীগণ তাঁ'রে ল'য়ে আসে সঙ্কর ॥ ২
জনকের বামভাগে মহারাণী সুনয়না । হিমালয়-পাশে যেন গিরিরাণী শোভমানা ॥ ২

মণিময় খাল 'পরে স্বর্ণকলস ধরি' ।
অতীব মোদিত মনে ছ'জনায় রাজা-রাণী ।
বেদের মঙ্গল বাণী গা'ন যত মুনিবর ।
বরে নিরঞ্জন নৃপ-দম্পতি অমুরাগে ।

তাহে পুতমঙ্গল-সুরভি সলিলে ভরি' ॥
নিজ করে রাম-আগে স্থাপন করেন আনি' ॥ ৩
নভঃ হ'তে ফুল পড়ে বৃষ্টি' শুভ অবসর ॥
ধোত করেন পুত সরসিজ-পদযুগে ॥ ৪

ছ—রাজীব-চরণে	ধুয়া'ন ছ'জনে	উপজে বয়ানে প্রেম-পুলকন ।
গগনে নগরে	জয় জয়কারে	বাত্তগীত-রবে প্লাবন যেমন ॥
যে পদ-সরোজ	মনোজ্ঞ-অরাতি	হৃদ্বি-করে সদা বিরাজ করে ।
যাহার স্মরণে	বিমলতা মনে	আসে কলি-পাপ পলায় ডরে ॥ ১
ছিল পাতকিনী	মুনির ঘরগী	পরশিয়া যাহে সুগাত পায় ।
যে-চরণতল-	অব পুতজল	হর-শিরে গুণ অমরে গা'য় ॥
অলি করি' মনে	যোগী মুনিগণে	যাহারে সেবিয়া সুগতি লয় ॥
সে পদ-কমলে	মহাভাগ্য-বলে	জনক ধুয়া'ন জয়তি জয় ॥ ২
কস্তা-বরের	করে কর রাখি'	পড়েন মঙ্গ গুরু ছ'জন ।
পাণির গ্রহণ	সমাপিত হেরি'	বিধি সুর নর মোদিত মন ॥
হরষ হৃদয়ে	শরীরে-পুলক	সুখ-মূল বরে হেরি' ছ'জনে ।
কস্তা-দান বেদ-	লোকাচার-মতে	সাধেন জনক নৃপ-ভূষণে ॥ ৩
দেন হিমালয়	মহেশে উমায়	রমায় সাগর হরিরে যথা ।
জনক সীতারে	শ্রীরামে সমপি'	লভেন কীর্্তি নবীন তথা ॥
বিদেহ মিনতি	কেমনে জানা'ন	করিয়াছে শ্যাম বি-দেহ তাঁ'য় ।
কিঞ্চি অমুসারে	হোম করা-পরে	গাঁঠ-ছড়া বাঁধি' সবে ঘুরায় ॥ ৪

দো—বেদ-গান বন্দী-	জয়-রব আর	বাত্ত মঙ্গল-গান ।
শুনি' বরষেন	মন্দার ফুল	দেবতা হরষ-প্রাণ ॥ ৩২৪

চৌ—বধু-বর প্রদক্ষিণ করিছেন মনোহর ।	হেরিয়া সফল আঁখি করে যত নারী-নর
যুগল রূপের শোভা বর্ণনা নাহি হয় ।	যোগ্য উপমা এর কিছু নাই ধরাময় ॥ ১
সীতারাম উভয়ের প্রতিকল্প মনোহর ।	ঝলমল করে চারু মণিময় স্তম্ভ'পর ॥
যেন মন্থ-রতি বহু কলেবর ধরি' ।	শ্রীরামের পরিণয় নিরঞ্জন আঁখি ভরি' ॥ ২
দেখার লালসা পুনঃ সঙ্কোচ কম নয় ।	তা'ই যেন বারে বারে প্রকাশে লুকা'য়ে যায়
সে মাধুরী নিরখিয়া মগন সবার প্রাণ ।	বিদেহ-সমান সবে পাশরে আপন জ্ঞান ॥ ৩
'করা'লেন'প্রদক্ষিণ প্রমোদিত-মুনিগণ ।	নিষ্ঠা-সহিত সব রীতি হ'ল আচরণ ॥
সিন্দুর দেন রাম সীতার ললাট 'পরে ।	কি সে শোভা ক'য়ে মুখে শেষ কে করিতে পারে ॥ ৪

অরুণ-পরাগ যেন কমলে করি' পুরিত ।
মহর্ষি বশিষ্ঠ তবে দিলেন অনুশাসন ।

অমৃত-লোভে অহি চাঁদেয়ে করে-ভূষিত ॥
বর-বধু একাসনে করা'ন উপবেশন ॥ ৫

ছ—একাসনে রাম-	জানকীরে হেরি'	নৃপ দশরথ মোদিত মন ।
নিজ সুকৃতির	নব-ফল হেরি'	বার বার দেহে ছা'য় পুলকন ॥
মহা উৎসাহ	সকল ভুবনে	হইল বিবাহ সকলে বলে ।
এক মুখে এই	মহা মঙ্গল	বলি' শেষ করা কেমনে চলে ॥ ১
বশিষ্ঠ-কথায়	বিদেহ তখন	করি' আয়োজন বিবাহ-সাজ ।
উর্ঝ্বা শ্রুত-	কীর্তি ডাকা'ন	মাণ্ডবী সেই সভার মাঝ ॥
কুশধ্বজ-সুতা	প্রথমা-মাণ্ডবী	গুণ শীল সুখ শোভা-সদন ।
যত ক্রিয়া সব	সাধি' প্রীতিভরে	ভরতের করে সঁপিতা হ'ন ॥ ২
সীতার অনুজ্ঞা	সুন্দরীগণ-	মন্তক-মণি বুঝিয়া মনে ।
বিধি-অনুসারে	লক্ষ্মণ-করে	দেন পরিণয় মানের সনে ॥
যেই সুলোচনা	সুখী সকল	গুণাধার শ্রুতকীর্তি নাম ।
অরাতি-সুদনে	দেন মহীপাল	উজ্জলরূপ গুণের গ্রাম ॥ ৩
হেরি' বধু বর	জুটি পরস্পর	সরমে বাহিরে হরমে প্রাণ ।
বরযেন ফুল	দেব সুধাকুল	লোকে করে শোভা পুলকে গান
স্বরূপা স্বরূপ	দয়িতের সাথে	সম-মণ্ডপে রাজেন হেন ।
জীব-জীবনের	চারি দশা নিজ-	বিভূতির সনে* মিলিত যেন ॥ ৪

দো—নিজ-নিজ বধু-	সহ স্নতগণে	প্রীত দশরথ হেরি' ।
পেয়ে'ছেন ফল	যেন নৃপবর	ক্রিয়ার সহিত চাঞ্চি ॥ ৩২৫

চৌ—শ্রীরামের পরিণয়-ক্রিয়া হ'ল যেই মত । সবারি বিবাহে তথা হ'ল সব আচরিত ॥
উপহার কত মত হার মানে বর্ণনা । মণ্ডপ ভ'রে রয় জড়োয়া মাণিক সোণা ॥ ১
কতবিধ কমল পট্টি-বসন কত । মহারি সামগ্রী বহু প্রকার গণনাভীত ॥
গজ রথ তুরঙ্গম অগাধত দাসদাসী । ভূষণে ভূষিতা ধেনু কামধেনু-সদৃশী ॥ ২
কত যে দিলেন দান পরিচয় কোথা হায় । যে দেখে'ছে সেই জানে মুখে নাহি কথা যায় ॥
স্তাস্ত্রত লোকপাল হেরি' সে বিরাট দান । সকলি অযোধ্যাপতি নিলেন মোদিত প্রাণ ॥ ৩

• জীবের চারি দশা :	জাগ্রত-অবস্থা	স্বপ্ন-অবস্থা	স্বপ্তি-অবস্থা	তৃতীয়-অবস্থা ।
ঐ ঐ অবস্থার বিভূতি :	বিশ্ব	তৈজস	প্রাক্ত	ব্রহ্ম ।
† চারি ক্রিয়া :	বজ্রক্রিয়া	অধ্বাক্রিয়া	যোগক্রিয়া	জ্ঞানক্রিয়া ।
ঐ ঐ ক্রিয়ার ফল :	অৰ্ঘ	ধর্ম	কাম	মোক্ষ ।

তাই পুনঃ বিভবেন যাহারে যা' লাগে ভাল । অবশেষ যাহা রহে নিজ জনবাসে গেল ॥
জোড় করি' দুই কর তখন বিদেহ ক'ন । সম্মানি' মৃত্যুভাষে বর-অমুগামিগণ ॥ ৪

ছ—আদরে যতনে	বিনয়েতে দানে	সম্মানি' যত বরানুগামী ।
মহা প্রেমে সব	মুনিরে পূজেন	পরম পুলকে বিদেহ-স্বামী ॥
শির নত ক'রে	তুষিয়া অমরে	ক'ন সবে জুড়ি' হু'পাণি-তলে ।
দেব সাধুগণ	শুধু ভাব লন	কি হ'বে সাগরে বিন্দু-জলে ॥ ১
আবার বিদেহ	অমুজের সহ	করজোড়ে ক'ন কোশলরাজে ।
সহ স্নেহভরা	বাণী মনোহরা	স্বভাব-বিনয়-রসেতে ভিজে ॥
তব সনে কাজ	করি' মহারাজ	বড় সব দিকে হ'লাম আমি ।
রাজ্য অমুচর	সহিত সোদর	ক্রীতদাস মোরে জানিও স্বামি ॥ ২
এ বালিকাগণে	দাসী গণি' মনে	পালিও সতত রাখিয়া পায় ।
ক্ষম অপরাধ	ধুষ্টতা-সাথ	পাঠাইয়া লিপি আনি তোমায়ে ॥
কোশল-নৃপতি	তখন তেমতি	বৈবাহিকে দেন সকল মান ।
কহা নাহি যায়	দৌহার বিনয়	দৌহারকার হৃদে প্রেমের বান ॥ ৩
বরষণে ফুল	বৃন্দারক-কুল	আবাসে ফিরেন কোশল রায় ।
হৃন্দুডি জয়-	ধ্বনি বেদ-ধ্বনি	আকাশে নগরে প্রমোদ ছায় ॥
মুনি-অমুমতি	লভি' প্রীত মতি	মঙ্গল-গান সখীরা করি' ।
ল'য়ে বধু-বর	যায় অতঃপর	দেব-গৃহে যত সুরূপা নারী ॥ ৪

দো—নিরখিয়া রামে	কুঞ্চিতা সীতা	সঙ্কোচ-হীন মনঃ ।
প্রণয়-পিয়াসী	আঁখি দু'টি ফিরে	মীন সম ঘন ঘন ॥ ৩২৬

চৌ—কম শ্রাম-কলেবর স্বভাবতঃ সুন্দর ।	কোটি কাম পরাভব পায় সে মাধুরী 'পর ॥
অলঙ্ক-লোহিত পদ-শতদল বিমোহন ।	নিয়ত মধুপ সম রহে যাহে মুনি-মন ॥ ১
পাবন বরণ শীত-অম্বর পরিহিত ।	নবীন তপন ক্ষণপ্রভা-ভাতি পরাজিত ॥
কল কিঙ্কিনী কটি-সূত্র মানসহর ।	ভূষণেতে বিভূষিত সুবিশাল ভুজবর ॥ ২
গীত উপবীত চারু কিবা মহাশোভাময় ।	কর-অঙ্গুরী চারু চিত চুরি ক'রে লয় ॥
বিবাহের বর-বেশে কিবা শোভা অতুলন ।	আয়ত বৃকের 'পরে বিরাজিত আভরণ ॥ ৩
উত্তরী গীতরং উপবীতাকারে বুলে ।	আঁচলা দুটিতে মণি মুকুতা গ্রথিত ছলে ॥
নয়ন কমল চারু কর্ণেতে কুণ্ডল ।	আননে সকল শোভা করিতেছে বলমল ॥ ৪

* সীতা বার বার রামের পানে চাহিতেছেন ও লজ্জা-জড়িত হইতেছেন ; কিন্তু তাঁহার মনে কোন সঙ্কোচ নাই ।

ক্রকৃষ্টি অতুলনীয় নাসিকা মানস হরে ।
টোপের বিরাজ করে সুন্দর শিরোপরে ।

ললাট-তিলকে ঘেন মাধুরী চির বিহরে ॥
মণি-মুকুতায় গাঁথা শুভ বিতরণ করে ॥ ৫

ছ—টোপেরে মাণিক
সবে বরে হেরে’
বাস ভূষা মণি
ফুল বরষণ
দেবতা-সদনে
লোকাচার যত
রামেরে ভবানী
জন্ম ধারণ-
আপন করের
অনড় নয়ন
বিনোদ প্রমোদ
শেষে মাথে করি’
নগরে আকাশে
প্রমোদিত মনে
সিদ্ধ যোগিরাজ
জয় জয় ভাষি’

গাঁথা মনোহর
হাতে কুটি ছিঁড়ে
বিতরণ করি’
করে দেবগণ
বধু-বরে আনে
করে প্রথমত
জ্ঞানকীরে বাণী
ফল সবে ল’ন
মণিতে ফলিত
আর ভুজ্জলতা
কৌতুক প্রেম
সব সুন্দরী
সেই অবকাশে
বলে সবে হো’ন
দেবতা-সমাজ
প্রসূন বরষি’

অবয়ব লয় পরাণ হরি’ ।
সুমনারী আর পুরীর নারী ॥
মঙ্গল গায় বরণ করে ।
বন্দী মাগধে যশ বিতরে ॥ ১
সুহাসিনীগণ ফুলমতি ।
প্রেমভরে শুভ গাহিয়া গীতি ॥
শিখা’লেন দিতে থাওয়া’য়ে গ্রাস ।
বিলাসে মগন বিদেহ-বাস ॥ ২
রূপ-নিধানের মূর্তি দেখি’ ।
বিরহের ডর-বশে জ্ঞানকী ॥
বলা নাহি যায় সখীরা জানে ।
জনবাসে ল’য়ে চলে ছ’জনে ॥ ৩
পুলক আশীষ উথলে শুধু ।
চিরজীবী চারি কুমার-বধু ॥
দামামা বাজা’ন প্রভুরে হেরে ।
নিজ নিজ ধামে চলেন ফিরে’ ॥ ৪

দো—নিজ নিজ বধু-
শোভা মঙ্গল

সহ চারিজন
সুখ ভরি’ যেন

আসেন পিতার পাশ ।
উথলি’ উঠে আবাস ॥ ৩২৭

চৌ—আবার অনেকবিধ হয় ভোজ্য-আয়োজন । জনক পাঠা’ন নিতে বর-অমুগামিগণ
আম্বুজগণ সনে যা’ন দশরথ ভূপ ।
সমাদরে সবাচার করিয়া পদ ধাবন ।
জনক ধূয়া’ন নিজে কোশলেশ-পদদ্বয় ।
তার পর দেন রাম-পাদপদ্ম ধূয়াইয়া ।
ভাই তিনজনেরেই সম জানি’ শ্রীরামের ।
সবারেই দেন নৃপ যথোচিত সুধাসন ।
সমাদর ভরে পাতা দেওয়া হ’ল সবাকায় ।

পথেতে বিছান’ হয় বসন কত অমুপ ॥ ১
যোগ্য পিঁড়ীর ’পরে করা’ন উপবেশন ॥
বিনয় প্রণয় তাঁ’র বর্ণনা নাহি হয় ॥ ২
হর-হৃদ্বি-পদ্ম-মাঝে থাকে যাহা লুকাইয়া ॥
জনক আপনি পদ ধূয়া’লেন সকলের ॥ ৩
করা’লেন আহ্বান সুপকার লোকজন ॥
সোণার কাঠিতে বিঁধা পাতা সব মণিময় ॥ ৪

দো—সুরভীর দ্বত
কণেকের মাঝে

কম সুপোদন
পরিবেশ করি’

পুত সুবাদ আর ।
গেল চারু সুপকার ॥ ৩২৮

চৌ—পঞ্চ-গ্রাস করি' ভোজ সবে আরম্ভন করে । গালিভরা গান শুনে অতি অমুরাগ ভরে ॥
 পঞ্চ-ওদন আসে কত নানা প্রকারের । সুধার আশ্বাদ কেবা বিবরণে সে-সবের ॥ ১
 অতি দক্ষ সূপকার করিছে পরিবেশন । ব্যঞ্জন কতবিধ নাম জানে কোন্ জন ॥
 চারিবিধ ভোজনের বিধান রয়েছে যত । বলা নাহি যায় এক এক প্রকারের এত ॥ ২
 যড়রসে ভরা সব নানাজাতি ব্যঞ্জন । একই রসের তিল প্রকারের অগণন ॥
 পুরুষের রমণীর ধরিয়া ধরিয়া নাম । সুধামাখা সুর করি' গালি দেয় প্রাণারাম ॥ ৩
 সময়ের উপযোগী শুনি' গালি-বর্ষণ । হাসিছেন দশরথ সহ সব জনগণ ॥
 সমাপন এই ভাবে ভোজন সকলে করে । আচমন দেওয়া হ'ল অতি সমাদর ভরে ॥ ৪

দৌ—ভাষুল দিয়া পূজেন জনক দশরথে লোকজনে ।
 নৃপকুল-শিরো-ভূষণ ফিরেন জনবাসে প্রীতমনে ॥ ৩২৯

চৌ—নিত নব মঙ্গল-আচার বিদেহ পুরে । দিনরাত যায় যেন অঁথির পলক-ভরে ॥
 জাগেন প্রত্যাষে অতি দশরথ নরনাথ । যাচকেরা গায় তাঁ'র যতক গুণানুবাদ ॥ ১
 নিরখি' কুমারগণে সহ নিজ-বনিতায় । কত সুখ মনোমাকে কিবা তাহা কহা যায় ॥
 প্রভাতের ক্রিয়া শেষে গুরুদেব-পাশে যা'ন । মহান্ প্রমোদ আর প্রেমতে পূরিত প্রাণ ॥ ২
 করি' নতি করজোড়ে পূজা করি' সমাপন । অমিয়-সমান বাণী-সহযোগে নৃপ ক'ন ॥
 তোমারি করুণাবশে শুন মুনি-অধিরাজ । পূর্ণ হইল যত মনের বাসনা আজ ॥ ৩
 ব্রাহ্মণগণে প্রভু এবে করি' আবাহন । সব-ভাবে সম্বিজত হো'ক ধেনু-বিতরণ ॥
 অতি সাধুবাৎ দিয়া নৃপতির কথা শুনে' । আস্থান করিলেন যত মুনিঋষিগণে ॥ ৪

দৌ—নারদ জাবালি বান্দ্রীকিমুনি মুনি বামদেব আর ।
 আসেন তখন মুনি ঋষিগণ কৌশিকী তপাধার ॥ ৩৩০

চৌ—করিলেন দশরথ দণ্ডবৎ নমস্কার । করি' পূজা বরাসন দেন সবে বসিবার ॥
 চারি লক্ষ বর-ধেনু করিলেন একত্রিত । কামধেনু সম চারু শীল আর গুণযুত ॥ ১
 নানা বাস অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করি' সবে । প্রমোদিত নরবর দেন যত মহীদেবে ॥
 বিবিধ মিনতি করি' ক'ন নৃপ সবািকায় । জনম লওয়ার ফল আজ(ই) হেথা পাওয়া যায় ॥ ২
 বিশ্র-আশীষ লভি' নরেশ প্রসন্ন-মন । অনন্তর যাচকেরে করা'লেন আবাহন ॥
 কনক বসন মণি হয় গজ স্তম্ভন । রুচি বুঝি' দেন দান রবিকুল-নন্দন ॥ ৩
 জয় জয় জয় জয় দিনকর-কুল-রায় । করি' হেন জয়-গান তা'রা সবে চ'লে যায় ॥
 রাম-বিবাহের হয় সমারোহ এতমত । বলিয়া করিতে শেষ বাসুকীও পরাজিত ॥ ৪

দৌ—কৌশিকী-পদে নমি' বারবার ক'ন এই নরনাথ ।
 এই সব সুখ মুনিরাজ তব কৃপা-আশি-প্রসাদাৎ ॥ ৩৩১

চৌ—বিনয় আচার আর জনকের সমাদর : বিভব কতই মতে বাখানেন নরবর ॥
 বিদায় যাচেন প্রতি-প্রভাতে কোশলপতি । শৃগিত রাখেন তা'য় জনক দেখা'য়ে প্রীতি ॥ ১
 আদর বাড়িয়া চলে নবনব নিতনিত । সহস্র প্রকারে দিনে আত্মীয়তা হয় কত ॥
 নগর নিতই ভরা উৎসাহে অমুরাগে । দশরথ-প্রস্থান কাহারো না ভাল লাগে ॥ ২
 এই মত বহুদিন অতীত হইয়া যায় । স্নেহ-ডোরে সবে যেন বাঁধে সহ নররায় ॥
 কৌশিকী শতানন্দ ছুঁজনে তখন গিয়া । কহেন জনকরাজে সবিশেষ বুঝাইয়া ॥ ৩
 যদিও প্রণয় বেশে ছাড়িতে না চায় প্রাণ । তবু দশরথ নৃপে করহ আদেশ দান ॥
 ভাল প্রভু বলি' তবে ডাকা'লেন সচিবেরে । মন্ত্রী জয় জীব বলি' আসিয়া প্রণাম করে ॥ ৪

দৌ—ভিতরে জানাও অযোধ্যার পতি যাইতে করেন মন ।
 শুনিয়া সচিব দ্বিজ সভাসদ স্নেহে হ'ন নিমগন ॥ ৩৩২

চৌ—বরযাত্রী ফিরে যা'বে পুরবাসী এই শুনে' । শুধাইছে এ উহারে এ কথা বিকল প্রাণে ॥
 যাওয়ার স্থিরতা শুনি' সকলে উদাস-প্রাণ । প্রদোষে কমল যেন শোভাহীন পরিম্লান ॥ ১
 আসা-কালে বরযাত্রী যে-যেখানে থেকে ছিল । সে-সেখানে ভোজনের কতবিধ সিধা গেল ॥
 বিবিধ প্রকার ফল পকু কত ওদন । ভোজনের অব্য তা'র নাহি হয় বরণন ॥ ২
 অগণিত বৃষ 'পরে ভারে ভারে ভারিগণ । পাঠা'ন জনকরাজ' অগণিত সু-শয়ন ॥
 লক্ষ বাজি-রথ যায় পঞ্চবিংশ-দশশত । পূর্ণভাবে সম্ভিজত শোভা তা'র ক'ব কত ॥ ৩
 মন্তবারণ দশ সহস্র সাথেতে সাজে । দিক্করী যা'রে হেরি' বদন লুকাই লাজে ॥
 বসন কনক মণি ভরি' অগণন যান । মহিষ গোখন আর কতই প্রকার দান ॥ ৪

দৌ—বর্ণনার বা'র এতবিধ দান দিলেন বিদেহপতি ।
 যাহা হেরি' লাগে লোকপতি-লোক সম্পদ লঘু অতি ॥ ৩৩৩

চৌ—নানাবিধ দ্রব্যসব করি' করি' একত্রিত । জনক অযোধ্যাপুরী পাঠা'লেন এইমত ॥
 বরযাত্রী ফিরে যা'বে রাণীরা শুনি' এ কথা । বিকল সামান্যজলে মাছেরা বিকল যথা ॥ ১
 বার বার জানকীরে আদরে কোলেতে লন । আশীষ বিলা'ন আর শিখা'ন কত বচন ॥
 চিরতরে যেন হ'ও ত্রিজ পতি-সোহাগিনী' । চির-আমুখতী হও মোদের আশীষ বাণী ॥ ২
 গুরু করিবে সেবা শাশুড়ী স্বশুরে আর । দেখিয়া পতির রুচি পালিবে আদেশ তাঁ'র ॥
 অতীব আদর ভরে যত সহচরীগণ । মুহূর্ত্তায়ে শিখাইল রমণীর আচরণ ॥ ৩
 শিখা'য়ে রমণীধর্ম্ম সকল তনয়াগণে । রাণীগণ বার বার বৃকে ল'ন সবজনে ॥
 বার বার মাতাগণ কাছে এসে এই ক'ন । বিধাতা সৃজিলা এই নারী জাতি কি কারণ ॥ ৪

দৌ—এই অবসরে ভ্রাতাগণ সনে রাম রঘুকুল-কেতু ।
 জনক-ভ্রাতৃনে যা'ন প্রীতমনে বিদায় গ্রহণ হেতু ॥ ৩৩৪

চৌ—হৃদ্যবতঃ মনোহর এই ভাই চারিজন। নগর-নিবাসী নরনারী ছুটে দরশনে ॥
 কেহ বলে চ'লে যেতে চাহেন ই'হারা আজ । বিদায়ের আয়োজন করিলা বিদেহরাজ ॥ ১
 লও হেরি' আঁখি ভরি' এই রূপ মনোহর । নৃপতি-তনয় চারি অভ্যাগত প্রিয়বর ॥
 কে জানে অজানা কোন্ মহান্ সুকৃতি-ফলে । নয়ন-অতিথি করি' হেথা বিধি এনে দিলে ॥ ২
 অমিয় যেমন পায় মরণ-পথিক জন । জনম-সুখিত পায় কহুতক-দরশন ॥
 নারকী যেমন পায় শ্রীহরি-চরণামৃত । ই'হাদের দরশন আমাদের সেইমত ॥ ৩
 হেরি' রাম-রূপশোভা গৌণে রাখ' অন্তরে । মনেরে করহ ফণী মুরতিরে ম'ণ ক'রে ॥
 এইভাবে সবাকার নয়ন সফল করি' । রাজ-অন্তঃপুর মাঝে গেলেন কুমার চারি ॥ ৪

দৌ—রূপের সাগর	ভ্রাতাগণে হেরি'	উঠে হর্ষ কলরোল ।
করেন বরণ	শৃঙ্গমাভাগণ	প্রাণে সুখ-হিল্লোল ॥ ৩৫৫

চৌ—নিরখিয়া রাম-রূপ অতি অমুরাগ ছা'য় । ভকতি-বিভল হ'য়ে বারবার পড়ে পায় ॥
 হৃদয়ে ভরিল প্রীতি লাজ-লজ্জা অপগত । প্রাণ ঢালা সেই স্নেহ বরণন হ'বে কত ॥ ১
 সুরভি-প্রলেপ-যোগে ভ্রাতাসনে শ্রীরামেরে । স্নান সারি' ষড়রস ভোজ্য দেন প্রেম ভরে ॥
 কহেন শ্রীরাম তবে শুভ অবসর জানি' । বিনয় প্রণয় আর 'সঙ্কোচভরা বাণী ॥ ২
 অযোধ্যায় মহারাজ চা'ন এবে ফিরে' যে'তে । আমা'সবে পাঠা'লেন সে হেতু বিদায় নি'তে ॥
 প্রদান' বিদায় মাতা হরষিত অন্তরে । তনয় বলিয়া স্নেহ থাকে যেন সবাকারে ॥ ৩
 শ্রবণে পশিতে কথা সকলে বিকল ছুখে । স্নেহবশে শৃঙ্গর কথা নাহি সরে মুখে ॥
 হৃহিতাগণেরে বুকে লন অতি প্রেমভরে । করেন মিনতি বহু সঁপিয়া স্বামীর করে ॥ ৪

ছ—শ্রীরামে সৌভায়	সঁপি' বারে বারে	জোড় করে ক'ন মিনতি সনে ।
গতি সবাকার	বিদিত তোমার	কি না জান' তাত আপন মনে ॥
আমার রাজার	জেন' সবাকার	সীতা পরিজন-প্রাণের প্রিয় ।
হে তুলসী-পতি	শীল স্নেহ হেরি'	নিজ দাসী ব'লে চরণে নি'য়ে ॥

সৌ—তুমি চির পূর্ণকাম	জ্ঞানী-শিরোমণি ভাবের প্রিয় ।
ভক্ত-গুণগ্রাহক রাম	দোষ-বিনাশন গুণাশ্রয় ॥ ৩৬৬

চৌ—বলিয়া চরণ-যুগ ধরিয়া রহেন রাণী । প্রেম-কর্দমে যেন মজ্জিত তাঁ'র বাণী ॥
 শুনি' শৃঙ্গর কথা স্নেহরস-প্লাবিত । করিলেন রাম তাঁ'রে বহু সম্মানিত ॥ ১
 জোড় করি' করযুগ বিদায় যাচিয়া রাম । করিলেন বার বার সকল জনে প্রণাম ॥
 আশীষ করিয়া লাভ পুনঃ নত করি' শির । অমুজ্জগণের সনে চলিলেন রঘুবীর ॥ ২
 ললিত মোহনরূপ হৃদয়-মাঝারে আনি' । শিথিল স্নেহের বশে হ'লেন সকল রাণী ॥
 অবশেষে ধীর ধরি' ডাক দিয়া সুভাগনে । বার বার জড়াইয়া ধরেন জননীগণে ॥ ৩

আগাইয়া দিয়া পুনঃ ডাকিয়া মিহন সবে । সবাঁকার সে প্রণয় কহিতে না ভাষা হ'বে ॥
বারবার সে মিহন ভেঙে দেয় সখীচয় । বাঁছুর হইতে যেন হেঁচুরে ছাড়া'য়ে যায় ॥ ৪

দো—প্রণয়-বিকল নরনারী সব সখী-সহ নৃপবাস ।
নৃপ-পুরে যেন দুখঃ বিরহ আসিয়া গাড়িল বাস ॥ ৩৩৭

চৌ—যে শুক-শারিকা সীতা পালিতেন স্নেহভরে । হেম-পিঙ্করে রাখি' পড়া'তেন বত তাঁ'রে ॥
তা'রাও ব্যাকুল হ'য়ে বলে কই কোথা সীতা । বীরতা কেমনে রহে শুনিয়া তা'দের কথা ॥ ১
এই ভাবে খগ যুগ পীড়িত বিরহ-ভারে । মানবের দশা বল' বলা যায় কি প্রকারে ॥
আসেন বিদেহরাজ হেন কালে ভ্রাতাসনে । উৎকলিত প্রেম আসে বারি হ'য়ে ছ'নয়নে ॥ ২
পরম বিরাগবান্ কহে তাঁ'রে সব জন । সীতায় হেরিয়া তাঁ'রো ধৈর্য্য করে পলায়ন ॥
জ্ঞানের বিরাট বাঁধ কোথায় ভাসিয়া যায় । লয়ন সীতায় ঢুকে উঠাইয়া নরায় ॥ ৩
তখন বুঝা'ন তাঁ'রে বিজ্ঞ সচিববর । অসময় জানি' মন বাঁধিলেন নরবর ॥
স্নেহেতে জড়া'য়ে কোলে বারবার জ্ঞানকীরে । সজ্জিত শিবিকায় কহেন আনার তরে ॥ ৪

দো—সারা-পরিবার স্নেহেতে বিকল বুঝি' মনে শুভলক্ষণ ।
স্মরি' গণপতি " করান সীতায় শিবিকায় আরোহণ ॥ ৩৩৮

চৌ—সীতারে প্রবোধ দেন ভূপতি কতই মত । শিখান কুলের রীতি নারী-করণীয় যত ।
দাস-দাসী ছিল যা'রা সীতার প্রীতি-ভাজন । হেন বহুজনে সাথে করেন রাজা প্রেরণ ॥ ১
সীতার বিদায় কালে ব্যাকুলিত পুরবাসী । হয় শুভ-লক্ষণ সব-মঙ্গলরাশি ॥
বিপ্র সচিবদল পাত্রমিত্র সাথে ক'রে । চলেন বিদেহরাজ পছ'ছাতে জানকীরে ॥ ২
নানাবিধ বাঘ বাজে গমনের কালে কত । করে রথে তুরগেরে বুজরে সজ্জিত ॥
দ্বিজগণে দশরথ করি' তবে আহ্বান । দানে মানে সবাঁকারে করিলেন পূর্ণকাম ॥ ৩
চরণ বমল-রজ লইয়া আপন শিরে । আশীষ করিয়া লাভ প্রমোদিত অন্তরে ॥
গজাননে স্মরি' মনে করিলেন প্রস্থান । শুভ লক্ষণ হয় সকল শুভ-নিধান ॥ ৪

দো—বরষেণ দেব হরষে কুমুদ তপস্রী করে গান ।
বাজা'য়ে-নাগারা কোশলের পতি কোশলপুরীতে যান ॥ ৩৩৯

চৌ—সবিনয়ে ফিরা'লেন নৃপ মহাজনগণে । ডাকেন যতনভরে সকল যাচক জনে ॥
দিলেন ভূষণ বাস কুঞ্জর বাজি দান । প্রেম-দানে পুষ্ট করি' করেন বিভববান্ ॥ ১
রঘুকুল-কীৰ্ত্তি তা'রা বারবার গান করি' । প্রতি-আগমন করে, শ্রীধামে হৃদয়ে ধরি' ॥
বারবার দশরথ করিলেন নিবারণ । প্রেম-বশে জনকের ফিরিতে না সরে মন ॥ ২
আরবার ক'ন রাজা কম বাণী মনোহর । বড় দূর আসা হ'ল ফিরে যান নরবর ॥
এত বলি' উত্তরিত' হ'ন ভূমে রথ হ'তে । উৎকলিত প্রেম-বারিধারা তাঁ'র নয়নেতে ॥ ৩

তখন বিদেহ ক'ন দুই কর জোড় করি' । আপন বচন যেন স্নেহের অমিয়ে ভরি' ॥
কিভাবে মিনতি করি' ক'ব কথা মহারাজ । বড়াই আপনি মান বাড়ালেন মোর আজ ॥ ৪

দো—বৈবাহিকে মান সকল প্রকারে দেন কোশলের পতি ।
হৃদয়ে ধরে না ছিল এ মিলনে যেই অতুলন প্রীতি ॥ ৩৩০

চৌ—জনক করেন সব মুনি-পদে প্রণিপাত । লভিলেন প্রতিদান আশীর্বাদ নরনাথ ॥
আদর সহিত শেষে মিলেন চারি জামাতা । গুণের আকর রূপ শীলযুত চারি ভ্রাতা ॥ ১
জোড় করি' শতদল-সম দুই পাণিতল । কথা ক'ন প্রেম যেন নিজে আসে ধরাতল ।
হে রাম বাখান তব কেমনে করিব আমি । মুনিজন মহেশের মানস-মরাল তুমি ॥ ২
যাঁহার কারণে যোগ করেন যতেক যোগী । ক্রোধ মোহ মায়া মদ সকল বিকারত্যাগী ।
ব্রহ্ম ব্যাপক যিনি নিরাকার অবিনাশী । চিদানন্দ নিগুণ সকল গুণের রাশি ॥ ৩
বাক্য মন যাঁর কভু নাহি পায় পরিচয় । অমুমাণে বুঝে সবে তর্ক পায় পরাজয় ॥
যাঁহারে বলিয়া নেতি বেদ করে বরণন । ত্রিকালে সমান রসে যিনি বিভূমান র'ন ॥

দো—আজিকে আমার নয়ন-গোচর সেই সব-সুখমূল ।
সব লাভ ভবে পায় যেই জীব ইয় ঈশ-অনুকূল ॥ ৩৪১

চৌ—সকল প্রকারে মোরে পরম বিভব দিলে । আপন ভকত জানি' আপন করিয়া নিলে ॥
হয়েন শতেক শত যদি শেষ সরস্বতী । কোটিকল্প কাল ধরি' চলে তাঁর পরিমিত্তি ॥ ১
তবু মোর ভাগ্য আর তোমার করুণা-গান । গে'য়ে শেষ নাহি হ'বে শুন প্রভু ভগবান্ ॥
যাহা কিছু কহি আমি সে কেবলি এর বলে । তুমি দয়া কর নাথ বড় অল্প প্রেমে গ'লে ॥ ২
বারবার করজোড়ে এই মম নিবেদন । ভুলেও এ মন যেন ছাড়ে না তব চরণ ॥
জনকের প্রীতিভরা সুন্দর বাণী শুনি' । প্রসন্ন হ'লেন রাম রঘুকুল-শিরোমণি ॥ ৩
করিলেন মান দান চারুভাষে শশুরেরে । জানি' পিতা কৌশিকী বশিষ্ঠ-সমান তাঁ'রে ॥
ভরতে মিনতি পুনঃ করিলেন নৃপমণি । স্নেহভরে ভেট করি' দিলেন আশীষ বাণী ॥ ৪

দো—মিলি' লক্ষ্মণে শত্রুঘ্নেরে দেন আশীষ নৃপতিবর ।
প্রেমে দ্রব হ'য়ে বারবার নতি করিলেন পরম্পর ॥ ৩৪২

চৌ—মিনতি বড়াই করি' বিদেহের বারবার । ভ্রাতাগণে ল'য়ে যান শ্রীরাম রঘু-কুমার ॥
কৌশিকী-পদ তবে ধরেন জনক গিয়ে । লাগা'ন চরণ ধূলি মাথায় নয়ন দু'য়ে ॥ ১
কহেন হে মুনিনাথ তব দরশন-গুণে । অ-পাওয়া থাকে না কিছু বিশ্বাস মোর মনে ॥
যে সুখ যে যশোলাভ লোক পতি-বাহিত । অথচ ভাবিতে মনে হ'ন অতি কুণ্ঠিত ॥ ২
সে সব স্নানভ মোর হ'ল এবে মুনিবর । সকল বিধানে তব দরশন-অন্তর ॥
করিলেন নতি সহ গুণ-গান কীৰ্ত্তন । আশীষ করিয়া লাভ করেন প্রতিগমন ॥ ৩

চলে বর-অমুগামী সঘনে দামামা বাজে ।
শ্রীরামে নিরখি' যত গ্রাম-নরনারী দল ।

ছোট বড় সকলেরি মহাসুখ মনোমাখে ॥
পায় সুখ করি' লাভ নয়ন পাওয়ার কল ॥ ৪

বরযাত্রীর অযোধ্যায় প্রত্যাগমন ও অযোধ্যায় আনন্দ

দো—বিশ্রাম করি' মাঝে মাঝে সুখ বিতরি' মানবগণে ।
অযোধ্যা-নিকটে বর-বধু সনে আসিলেন শুভদিনে ॥ ৩৪৩

চৌ—নাগারায় চোট পড়ে চোল বাজে মনোহর । ভেরী শাঁখ রব তুলে ডাকে হয় গজবর ॥
ঝাঁঝে তালা দেয় কাণে ডমরু বাজে মধুরে । পরাগ মাতান' তান সানা'য়ে আলাপ করে ॥ ১
বরযাত্রী ফিরে আসে শূনি' ইহা পুরজন । রোমাঞ্চিত কলেবর সবে প্রমোদিত মন ॥
সাজাইল নিজ নিজ ভবন ও পুরদ্বার । হাট বাট গলিপথ বিপণী বাজার আর ॥ ২
নগরের পথ বীধি সুরভিতে সিঞ্চিল । যথা তথা সূনিপুণ- 'রে অলিপনা দিল ॥
তোরণ পতাকা ধ্বজা মণ্ডপ দিয়া আর । শোভিল বাজার হেন কহার শক্তি বা'র ॥ ৩
স-ফল গুবাকু আম কদলীতরু রসাল । বকুল কদম আর রোপণ করে তমাল ॥
ফল-ভারে তরুদল ধরণী পরশ করে । তলদেশে মণিময় বেটুনী শোভা করে ॥ ৪

দো—পূর্ণ কলস কতই প্রকার সাজাইল ঘরে ঘরে ।
হেরি' রঘুপতি— নগরীর শোভা অমরে বাখান করে ॥ ৩৪৪

চৌ—নৃপ-ভবনের শোভা যেইমত সেইকালে । করি' তাহা দরশন মদনেরো মন টলে ॥
মঙ্গল-ছাপ ঐঁকা মাধুরী মানসহারী । ঋদ্ধি সিদ্ধি সুখ-সম্পদ শোভাধারী ॥ ১
হরষোৎসাহ যেন শরীর করি' ধারণ । বিরাজিত ভরি' ভরি' কোশল-রাজ ভবন ॥
রাম-সীতা কম-রূপ করিবারে দরশন । লালসা হ'বে না প্রাণে আছে হেনকোন্ জন ॥ ২
রূপে লাজ্জিত করি' মদনমোহিনী-মন । দল বাঁধি' বাঁধি' চলে যতেক সধবাগণ ॥
সাজা'য়ে বরণ-সাজ মঙ্গল-গান করে । যেন দেবী বাণাপাগি বহুবধ বেশ ধরে ॥ ৩
ভূপতি-ভবনে হয় কোলাহল অতিশয় । সে সময়ে কি যে সুখ বাখানি' তা' কে বা কয় ॥
কৌশল্যা অবধি করি' রামের জননী যত । পুলকে বিবশ-প্রাণ দেহ-সুখ বিস্মৃত ॥ ৪

দো—গণপতি হর করিয়া পূজন দান দেন দ্বিজগণে ।
পেয়ে চারি ফল ফুল যেমতি পরম কাঙাল জনে ॥ ৩৪৫

চৌ—মহান হরষে সুখে বিবশ জননীগণ । শিথিল শরীর যেন নাহি চলে ছ' চরণ ॥
রামেরে হেরিতে চ'খে আকুলতা অন্তরে । সাজান' সামগ্রী যত রামের বরণ তরে ॥ ১
বাজি'ছে বাজন নানা মহাঘোর-ঘটা সনে । স্মিত্রা মাজল্য সব সাজান' হ'ব মনে ॥
পল্লব দুর্বা দধি হরিদ্রা বিবিধ ফুল । গুবাকু তাম্বুল আদি যত মঙ্গল-ফুল ॥ ২

তগুল অকুর তুলসীর পল্লব ।

চিত্রিত স্বর্ণ ঘট স্বভাবতঃ বিমোহন ।

সুরভি মাজলা কত বরণিতে হারে বাণী ।

বরণের বহুবিধি সাজাইয়া আয়োজন ।

গোরোচন লাজ আদি শুভ-সাজ ছিল সব ॥

মদন-বিহগ নীড় রচিয়া বসিল যেন ॥ ৩

শুভ-বেশে সজ্জিতা হইলেন যত রাণী ॥

মঙ্গল-গান গান প্রমোদ-পূরিত মন ॥ ৪

দৌ—কনক-থালয়

মঙ্গল সাজ

কমল করেতে ধরে ।

চলেন পুলকে

বরণে জননী

শিহরিত কলেবরে ॥ ৩৪৬

চৌ—ধূপের ধূয়ায় হ'ল অম্বর মসী-হেন ।

বরণেন দেবগণ মন্দার-ফুল হার ।

মঞ্জুল মণিময় তোরণের 'পরে মালা ।

প্রকাশে সরিয়া যায় প্রাসাদ-চূড় ভামিনী ।

দামামার গরজন জীমূত-গরজোপম ।

দেবদল বরণ করেন সুরভিবারি ।

সময় বুঝিয়া গুরু করেন আদেশ দান ।

স্মরণ করিয়া হর ভবরাণী গণরাজ ।

শ্রাবণের ঘন-ঘটা ঘেরিয়া আসিল যেন ॥

মন কর্ষণ করে পাঁতি যেন বলাকার ॥ ১

ইন্দ্রের চাপ যেন কমণীয় রং ঢালা ॥

ললিত চপল যেন চমকিছে দামিনী ॥ ২

ষাচক চাতক যত দর্দূর শিখীসম ॥

সুখ পায় শস্তুর সম পুর-নরনারী ॥ ৩

প্রবেশ করেন পুরে শ্রীরাম কুপানিধান ॥

প্রমোদিত মহীপতি সহিত নিজ সমাজ ॥ ৪

দৌ—শুভ লক্ষণ

ফুল-বরণ

নাগারা বাজান সুরে ।

দেববালা নাচ

প্রমোদে মাতিয়া

গাহিয়া মঞ্জু সুরে ॥ ৩৪৭

চৌ—মাগধেরা সূতগণ বন্দী নটের দল ।

সুবিমল বেদগান মিশি' জয়-রব সনে ।

বিপুল বাজন বাজে অগণিত প্রকারের ।

বরষাত্রীর শোভা নাহি হয় বরণন ।

অযোধ্যাবাসীরা করে দশরথে বন্দন ।

মোতি মণি ভূষা বেণ সবে বিতরণ করে ।

বরণ করেন সুখে অযোধ্যাপুরীর নারী ।

সরাইয়া মনোহর বনিকা শিবিকার ।

গায় ষশ য়াঁর হ'তে ত্রিভুবন উজ্জল ॥

দশদিক হ'তে শুধু পশে সবাকার কাণে ॥ ১

নভে পুরে সুর-নর-প্রাণে বাণ পুলকের ॥

পরম পুলক সুখ ধরে না ছুড়ে যেন ॥ ২

রামে দরশন করি' মনের ঘুচে বেদনা ॥

নয়নেতে ভরে জল পুলকন কলেবরে ॥ ৩

পুলকে দেখেন বর রাজার কুমার চারি ॥

পান সুখ বধুগণে নিরখিয়া বারবার ॥ ৪

দৌ—এ ভাবে সবায়

সুখ বিতরিয়া

আসেন নৃপতি-দ্বারে ।

পুলকে জননী

করেন বরণ

বধুগণ-সহ বরে ॥ ৩৪৮

চৌ—বরণ করেন বর-বধুগণে বারবার ।

নানাবিধ আভরণ বসন মাণিক কত ।

নিজ নিজ বধূনহ নিরখি' তনয়গণে ।

বার বার সীতারাম-রূপ করি' দরশন ।

সে মহা-হরষ প্রেম কহিতে শক্তি কা'র ॥

অগণিত জব্যাদি হ'ল সব বিতরিত ॥ ১

অপার বিলাস-স্বাদ জননীরা পান মনে ॥

জনম সফল ভাবি' হয়েন আনন্দ-মন ॥ ২

সখীরা সাতার মুখ বারবার নিরখিয়া । করে গান নিজ পুণ্য বিস্তারে বিবরিয়া ॥
 ঘন ঘন ফুল-বৃষ্টি করেন দেবতাগণ । নেচে গে'য়ে করিছেন নিজ সেবা অর্পণ ॥ ৩
 সে চারি যুগলে হেরি' প্রাণ-মনোবিমোহন । উপমার পূঁজ বানী খুঁজিতে নিরত হ'ম ॥
 কিছু মনে নাহি ধরে সব লঘু মনে হয় । তা' বুকি' শ্রীরামে চাহি' র'ন মনে করি' লয় ॥ ৪

• দো—বেদ-বিধি কুল-রীতি মত দিয়া অর্ঘ্য বিছা'য়ে বাস ।
 বধু-সহ স্নাতে করিয়া বরণ সব ল'য়ে যা'ন বাস ॥ ৩৪৯

চৌ—স্বাভাবিক শোভাময় ছিল চারি সিংহাসন । নিজ-করে সে সকলে গড়েন যেন মদন ॥
 বধু-বরে বসালেন সে রাজ-আসন 'পরে । ধুয়ালেন পদ পূত জলধারে সমাদরে ॥ ১
 বেদ-বিধি মত ধূপ দীপ উপচার দিয়া । মঙ্গল-নিধি বর-বধুগণে অর্চিয়া ॥
 আরতি করেন শেষে মিলিয়া সকলজন । ঢুলা'য়ে চামর চাকু করেন শিরে ব্যজন ॥ ২
 দ্রব্য কতইবিধ হইতেছে বিতরিত । মোদিতা জননীগণ বিরাজেন সুশোভিত ॥
 পরানিধি লাভ করি' যোগী যথা তৃপ্ত মন । অমৃত পে'ল যেন চির-ব্যাধিগ্রস্ত জন ॥ ৩
 জনম-কাঙাল যেন পরশমণি লভিল । আপনার হারা-ঐশি চির-অন্ধ ফিরে' পে'ল ॥
 মুকের রসনা 'পরে বসিলেন যেন বাণী । অথবা আসিল যেন বীর মহারণ জিনি' ॥ ৪

• দো—এ স্নেহেরো চেয়ে শতকোটি গুণ মাতাদের প্রাণানন্দ ।
 ভ্রাতাগণ-সনে বধু নিয়ে ঘরে আসেন রাঘব-চন্দ ॥ ৩৫০ (ক)
 লোকাচার সব করেন জননী কুণ্ঠিত বধু-বর ।
 এ মহা বিনোদ হেরি' মনে মনে হাসেন শ্রীরঘুবর ॥ ৩৫০ (খ)

চৌ—মনের বাসনা যত সকলি হ'ল পূরণ । বিধিমতে দেব-পিতৃপূজা হয় একারণ ॥
 যাচেন করিয়া নতি সব-ঠাই বরদান । ভাইগণ সনে হো'ক শ্রীরামের কল্যাণ ॥ ১
 অম্বর হ'তে দেন শুভাশীষ দেবদল । ফুল মায়েরা ল'ন ভরি' ভরি' অঞ্চল ॥
 দশরথ আবাহন করি' বরযাত্রীগণে । তুষিলেন রথ মণি বসন ভূষণ-দানে ॥ ২
 আদেশ লভিয়া রাখি' হৃদয়-মাঝারে রাম । ফুল মনেতে যা'ন যে যাহার নিজধাম ॥
 পুর-নরনারীগণে দেন বাণ আভরণ । প্রত্যেক ঘরে ঘরে বাজিতে থাকে বাজন ॥ ৩
 যাচকেরা যাহা কিছু নিবেদন জানাইল । প্রসন্ন রূপ-পাশে তাহাই তাহারা পে'ল ॥
 বাস্তব আর যত আপনার ভূত্যগণে । পরিতোষ করিলেন দানে আর মান-দানে ॥ ৪

দো—সবে নতি করি' বরষে আশীষ করে রূপ-গুণ গান ।
 গুরু ভ্রাতা সহিত তখন অন্দরে রূপ যা'ন ॥ ৩৫১

চৌ—যে আদেশ গুরুদেব বশিষ্ঠ করেন দান । বেদ লোকাচার-মতে তা'ই হয় সমাধান ॥
 বিপ্রের ভিড় হেরি' রাজার মহিবীগণে । উঠেন আদর ভরে ভাগ্য গণিয়া মনে ॥ ১

চরণ ধূয়া'য়ে দিয়ে সবারে করা'ন স্নান । পূজি' নানা বিধি রাজা ভোজন সবে করা'ন ॥
 আদরে দানেতে আর ভকতিতে তুষ্ট চিতে । তিরপিত দ্বিজ যা'ন আশীর্বাদ দিতে দিতে ॥ ২
 কৌশিকী মুনিবরে বহুবিধ পূজা করি' । ক'ন প্রভু মোর সম ধন্য আর নাহি হেরি ॥
 বাখান কতই মতে ভূপতি করেন তাঁ'র । রাণীগণ সনে ল'ন পদধূলি বারবার ॥ ৩
 দেন উত্তম স্থান মহল-ভিতরে তাঁ'র । যাহে নিজে রাণী সনে তাঁ'র সেবা করা যায় ॥
 তাঁ'র পর পূজিলেন গুরুপদ-কোকনদে । ভকতি-মগন হ'য়ে মিনতি জানা'ন পদে ॥ ৪

দো—বধূগণ সনে কুমার সকল নৃপতি মহিষী-সাথ ।
 গুরুপদে নত হন বারবার মুনি দেন আশীর্বাদ ॥ ৩৫২

চৌ—সুত সম্পদ নিজ ধরিয়া তাঁহার আগে । মিনতি করেন রাজা প্রাণভরা অহুরাগে ॥
 আপনার স্ত্রীষ্য শুধু চেয়ে' ল'ন মুনিবর । বহুবিধ আশীর্বাদ বরষেন নৃপ'পর ॥ ১
 সী গর সহিত রামে হৃদয়ে করি' স্থাপন । নিজ আশ্রমে মুনি করেন প্রতিগমন ॥
 আবাহন করি' তবে বিপ্র-রমণীগণে । বিভূষিত করা'লেন চাক্র বাসে আভরণে ॥ ২
 তার পর ডাকাইয়া সখবা-ললনগণ । রু'চমত পারায়ে করিলেন বিতরণ ॥
 ভূত্যের পুরস্কার হ'ল সব বিধিমত । দিলেন ভূপতি তাঁ'ই যা'র রুচি যেইমত ॥ ৩
 প্রিয় আশ্রয় আর পূজনীয় অভ্যাগতে । সম্মান নরপতি দিলেন উচিত মতে ॥
 দেবতার-দেব-গণ রামের বিবাহ হের' । বাখানিয়া উৎসবে কুশুম-বরষা করি' ॥ ৪

দো—নাগারা বাজা'য়ে নিজ নিজ ধামে যা'ন পুলকের ভরে ।
 ত্রিারমের যশ এ তাঁ'হারে গা'ন হৃদে প্রেম নাহি ধরে ॥ ৩৫৩

চৌ—সববিধি সবাকার সমাদর-অস্তুরে । নৃপতির প্রাণে মহা উৎসাহ উঠে ভ'রে ॥
 সকলের শেষে নৃপ আসিয়া নিজ ভবন । নিরঞ্জন সন্তান-সহ যত বধূগণ ॥ ১
 স্নেহে গদগদ হ'য়ে আপন কোলে বসান । কে ব'লে বুঝা'বে কত অশ্রু ভরে তাঁ'র প্রাণ ॥
 বধূগণে প্রেমভরে বসাইয়া ক্রোড় 'পর । বার বার প্রীতমনে করেন মহা আদর ॥ ২
 স্নেহ-সমারোহ হেরি' রাণীবাস পুলকিত । হরষ পবার প্রাণে হ'য়ে গেল প্রতিষ্ঠিত ॥
 তখন কহেন রাজা বিবাহ কেমন হ'ল । শুনি' প্রাণ সবাকার হরষ-সরে ডুবিল ॥ ৩
 জনক-রাজার শীল কীর্তি মহিমা-কথা । প্রণয় তাঁহার রীতি সম্পদ গুণ-গাথা ॥
 ভাট-সম করিলেন বহু গুণ-কীর্তন । তাঁ'র যশোগান শুনি' রাণীরা মোদিত মন ॥ ৪

দো—সুতগণ সনে স্নান করি' রাজা ডাকা'ন বিপ্র স্ত্রীতি ।
 করিতে ভোজন বিবিধ প্রকার পাঁচ ঘড়ি হ'ল রাত্রি ॥ ৩৫৪

চৌ—মঙ্গল-গান করে সুন্দরী স্নোচনী । সুখ-মূল মনোহরা সমাগতা নিশীথিনী ॥
 আচমম করি' পাণ সকলে গ্রহণ করে । মালা স্রজি মাখি' অপরূপ শোভা ধরে ॥ ১

আদেশ করিয়া লাভ রামে করি' দরশন । নতি করি' নিজ বাসে সকলে করে গমন ॥
 যে প্রেম প্রমোদ তথা যে বিনোদ মহানতা । সময় সমাজ আর যতেক মনোহারিতা ॥ ২
 নারেন ফুরা'তে ব'লে শত বীণাপাণি শেষ । আগম চতুরানন শঙ্কর কি গণেশ ॥
 আমি তবে কি প্রকারে বরণন করি তা'য় । ভূমিনাগে* ধরা শিরে ধরিতে বল কোথায় ॥ ৩
 সব-ভাবে নৃপ সবে সম্মান করি' দান । মুহূভাবে মহিষীরে করিলেন আহ্বান ॥
 বয়সে বালিকা বধু এসেছে পয়ের ঘরে । রেখ'যথা আঁখি-পাতা চ'খে রাখে বুকে পুরে' ॥ ৪

দো—আন্ত বালিকা ঘুমেতে কাতরা শয়ন করাও তা'রে ।
 বলি' যা'ন নিজ বিরাম-আগারে রাম-পদ ছদে ধ'রে ॥ ৩৫৫

চৌ—নৃপতি-বচন শুনি' স্বভাবতঃ সুন্দর । বিছা'ন শয়ন রাণী মণিময় মনোহর ॥
 দুহ্মফেন-সম স্বেত পাতিলেন আস্তরণ । কোমল কলিত নানা অতি চারু-দরশন ॥ ১
 চারু উপাধান-শোভা বাখান না করা যায় । মণি মন্দিরে মালা সুরভি মন মাতায় ॥
 রতন-প্রদীপ আর চাঁদোয়ার শোভা কত । যেবা দেখে সেই জানে ভাষা রহে মুক-মত ॥ ২
 রুচির শয়ন পাতি' রামে যাতা উঠাইয়া । অতীব আদরভরে দেন তাঁ'রে শোয়াইয়া' ॥
 শ্রীরাম আদেশ দেন বার বার ভ্রাতাগণে । শু'লেন তখন তাঁ'রা নিজ নিজ সু-শয়নে ॥ ৩
 নিরখি' শ্যামল মুহু-মঞ্জুল কলেবর । কহেন জননীগণ প্রেমে ভরা অন্তর ॥
 পথেতে যাইতে সেই মায়াবিনী তাড়কায় । কেমনে বধিলে তাত কহ আমা-সবাকায় ॥ ৪

দো—ঘোর নিশাচর বীর-ধুরন্ধর সমরে না গণে কা'রে ।
 কেমনে মারিলে সে খল মারীচে স-সহায় সুবাহুরে ॥ ৩৫৬

চৌ—বলিহারি যাই তাত মুনির প্রসাদ-বলে । বিভূর কৃপায় বহু বিপদ যাইল চ'লে ॥
 দুই ভাইয়ে মুনি-বাগ করি' সংরক্ষণ । গুরুর প্রসাদে বিজ্ঞা কর সব অর্জুন ॥ ১
 মুনির ঘরগী পদধূলি পেয়ে ত্রাণ পায় । ভরিল ভুবন ভব বিমল যশ-বিভায় ॥
 কুর্শ-সীঠ বজ্র আর কঠোর পাথর হ'তে । ভাঙ্গিলে হরের ধনু নৃপতি-সভা মাঝেতে ॥ ২
 বিশ্ববিজয়-যশ জানকীরে লাভ ক'রে । ভ্রাতার বিবাহ-শেষে আসিলে আলায়ে কিরে' ॥
 মানব-কমতাভীত কন্ধ্য তোমার সব । কৌশিকী প্রসাদেই হয় তাহা সম্ভব ॥ ৩
 হে তাত নিরখি' তব অমল মুখ-কমল । ধরায় জনম আজ মোদের হ'ল সফল ॥
 তব দরশন বিনা যত দিন গেল হায় । আয়ু-মাঝে ধাতা যেন না আনেন গণনায় ॥ ৪

দো—জননীগণেরে তুষেন শ্রীরাম বিনীত বর-কথায় ।
 হর গুরু বিজ- চরণ স্মরিয়া লীন হন নিজায় ॥ ৩৫৭

চৌ—নিজিত মুখখানি সে ও এত শোভা পায় । কমল শোভিছে যেন দিবসের সন্ধ্যায় ॥
 ঘরে ঘরে জাগরণ করিছে রমণীগণ । করিতেছে এ উহারে শুভ-গালি বরণ ॥ ১
 সখীয়ে হেরিয়া রাণী ক'ন কর দরশন । পুরীতে রজনী আজ কি শোভা করে ধারণ ॥
 শান্তীরা শো'ন ল'য়ে সুন্দরী বধুগণে । কণী যেন শিরোমণি হৃদয়ে রাখে গোপনে ॥ ২
 পুণ্য-প্রভাতে প্রভু করিলেন নিজা দূর । অরুণ-চুড়েরা* যবে করে রব অমধুর ॥
 মাগধ ভাঁটেরা করে মহিমার কীর্তন । বন্দনা তরে ঘারে আসে যত পুরজন ॥ ৩
 বন্দনা করি' দ্বিজ সুর গুরু পিতামাতা । আশীষ করিয়া লাভ প্রমোদিত সব ভ্রাতা ॥
 মাতারা আদর ভরে চেয়ে র'ন মুখ পানে । তখন বাহিরে সবে যা'ন নৃপতির সনে ॥ ৪

দৌ—শুচি হ'য়ে সব স্বাভাবিক শুচি পুণ্য-সরিতে নৈ'য়ে ।
 সন্ধ্যাদির শেষে পিতার নিকটে আসিলেন চারি ভাইয়ে ॥ ৩৫৮

চৌ—হোরয়া তাঁদের নৃপ করিলেন আলিঙ্গন । বসিলেন হর্ষে পে'য়ে নৃপতি-অমুশাসন ॥
 রামে দরশন করি' জুড়ায় সভায় সব । নয়ন সফল হ'ল করি' এই অমুভব ॥ ১
 বশিষ্ঠ কৌশিকী মুনি আসিলেন তা'র পর । নৃপতি আসন 'পরে বসালেন মনোহর ॥
 চরণ ধরিয়া পূজা করিলেন স্মৃত-সনে । অমুরাগে চুই গুরু চেয়ে র'ন রাম-পানে ॥
 বশিষ্ঠ করেন ধর্ম্ম-ইতিহাস বরণ । শুনেন ধরণীপতি সহিত মহিষীগণ ॥
 মুনিমন-অগোচর কৌশিকী-কীর্ত্তিচয় । মোদিত বশিষ্ঠদেব দেন বহু পরিচয় ॥ ৩
 মুনি বামদেব ক'ন প্রকৃত এ কথা যত । বিশ্বামিত্র-কীর্ত্তি পূত ত্রিভুবন-বিখ্যাত ॥
 এ কথা শ্রবণ করি' সকলে হরষ-প্রাণ । শ্রীরাম-লক্ষ্মণ-প্রাণে পুলকের বহে বান ॥ ৪

দৌ—আনন্দ মঙ্গল উৎসবে নিত দিনরাত হেন যায় ।
 অযোধ্যায় ভরা আনন্দের বান দিন দিন বেড়ে' যায় ॥ ৩৫৯

চৌ—শুভদিনে কখন হাতের হইল খোলা । লাগে মঙ্গল কুল বিনোদের মহামেলা ॥
 নিত নব মুখ হেরি' দেব লালায়িত-প্রাণ । কোশলে জনম লাভ বিধি-পাশে বর চা'ন ॥ ১
 নিত্যই গাধীসুত চ'লে যে'তে ইচ্ছিত । রামের বিনয়ে প্রেমে হয় তাহা নিবারণিত ॥
 প্রতিদিন সাঙ্ঘকী ভাব হেরি' নৃপতির । করেন গুণামুবাদ কৌশিকী মুনি ধীর ॥ ২
 অবশেষে একদিন বিদায় যাচেন মুনি । হ'ন দণ্ডায়মান স্মৃত সনে নৃপ শুনি' ॥
 ক'ন নাথ আপনারি এ সকল বৈভব । স্মৃতপরিবার-সহ আসি দেব দাস তব ॥ ৩
 থাকে যেন ইহাদের 'পরে স্নেহ চিরকাল । দরশন পাই যেন মাঝে মাঝে হে দয়াল ॥
 এ কথা বলিয়া রাজাসহ স্মৃত সহ রাণী । পড়েন চরণ 'পরে মুখে নাহি আসে বাণী ॥ ৪

বহুবিধ আশীর্বাদ দিলেন মহর্ষিবার । বুঝা'বে সে প্রীতি-রীতি কেবা হেন গুণধর ॥
 প্রেমের সহিত রাম সব ভাইয়ে সাথে ল'য়ে । ফিরেন আদেশ লভি' তাঁ'রে আশু বাড়াইয়ে ॥৫

দো—শ্রীরামের রূপ নৃপের ভকতি বিবাহের মহানন্দ ।
 বাখান করিতে করিতে চলেন প্রীত গাধিকুল-চন্দ ॥ ৩৬০

চৌ—বামদেব আর রঘুকুল-গুরু মহাস্ত্রানী । মুনি বিখ্যামিত্র-কথা কহেন পুনঃ বাখানি' ॥
 মুনির মহিমা শুনি' নরপতি নিজ চিতে । আপন স্মৃতি-কথা লাগিলেন আলোচিতে ॥ ১
 নৃপাদেশে যায় সবে আপন আপন ঘরে । স্তুতগণ-সনে রূপ আসিলেন অন্তঃপুরে ॥
 যথা তথা সবে রাম-বিবাহের গান করে । শ্রীরামের পুত যশে এ তিন ভুবন ভরে ॥ ২
 বিবাহ করিয়া রাম আসিলেন যদবধি । চরম করিল বাস কোশলেতে তদবধি ॥
 প্রভু-পরিণয়ে যত হ'ল সুখ-উৎসব । কহিবারে অপারগ শেষ আর বাণী সব ॥ ৩
 শ্রীরাম-সীতার যশ বিপুল মঙ্গল-খনি । কবি-জীবনেরে সদা পাবন-কারিণী জানি' ॥
 সু-পাবন নিরমল করিতে বাণী আপন । বাখান করিয়া কিছু করিলাম বরণন ॥ ৪

ছ—নিজ বাণী পুত করিবার ভরে শ্রীরামের যশ তুলসী গায় ।
 শ্রীরাম-চরিত অপার সাগর কোন্ কবি পার পাইল তা'র ॥
 উপবীত পরি- গয়-উৎসব শুনি' যেই জন আদরে গা'বে ।
 বৈদেহী-রাম- প্রসাদে সে জন সর্বদা সুখ পরাগে পা'বে ॥

শ্রীরাম-চরিতকথা শ্রবণ-কথনের মহিমা

সো—সীতা-রঘুবীর উদ্ধাহ প্রেমে যেবা শুনে করে গান ।
 সদা তা'র র'বে উৎসাহ রঘুমণি-যশ শুভ-ধাম ॥ ৩৬১ .

কলিযুগের সমস্ত পাপধ্বংসকারী শ্রীরামচরিত-মানসের এই প্রথম সোপান সমাপ্ত হইল ॥

(বালকাণ্ড সমাপ্ত)

শ্রীগণেশায় নমঃ

শ্রীজানকীবল্লভের জন্ম

শ্রীরামচরিত মানস

দ্বিতীয় সোপান

অযোধ্যা কাণ্ড

শ্লোক—যাঁ'র চারু অঙ্কোপরে	শোভিল ভূধরসুতা	মস্তকে ত্রিদিব-শ্রোতস্বিনী
বালবিধু ভালে যাঁ'র	হলাহল কণ্ঠদেশে	অহিরাজ বন্ধের উপর ।
বিভূতি-ভূষণ সেই	সকল সংহারকারী	সর্বেশ্বর দেবতা-অগ্রণী
সর্বগত সদাশিব	করুন রক্ষণ মোরে	ইন্দু-নিভকাস্তি শ্রীশঙ্কর ॥ ১

সংহাসন আরোহণে যাঁ'র প্রসন্নতা নাহি	অথবা অরণ্যবাসে নহে মন পরিল্লান ।
আনন-কমলশ্রী সে রঘুকুল-মোদন	করুন আমারে সদা কৃতির কল্যাণ দান ॥ ২
নীল নারজ-শ্রাম কোমল অঙ্গধারী	অধিকৃঢ়া বামভাগে জানকী সুষমা-ধনি ।
ধৃত কর চারু ধমু ভীষণ শায়ক আর	চরণে প্রণতি তাঁ'র রাম রঘুবংশ-মণি ॥ ৩

দো—শ্রীগুরু-চরণ-সরোজের রঞ্জে	মন-মুকুরেরে মাজি' ।
চারিফল দাতা পূত রাম-যশ	বর্ণিব আমি আজি ॥

চৌ—বিবাহ করিয়া রাম আসিলেন যবে হ'তে ।	নিত নব মঙ্গল প্রমোদ ভখন হ'তে ॥
চতুর্দশ লোক-রূপ মহা বিটপীর 'পরে ।	সুকৃতি-মেঘের হ'তে সুখ-বারি সদা ঝরে ॥ ১
ঋদ্ধি সিদ্ধি সম্পদ মনোহর নদী যত ।	প্লাবন-আকারে সিদ্ধু-অযোধ্যায় সমাগত ॥
সে সাগরে মণি সব পুঞ্জাতির নরনারী ।	পুর্ণিত সকল ভাবে মহামূল্য মনোহারী ॥ ২
নগর-বিভব কিছু মুখে নাহি কথা যায় ।	বিধাতার কারুকলা-সীমা ব'লে মনে হয় ॥
রামচন্দ্র-মুখচন্দ্র কারিয়া অবলোকন ।	সব বিধি সুখে সব পুরবাসী নিমগন ॥ ৩
মোদিতা জননী যত সব সখী সহচারী ।	ফলবতী হেরি' মনোবাসনার বল্লরী ॥
শ্রীরামের রূপ গুণ বিনয় স্বভাব-গতি ।	দেখে' শুনে' প্রমোদিত দশরথ নরপতি ॥ ৪

দো—সকলের হৃদে	এই অভিলাষ	মহেশে মান্ত করে ।
জীবন কালেতে	সুবরাজ-গদ	দেন নৃপ রঘুবরে ॥ ১

রাম-রাজ্যাভিষেকের আয়োজন

চৌ—এক দিন পাত্রমিত্র সহিত নিজ সমাজ । বিরাজিত সভামাঝে রঘুকুল-মহারাজ ॥
 মূর্ত্তিমান্ পুণ্য যেন দশরথ নরপতি । শুনিয়া শ্রীরাম-যশ মোদিত অন্তরে অতি ॥ ১
 সামন্ত-নৃপতি রহে তাঁ'র কৃপা-অভিলাষে । লোকপাল(৬) মুখ চেয়ে পূর্ণ করে মন-আশে ॥
 এ তিন ভুবন মাঝে তিন কালে কোন জন । দশরথ-সম ভাগ্য না লভিল কদাচন ॥ ২
 সকল শুভের মূল শ্রীরাম বাঁ'র তনয় । যাহা কিছু বল তা'ই অতি লঘু মনে হয় ॥
 অজানিতে নরপতি করে ল'য়ে দর্পণ । মুকুট করেন সোজা হেরিয়া নিজ আনন ॥ ৩
 দেখেন কাণের পাশে খেতরং হ'ল কেশ । জরা দেখা দিয়া যেন দেয় এই উপদেশ ॥
 রামে যুবরাজ-পদে নৃপতি করি' নিয়োগ । জনম-লাভের ফল কেন নাহি কর ভোগ ॥ ৪

দৌ—এ বিচার হৃদে নিশ্চয় করি' সুদিন সুক্লগ পে'য়ে ।
 প্রেমে কুলকায় প্রমোদিত মন গুরুরে কহেন গিয়ে ॥ ২

চৌ—শুন মুনিরাজ নৃপ করিলেন নিবেদন । সকল বিষয়ে রাম যোগ্য এখন হন ॥
 সেবক সচিব মম সকল নগরীবাসী । অরাতি কি সখা যত অথবা যা'রা উদাসী ॥ ১
 সকলেরি প্রিয় রাম সে মোর প্রিয় যেমন । তব আশীর্ব্বাদ যেন শরীর করে ধারণ ॥
 হে প্রভু সকল দ্বিজ সহ নিজ পরিবার । আপনারি মত স্নেহ তা'র 'পরে সবাকার ॥ ২
 গুরুর রচণ-রেণু যোজন মাথায় ধরে । সেজন বিভব সব আপনার বশ করে ॥
 মোর সম আর কেহ নাহি করে অনুভব । ঐ পুত ধূলি পুজি' আমার যা' কিছু সব ॥ ৩
 এখন আমার মনে শুধু এই অভিলাষ । জানি তব কৃপাবলে পূর্ণ হ'বে সেই আশ ॥
 মোদিত মহর্ষি হেরি' স্বাভাবিক রাজ-প্রীতি । কহিলেন কহ কিবা রাজ-আজ্ঞা মহামতি ॥ ৪

দৌ—হে রাজন্ তব নাম আর যশ পুরায় সকল আশ ।
 কলানুগমন করে নৃপমণি তব মন-অভিলাষ ॥ ৩

চৌ—প্রাণে করি' অনুভব তুষ্ট গুরু সব তাঁতি । কহিলেন নৃপবর বচন মধুর অতি ।
 রামে যুবরাজ-পদে বসাইব মহাশ্বন । কৃপা করি' আজ্ঞা দিলে করি' সব আয়োজন ॥ ১
 জীবিত থাকিতে হয় এই মহা-উৎসব । নয়ন পাওয়ার ফল পায় লোকজন সব ॥
 সব আশা পূরা'লেন তোমার প্রসাদে হর । একমাত্র এই আশা আছে বাকী যদি 'পর ॥ ২
 এর পরে নাহি খেদ এ শরীর থাক্ যা'ক্ । পরে যাহে অনুতাপ না করে এ মনে থাক্ ॥
 মূনিবর নৃপাতর শুনি' বাণী মনোহারী । আনন্দ মঙ্গল-মূল আর প্রাণ তৃপ্তিকারী ॥ ৩
 'ক'ন যে বিমুখ হ'লে অনুতাপে দহে মন । বাঁহার ভজন বিনা না যায় হৃদি-জ্বলন ॥
 হ'য়েছেন স্মৃত্ত তব সেই ত্রিলোকের স্বামী । সুবিমল ভকতির বিনি সদা অনুগামী ॥ ৪

দৌ—বিলম্ব রাজন্ নাহি কর আর কর সব আয়োজন ।
যখনি শ্রীরামে বসাবে আসনে সেই অতি শুভক্ষণ ॥ ৪

চৌ—প্রমোদিত মহীপতি আসেন ভবনে ফিরে । সুমন্ত্র সচিবে ভৃত্যে ডাকা'লেন দ্বারা ক'রে ॥
জয় জীব বলি' মন্ত্রী নমিত করেন শির । মঙ্গলময়ী বাণী শুনা'ন নৃপতি ধীর ॥ ১
পাঁচজনে যদি ইহা করেন অনুমোদন । রামের তিলক দানে হর্ষে কর আয়োজন ॥ ২
এ পরম প্রিয়বাণী শুনি' মন্ত্রী প্রমোদিত । অভিমত বৃক্ষে যেন হইল বারি পতিত ॥
ষোড়শ করি' মন্ত্রী বিনয় সহিত ক'ন । কোটিবর্ষ পরমাধু হ'ক তব হে রাজন্ ॥ ৩
জগ-মঙ্গলকর অতি সৎ-ইচ্ছা এই । স্বরিতে সাধহ কাজ ঝিলস্বতে কাজ নেই ॥
সচিবের বাণী শুনি' নৃপতি প্রসন্ন-মন । বর্ধমানা লতা পায় শাখার অবলম্বন ॥ ৪

দৌ—কহেন নৃপতি যেমন যেমন আজ্ঞা দেন মুনিবর ।
রাম-অভিষেক- কারণে তেমনি আচরিতে সত্বর ॥ ৫

চৌ—হরষেতে ফুল মুনি কহিলেন মুহূর্ত্তরে । সকল তীর্থের বাঁরি আজ্ঞা কর আনিবারে ॥
ফলমূল নানা ফুল ওষধি ও পল্লব । মঙ্গল-দ্রব্য বহু গণি' নাম দেন সব ॥ ১
চামর বসন যুগচন্দ্র বিবিধ ভাঁতি । লোম চীনাংশুক বাস কত অগণিত জাতি ॥
নানা মণি অস্ত্রবিধ মাজুলিক দ্রব্যচয় । রাজ্য-অভিষেক তরে ব্যবহার যাহা হয় ॥ ২
বেদের বিহিত বিধি কহিয়া দিলেন ব'লে । সাজাও সমগ্র পুরী মণ্ডপে ফুলদলে ॥
ফলসহ সহকার গুণাক্ কদলী আর । রোপণ নগরী-পথে কর' জুড়ি' চারিধার ॥ ৩
রচহ মঞ্জু মণি-আলিপনা মনোহর । ব'লে দাও সাজাইতে ছাট বাট সত্বর ॥
কুলদেব গণপতি গুরু কর' অর্চন । সকল প্রকার সেবা পা'ন যেন ব্রাহ্মণ' ॥ ৪

দৌ—ধ্বজে পতাকায় কলসে তোরণ সাজাও তুরগ গজে ।
মুনিবর-বাণী ধরিয়া মাধায় লাগিল যে যা'র কাজে ॥ ৬

চৌ—যাহারে আদেশ, যাহা দেন মুনি-অধীশ্বরে । সে যেন আগেই তাহা রেখেছিল শেষ ক'রে ॥
দ্বিজ সাধু সুরগণে আরাধেন মহারাজ । রাম-কল্যাণে সব করেন মঙ্গল কাজ ॥ ১
রাম-অভিষেক এই মোহন বারতা শুনি' । অযোধ্যায় ঘোররবে উঠে নানা বাজধ্বনি ॥
শ্রীরাম সীতার কায় হয় শুভ-লক্ষণ । শুভ-অবয়বে সব হ'তে থাকে স্পন্দন ॥ ২
মদিত-পরাণে দৌহে করিছেন বলাবলি । ভরত আসিছে তা'ই এই শুভ চিহ্নাবলী ॥
বহুদিন গত হ'ল হয় মন উচাটন । প্রিয়-সম্মিলন হ'বে তা'ই শুভ নিদর্শন ॥ ৩
জগতে ভরত সম প্রিয় আর কে আমার । এরি তরে অঙ্গ নাচে তা' ছাড়া কি হ'বে আর ॥
কুশের অণ্ডোপরে যথা রহে সদা মন । রামের ভ্রাতার তরে নিশিদিন উচাটন ॥ ৪

দো- -হেন কালে পে'য়ে
চাঁদ বাড়ি দেখি'

প্রাণের বারতা
লহরী-বিলাস

মেতে' উঠে পুরী হেন ।
পারাবারে খেলে যেন ॥ ৭

চৌ—প্রথম যে এ বারতা অন্তঃপুরে শুনাইল । কত বাস আভরণ পুরস্কার সে লভিল ॥

প্রেমে কায়ে পুলকন মন মাতে অমুরাগে । শ্রীত মনে শুভঘট সাজা'তে সকলে লাগে ॥ ১

সুমিত্রা লক্ষ্মণ-মাতা দেন চাক্র আলিঙ্গন । বহুবিধ মণিময় অতি তাঁর গুণগণা ॥

কৌশল্যা জননী-মন মগন আনন্দ-সরে । দান দেন বহু বিপ্রের আদরে আহ্বান ক'রে ॥ ২

পুরী-অধিষ্ঠাত্রী দেবী পূজিলেন সুর নাগ । মানত করেন দিব আরবার বলি-ভাগ ॥

যেমত প্রকারে হয় শ্রীরামের কল্যাণ । করুণা করিয়া সবে কর এই বরদান ॥ ৩

মঙ্গল-গান গান পিকবর-ভাষিণী । ইন্দু-বদনাগণ মৃগ-শিশু লোচনী ॥ ৪

দো—রাম-অভিষেক

করিয়া শ্রবণ

পুলকিত নরনারী ।

লাগে সাজাইতে

মঙ্গল-সাজ

বিধি শ্রীত এ বিচারি' ॥ ৮

চৌ—তখন অযোধ্যাপতি ডাকা'ন মহর্ষিবরে । রামে উপদেশ দিতে মহলে পাঠান তাঁ'রে ॥

আসি'ছেন গুরুদেব বার্তা পেয়ে রঘুবীর । দ্বারে আসি' মুনিপদে নমিত করেন শির ॥ ১

গৃহ মাঝে আনি' অর্ঘ্য সাদরে করি' প্রদান । ষোড়শোপচারে পূজি' করেন সম্মান দান ॥

অনন্তর সীতাসনে করেন পদ ধারণ । কোকনদ-কর জুড়ি' ক'ন রাম এ বচন ॥ ২

সেবকের আবাসেতে প্রভুর চরণ ধূলি । যদিও মঙ্গল-মূল বিনাশে অন্তঃভাবলী ॥

তথাপি আদরে মোরে আপন চরণতলে । উচিত 'পাঠান' ডেকে' নীতি এই কথা বলে ॥ ৩

প্রভুতা ত্যাজিয়া প্রভু দেখা'লেন যেই স্নেহ । তাহাতে পবিত্র আজ হইল দাসের গৃহ ॥

কি কাজ করিব প্রভু করুন আদেশ দান । প্রভু-সেবাতেই শুধু ভৃত্যের কল্যাণ ॥ ৪

দো—প্রেমে ভিজা বাণী

শুনি' মুন ক'ন

প্রশংসিয়া রঘুমণি ।

হংস-বংশ অব-

তংস রাম কেন

হেন না কহিবে তুমি ॥ ৯

চৌ—শ্রীরামের গুণ শীল স্বভাব কহার পর । প্রেমে পুলকিত কায় কহেন মহর্ষিবর ॥

মহারাজ করি'ছেন অভিষেক-আয়োজন । যুবরাজ-পদ তোমা দিতে তাঁ'র হয় মন ॥ ১

সব সংযম রাম পালন করহ আজ । কুশলে নির্বাহ যাহে হয় এই শুভকাজ ॥

উপদেশ দিয়া গুরু ফিরে' যা'ন নৃপ-পাশে । শুনিয়া রামের মনে এই বিস্ময় আসে ॥ ২

এক(ই) সাথে আসিলাম সব ভাই ধরাতলে । শয়ন ভোজন বালকীড়া সব সমকালে ॥

কর্ণবেধ উপবীত পরিণয়-অমুষ্ঠান । এক(ই) সাথে সমারোহে হ'ল সব সমাধান ॥ ৩

অমলিন কূলে এই এক অমুচিত কাজ । ভ্রাতাগণে ফেলি' শুধু বড় হ'বে যুবরাজ ॥

তুলসী জানায় প্রেম-ভরা খেদ এ প্রভুর । করুক ভকত-মন হ'তে কুটিলতা দূর ॥ ৪

দো—সেই অবসরে
প্রিয়-সন্তাষণ

আসেন লক্ষ্মণ
করি' প্রভু তাঁ'র

প্রেমে সুখে ভরা প্রাণ ।
করিলেন সন্মান ॥ ১০

চৌ—বিবিধ বিধানে নানা বাস্তবাজে অবিরত । নগরের সে হরষ বর্ণনা হ'বে কত ॥

সবে প্রার্থনা করে ভরতের আগমন । করুন আসিয়া স্বরা সফল নিজ লোচন ॥ ১

হাটে বাটে ঘরে পথে যথা তথা লোকজন । শুধাইছে পরস্পরে শুধু এক এ বচন ॥

এই শুভলগ্ন কাল ক'টার সময় হ'বে । আমাদের অভিলাষ পূরা'বেন বিধি যবে ॥ ২

জানকীরে সাথে করি' কনকের সিংহাসনে । বসিবেন রাম দেখি' শাস্তি আসিবে প্রাণে ॥

সবাই ত' বলে হেথা কখন আসিবে কাল । ওদিকে করেন জোট দেবতা যত কুচাল ॥ ৩

অযোধ্যার এই সুখ তাঁ'দের না প্রাণে সয় । চোরের চাঁদিনী রাত যেমন কুমনে হয় ॥

বাণীরে আহ্বান করি' করেন সবে বিনয় । বারবার জড়াইয়া লুটা'য়ে পড়েন পায় ॥ ৪

দো—দারুণ বিপদ

হেরি' আমাদের

কর মাতা তা'ই আজ ।

রাজ্য ছাড়ি' যাহে

রাম বনে যা'ন

হয় দেবতার কাজ ॥ ১১

চৌ—বাগ্‌দেবী দেব-স্তুতি শুনি' ক'ন খেদ-সাথ । হ'তে হ'বে পদ্যবনে আমারে তুষার-রাত ॥

এ শুনি' দেবতা পুনঃ ক'ন মিনতির সনে । তিল দোষ তব মাতা না লাগিবে এ কারণে ॥ ১

হর্ষ অথবা শোক-অতীত শ্রীভগবান্ । তুমি ত' জান' মা সব রামের চরিত-গ্রাম ॥

নিজ কর্মবশে জীব হুঃখ সুখ-ভাগ পায় । অতএব দেব-হিতে যাও তুমি অযোধ্যায় ॥ ২

বারেবারে পায়ে ধরি' দেবতার ফেলে লাজে । নিরুপায় যা'ন বুঝি' নীচমতি মনোমাঝে ॥

উর্দ্ধে নিবাস বটে কার্য্য সব নীচ অতি । পরের বিভব প্রাণে সজিতে নাহি শক্তি ॥ ৩

আবার ভাবেন মনে মহাকবি এর তরে । আমার শরণ নিতে করিবেন সাধ পরে ॥ ৪

হরষে অযোধ্যা তবে করেন বাণী গমন । কু-গ্রহ শরীর ধরি' যেন করে আগমন ॥ ৪

দো—মহুরা নামে

কৈকেয়ী-দাসী

অপযশ-ঝাঁপি

করিয়া ভারতী

ফিরা'ন তাহার মতি ॥ ১২

চৌ—মহুরা প্রেমে পুরী সাজে উৎসব-সাজে । অবশের সুখকর শুভদ বাজনা বাজে ॥

সবারে জিজ্ঞাসা করে কেন এই উৎসাহ । রাম-অভিষেক শুনি' হৃদয়ে লাগিল দাহ ॥ ১

সেই নীচ কুল-জাতা কুসতি ডাবিল মনে । রজনীর মাঝে বিশ্ব ঘটিবে এতে কেমনে ॥

কুটিল কিরাণী মধু দেখিয়া ভাবে যেমন । কেমনে সে মধুচক্র করিবে অপহরণ ॥ ২

মান-অন্তরে যায় ভরত-মাতা সনন । উদাস কি হেতু হেলি হাসিয়া কেকয়ী ক'ন ॥

করে না উত্তর কোন শুধু দীর্ঘশ্বাস লয় । রমণী-স্বভাব মত হুন্‌মনে ধরা বয় ॥ ৩

বড় কথা ক'ল তুই রাণী হেসে তা'রে ক'ন । লক্ষ্মণ দেছে শিক্ষা এই লয় মোর মন ॥

তথাপি না মুখে কথা কিছু আনে সে পাপিনী । নিঃশ্বাস ফেলে শুধু যেন কাল-ভুজগিনী ॥ ৪

দো—ভয় পেয়ে' তবে
লক্ষ্মণ রাম

রাণী ক'ন কেন
শক্রের শূনি'

কুশলে ত' মহীপাল ।
কুঞ্জী-বুকে বিঁধে শাল ॥ ১৩

চৌ—বলে মা আমায় কেহ কেনই বা শিক্ষা দিবে। কাহার বলেতে মুখে বড় কথা বা'র হ'বে ॥
যুবরাজ-পদে যা'রে বসি'বেন মহারাজ । সেই রাম বিনা কা'র কুশল হইবে আজ ॥ ১
আজ বিধি সবদিকে সহায় কৌশল্যা'পরে । এ দেখে' তাহার বুকে গর্ব নাহিক ধরে ॥
নিজেরই দেখ না গিয়ে কি শোভা হ'ল এখানে । যা' হেরে দারুণ দুখ হ'য়েছে আমার মনে ॥ ২
বিদেশে রহিল স্মৃত কোন চিন্তা তব নাই । ভাব' মনে স্বামী তব বশীভূত সর্বদাই ॥
তোমার ত' প'ড়ে প'ড়ে ঘুমানই ভাল লাগে । রাজার এ চতুরতা নাহি পড়ে আঁখি-আগে ॥ ৩
প্রিয়কথা শুনি' জানি' মলিন মন্তরা-মন । চুপ করু তিরস্কার-ভাষে তা'রে রাণী ক'ন ॥
পুনঃ যদি হেন কথা ক'স করি' গলা জোর । রে ঘর-ভাঙ্গানি জিত টানিয়া ছেঁড়াব তো'র ॥ ৪

দো—কাণা খোঁড়া আর
বিশেষ রমণী

যত কুঁজো আছে
আর দাসী বলি'

কুটিল কু-চাল জানি ।
মুহু হাসিলেন রাণী ॥ ১৪

চৌ—পরে ক'ন শিক্ষা তোরে দিলাম প্রিয়-বাদিনি। স্বপনেও তো'র 'পরে কুপিত নহিক আমি ॥
সুমঙ্গল-প্রদ হ'বে সেই শুভদিন মোর । যে দিন প্রকৃত সত্য হ'বে এই কথা তো'র ॥ ১
জ্যেষ্ঠই প্রভু আর লঘু অনুচর তা'র । দিনকর-কুলরীতি এই অতি চমৎকার ॥
রাম-অভিষেক যদি প্রকৃত কালই হ'বে । বলু তো'র কিবা চাই তা'ই আমি দিব তবে ॥ ২
স্বাভাবিক ভাবে রাম-সকাশে জননীগণ । সমান তাহার প্রিয় কৌশল্যা মাতা যেমন ॥
বিশেষ আছয়ে টান আমার উপরে তা'র । পরীক্ষা করিয়া তাহা হ'য়েছে দেখা আমার ॥ ৩
কৃপা করি' বিধি যদি জন্ম দেন পুনর্ব্বার । তবে যেন রাম পুত্র হ'ন সীতা বধু আর ॥
প্রকৃতই রাম মোর প্রাণ হ'তে প্রিয়তর । তা'র অভিষেকে তো'র রোষ এ কেমনতর ॥ ৪

দো—দিব্য ভরতের
আনন্দের দিনে

ঠিক সত্য করি'
করিসু রোদন

ছাড়িয়া কপট ছল ।
কারণ আমায় বল ॥ ১৫

চৌ—একবার বলিতেই পুরাইলে সব আশে। এখন অপর জিভে বলি কিছু তব পাশে ॥
এ পোড়া কপাল মোর ভাস্জিবারই যোগ্য বটে । কহিতে যাইয়া ভাল তোমার দুখই ঘটে ॥ ১
সত্য মিথ্যা মিশা'য়ে যে মন-রাখা কথা কয় । সে কথাই তব পাশে ভাল লাগে অতিশয় ॥
আমিও এবার হ'তে মন-রাখা কথা ক'ব । তা' না হ'লে দিনরাত মুখ বুজে চুপ র'ব ॥ ২
বিষাতা পরের বশ ক'রেছে-কুরূপা ক'রে । তা'ই পাই এ জনমে যা এসেছি দান ক'রে ॥
হ'ক না যেহয় রাজা তা'তে হানি কি আমার । দাসী বই রাণী আমি হ'ব না ত' কভু আর ॥ ৩
তোমার অ-ভাল আমি চ'খে না পারি দেখিতে । এ স্বভাব-দোষে মোরে হ'বেই ত' জ্বালা পেতে ॥
ক'রেছিষু সুরু তাই কথা বিছু তব পাশে । হ'য়ে গেছে বড় ভুল ক্ষম দেবি মোর দোষে ॥ ৪

দো—অন্নবুদ্ধি রাণী
দেব-মায়া বশে

সে গুঢ় কপট
অরিরে সুজন্ম

রোচক বচন শুনে' ।
ভাবিলেন নিজ মনে ॥ ১৬

চৌ—আদরেতে বারবার কেকয়ী তাঁ'রে শুধান । হরিণী মোহিত যেন শুনি' ব্যাধিনীর গান ॥
ভবিষ্য অমুখায়ী বুদ্ধি তাঁ'র ঘুরে' গেল । হরষে দাসীর প্রাণ মনোরথ সিদ্ধ হ'ল ॥ ১
শুধাইছ বটে তুমি ভয়ে মোর যায় প্রাণ । সংসার-ভাঙ্গানী ব'লে হ'য়ে গেল মোর নাম ॥
বহুভাবে গ'ড়ে ভেঙ্গে জমাইয়ে বিশ্বাস । অযোধ্যাপুরীর শনি কহিল পরে এ ভাষ ॥ ২
তুমি যে কহিলে রাণি নীতা রাম প্রিয় তব । রাম তোমা ভালবাসে সব কথা সম্ভব ॥
কিন্তু যাহা আগে ছিল চ'লে তা' গিয়েছে এবে । সময় ফিরিলে মিতা অরি হয় এই ভবে ॥ ৩
কমল নিকরে করে পালন যে দিবাকরে । জল বিনা সে-ই পুনঃ দহন তাহারে করে ॥
সতীন তোমায় চায় মূল সহ উপাড়িতে । প্রতিকার-বেড়া দিয়ে যত্ন কর বিফলিতে ॥ ৪

দো—সোহাগের জোরে
মনেতে মলিন

মন ভরহীন
মুখে মধু রাজা

রাজা নিজ বশ ভাব' ।
সরল স্বভাব তব ॥ ১৭

চৌ—রামের জননী অতি গভীর চতুরা আর । সুযোগ বুঝিয়া কাজ করিলা সে উদ্ধার ॥
রাজা যে মামার কাছে পাঠাইল ভরতেরে । রামের মায়ের মতে বুঝবে তা' একেবারে ॥ ১
সে জানে সতীন যত সবে তাঁ'র সেবা করে । শুধু ভরতের মা গর্বিবতা পতি-জোরে ॥
কৌশল্যার কাঁটা তুমি তবু কিবা তাঁ'র মনে । কপটতা-সুচতুরা কেবা বল তাহা জানে ॥ ২
সবিশেষ ভালবাসা রাজার তোমার 'পরে । সতীন-স্বভাব বশে চ'খে না দেখিতে পারে ॥
রাজারে বশেতে এনে আপনার জালে ফেলে' । রামের তিলক দেওয়া-দিন ঠিক ক'রে দিলে ॥ ৩
কুলের প্রথার মত রামকেই টীকা দিক্ । সবারি তা' লাগে ভাল আমরা লাগে তা' ঠিক্ ॥
ভবিষ্যৎ ভেবে শুধু আমার প্রাণেতে ভয় । এর ঘোর প্রতিফল ওরে যেন পে'তে হয় ॥ ৪

দো—ভেঙ্গে' গ'ড়ে কোটি
শত সতীনের

কুটিলতা-কথা
গল্প শুনায়

দিল সে কপট বোধ ।
যাহাতে বাড়ে বিরোধ ॥ ১৮

চৌ—ভবিষ্য-বশে প্রাণে বিশ্বাস উপজিল । শপথ সহিত পুনঃ রাণী তাঁ'রে শুধাইল ॥
কুঁজী কয় কি শুধাও এখনো না লয় মনে । নিজ ভাল মন্দ ভাল বুঝেও তা' পশুগণে ॥ ১
একপক্ষ হ'য়ে গেল হয় সব আয়োজন । খবর আমার কাছে তোমার হ'ল এখন ॥
আমার কি চিরকাল তোমার-ই পরি খাই । নাহিক আমার দোষ সত্য বলিতে তা'ই ॥ ২
বানাইয়া যদি বলি মিছে ক'রে নানাখান । তবে যেন সাজা তাঁ'র দেন মোরে ভগবান্ ॥
যদি কাল একবার অভিষেক হ'য়ে গেল । তোমার দুঃখের বীজ জেন' বিধি বুনে' দিল ॥ ৩
ঔঁক কেটে এ তোমারে বলি জোর-গলা ক'রে । হৃদয়ের মাছিটি বাহা হ'লে তুমি একেবারে ॥
ছেলের সাথেতে যদি দাসীপণা করা যায় । তবেই বাড়ীতে থাক' নহিলে নাহি উপায় ॥ ৪

দো—কক্ষ বিনভারে দিয়েছিল ক্লেশ কৌশল্যা তোমায় দেবে ।
ভরতে কারায় খাওয়াবে আরাম লক্ষ্মণ নায়েব হ'বে ॥ ১৯

চৌ—এসব কঠোর কথা শুনিয়া কে কয়-সুতা । কহিতে নারেন কিছু ত্রাস ভরে কুঞ্চিতা ॥
শরীরেতে ঘাম ছুটে কাঁপেন কদলী প্রায় । দশনে রসনা চাপি' তখন কুঁজী দাঁড়ায় ॥ ১
কত কল্লিত কথা রচনা করি' কহিল । ধৈর্য্য ধরহ বলি' প্রবোধ রাগীয়ে দিল ॥
পালটিল রাণী-ভাগ্য কাপট্য লাগিল ভাল । মরাল বকেরে নিজ দরদী বলি' মানিল ॥ ২
রাণী বলে মন্তরা প্রকৃত এ কথা তো'র । নিত্যই নাচে এবৈ দক্ষিণ আঁখি মোর ॥
প্রতিরোতে আজকাল দেখি আমি কুস্বপন । বলিতে একথা তোরে রোজ হই বিশ্বরণ ॥ ৩
কি করিব সহচরি সাদাসিধা মোর প্রাণ । নাহিক আমার কিছু দক্ষিণ-বাম জ্ঞান ॥ ৪

দো—নিজ ইচ্ছায় অস্তাবধি আমি না দিলাম হুখ কা'রে ।
না জানি কি পাপে হুঃসহ হুখে বিধাতা কেলিল মোরে ॥ ২০

চৌ—বরং পিতার ঘরে রহিব জীবন-ভোর । সতীনের দাসীপণা স'বে না জীবনে মোর ॥
দৈব-বিড়ম্বনা বশে শত্রু করে চিরকাল । বাঁচিয়া থাকার চেয়ে মরণ অধিক ভাল ॥ ১
এইমত রাণী বহু বাণী ক'ন সক্রোধে । জ্বীলোক-শূলভ মায়া ছড়ায় কুজা শুনে' ॥
বলে কি ওসব কথা কেন-সারা হও ভেবে' । তোমার সোহাগ-সুখ দিনদিন হু'নো হ'বে ॥ ২
যে জন করিল সাধ তব অতি অ-কুশল । পরিশ্রমে সে-ই জন পা'বে তার প্রতিফল ॥
যে দিন হ'তে মা শুনি কু-ফলির কথা এই । তবে হ'তে দিনে ক্ষুধা আর রাতে ঘুম নেই ॥ ৩
শুখা'য়েছি গণকেরে সে ব'লেছে দাঁড়ি কেটে' । ভরত হ'বেই রাজা এ কথা না মিছে মোটে ॥
কর যদি তবে এক বলিতে পারি উপায় । তোমার সেবার বশ র'য়েছে ত নররায় ॥ ৪

দো—কুয়েতে পড়িতে পতি-পো ছাড়িতে পারি বচনেতে তো'র ।
নিজ-হিতে কেন না করিব যবে ক'স হুঃখ দেখে মোর ॥ ২১

চৌ—কেকয়ীয়ে করি কুঁজী বলির পশু-সমান । কপটতা-ছুরি ছদি-পাথরেতে দেয় শা'ণ ॥
আপন নিকট-হুখে দেখে না কেকয়ী তথা । বলি-পশু নব তৃণ দেখে' জ্বলে' রয় যথা ॥ ১
শুনিতে মন্তরা-বাণী কোমল' কঠোর শেষে । পান-তরে আসে যেন গরল মধুতে মিশে' ॥
দাসী কহে ঠাকরণ সে কথা কি মনে আছে । ব'লেছিলে একদিন এ কথা আমার কাছে ॥ ২
রাজার নিকট হ'তে তুমি হু'টি বর পা'বে । সে হু'টি চাহিয়া আজ নিজ বুক জুড়াইবে ॥
তনয়রে সিংহাসন দাও রামে বনবাস । তার পরে কর ভোগ সতীনের উল্লাস ॥ ৩
ভূপতি জানিবে যুখে রামের শপথ যবে । তখন যাচিবে বর তবে কথা না টলিবে ॥
আজ রাত যদি কাটে অকাজ হ'বে তা' জেন' । মোর কথা প্রাণ হ'তে প্রিয়তর ব'লে মেনো ॥ ৪

দো—কঠোর আঘাত
হ' শিয়ারে কাজ

হানিয়া পাণিনি
করিবে আদায়

কহে যাও কোপ-ঘরে ।

সহজে ছে'ড়োনা তাঁ'রে ॥ ১২

কৈকেয়ীর ক্রোধাগারে গমন

চৌ—কুজারে ভাবি' রাণী অতি প্রিয় প্রাণাধার । বুদ্ধি-প্রথরতা তাঁ'র প্রশংসিল বারবার ॥
তোর সম ভবে মোর হিতকারী কেহ নয় । যেতেছিহু ভেসে' আমি তুই দিলি আশ্রয় ॥ ১
পূরা'ন বিধাতা যদি কাল মনোরথ মম । করিয়া রাখিব তো'রে নয়ন-পুণ্ডলী সম ॥
বহুবিধ মন্ত্রারো করিয়া আদর দান । ক্রোধাগারে কৈকেয়ী করিল তবে প্রয়াণ ॥ ২
বিপদ হইল বীজ বর্ষা ঋতু দাসী আর । কৈকেয়ী-কূটমতি হ'ল ভূমি বীজাধার ॥
কপটতা-বারি পেয়ে' বীজ হ'ল উদ্গত । পাতা তাঁ'র ছুই বর ফল শেষে দুঃখ বত ॥ ৩
কেকয়ী শুইল গিয়ে করি' ক্রোধ-আয়োজন । নিজ কূট বুদ্ধি-দোষে হারাইল রাজ্যধন ॥
উৎসব-কোলাহল তখন জুড়ি' নগর । এই দুর্ঘট-চাল রয় সকলের অগোচর ॥ ৪

দো—পূর-নরনারী
কেহ বা চুকিছে

প্রমোদিত সবে
বাহিরিছে কেহ

সাজে মজল-সাজে ।

ভীড় নৃপ-দ্বার মাঝে ॥ ২৩

চৌ—রাম-বাল্যসখা গণ প্রাণে অতি স্নেহ পায় । পাঁচ দশ জন মিলে রামের সকাশে যায় ॥
আদর করেন প্রভু বুঝি' প্রেম হৃদয়ের । শুধা'ন কুশল-কথা মৃদুভাবে সকলের । ১
প্রিয়সখা-আজ্ঞা পেয়ে করে গৃহে আগমন । পরস্পর মিলে করে রাম-গুণ কীর্তন ॥
রঘুনাথ সম আর সংসারে কোন্ জন । পূর্ণভাবে যেন সদা শীল স্নেহপরায়ণ ॥ ২
করমের বশে হ'বে যে-যে যোনিতে যে'তে । ভগবৎ-করণায় যেন এ পারি লভিতে ॥
ভকত আমরা আর রাম প্রভু সবাকার । চিরকাল থাকে যেন এ বন্ধন অবিকার ॥ ৩
নগরে সবার প্রাণ এই সাধে নিমগন । কেকয়ী-অস্তুর মাঝে কেবল অতি জ্বলন ॥
কুসঙ্গে মজিয়া ভবে কেবা নাশ নাহি হয় । সুবুদ্ধি থাকে না কেহ নীচ-সনে যদি রয় ॥ ৪

দশরথ-কৈকেয়ী-সংবাদ

দো—সন্ধ্যায় নৃপ
নিষ্ঠুরতা পাশে

হরষিত প্রাণে
করিছে গমন

যা'ন কৈকেয়ী-গৃহ ।

যেন দেহ ধরি' স্নেহ ॥ ২৪

চৌ—ক্রোধাগার নাম শুনি' কুণ্ঠিত নৃপবর । ডরে নাহি উঠে পদ হ'তে আর অগ্রসর ॥
স্বরপতি নির্ভয় যাহার বাহর বলে । নৃপতি-সমাজ যা'র পানে চেয়ে' সদা চলে ॥ ১
বনিতার ক্রোধ শুনি' ভয়ে কাঠ সেইজন । বারেক নেহার' কাম-প্রতাপ কত ভীষণ ॥
শূল বজ্র অসিঘাত বন্ধ পাতি' যেনা ধরে । রতিপতি-ফুলশরে সে নিহত একেবারে ॥ ২

ভয়ভীত মনে নৃপ যা'ন প্রিয়া-সম্মিধানে ।
শায়িতা ধরণী 'পরে পরিধান কু-বসন ।
কুবেশ ধরিল যাহা কুটমতি-পরায়ণা ।
নৃপতি নিকটে গিয়া কহিলেন যুগ্ধভাষে ।

দশা হেরে সমুদিত নিদারুণ দুখ প্রাণে ॥
বিকীর্ণ কঙ্কের তলে মানা অঙ্গ-আভরণ ॥ ৩
ভবিষ্য-বৈধব্য যেন তাহাতে করে সূচনা ॥
প্রাণ-প্রিয়া কিবা হেতু আজিকে এমন রোমে ॥ ৪

ছ—রাগি কি কারণে	ক্রোধ তব প্রাণে	পরশিতে স্বামী-করেরে ঠেলে ।
এমন চাহনি	কুপিভা কণিনী	হেরে যথা ক্রুর নয়ন মেলে' ॥
কামনা ছ'জিভ	বর দাঁতছ'টি	লক্ষ্য করি'ছে মরম-স্থল ।
তুলসী এ ভণে	ভবিতব্য-গুণে	কাম-ক্রীড়া রাজা ভাবে কেবল

সো—বারবার রাজা ক'ন	পিক-কণ্ঠি সুধামুখি ।
রোষ তব কি কারণ	খুলি' মোরে কহ দেখি ॥ ২৫

চৌ—প্রিয়তমে মন্দ তব ক'রেছে কি কোন জন । ছই শির কা'র ল'তে কাহারে চাহে শমন ॥
বল' কোন্ কাকালারে করিয়া দিব নরেশ । কিহা কোন্ নরপতি চ্যুত হ'বে নিজ দেশ ॥ ১
অমর অরাতি হ'লে তা'রেও মারিতে পারি । কোন্ ছার ক্ষুজ কীট মানব অথবা নারী
জান'ত' নিতম্বিনি কি তৃষা হৃদে আমার । এ-মন চকোর তব ও বদন-চন্দ্রমার ॥ ২
প্রিয়ে সুভ সম্পদ প্রজা সব পরিজন । বেশী কি তোমার পায়ে রেখেছি মম জীবন ॥
কপটতা ক'রে কহি ধারণা যদি তোমার । রামের শপথ ক'রে কহি তবে শতবার ॥ ৩
হাসিয়া যাচে বর যেবা তব মন চায় । ও কম-বয়ান পুনঃ সাজাও চারুভূষায় ॥
কালাকাল বিচারিয়া দেখ প্রিয়া একবার । স্বরা করি' কর এই মন্দ বেশ পরিহার ॥ ৪

দৌ—শপথ শুনিয়া	অবসর বুঝি'	উঠি' হাসি' পিশাচিনী ।
পরে আভরণ	মৃগে হেরে' যেন	ফাঁদ পাতে কিরাতিনী ॥ ২৬

চৌ—অনন্তর ক'ন নৃপ তাহারে দয়িতা জানি' । সহ প্রেম-পুলকিত যুগ্ধ মঞ্জুল বাণী ॥
প্রেমসি হ'য়েছে এবে তব মন যাহা লয় । আনন্দ বাজনা বাজে প্রতি ঘরে পুরীময় । ১
আজ রাতি-প্রাতে কাল হ'বে রাম যুবরাজ । পর' অয়ি স্ননয়নে শুভ-উৎসব সাজ ॥
ধ্বক্ ক'রে উঠে তা'র এ গুনে কঠোর মন । পাকা ফোড়া যেন হাতে করে কেহ পরশন ॥ ২
হৃদয়-দাহও হেসে' তেমনি গোপন করে । চোরের রমণী যথা সমাজে কাঁদিতে ডরে ॥
না পা'ন হেরিতে সেই কুটিলতা নৃপমণি । রাণীরে যা' শিখাইল কপটতা-শিরোমণি ॥ ৩
যদিও সজ্জা হ'ন অতি নীতি-বিচক্ষণ । রমণী-চরিত তবু অগাধ সাগর সম ॥
অধিক কপট-প্রেম সে করিয়া প্রদর্শন । ফিরা'য়ে নয়ন মুখে হাসি' কহে এ বচন ॥ ৪



কৈকেয়ী ও মন্থর

দো—চাও বর চাও

ব'লেছিলে দিবে

বল' প্রাণনাথ

তু' বর আমারে

না দিলে না পেছু তায়।

পা'ব কি বলা না যায় ॥ ২৭

চো—হাসিয়া কহেন রাজা বঝিলাম অভিপ্রায়। মান করা বড় ভাল মানিনি লাগে তোমায় ॥

গচ্ছিত রাখি' বর কভু না যাচিলে তুমি।

ভ্রাস্ত-স্বভাব বশে বিশ্বত তাহা আমি ॥ ১

মিছামিছি কেন মোরে দাও আর অপবাদ।

তুই কেন চা'র বর চাহ যদি থাকে সার্থ ॥ ২

রঘুকুল-রীতি এই চ'লে আসে চিরদিন।

যা'ক প্রাণ বাক্য যেন থাকে চির-অমলিন ॥ ৩

অসত্যের সম পাপ-সমষ্টিও কভু নয়।

হয় কি পর্বত-সম কোটি কুঁচ যদি হয় ॥ ৪

সত্য বিরাজ করে সব পুণ্যের তলে।

মহুও একথা ক'ন পুরাণে আগমে বলে ॥ ৫

রামের শপথ মুখে তত্পরে বাহিরায়।

সকল শ্রুতি আর স্নেহ-সীমা রঘুরায় ॥ ৬

কথাটা করিয়া পাকা কুটীলা হাসিয়া বলে।

কুমতি-বাজের যেন চোখ কেহ দেয় খুলে ॥ ৭

দো—নৃপতির মন

বন মনোহর

আনন্দ-বিহগ রাজে।

কিরাতিনী যেন

ছাড়িবারে চায়

ভীষণ বচন-বাজে ॥ ২৮

চো—শুন প্রিয়তম মম প্রাণ চায় যেই বর।

এক বরে ভরতেরে স্থাপ' যৌবরাজ্য 'পর ॥

দ্বিতীয় যে বর চাই করজোড়ে তব পাশ।

পূরাও করুণা করি' সেই মম মন-আশ ॥ ১

তা'পসের বেশ ধরি' সবেতে হ'য়ে উদাসী।

চতুর্দশ বর্ষ রাম র'বে হ'য়ে বনবাসী ॥ ২

কোমল কৈকেয়ী-বাণী শুনি' নৃপ-শোক তথা।

শশী-কর স্পর্শে পায় ব্যথা চক্রবাক্ যথা ॥ ৩

মুখে না বাহিরে কথা স্তম্ভিত রাজা হেন।

বাজ আসি' তিত্তিরেরে ঝাপট্ মারিল যেন ॥ ৪

বর্ণহীন মুখ হ'ল নৃপতির একেবারে।

অকস্মাৎ বাজ পড়ে যেন তাল-তরু শিরে ॥ ৫

শির কর-লগ্ন রহে তুই আঁখি নিমীলিত।

মূর্ত্তিমান্ শোক যেন শোক-ভারে প্রপীড়িত ॥ ৬

আমার মানস-কল্পবৃক্ষে ধরিল ফুল।

করিণী করিল তা'য় ফল-কালে নিশ্চূল ॥ ৭

করিল কৈকেয়ী হায় উজাড় অযোধ্যাপুরী।

বিপত্তির দৃঢ় ভিত্তি-স্থাপনা করিল নারী ॥ ৮

দো—কি হ'ল কখন

মরিলাম্ এবে

নারী করি' বিশ্বাস।

যোগ-সিদ্ধিলাভ

কালে করে যেন

অবিজ্ঞায় সব নাশ ॥ ২৯

চো—বিলাপ করেন রাজা এইমত যে সময়।

হেরিয়া কুটীলা-প্রাণে ক্রোধের লহর বয় ॥

বলে কেন ভরত কি তোমার তনয় নয়।

এনেছ কি দাম দিয়ে আমারে করিয়া ক্রয় ॥ ১

আমার কথায় যদি এমন লাগিবে তীর।

ভাবিয়া বচন তবে কেন না বলিলে বীর ॥ ২

এখন জবাব দাও দিবে কিনা দিবে বর।

সত্যবাদী রাজা তুমি রঘুকুল-ধুরন্ধর ॥ ৩

করিলে ত' অঙ্গীকার ভাল তবে না-ই দাও।

সত্য হ'তে চ্যুত হ'য়ে তবে অপযশ বও ॥ ৪

আশ্বালন ক'রে যবে কহ দিবে বরদান।

মনেতে কি ভেবেছিলে চে'য়ে নেব জলপান ॥ ৫

দ্ব্যচিৎ বলিৎ কি শিবিঃ উচ্চারিলা যে বচন । ত্যজিলা শরীর তবু রাখিলা আপন পণ ॥

কৈকেয়ীর এই সব কটুবাণী অভিশয় ।

ক্ষারের প্রলেপ যেন দেয় সারা দেহময় ॥ ৩

* একবার দেবরাজ ইন্দ্র ত্রিলোকের অধিপতি হওয়ার গর্বে গর্ভিত হইয়া দেবগুরু বৃহস্পতির অপমান করেন। ইহাতে বৃহস্পতি অসন্তুষ্ট হইয়া অস্ত্র গমন করেন; ফলে দৈত্যগণ স্বর্গে অভিমান করে। ইন্দ্রাদি দেবগণ ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইলে তিনি ঐশ্বর্য পুত্র বিশ্বরূপকে পুরোহিতের পদে বরণ করিতে পরামর্শ দেন। তাহাতে বিশ্বরূপের প্রাপ্ত নারায়ণ-কবচের প্রভাবে দৈত্যগণ ইন্দ্রের জয় হয়। এই দৈত্য-জয় উপলক্ষ করিয়া, বিশ্বরূপের পৌরোহিত্যে ইন্দ্র এক যজ্ঞ করেন। কিন্তু এই যজ্ঞে বিশ্বরূপ গোপনে দৈত্যাদিগকেও যজ্ঞ-ভাগ দেন। ইহা অবগত হইয়া ইন্দ্র বিশ্বরূপের শিরোচ্ছেদন করেন। ইহাতে ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যার পাতক হয়। ইহাতে বিশ্বরূপের পিতা ঐশ্বর্যের নিদারুণ ক্রোধের উদ্বেগ হয়, এবং তিনি এক যজ্ঞ করিয়া ব্রহ্মাসুরকে সৃজন করেন। ঐশ্বর্যের আদেশে ব্রহ্মাসুর স্বর্গ আক্রমণ করিল। ইন্দ্র আবার ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। ব্রহ্মা ইন্দ্রকে বলিলেন, “ব্রহ্মাসুরের সৃষ্টা একমাত্র মুনি দ্ব্যচিৎ অস্থি হইতে নিশ্চিত বজ্রের দ্বারাই হইবে।” ইন্দ্র মুনিবরের নিকট গিয়া সমস্ত ব্যাপার নিবেদন করিলেন। পরহিত-ব্রত মুনি জগতের কল্যাণে, ভগবানের প্রসন্নতার জন্য আপন জীবন সমর্পণ করিতে স্বীকার করিলেন। তাহার অস্থি হইতে নিশ্চিত বজ্রে ব্রহ্মাসুরের বিনাশ হইল ও স্বর্গরাজ্যে পুনরায় দেবরাজ ইন্দ্রের অধিকার কিরিয়া আসিল। মহাপ্রাণ দ্ব্যচিৎ জগতের হিতে নিজ জীবন উৎসর্গ করিলেন।

† প্রজ্ঞানের পৌত্র ও বিরোচনের পুত্র বলি অতি ধার্মিক ছিলেন। তিনি নিজের সর্বস্ব দান করেন। ইহা হইতে “বলিদান” কথাটির উৎপত্তি। বলিদান অর্থে সর্বস্ব দান। ধর্মের প্রভাবে বলিকে কেহ পরাজিত করিতে পারিবে নাই। বলির প্রতাপে দেবতাপ্রাণও পরাজিত হইয়াছিলেন। ইহাতে দেব-মাতা অগ্নিতর প্রাণে আঘাত লাগে। তিনি তাহার স্বামী মহর্ষি বশ্যপের অমৃত্যু-ক্রমে এক যজ্ঞ করেন; তাহার ফলে ভগবান্ বিষ্ণু বামন-অবতার গ্রহণ করিয়া তাহার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হন। এই বামনরূপী ভগবান্ ব্রহ্মচারীর বেশে বলিদান্য যজ্ঞে উপস্থিত হইয়া মাত্র ত্রিপাদ-পরিমিত ভূমি প্রার্থনা করেন। বলি তাহাকে আরও অধিক ভূমি প্রার্থনা করিতে অস্বীকার করিলেন, কিন্তু বামন মাত্র ঐ ত্রিপাদ ভূমির জন্যই আগ্রহ প্রকাশ করেন। বলির গুরুদেব ব্রহ্মারাজ্যের বাহ্যিক নিবেশ সত্ত্বেও বলি বামনকে ত্রিপাদ-ভূমি দিতে অস্বীকার করেন। তখন দেখিতে দেখিতে ভগবানের এক পদে পৃথিবীলোক ও অন্য পদে স্বর্গলোক ছাইয়া গেল। ইহা দেখিয়া বলি ভগবানের সীলা বুঝিতে পারিলেন। ভগবান্ তৃতীয় পদ রাখিবার ভূমির জন্য বলিকে তাগিদ দিতে লাগিলেন। তখন বলি তাহার অনন্ত ক্ষমতা চক্ষুগোচরে করিবার নিমিত্ত অগ্রে তাহাকে তৃতীয় পদ বাহির করিতে বলিলেন। বলিবামাত্র ভগবানের নাভিদেশ হইতে অস্ত্র এক পদ বহির্গত হইল; এবং বলি তৎক্ষণাৎ সেই পদের তলে আপনায় মস্তক পাতিয়া দিলেন। তখন ভগবান্ স্বর্গরাজ্য দেবরাজ ইন্দ্রকে অর্পণ করিয়া, বলির জন্য সূতল নামে ক্ষত্র এক লোক রচনা করিলেন, এবং তাহাকে ইন্দ্র অপেক্ষাও অধিকতর সূত্রে রাখিবার উদ্দেশ্যে তথায় প্রেরণ করিলেন এবং নিজে তাহার দ্বারপাল হইয়া থাকিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন।

‡ উশ্নিরের পুত্র, কালীর রাজা শিবি অতি ধার্মিক ও দাতা ছিলেন। একবার তিনি শত-যজ্ঞ করিবার সঙ্কল্প করেন। শত যজ্ঞ পূর্ণ হইতে অবকাশ পাইলে ইন্দ্রই বাইবার ভয়ে দেবরাজ তাহাতে বাধা দিতে সনহ করিলেন। তিনি অগ্নিদেবকে পারাবতের রূপ ধারণ করাইয়া নিজে বাজ-পক্ষীর রূপ ধারণ করিয়া, পারাবতকে আক্রমণ করিবার ভাণ করিয়া ধাবিত হইলেন। পারাবত গিয়া মহারাজ শিবির অঙ্কে পতিত হইল। বাজরূপী ইন্দ্র বলিলেন, “মহারাজ। এই পারাবত আমার আহার; ইহাকে আমার প্রদান করুন” শিবি উত্তর করিলেন, “শরণাগতকে পরিত্যাগ করা, ব্রহ্ম-হত্যা ও গো-হত্যা অপেক্ষাও গহিত। শরণাগতকে রক্ষা করাই ধর্ম। ইহার পরিবর্তে ভূমি বাহা চাহ লইতে পার।” অবশেষে পারাবতের পরিবর্তে রাজা নিজ শরীর হইতে সম-পরিমাণ মাংস কাটিয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন। পারাবতকে তুলানোর এক দিকে রাখিয়া, শিবি ভাপনার সেহ হইতে মাংস কাটিয়া উহার অপর দিকে রাখিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই পারাবতের ওজনের সমান আর হয় না। তখন তিনি নিজে তাহাতে আরোহণ করিলেন। তাহার ধর্ম-নিষ্ঠা দেখিয়া চারদিকে জয় জয় বহু উল্লস ও ভগবান্ স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া তাহাকে আপনায় পরমধর্ম প্রদান করিলেন।

দো—ধর্ম-প্রতিপাল

বড়ই মেরেছে

ধৈর্য ধরিয়া

দীর্ঘ শ্বাস ল'য়ে

খুলিলেন হৃ'নয়ন ।

শিরে কর হানি' ক'ন ॥ ৩০

চৌ—দীপ্ত ক্রোধবহ্নি সম দেখা যায় কেকয়ীরে । কে যেন বোম্বের অসি পিধান-মোচন করে ॥

কুমতি তাহার মুষ্টি নিষ্ঠুরতা ধার ধর ।

সে ধার কুজার শাণে হইয়াছে খরতর ॥ ১

• দেখিলেন রাজা অসি করাল কঠোর অতি ।

সত্য কি প্রাণ মম গ্রহণ করিতে মতি ॥

কঠিন আপন হৃদি করিয়া নৃপতি ক'ন ।

যাহে তাঁ'র প্রিয় লাগে এমন যুহু বচন ॥ ২

প্রেম ও প্রীতি প্রিয়ে কেমনে পায়ে দলিয়া । এমন কুখ্যা তব বাহিরিল মুখ দিয়া ॥

শ্রীরাম ভরত হ'য়ে আমার নয়ন-দ্বয় ।

মহাদেবে সাক্ষী করি' কহি আমি অশেষর ॥ ৩

অবশ্য প্রভাতে দূত করিব আমি প্রেরণ ।

শুনিয়া স্বরিতে ফিরে' আসিবে দ্রোতা হৃ'জল ॥

সুদিন নির্ণয় আর করি' আয়োজন সব ।

ভরতে তিলক দিব করি' বাস্তব-মহোৎসব ॥ ৪

দো—রাজ্যলোভ রামে

বড়-ছোট শুধু

নাহি এক তিল

করিয়া বিচার

ভরতে বড়ই প্রীতি ।

পেলেছিমু রাজ-নীতি ॥ ৩১

চৌ—রামের শপথ শত করি' অকপটে বলি ।

কখনো কৌশল্য। কিছু না করিল বলা-বলি ॥

আমিই ক'রেছি তোমা না করিয়া জিজ্ঞাসা ।

সে কারণে নিষ্ফল হয় মম মন-আশা ॥ ১

ক্রোধ পরিহর' এবে পর' মঙ্গল সাজ ।

কিছু দিন গেলে হ'বে ভরতই সুবরাজ ॥

একটা কথায় মম দুঃখিত অতি চিত ।

চাহিলে দ্বিতীয় বর অতিশয় অমুচিত ॥ ২

এখনো দহনে তাঁ'র জ্বলিছে মম হৃদয় ।

ক্রোধে পরিহাস না এই তব মনে লয় ॥

রোষ ছাড়ি' কহ খুলি কি দোষ করিলা রাম ।

সকলেই বলে রাম সকল গুণের ধাম ॥ ৩

তুমিও প্রশংসা কর স্নেহ কর অতিশয় ।

এখন এ কথা শুনি' উপজিল সংশয় ॥

যাহার স্বভাবগুণে শত্রুও অমুকুল ।

কেমনে ব্যাভার তাঁ'র হ'বে মাতা-প্রতিকূল ॥ ৪

দো—হাসি ক্রোধ ছাড়

যাহে ভরতের

চাও প্রিয়তমে

দেখি অভিষেক

বিচার করিয়া বর ।

এবে তাই তুমি কর' ॥ ৩২

চৌ—যদিও বা মীনবাঁচে কখনো বারি বিহনে । মণির বিহনে ফণী যদি ক্লেশে বাঁচে প্রাণে ॥

অকপটে বলি আমি না করি কিছু গোপন ।

তথাপি বিহনে রাম র'বে না মম জীবন ॥ ১

জ্ঞানবতী প্রিয়তমে দেখহ করি' বিচার ।

রামেরে দেখার 'পরে জীবন রহে আমার ॥

এ কোমল বাণী শুনি' জ্বলে রাণী কূটমতি ।

অনল মাঝারে যেন দিল কেহ যুতাহতি ॥ ২

কহিল উপায় কোটি কর তুমি মহারাজ ।

এখানে তোমার চাল সকলি হ'বে বে-কাজ ॥

হয় বর দাও নহে অপযশ ধর' শিরে ।

আমার সহে না বেশী ঝগড়াট বারেবারে ॥ ৩

সাধু রাম আর তুমি অতি সাধু সদাশয় ।

রামের জননী সাধু সব পাই পরিচয় ॥

আমার ভালর তরে সে যেমন মুখ চায় ।

করিব তেমনি ভাল প্রাণে যাহা গঁথে রয় ॥ ৪

দো—মুনি-বেশ ধরি'
আমার মরণ

কাল প্রাতে রাম
তোমার কুযশ

না যদি বনেতে যায় ।
জেনে' রেখ' নিশ্চয় ॥ ৩৩

চৌ—বলিয়া কুটিলা রাণী সোজা উঠে দাঁড়াইয়া । যেন রোষ-শৈবলিনী সহসা উঠে ফুলিয়া ॥
কলুষ-পাহাড় হ'তে এ নদী প্রকাশ পায় । ক্রোধ-জ্বলে ভরা দেহ চাহিয়া দেখা না যায় ॥ ১
হ'বর দু'কূল তা'র দৃঢ়তা তাহার ধারা । দহ তা'হে কুজার কুমন্ত্রণা হুংখ ভরা ॥
নৃপ-রঙ্গী তরুবরে মূলসহ উপাড়িয়া । বিপদ-সাগর পানে ধায় যেন ভাসাইয়া ॥ ২
রাজা বুঝিলেন মনে পরিহাস ইহা নয় । বনিতার ছল ক'রে মরণ নিজে উদয় ॥
জ্বলন্ত চরণ ধ'রে বসা'য়ে মিনতি তা'য় । দিনকর-কূলে যেন হ'য়ো না কুঠার-প্রায় ॥ ৩
মাথা নিতে যদি সাধ দিব তাহা এইক্ষণে । রামের বিহনে মোরে দহিয়া মেরো' না প্রাণে ॥
যেমন তেমন ক'রে রাখহ রামেরে মোর । নহিলে জনম ভ'রে দহিবে হৃদয় তো'র ॥ ৪

দো—অসাধ্য নিরখি'

ব্যাধি নরনাথ

পরম আর্তি ভরে ।

৩৪ রাম রঘুনাথ

করি' মাথা খুঁড়ি'

পড়েন ধরণী 'পরে ॥ ৩৪

চৌ—বিকল ধরণীপতি শ্লথ হ'ল অঙ্গ যত । করিণী মন্দারতরু করে যেন উৎপাটিত ॥
শুদ্ধ হইল কণ্ঠ মুখে না কিছু বচন । ছট্‌ফট্‌ করে মীন বিহনে বারি যেমন ॥ ১
তত্বপরে কটুভাষা কঠোর কেকয়ী বলে । ক্ষতের উপরে যেন ঢালে কেহ হলাহলে ॥
বলে যদি শেষ কালে এই তব মনে ছিল । তা হ'লে কিসের বলে চাও চাও বলা হ'ল ॥ ২
একদাথে দুই কাজ হয় কিহে কোন কালে । হাস্ত-পরিহাস সনে রেগে ফুলাইবে গালে ॥
দাতা ব'লে নেবে নাম চাই করা কুপণতা । বীরত্ব করিতে গেলে নিরাপদ-আশা কোথা ॥ ৩
হয় নিজ পণ ছাড়' নয় ছাড়' ক্রন্দন । অনাথা অবলা-মত উতল কেন রোদন ॥
শ্রীরাম বনিতা স্তূত আশ্রয় ঐশ্বর্য ধরা । সত্যপরায়ণ-পাশে তৃণসম তুচ্ছ তা'রা ॥ ৪

দো—মর্মভেদী বাণী

শুনি' রাজা ক'ন

নাই কিছু দোষ তো'র ।

৩৫ পিশাচে এখন

পেয়ে' তো'রে দিয়ে

বলাইছে কাল মোর ॥ ৩৫

চৌ—ভরত কখনো ভুলে' চায় না ক' সিংহাসন । দৈবে কুঁট বুদ্ধি তো'র হৃদয়ে পাঁতে আসন ॥
এ সকলি অশংসয় মম পাপ-পরিণাম । দুঃসময় সমাগতে বিধাতাও হ'ন বাম ॥ ১
আবার অযোধ্যাপুরী হ'বে অতি শোভাময় । গুণধাম রাম-যশে হইবে মহিমাময় ॥
তিন ডাই শ্রীরামের করিবে পদ-সেবন । রামের মহিমা-ব্যাপ্ত হ'বে পুনঃ ত্রিভুবন ॥ ২
শুধু তো'র অপযশ মোর এ অমুশোচনা । মরণেও না মিটিবে কভু দূর হইবে না ॥
এবে যাহা ভাল লাগে কর তাহা আচরণ । আশির আড়ালে ব'স মুখ করি' আবরণ ॥ ৩
'জোড়-করে বলি তো'রে যতক্ষণ রহে প্রাণ । অস্ত্র কথা তো'র যেন আর নাহি শুনে কাণ ॥
করিতেই অমৃত্যু হ'বে শেষে হতভাগি । মারিয়া ফেলিলি তুই গাভীরে তাঁতের লাগি ॥ ৪

দো—পাড়লা ভূপাল
বাক-হীন মুখ

বলি' কোটিবার
শঠতা-নিপুণা

কেন সর্বনাশ হেন ।
শ্মশান জাগায় যেন ॥ ৩৬

চৌ—রাম রাম শুধু মুখে ব্যাকুলিত মহীপতি । পক্ষ-বিহনে যেন বিহগ বে-হাল অতি ॥
হৃদয়ে প্রার্থনা তাঁর যেন নিশা না পোহায় । এই মশ্নভেদী বাণী রাম-কাণে নাহি যায় ॥ ১
উদয় হ'য়ে না রঘুকুল-গুরু ভগবান । অযোধ্যার দশা হেরি' পীড়া পা'বে তব্ধ প্রাণ ॥
নৃপতির শ্রীতি আর কেকয়ীর কঠিনতা । এ দুইয়েই সীমা করি' গড়িল যেন বিধাতা ॥ ২
বিলাপে বিলাপে নিশি ক্রমে ভোর হ'য়ে এল । বীণা বেণু স্থললিতে তোরণে বেজে উঠিল ॥
ভাট গায় কীৰ্ত্তিগাথা গায়কেরা গায় গান । শুনি' দশরথ-প্রাণে বি'ধে যেন খরবাণ ॥ ৩
নৃপতির কাছে লাগে মঙ্গলাচার যত । সহগামিনীর চ'খে আভরণ যেই মত ॥
শ্রীরাম-দর্শন-লাভ উৎসাহে কোন' জন । শয়ন সে রজনীতে না করিল পরশন ॥ ৪

দো—রাজদ্বারে ভিড়
এখনো অবধি'

সচিব সেবক
অযোধ্যার পতি

কহে সূর্য্যোদয় দেখি' ।
না জাগিলা আজ একি ॥ ৩৭

চৌ—জাগেন প্রভাতে অতি প্রতিদিন নৃপবর । আজ এত দেরী লাগে অতীব বিস্ময়কর ॥
যুগে যুগে মহামন্ত্রি রাজ্যের জাগাও গিবে । করি' আমি সবে কাজ রাজ্যের আদেশ পেয়ে ॥ ১
সচিব স্নমস্ত্র তবে যা'ন রাজ-অন্তঃপুরে । ভয়ানক লাগে পুরী পরাণ শিহরে ডরে ॥
গিলিতে আসি'ছে যেন নয়নে না দেখা যায় । বিষাদ বিপদ যেন আবাস বাঁধে তথায় ॥ ২
শুধা'লেও কেহ নাহি করে কোন উত্তর । তথা যা'ন র'ন যথা কেকয়ী ও নৃপবর ॥
জয়জীব বলি' নমি' করিলা উপবেশন । শুকা'য়ে গেলেন করি' নৃপদশা দরশন ॥ ৩
বিকল ভাবনা-ভরে বিবর্ণ ভূমিতে প'ড়ে । বৃন্ত-খসা পদ্ম যেন লুটায় ধরণী 'পরে ॥
সভীত সচিব মুখে কোন কথা উপজে না । কৈকেয়ী কহে তবে অশুভা শুভ-বিহীন ॥ ৪

দো—রাজ্যের নয়নে
রাম রাম করি'

ঘুম নাই রাতে
করিলেন ভোর

কারণ জানেন বিভু ।
মশ্ন না ক'ন তবু ॥ ৩৮

শ্রীরাম-কৈকেয়ীসংবাদ

চৌ—রামেরে রাজ্যের পাশে কর' দ্বরা আনয়ন । শুধাইও ফিরে এসে যত কিছু বিবরণ ॥
স্নমস্ত্র গেলেন চলি' রাজ্যের বাসনা জানি' । বুঝিলেন চালা কিছু চেলেছে কুটীলা রাণী ॥ ১
বিকল ভাবনা-ভারে পথে না চরণ চলে । ভাবেন কি কথা রাজা ক'বেন শ্রীরাম এলে ॥
কোন মতে স্থির হ'য়ে ফিরিয়া আসেন দ্বারে । শুধায় সকলে মশ্ন-আহত দেখিয়া তাঁ'রে ॥ ২
সকলেরে কোন মতে দিয়া কিছু উত্তর । গেলেন যথায় ভানুকুল-টীকা রঘুবর ॥
করিছে হেরিয়া রাম আগমন সচিবেরে । পিতার সমান গগি' আদর দিলেন তাঁ'রে ॥ ৩

চাহিয়া শ্রীরাম পানে কহি' নৃপ-আবাহন । লইয়া গেলেন সাথে রাঘবকুল কেতন ॥
রামের সচিব সনে যাওয়া-ভঙ্গি ভাল নয় । নিরখিয়া জনগণ স্নান মুখে সবে রয় ॥ ৪

দো—যাইয়া দেখেন শ্রীরাম রাজার অতি বিসদৃশ সাজ ।
সিংহীরে হেরি' ত্রাসে প'ড়ে আছে যেন বৃদ্ধ গজরাজ ॥ ৩৯

চো—শুকা'য়েছে ওষ্ঠাধর অলিতেছে সারা অঙ্গ । অতি দীন মণিহারা হইয়া যেন ভুজঙ্গ ॥
নিকটেতে ক্রোধ ভরা রাণী করি' বিলোকন । মনে হয় মৃত্যু যেন গণনা করি'ছে ক্ষণ ॥ ১
কোমল স্বভাববান শ্রীরাম করুণাময় । প্রথম দেখেন দুখ না জানেন কিসে হয় ॥
বিচার করিয়া কাল ধৈর্য্য হৃদয়ে ধরি' । শুধা'ন কেকয়ী মায়ে বচনেতে মধু ভরি' ॥ ২
পিতাজীর দুখ কিবা কহ মা মোরে কারণ । করি তাহা যাহে দুখ হয় আশু নিবারণ ॥
রাণী বলে শুন রাম সকল হেতু ইহার । তোমার উপরে স্নেহ অধিক অতি রাজার ॥ ৩
বলিয়াছিলেন মোরে দিবেন দুইটি বর । চাহিলাম তা'ই যাহে তুষ্ট মম অন্তর ॥
সে শুনি' রাজার প্রাণে চিন্তা হ'ল উদয় । তোমায় সঙ্কোচ তাঁ'র অপগত নাহি হয় ॥ ৪

দো—হেথা স্মৃত-প্রীতি ওদিকে বচন ঠেকেন দায়ে নরেশ ।
পার' ত' আশীষ ধরি' নিজ শিরে কর দূর ঘোর ক্লেশ ॥ ৪০

চো—অবহেলে-কটুবাণী কহি'ছে রাণী এমন । কুটিলতা নিজে তা'হে পরাণে লভে বেদন ॥
জিত যেন শরাসন বাক্য শর অগণিত । নৃপতিই যেন লক্ষ্য তা'র মহা মনোমত ॥ ১
কঠোরতা নিজে যেন ধরি' বীর-কলেবর । বিশিখ-চালন-বিদ্যা অর্জনে তৎপর ॥
রামেরে সকল কথা এমন সহজে কয় । নিষ্ঠুরতা দেহ ধরি' যেন বা বসিয়া রয় ॥ ২
সহজ-আনন্দধাম ভায়ুকুল-দিবাকর । গোপন হাসিতে ভরি' আপনার অন্তর ॥
সর্বদোষ পরিশূণ্য বলেন হেন বচন । মৃদু মঞ্জুল যাহা যেন বাক্-বিভূষণ ॥ ৩
অবধান কর মাতা সেই স্মৃত ভাগ্যবান । পিতামাতা আজ্ঞা যেন শিরোপরে দেয় স্থান ॥
তাঁহাদের পরিতুষ্ট যেন করে সব ভাবে । দুর্লভ মাতা হেন তনয় সকল ভাবে ॥ ৪

দো—সব রূপে হিত বনেতে আমার মূনিগণে পূ'ব তথা ।
তাহাতে আবার পিতার আদেশ তব সম্মতি মাতা ॥ ৪১

চো—ভরত পাইবে রাজ প্রাণ-প্রিয় যেইজন । বিধাতা সকল ভাবে আজ অমূল্য হ'ন ॥
বনে যদি নাহি যাই সাধিতে এমন কাজে । প্রথম হইবে নাম আমার মূঢ়ের মাঝে ॥ ১
মন্দার ছাড়ি' যেনা এরণ্ডের সেবা করে । সূধা করি' পরিহার বিষের কামনা করে ॥
বিচার করিয়া মাতা দেখ আপনার মনে । নাহি ভুলে এ স্মরণ কখনো তেমনও জনে ॥ ২
কেবল বিশেষ দুখে হয় মোর প্রাণ দুখী । সে কেবল মহারাজে এতই বিকল দেখি' ॥
এত ক্ষুদ্র কথা 'পরে এত দুখ জনকের । এই শুধু প্রত্যয় নাহি আনে এ মনের ॥ ৩

মহারাজ-ধৈর্য্যগুণ সাগর সম অগাধ । নিশ্চয় মোর হ'ল কোন বড় অপরাধ ॥
সে কারণে নিজ মুখে তিনি কিছু নাহি ক'ন । আমার শপথ মাতা সত্য কর বরণন ॥ ৪

দৌ—বক্র ভাবিলা কুটিল রামের সহজ বাণী সরল ।
বক্রগতিতে চলে জলৌকা যদিও সমান জল ॥ ৪২

চৌ—জুই রাণী হ'ল মনে শ্রীরামের বাক্য শুনি' । কপট দেখা'য়ে স্নেহ কহিলা তখন বাণী ॥
শপথ তোমার রাম আর মম ভরতের । যদি আর কিছু জানি কি কারণ এ দুখের ॥ ১
তুমি বৎস অপরাধ-যোগ্য নহ কদাচন । মাতা পিতা ভ্রাতাগণে সুখ দাও অমুখণ ॥
যা কিছু কহিছ রাম সে সকলি সত্য অতি । পিতামাতা-বাণী সদা পালনে তোমার রতি ॥ ২
পিতারে বুঝা'য়ে বল' মিনতি করি তোমা'রে । এ বৃদ্ধ-দশায় যাহে কুশল না লাগে তাঁ'রে ॥
যে পুণ্যে তোমার মত মিলিয়াছে সুসন্তান । উচিত নহেক করা সে পুণ্যের অসম্মান ॥ ৩
কেকয়ী-কুমুদ হ'তে সুকথা তেমনি লাগে । গয়া আদি তীর্থ যথা মগধ-প্রদেশ ভাগে ॥
মাতৃবাণী রাম প্রাণে লাগে তথা মনোময় । সলিল গঙ্গায় পড়ি' যেমন পাবন হয় ॥ ৪

শ্রীরাম-দশরথ সংবাদ

দৌ—মুর্ছা ভাঙ্গিল রাম-রাম বলি' নৃপতি ফিরেন পাশ ।
রাম-আগমন কহেন সচিব বিনয়-পূরিত ভাষ ॥ ৪৩

চৌ—নৃপতি শুনিয়া যবে বার্তা রাম-আগমন । ধৈর্য্য ধরিয়া আঁখি করিলেন উন্মীলন ॥
অতীব যতনে নৃপে বসালেন উঠাইয়া ॥ দেখিলেন রাম তাঁ'র চরণে পড়েন গিয়া ॥ ১
স্নেহেতে বিকল হ'য়ে লন জড়াইয়া বৃকে । হারামণি যেন ফণী ফিরে' পায় মন-সুখে ॥
শ্রীরামের পানে চেয়ে রহিলেন নররায় । আঁখি হ'তে অশ্রুধার-প্রবাহ বহিয়া যায় ॥ ২
ব্যাকুল শোকেতে মুখে কোন কথা নাহি আর । কেবলি ধরেন বৃকে জড়াইয়া বার বার ॥
জানান মিনতি এই বিধাতা চরণ 'পর । কানন-মাঝারে যেন নাহি যা'ন রঘুবর ॥ ৩
মহেশে স্মরিয়া মনে-কাতর পরাণে ক'ন । শুন মোর এ মিনতি ওহে প্রভু পঞ্চানন ॥
আশুতোষ তুমি নাথ চাহিতেই দাও দান' । দীন ভক্ত জানি' দেব বিপদে করহ ত্রাণ ॥ ৪

দৌ—সবাকার হৃদে তুমিই প্রেরক রামের এ মতি দেহ ।
শীল স্নেহ ত্যজি' যেন বাক্য মোর ঠেলিয়া থাকে সে গেহ ॥ ৪৪

চৌ—হ'ক অপযশ ভবে সুযশ হউক নাশ । নরকেই পড়ি আমি কিম্বা হ'ক স্বর্গবাস ॥
যতেক দু-সহ দুখ সব হ'বে প্রাণারাম । নয়ন-আড়াল যেন কখনো না হন রাম ॥ ১
এ কথা ভাবেন মনে মুখে কিছু নাহি ক'ন । অশথ পাতার মত কম্পিত তাঁ'র প্রাণ ॥
স্নেহেতে বিবশ বুঝি' রঘুনাথ জনকেরে । করি' অনুমান পুনঃ কি ক'বেন মাতা পরে ॥ ২

স্থান কাল অবসর করিয়া অনুসরণ । বিচার করিয়া অতি বিনীত বচন ক'ন ॥
 পিতঃ কিছু বলি তোমা জানি মম ধুইতা । কৃপা করি' কর ক্ষমা অনুচিত চপলতা ॥ ৩
 এই পরিতাপ পিতা সহ' অতি তুচ্ছ-তরে । আগে হ'তে এ বারতা কেহ না জানা'ল মোরে ॥
 আপনার দশা হেরি' জননীরে শুধা'লাম ॥ সব বিবরণ শুনি' অতি শ্রীতি লভিলাম ॥ ৪

দো—এ শুভ সময়ে স্নেহ-বশে শোক কর পিতা পরিহার ।
 হরষিত মনে করহ আদেশ পুলকে ক'ন কুমার ॥ ৪৫

চৌ—ধন্য জনম লাভ করে সে জগতী-তলে । যা'র আচরণ শুনি' সুখে পিতৃ মন গলে ॥
 ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ করতলগত তা'র । জনক জননী-পাশে প্রাণ-সম যে কুমার ॥ ১
 পালিয়া তোমার আশ্রয় সফল করি' জনম । ভরায় আসিব ফিরে' আদেশ দেহ এখন ॥
 বিদায় লইয়া আসি জননী-নিকট হ'তে । ফিরে' এসে' পদে নমি' তখন যাব' বনেতে ॥ ২
 এত বলি' তথা হ'তে চলে যান রঘুবর । শোকেতে আকুল হ'য়ে না দেন নৃপ উত্তর ॥
 অশ্রিয় কথা এই ছড়া'ল নগরময় । বশ্চিক-বিশ যেন শরীরে ছড়া'য়ে যায় ॥ ৩
 বারতা শুনিয়া সব আকুলিত নরনারী । বিটপী ত্রততী যেন ঘোর দাবানল হেরি' ॥
 যে যেখানে ইহা শুনে শিরে করাঘাত করে । বড়ই বিষাদ জাগে ঐধর্য্য ধরিতে নারে ॥ ৪

দো—শুকাই বদন আসার নয়নে শোক না হৃদয়ে ধরে ।
 ডঙ্কা বাজা'য়ে শোক-সেনা যেন নামিল কোশল পুরে ॥ ৪৬

চৌ—সর্ব্বসিদ্ধি হওয়া-পথে বাদ সাধে বিধাতায় । যেখানে সেখানে সবে কেকয়ীরে গালি দেয় ॥
 এ পাপীয়সীর মনে এ কি কুট বুদ্ধি এল' । ছাওয়া ঘর-পরে সে যে অনল রাখিয়া দিল ॥ ১
 উপাড়িয়া আঁখি নিজে পরে চাহে দেখিবারে । গরল চাষিতে সাধ ফেলে দিয়ে অমিয়েরে ॥
 কুটিল কঠোর অতি কুমতি হতভাগিনী । রঘুকুল-বেণুবনে যেন বহ্নি-রূপা শনি ॥ ২
 পাতার উপরে বসি' বিটপে করে ছেদন । সুখের মাঝারে শোক সাজা'য়ে করে রক্ষণ ॥
 চিরকাল রাম এর ছিলেন প্রাণের সম । কিবা সে কারণ যাহে কুটিলতা এল' হেন ॥ ৩
 সত্যই বলে কবি নারীর চরিত-নিধি । অগাধ অবোধ্য আর ভেদ ভরা সববিধি ॥
 যদিবা আপন ছায়া কভু হাতে ধরা যায় । তথাপি 'রমণী-গতি জানা নাহি যায় হায় ॥ ৪

দো—অনলে না জ্বলে কি আছে এমন সাগরে ডুবে' না যায় ।
 প্রবলা অবলা কি করিতে নারে কা'রে কাল নাহি খায় ॥ ৪৭

চৌ—কি শুনা'য়ে বিধি শেখে কি কথা শুনা'য়ে দিল । কি দেখা'য়ে কিবা এবে দেখা'তে সে ইচ্ছিল ॥
 একজন বলে রাজা করে বড় অশ্রায় । কুটমতি কেকয়ীরে না ভাবিয়া বর দেয় ॥ ১
 হঠাতর বশে হ'ল সকল দুখ-ভাজন । অবলা-বিবশ হ'য়ে গেল গুণ জ্ঞান যেন ॥
 ধর্ম-মর্যাদাবিদ অশ্রু যেন বিজ্ঞজন । তিনি এতে নৃপ-দোষ নাহি দেন কদাচন ॥ ২

হরিশ্চন্দ্র-উপাখ্যান* শিবিণ দধীচিরঃ কথ। একে অশ্রুজনে ক'ন বাখানিয়া সেই গাথা ॥
কেহ বলে ভরতের এ কুচক্রে আছে সায়। কেহ বা এ কথা শুনে' রহে উদাসীন-প্রায় ॥ ৩
কেহ কাণে দিয়া হাত দাঁত দিয়া জিভ কাটি'। বলে এটা একেবারে মিথ্যা-রটনা খাঁটি ॥
তোমার স্মৃতি সব যা'বে এতে বুঝে নিও। ভরতের কাছে রাম প্রাণের সমান প্রিয় ॥ ৪

দো—ছড়া'ক চাঁদিনী

অনল-কণিকা

হো'ক সুধা বিষ-তুল।

স্বপনে ভরত

না করিবে তবু

কিছু রাম-প্রতিকূল ॥ ৪৮

চৌ—কেহ বা সকল দোষ দেয় বিধাতার 'পরে। সুধা দেখাইয়া যেনা গরল প্রদান করে ॥
উদ্বেগে ভরে পুরী সবে শোকে অভিভূত। ছ-সহ দহন হৃদে উৎসাহ অপগত ॥ ১
ব্রাহ্মণী কুলমাণ্ড যত বয়োবৃদ্ধাগণ। আর যাঁ'রা কেকরীর অতীব প্রীতিভাজন ॥
বাখানিয়া সুস্থভাব দেন সবে উপদেশ। উপদেশ শর সম হৃদয়ে করে প্রবেশ ॥ ২
ভরত-ও রাম সম আদরের তব নয়। বলিতে সদা এ কথা বিদিত জগতময় ॥
এসেছ রামের প্রতি স্বাভাবিক স্নেহ ক'রে। কোন্ অপরাধে আজ পাঠাও বনেতে তা'রে ॥ ৩
কখনো করোনি তুমি সতীনের বিদ্রোহ। তা'র সনে তব প্রীতি জানে তাহা সব দেশ ॥
কৌশল্যা অহিত তব তবে এবে কি সাধিল। সকল পুরীতে যাহে এই বজ্রপাত হ'ল ॥ ৪

দো—সীতা কি ছাড়িবে

দয়িতের সাথ

লক্ষণ র'বে ঘর।

রাজ্য ভরত

ল'বে রাম-বিনা

বাঁচিবেন নৃপবর ॥ ৪৯

* হরিশ্চন্দ্র :—অযোধ্যাপতি হরিশ্চন্দ্র অতি সত্যনিষ্ঠ ও দাতা ছিলেন। তাঁহার দান ও সত্যনিষ্ঠার মহিমা চারিদিকে কীৰ্ত্তিত ছিল। একদিন দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় স্বয়ং বশিষ্ঠদেব বলিলেন, হরিশ্চন্দ্রের মত দানবীর কখনও হয় নাই, কিবা হইবেও না। দেবরাজ ইন্দ্রের প্রেরণায় মহর্ষি বিশ্বামিত্রের মনে হরিশ্চন্দ্রকে পরীক্ষা করিবার সঙ্কল্প উদ্ভূত হইল। স্বপ্নে হরিশ্চন্দ্রের আশ্বাকে আপনার নিকটে আনয়ন করিয়া তাঁহার ঘারা সৰ্ব্বস্ব দানের ও তৎসঙ্গে প্রভূত স্বর্ণমুক্তা দানেরও অঙ্গীকার করাইয়া লন। জাগরিত হইয়া হরিশ্চন্দ্র মনে মনে স্থির করিলেন, ইতিও এ সঙ্কল্প স্বপ্নে হইয়াছে, তথাপি তিনি তাহা পূর্ণ করিবেন। সেই দিন হইতে তিনি আপনাকে বিশ্বামিত্রের প্রতিনিধি মনে করিয়া রাজ্য করিতে আরম্ভ করিলেন ও তাঁহার স্বন্ধানে লোক পাঠাইলেন।

বিশ্বামিত্র আসিয়া সমস্ত রাজস্ব আপনার হাতে লইলেন। তখনও স্বর্ণমুক্তা দিতে বাকী আছে বলিয়া, হরিশ্চন্দ্র, রাণী শৈল্যা ও পুত্র বোহিতাশ্বকে সঙ্গে লইয়া ভিখারীর বেশে পদব্রজে কান্দীধামে গমন করিলেন। তথায় শৈল্যা ও বোহিতাশ্বকে এক ব্রাহ্মণের নিকট বিক্রয় করিয়া দেয় মুক্তার অর্দ্ধেক সংগ্রহ করিয়া বিশ্বামিত্রকে অর্পণ করিলেন ও বাকী অর্দ্ধেকের জন্য আপনাকে এক চণ্ডালের নিকট বিক্রয় করিয়া তাহাও বিশ্বামিত্রকে প্রদান করিলেন, ও আপনাবাটে ঐ চণ্ডালের হইয়া শবদাহের মূল্য আদায় ও শবের বজ্রাদি আহরণ করিয়া তাহার দাসত্ব করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে একদিন সর্পাঘাতে বোহিতাশ্বের মৃত্যু হইল এবং রাণী শৈল্যাকেই পুঞ্জের মৃতদেহ বহন করিয়া আপনান্নে আনয়ন করিতে হইল। হরিশ্চন্দ্র রাণীকে চিনিলেন; কিন্তু তথাপি শবদাহের মূল্য না দিয়া পুঞ্জের মৃতদেহ দাহ করিতে দিলেন না। যখন রাণী মূল্যের পরিবর্তে আপনার পরিষেব বজ্র হিড়িয়া দিতে উদ্ভূত হইলেন, তখন ভগবান্ স্বর্ঘরাজ, দেবরাজ ইন্দ্র প্রভৃতি আবিভূত হইয়া রাজার ইচ্ছানুসারে সমগ্র প্রজার সহিত তাঁহাদের স্বর্গে লইয়া গেলেন।

† শিবিণ উপাখ্যানের অঙ্ক ২১ নং দোহার ৪ নং চৌপাইয়ের পাদটীকা জট্টব্য।

‡ দধীচির উপাখ্যানের অঙ্ক ২১ নং দোহার ৪ নং চৌপাইয়ের পাদটীকা জট্টব্য।

চৌ—ক্রোধ পরিহার কর এ সব কার' বিচার । শোক আর কলঙ্কের হ'য়ো না যেন আগার ॥
 অবশ্য ভরতে কর রাজ্যের যুবরাজ । রামের কাননে গিয়া আছে কহ কিবা কাজ ॥১
 সিংহাসনে ন'ন রাম লালায়িত কদাচন । ধর্মের ধুরন্ধর বিষয়ে বিগত-মন ॥
 রাজগৃহ ত্যজি' গুরু-ভবনে থাকুন রাম । নৃপ-পাশে এ দ্বিতীয় বর চাহ অভিরাম ॥ ২
 মোদের এ উপদেশে যদি নাহি লাগে মন । তব মন-আশ তবে পুরিবে না কদাচন ॥
 আর যদি ইহা শুধু হয় তব পরিহাস । তবে তা'ও সকলেরে জানাও করি' প্রকাশ ॥ ৩
 রাম-সম সন্তান কাননে যা'বার মত । শুনে' কি বলিবে তোমা রাজ্যের লোক যত ॥
 উঠ দ্বারা হও এবে সে উপায়ে তৎপর । যাহাতে কলঙ্ক শোক দূর হয় সহর ॥ ৪

ছ—যাহে হয় শোক কলঙ্ক দূরিত সে উপায় করি' রাখহ কুল ।
 কিরাও রামের বনে যাওয়া হ'তে আর যেন কোন না হয় ভুল ॥
 ভাঁহু বিনা দিন প্রাণ বিনা কায় শশী বিনা হয় যামিনী যথা ।
 বুঝিবে হৃদয়ে অযোধ্যা ভামিনি তুলসীর-প্রভু বিহনে তথা ॥

সৌ—সখীগণে হেন শিক্ষা দিল শুনিতে মধুর হিতের বাণী ।
 তবু কিছু কাণে নাহি নিল কুটীলা' কুঁজীর শিষ্যা রাণী ॥ ৫০

চৌ—হুঃসহ রোধে রুক্ষ মুখে না উত্তর আনে । ক্ষুধিতা বাঘিনী যেন নেহারে মৃগের পানে ॥
 এ রোগ অসাধ্য বুঝি' সবে যায় পরিত্যাগি' । বলিতে বলিতে তা'রে মন্দমতি হতভাগী ॥ ১
 রাজ্য করিতেছিল দৈব বিগাড়ে এরে । করিল এমন কাজ কেহ যাহা নাহি করে ॥
 একপে বিলাপ করে যত পূর-নারীনর । কোটি গালি দেয় সবে এই মন্দমতি 'পর ॥২
 অলে ভীম হৃথ-সরে ফেলি' মর্মভেদী শ্বাস । বলে রামচন্দ্র-বিনা এ জীবনে কিবা আশ ॥
 বিপুল বিয়োগ-খেদে ব্যাকুল প্রজার দল । জগচর-দশা যথা শুকাইয়া গেলে জল ॥ ৩
 সকল পুরুষ নারী বিষাদে অতি কাতর । প্রভু রাম যা'ন নিজ মাতার পদ-গোচর ॥
 প্রসন্ন আনন হৃদে উৎসাহ অহুগন । নৃপ-নিবারণ ত্রাস অপগত এইক্ষণ ॥ ৪

দৌ—নব-গজেন্দ্র শ্রীরামের মন রাজ্য যেন আলান-এ
 বনে যাওয়া শুনি' বাঁধন ঘুটিল বুঝি' পুলকিত প্রাণ ॥ ৫১

শ্রীরাম-কৌশল্যা সংবাদ

চৌ—রঘু-কুল-বিভূষণ দুই হাত জোড় কর'ে । মায়ের চরণে মাথা ছুঁয়া'ন পুলক ভরে ॥
 আশীষ দিলেন মাতা শ্রীরামেরে বুক ল'য়ে । বজ্র ভূষণ নানা দেন সবে বিলাইয়ে ॥ ১
 মুখ-চুষন তাঁ'র করিলেন বারবার । পুলকন কলেবরে নয়নে স্নেহের ধার ॥
 কোলেতে বসায় পুনঃ লন তাঁ'রে বক্ষ 'পরে । উরঃজে জমনী-স্নেহ প্রেম-সুধারস ধরে ॥ ২

রাণীর সে ভালবাসা কিছু নাহি কহা যায় কাঞ্চাল পলকে যেন কুবের-পদবী পায় ॥
আমরে সুন্দর মুখ করিয়া অবলোকন । মধুরতা-ভরা বাণী বলেন মাতা তখন ॥ ৩
কহ তাত বলিহারী মাতা তব এই কয় । কখন সে শুভ-ক্ষণ সুখ মঙ্গলময় ॥
আমার শ্রুতি শীল সুখ-সীমা যে কখন । জনম সফলকরী পূর্ণতম মহা ক্ষণ ॥ ৪

দো—নর নারী যা'র রহে প্রতীক্ষায় অতি আকুলতা ভরে ।
তৃষিত চাতক যেমন শারদ স্বাতী-জলধারা তরে ॥ ৫২

চৌ—যাও তাত অবিলম্বে স্নান কর সমাপন । যাহা অভিলাষ কিছু মধুর কর ভোজন ।
তার পর ক'রো গতি তব জনকের পায় । হ'য়েছে শিল্প বড় মাতা বলিহারী যায় ॥ ১
শুনিয়া জননী-বাণী অতিশয় অশুকল । যেন স্নেহ-কল্লতরু-ঝরা কমলীয় ফুল ॥
সুখ-মকরন্দ ভরা রাজশ্রীর মূল্যধার । রাম-মন ভুজ তবু নাহি ভুলে লোভে তা'র ॥ ২
ধর্মের গতি বুঝি' সেই ধর্ম-ধুরন্ধর । কহেন জননী-প্রতি মৃদুবাণী সুন্দর ॥
কাননের রাজ্য মোরে দিলেন মা মহারাজ । গিয়া যথা হ'বে মোর সব বিধি মহা কাজ ॥ ৩
জননি আদেশ দাও প্রতীত অতরে মোরে । বন-গমনেতে যাহে আমোদ ও শুভ ভরে ॥
বৎসলতা-বশে ভুলে' যেন ভয় করিও না । আনন্দ-সলিল শুধু তোমার করুণা-কণা ॥ ৪

দো—কাননে রহিয়া বর্ষ চারি দশ পালিয়া পিতা-বচন ।
পুনঃ আসি' তব চরণ হেরিব করিও না ম্লান মন ॥ ৫৩

চৌ—শ্রীমুখের সেই বিনীত মধুর কথা । জননী-হৃদয়ে বাজে তীক্ষ্ণ শায়ক যথা ॥
শুনি' সে শীতল বাণী ভয়ে মুখ শুকাইল । বরষার জল যেন জবাসা* পরে পড়িল ॥ ১
সে প্রাণে বিষাদ কত বচনে না কহা যায় । কেশরী-নিলাদ যেন হরিণী শুনিতে পায় ॥
বান্ধিতে ভরিল আঁধি তমু কাঁপে থর থর । বরষার ফেন খেয়ে মীন হয় যেইতর ॥ ২
ধৈর্য্য ধরিয়া শেষে চাহিয়া তনয়-মুখে । গদগদ-ভাষে ক'ন জননী অতীব হুখে ॥
প্রাণের সমান প্রিয় তুমি তাত জনকের । তব আচরণে প্রাণে খেলে বান পুলকের ॥ ৩
রাজ্য দিবার তরে দেখা'লেন শুভক্ষণ । কোন্ অপরাধে এবে কহি'ছেন যেতে বন ॥
সকলি আমারে রাম বিবরণ খুলে বল' । রবিকুল-কমলের দাবানল কেবা হ'ল ॥ ৪

দো—রাম-পানে চাহি' সচিব-তনয় কারণ বিবরি' বলে ।
শুনি' সব কথা মুক-সম মাতা যে দশা বলা না চলে ॥ ৫৪

চৌ—রাখিতে শক্তি নাই যাও বলা নাহি যায় । ছু-টানায় প'ড়ে মন নিদারুণ হুখ পায় ॥
কি লিখিতে কি লিখিলা রাহু শশধর-স্থানে । বিধাতার গতি বাস সব কালে সব জনে ॥ ১

মমতা ধরম ছুই মনে করে আশ্রয় । ছুঁচো ধ'রে ভুজগের যেই মত দশা হয় ॥
 নিবারণ করি যদি সূতে করি' অমুরোধ । ধর্মের হানি আর অমুর-সনে বিরোধ ॥ ২
 কাননে যাইতে দিলে তাহাতেও অতি হানি । সঙ্কটে চিন্তায় বিকল-পরায়ণ রাণী ॥
 বুদ্ধিশীলা রাণী নারী-ধর্ম বুঝিয়া মনে । শ্রীরাম ভরত-সম সূত জানি' প্রাণে ॥ ৩
 সরল-স্বভাবা রাম-জননী কোশল-সুতা । অতি ধীর ধরি' প্রাণে কহিলেন এই কথা ॥
 ভালই ক'রেছ রাম প্রশংসা করি তোমার । পিতার আদেশ মানা সকল ধরম-সার ॥ ৪

দো—রাজ্য দিব বলি' পাঠা'লেন বনে তাহে নাহি দুখ-লেশ ।
 তোমা বিনা ভূপ ভরত প্রজার হইবে বিপুল ক্লেশ ॥ ৫৫

চো—কেবলি পিতার যদি এ হেন আদেশ হয় । তবে মায়ে বড় মানি' বনে যাওয়া ঠিক নয় ॥
 কিন্তু যদি এই আজ্ঞা পিতা মাতা হুঁজনার । শত অযোধ্যার সম কানন তবে তোমার ॥ ১
 বনদেব হ'বে পিতা মাতা হ'বে বনদেবী । পশুপাখী সরোরুহ-চরণ হইবে সেবী ॥
 শেষে ত' রাজার তরে বনবাস(ই) প্রয়োজন । শুকুমার বয়ঃ বলি' শুধু ছুখে ভরে মন ॥ ২
 কাননের বড় ভাগ্য অভাগা অযোধ্যাপুর । রঘুকুল-তিলকে যে কোল হ'তে করে দূর ॥
 যদি আমি বলি পুত্র মাতারেও সাথে লহ । ছলে করি নিবারণ হ'বে তব সন্দেহ ॥ ৩
 তুমি প্রিয় সবাকার না না তুমি প্রিয়তম । সবারি প্রাণের প্রাণ জীবন জীবন-ধন ॥ ৪
 সেই তুমি মার কাছে আজ্ঞা চাও যে'তে বনে । আর মাতা শোক করে তাহার বচনে মনে ॥ ৪

দো—এ কথা ভাবিয়া মায়া বাড়াইয়া জেদের কথা না বলি ।
 মা ব'লে যখন কর সম্ভাষণ যেও নাক' যেন ভুলি ॥ ৫৬

চো—দেব পিতৃগণ তোমা রক্ষা করুন তথা । পল্লব নয়নে রাখে আবরণ করি' যথা ॥
 বনবাস বারি প্রিয় পরিজন জলচর । করুণা-আকর তুমি আর ধর্ম-ধুরন্ধর ॥ ১
 এ কথা রাখিয়া মনে কর প্রভু সে উপায় । সবে প্রাণে বেঁচে' আছে এসে দেখ পুনরায় ॥
 অনাথ করিয়া পুরী আত্মীয় স্বজনগণে । আমারে বালাই দিয়ে মন-সুখে যাও বনে ॥ ২
 সবাকার পুণ্যফল আজ হ'ল পূর্ণ ক্ষয় । করাল সময় মোর বিপন্নীত এবে হয় ॥
 বিলাপ করিয়া বহু পড়েন চরণ 'পরে । হৃর্ভাগী শিরোমণি জ্ঞান করি' আপনারে ॥ ৩
 ব্যাপিল হৃদয় মাঝে দাব-দাহ নিদারুণ । বলা নাহি যায় কত সে বিলাপ সঙ্করণ ॥
 তুলিয়া মাতারে রাম ধরেন হৃদয় 'পরে । অনেক প্রবেশ দেন কোমল বচনে তাঁ'রে ॥ ৪

জানকী-শ্রীরাম সংবাদ

দো—পাইয়া বারতা হেন অবসরে আকুলি' উঠিল সীতা
 নমি' স্বজ্ঞার চরণ-শুগলে বসেন নোয়া'য়ে মাথা ॥ ৫৭

চৌ—মৃত্যুভাষে আলীষ দিলেন শাশুড়ী তাঁ'রে । সুকুমারী দেখি' প্রাণ কৈঁদে উঠে হাহাকারে ॥
 নমিত্ত-বদনে বসি' অতি চিন্তাশ্রিতা সীতা । অপূৰ্ব লাবণ্যময়ী পূত পতি-প্রেম যুতা ॥ ১
 জীবন-নাথের সাথে বনে যে'তে প্রাণ চায় । কোন্ সুকৃতির ফলে সে সাধ পূরিবে হয় ॥
 দেহ প্রাণ ছই-ই কিম্বা প্রাণ শুধু সাথে যা'বে । বিধাতার কিবা ইচ্ছা কে তাহা জানিতে পা'বে ॥ ২
 • সুচারু চরণ-নখে খুঁটিতে রত ধরণী । কবি ক'ন উথিত তা'হে যে মধুর ধ্বনি ॥
 সে ভাষায় হেন শ্রেমে নূপুর করে বিনয় । জানকী-চরণ ছাড়া হ'তে যেন নাহি হয় ॥ ৩
 অক্ষ-প্রবাহ-ভিজা মনোহর হু'নয়ন । নিরখি' তাঁহার দশা শ্রীরাম-জননী ক'ন ।
 শুন তাত সুকুমারী সীতা অতি মনোরমা । স্বজ্ঞ স্বশুর আর পরিজন-প্রাণোপমা ॥ ৪

দৌ—জনক জনক ভূপ-শিরোমণি স্বশুর রঘু-প্রবর ।
 পতি রঘুকুল- কুমুদের বিধু গুণ ও রূপ-আকর ॥ ৫৮

চৌ—রূপ গুণ বিনয়ের আধার এমন প্রিয় । ভাগ্য বলে লভিলাম স্তবধু কমলীয় ॥
 নয়ন-পুতলী করি' প্রীতি করি' বর্জন । সীতা-সনে নিজ প্রাণ ক'রে রাখি সংযোজন ॥ ১
 স্নেহ-বারি সিঞ্ঝনে করিহু প্রতিপালন । কল্প-লতার সম করিয়া কত যতন ॥
 কুল ফল হওয়া-কালে বিধাতা হ'লেন বাম । ভাবিয়া না পাই কুল কিবা হ'বে পরিণাম ॥ ২
 পালক হিন্দোল-অঙ্ক ছাড়ি' ভ্রমে এককণ । কঠিন ধরায় পদ না দেয় সীতা কখন ॥
 সঞ্জীবনী-লতা সম পালিলাম আগুলায়া । সরা'তে দীপের বাতি না দিলাম তা'রে দিয়া ॥ ৩
 সেই সীতা তব সনে এবে যেতে চাহে বন । বল' রঘুনাথ তব অভিমত কি এখন ॥
 চন্দ্রকিরণ-রসে রসিকা চকোরী হেন । দিনকর-কর পানে চাহিতে পারিবে কেন ॥ ৪

দৌ—কেশরী কুঞ্জর চরে নিশাচর দুই পশু ভরা বন ।
 সঞ্জীবনী-লতা বিষ-বাটিকায় শোভা পায় কি কখন ॥ ৫৯

চৌ—স্বজন করিলা খাতা কানন ভূমির তরে । বিষয়ের সুখ জ্ঞানহীনা ভীল কিরাতীরে ॥
 প্রসূর-কীট সম কঠিন স্বভাববতী । কাননে তা'দের ক্লেশ নাহি হয় এক রতি ॥ ১
 অথবা তাপন-নীরী প্যারেন রহিতে বন । করেন তপের তরে যাঁ'রা ভোগ বরজন ॥
 জানকী কাননে বাস করিবেন কি প্রকার । বানরের ছবি হেরে' পরাণ শিহরে যাঁ'র ॥ ২
 নন্দন-সরোবর-বনজ-বন-বিলাসী । হংস-কুমারী হ'বে পুতিগন্ধ কুণ্ডবাসী ॥
 এ সব বিচার করি' যা' তোমার আজ্ঞা হয় । সেই মত জানকীরে ব'লে দিব নিশ্চয় ॥ ৩
 মাতা ক'ন সীতা যদি মোর সনে গৃহে র'ন । তাহ'লে আমার বহু'রহে অবলম্বন ॥
 জননীর প্রিয়বাণী শ্রীরাম করি' শ্রবণ । মিনতি প্রণয়-সুখা মাখা প্রাণ-বিমোহন ॥ ৪

দৌ—প্রিয়-কথা বলি' বিবেকেতে ভরা তুমিলেন জননীরে ।
 কাননের গুণ দোষ কহি' তবে প্রবোধেন জানকীরে ॥ ৬০

চৌ—জননী-সমীপে কথা কহিতে কুণ্ঠিত মন । সময় বিচারি' পুনঃ সীতারে বচন ক'ন ॥
 নৃপতি-কুমারি মোর বাণী কর প্রণিধান আর কিছু মনে যেন না করিও অহুমান ॥ ১
 নিজ কল্যাণ আর মোর ভাল যদি চাও । আমার নিষেধ শুনি' গৃহেতেই তুমি রও ॥
 মোর কথা শুনা আর শৃঙ্গার সেবা হ'বে । ভবনে থাকায় তুমি সব কল্যাণ পাব'বে ॥ ২
 যত্ন সহিত সেবা শাস্ত্রভী ও শ্বশুরের । ধর্ম নাহিক আর অপর অধিক এর ॥
 আকুল স্নেহের বশে হ'য়ে আশ্র-বিস্মরণ । যখনি মা করিবেন আমারে মনে স্মরণ ॥ ৩
 তখনি মধুর-ভাষে কহিয়া পুরাণ-কথা । বুঝা'য়ে ঘুচা'য়ে শুভে তাঁহার হৃদয়-ব্যথা ॥
 অকপট সত্য বলি শতেক শপথ ক'রে । শুধু ছেড়ে' যাই তোমা স্নুমুখি মায়ের তরে ॥ ৪

দৌ—বিনা ক্রেশে পাব'বে ধর্মের ফল গুরু ঐতি-সম্মত ।
 জেদ ক'রে ছথ সকলেই পান গালব* নজমণ-মত ॥ ৬১

চৌ—পিতৃবাণী পূর্ণ করি' আমিও গো সত্বর । অগ্নি জ্ঞান-পরায়ণে ফিরিয়া আসিব ঘর ॥
 ক'টা দিন কেটে' যে'তে বেশী দেবী নাহি হ'বে । আমার বচন মনে গ্রহণ করহ ভেবে' ॥ ১

* গালব :—গালব মহর্ষি বিশ্বামিত্রের শিষ্য, এবং অতিশয় গুরুভক্ত ছিলেন । একবার ধর্মরাজ বিশ্বামিত্রকে পরীক্ষা করিবার জন্ত, তাঁহার শত্রু বশিষ্ঠের রূপ ধারণ করিয়া আবির্ভূত হন, ও ভোক্ত্রের ইচ্ছা প্রকাশ করেন । বিশ্বামিত্র অতিথিরূপে সমাগত শত্রু বশিষ্ঠ-রূপী ধর্মরাজের কথায় আহাৰ্য্য আনয়ন করিলে, ধর্মরাজ তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া অস্ত্রহিত হন ; ইহাতে মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে আহাৰ্য্য লইয়া উপবাসে শতবর্ষ দণ্ডায়মান থাকিতে হয় । এই সময়ে গালব তাঁহার বিলক্ষণ সেবা করেন । বিশ্বামিত্রের আচরণে প্রীত হইয়া ধর্মরাজ তখন তাঁহাকে ব্রহ্মর্ষি বলিয়া সম্বাধন করেন, তখন বিশ্বামিত্র গালবের উপর প্রসন্ন হইয়া, তাঁহার শিক্ষা সম্পূর্ণ হইয়াছে জানিয়া, তাঁহাকে যথেষ্ট গমনের অমুমতি দেন । তখন গালব বিশ্বামিত্রকে গুরুদক্ষিণা গ্রহণ করিতে অমুরোধ করেন । প্রথমে বিশ্বামিত্র গুরুদক্ষিণা লইতে স্বীকার করেন না । ইহাতে গালব এত পীড়াপীড়ি করিতে থাকেন যে, বিশ্বামিত্র বিরক্ত হইয়া তাঁহার নিকট হইতে আট শত শ্যামবর্ণ অশ্ব গুরুদক্ষিণার স্বরূপ চাহিয়া বলেন । ইহাতে গালবকে বড়ই বিরক্তে পড়িতে হয় । পরে অনেক কষ্টে গালব ঐ গুরুদক্ষিণা সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন বটে ; কিন্তু ইহা হইতে অতিশয় হঠ, বা ভিৎ করার কুফল সকলে বুঝিতে পারিলেন ; এবং তখন হইতে হঠ, করার জন্ত গালবের নাম প্রসিদ্ধ হইল ।

† নজমণ :—রাজা অশ্বরীষের পুত্রের নাম ছিল নজমণ । তিনি বড় প্রতাপশালী নঃপতি ছিলেন । বৃত্তান্তরূপে বহু করার জন্ত ইন্দ্রকে বধন ব্রহ্মহত্যার পাতক স্পর্শ করে, ফলে তাঁহাকে স্বর্গচ্যুত হইতে হয়, তখন সকলে সর্বগুণ-সম্পন্ন দেখিয়া নজমণকে স্বর্গরাজ্য-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করান । নজমণ স্বর্গরাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন । স্বর্গ-সিংহাসন লাভ করিয়া নজমণের মত নরপতিরও মনে দারুণ অহঙ্কারের উদ্রেক হয়, ও তিনি দেবী শচীর নিকট আপনার দাবী জানাইয়া অস্বীকৃত প্রস্তাব করেন । বহুদিন পর্যন্ত শচীদেবী ইহার কোন উত্তর দেন না । শেষে নজমণের অত্যাচার সীমা অতিক্রম করিবার মত হইল, দেবগুরু বৃহস্পতির পরামর্শ অনুসারে শচীদেবী তাহার নিকট এই বার্তা পাঠাইলেন যে, যদি তিনি সপ্তর্ষি-বাহিত বানে আরোহণ করিয়া তাঁহার নিকট আগমন করেন, তবে তিনি তাঁহাকে বরণ করিয়া লইতে পারেন । কাম ও ঐর্ষ্যে নজমণ এমনি আশ্ববিন্মত হন যে, তিনি সপ্তর্ষিমণ্ডলকে আহ্বান করিয়া, তাঁহাদের আপনার পাক্‌তে লাগাইয়া দেন । তাঁহারা এ কাজ শুকনও করেন নাই ; অধিকন্তু চলিবার সময় তাঁহাদের পায়ের চাপে বাহাতে জীবজন্তু দলিত না হয়, সে জন্ত সকলে বীয়ে বীয়ে গমন করিতেছিলেন, ইহা নজমণের সম্মুখে হইতেছিল না । নজমণ তাঁহাদিগকে "সপ" "সপ", অর্থাৎ, "লে" "লে" বলিয়া উঠিলেন,—“তুই বার বার 'সপ' 'সপ', বলিতেছিস্, অতএব তুই 'সপ' হইয়া যা' ।” এই অভিসম্পাতে নজমণ তৎক্ষণাৎ সর্পাকার ধারণ করিয়া পৃথিবীতে পতিত হইলেন । অনন্তর নজমণ মহর্ষি অগস্ত্যের শরণাপন্ন হন । অগস্ত্য কহিলেন, “যে কেহ তোমার প্রোক্ষের বধাবধ উত্তর দিতে পারিবেন, তাঁহারই দ্বারা তোমার মুক্তি হইবে ।” দ্বাপরে বনবাসের সময় সর্পরূপী নজমণ ভীমসেনকে ধরেন ; তখন যুধিষ্ঠির নজমণের প্রোক্ষের বধাবধ উত্তর দেওয়ার চেষ্টা ও নজমণ হই জনেই মুক্তি পান ।

প্রণয়ের বশে যদি হঠ' কর' সাথে যে'তে ।
কানন কঠোর অতি মহাক্রেশ প্রদায়ক ।
কুশ-কণ্টকে ভরা কঙ্কর পথ-ময় ।
মঞ্জু চরণ তব কোমল কমল-তুল ।
নদ নদী কন্দর খাদ পথে সমুদায় ।
ব্যাঘ্র সিংহ ভালুক সর্প পূর্ণ বন ।

পরিণামে দুখ তবে তোমারেই হ'বে পে'তে ॥
তাপ হিম বারি বায়ু সব(ই) তথা ভয়ানক ॥ ২
পদে পদত্যাগ বিনা পদভ্রজে যে'তে হয় ॥
দুরতিক্রম্য পথ ধরাধর-সঙ্কুল ॥ ৩
দুস্তর দুর্গম চ'খে দেখা নাহি যায় ॥
সাহস গরজ শুনি' করে চির পলায়ন ॥ ৪

দো—শয়ন ধরায় বঙ্কল বাস ভক্ষ্য কন্দ মূল ।
তাও কি সে সব সব দিন পা'বে সব(ই) কাল-অনুকূল ॥ ৬২

চৌ—মানব-খাদক তথা ফিরে কত নিশাচর ।
পাহাড়ের জলবায়ু স্বাস্থ্যে নাহিক সয় ।
করাল বিহগ অহি-সঙ্কুল ঘোর বন ।
বনের কথায় বীর যেবা সেও ডরে প্রাণে ।
মরাল-গামিনি নহ বন-যোগ্যা কদাচন ।
মানসের সুখা-সরে হ'ল যে' প্রতিপালিতা ।
নবীন রসাল-বনে যে পিক্ সুখে বিহরে ।
এ সব বিচারি' মনে গৃহে কর অবস্থান ।

কোটিবিধ বেশধারী কপট-আকার ধর ॥
বনের বিপদ কত বর্ণনা নাহি হয় ॥ ১
রাক্ষস যত নর রমণী করে হরণ ॥
তুমি ত স্বভাবে ভীকু অয়ি যুগ-সুলোচনে ॥ ২
শুনি' অপবাদ মোর দিবে সব জনগণ ॥
লবণ-সাগরে সেই মরালী র'বে জীবিতা ॥ ৩
মকু-কণ্টক বনে সে কি কভু শোভা ধরে ॥
চন্দ্রবদনি বন অতি ভয়ানক স্থান ॥ ৪

দো—হিতকামী গুরু স্বামি-উপদেশ শিরে ধরি' যে না মানে ।
হয় নিশ্চয় অহিত তাহার অনুতাপ ভরে প্রাণে ॥ ৬৩

চৌ—শুনি' দয়িতের বাণী প্রাণ-মন-বিমোহন ।
এ শীতল উপদেশ তেমনি দহিল তাঁ'কে ।
উত্তর নাহি আসে বিকল জানকী অতি ।
প্রাণপণে সঘরি' উদ্গত আঁখি-বারি ।
ধরি স্বাক্ষর পদ ক'ন জুড়ি' করদয় ।
দিলেন আমারে স্বামী সেই মহা উপদেশ ।
তথাপি আপন মনে দেখিছু করি' বিচার ।

আসারে ভরিল সীতা-ললিত যুগ-লোচন ॥
শারদ চাঁদিনী নিশি যথা দহে চক্রেবাকে ॥ ১
ছাড়িয়া যাইতে চা'ন পুত প্রেমময় পতি ॥
ধরণী-কুমারী ক'ন ধৈর্য্য ধারণ করি' ॥ ২
ক্ষমহ জননি মোর এই অতি অবিনয় ॥
যে উপায়-বলে হ'বে মম হিত সবিশেষ ॥ ৩
স্বামীর বিয়োগ-সম দুখ তবে নাহি আর ॥ ৪

দো—হে জীবননাথ করুণা-সাগর সুখদ্, সুজ্ঞান কম ।
তোমা বিনা প্রভু রঘুকুল-বিধু আমরা নরক-সম ॥ ৬৪

চৌ—মাতাপিতা সহোদরা সহোদর প্রাণাধার ।
স্বাক্ষর গুরু বন্ধু স্বজনগণ ।
সুহৃদ্ আত্মীয় যত আর প্রিয় পরিবার ॥
সুশীল সুরূপ সূত সুখে ভরে যেবা মন ॥ ১

যতদূর প্রেমপ্রীতি স্নেহ বিরাজিত রয় । পতি বিনা সব তা'রা ভাঙ্গু হ'তে জ্বালাময় ॥
 দেহ ধন ধাম পুরী কিবা সসাগরা ভূমি ; স্বামীর বিহনে সব শোকের আবাস-ভূমি ॥ ২
 রোগ সম লাগে ভোগ ভার হয় আভরণ । সংসার হয় বোধ যমের যাতনা যেন ॥
 তোমার বিহনে প্রভু নিখিল ভুবনময় । আমার নিকটে আর কিছুই সুখদ নয় ॥ ৩
 প্রাণ বিনা দেহ যথা স্রোতস্বিনী বিনা বারি । সেই মত প্রাণনাথ পুরুষ বিহনে নারী ॥
 হে প্রভু সকল সুখ থাকায় তোমার সনে । চাহি' ও শারদবিধু-বিমল মুখের পালে ॥ ৪

দো—খগ যুগ সাথী
 সঙ্গ তোমার

কানন নগর
 সুরপুরী সম

বঙ্কল চারু বাস ।
 কুটির সুখ-আবাস ॥ ৬৫

চৌ—বনদেবী বনদেব স্বজ্ঞ স্বশুর সম । উদার হৃদয় ল'য়ে রক্ষক হ'বে মম ॥
 শয়ন বিছা'ব ল'য়ে কুশ-কিশলয় দল । প্রভু-সঙ্গেতে হ'বে তাহাই অতি কোমল ॥ ১
 কন্দ ফল মূল যত অমিয় সম আহার । ধরাধর হ'বে শত অট্টালিকা অযোধ্যার ॥
 ক্ষণেক্ষণে প্রভু পদ-কমল করি' লোকন । দিনে চক্রবাকী সম মোদিত রহিবে মন ॥ ২
 কাননের ক্রেশ প্রভু কহিলে কতই মত । ভয় হুথ ভয়ানক সস্তাপ আদি শত ॥
 তোমার বিয়োগ-হুথ একক্ষণ পল-ভর । সব মিলিলেও নাহি হ'বে তথা হুঃখকর ॥ ৩
 হে সর্বস্ব-শিরোমণি একথা বিচারি' প্রভু । সাথে লও মোরে যেন ছাড়িয়া য়ে'য়োনাকু
 অধিক মিনতি আর কি করিব তব স্বামি । করুণার আয়তন অন্তরের অন্তর্যামী ॥ ৪

দো—অযোধ্যায় যদি
 দীননাথ সুখ-

রাখ' ততদিন
 দায়ক হৃন্দর

জেন নাহি র'বে প্রাণ ।
 বিনয় স্নেহ-নিধান ॥ ৬৬

চৌ—পথেতে চলিতে মোর তিল ক্রেশ নাহি হ'বে । অকুখণ ও চরণ পানে আঁখি চেয়ে' র'বে ॥
 সকল প্রকারে তব সেবা করি' প্রিয়তম । হরণ করিব তব যতেক পথের ভ্রম ॥ ১
 ধুয়াইয়া পদযুগ বসিয়া বিটপি-ছায় । ব্যঞ্জন করিয়া মনে মহাসুখ পা'ব তা'য় ॥
 ঞ্জল-ভরা হেরি' ওই শ্যাম-কলেবর । তখন কোথায় র'বে হুঃখের অবসর ॥ ২ ॥
 সমতল ধরাতে পাতি' তৃণ পল্লব । রজনী করিব ভোর সেবি' পদ-পল্লব ॥
 ও কম-মুরতি করি' বারবার দর্শন । তপ্ত সমীর মোরে না করিবে পরশন ॥ ৩
 রহিলে তোমার সাথে আঁখি তুলে' চায় কেবা । কেশরী-বধুর পানে চাহিবে শশক শিবা ॥
 আমি শুকুমারী তুমি উপযোগী কাননের । তপস্তা উচিত তব আর মোর আরামের ॥ ৪

• দো—শুন'ও কঠোর
 তব অদরশ-

বচন এমন
 সস্তাপ তবে

হৃদয় যদি না ফাটে ।
 সহিতে পারিব বটে ॥ ৬৭

শ্রীরাম-কৌশল্যা-সীতা সংবাদ

চৌ—এই কথা বলি' সীতা হ'লেন বিকল অতি । কথায় বিয়োগ(৬) তাঁ'র সহিতে নাহি শক্তি ॥
 এ দশা নিরখি' মনে বুঝিলেন শ্রুতু রাম । জোর ক'রে রেখে' গেলে দেহে নাহি র'বে প্রাণ ॥ ১
 কহিলেন কৃপাময় দিনকরকুল-নাথ । তাজ্জ খেদ চল তবে কাননে আমার সাথ ॥
 বিষাদের অবসর এক তিল নাহি আজ । হুয়া বন-গমনের সমাধা করহ সাজ ॥ ২
 বুঝাইয়া দয়িতারে প্রিয়বাণী উচ্চারিয়া । পাইলেন আশীর্বাদ মার পায়ে প্রণামিয়া ॥
 মাতা ক'ন প্রজ্ঞা-ক্লেশ হুয়ায় ঘুচা'য়ে এসে । নির্ভীরা জননী যেন তোমারে না ভুলে' বসে ॥ ৩
 বিধাতা এ দশা মোর কভু কি হে পালটিবে । মনোহর এ যুগলে আঁখি পুনঃ নিরখিবে ॥
 কবে তাত হ'বে মম সে সুদিন শুভক্ষণ । করিব ও চাঁদমুখ এ জীবনে দরশন ॥ ৪

দৌ—বারবার কহি' বৎস তাত লাল রঘুপতি রঘুবর ।
 ক'ন কবে পুনঃ বৃকে ল'য়ে সুখে হেরিব ও কলেবর ॥ ৬৮

চৌ—করি' দরশন মায়ে অতীব স্নেহ-কাতর । বচন না আসে মুখে খেদ এত হৃদি'পর ॥
 জননীরে রাম বহু প্রবোধ-বচন ক'ন । সে স্নেহ সে সময়ের নাহি হয় বর্ণন ॥ ১
 পরশি' শৃঙ্গ-পদ সহিত বিনয়-বাণী । জানকী কহেন মাতা বড় অভাগিনী আমি ॥
 সেবার সময় বনে বিধি-বশে যেতে হয় । মনের যতেক সাধ অ-পূরিত সব রয় ॥ ২
 'ছাড়' মা হৃদয়-খেদ কৃপা যেন নাহি যায় । মোর কিছু নাহি দোষ কর্ম কঠিন হয় ॥
 সীতার বচন শুনি' আকুল-পরান মাতা । বিবরণ কিবা হ'বে কতই সে ব্যাকুলতা ॥ ৩
 বারবার জানকীরে বক্ষে তুলিয়া ল'ন । শুভাশীষ উপদেশ ধৈর্য্য ধরিয়া ক'ন ।
 ভাগ্য সোহাগ যেন অচল রহে তোমার । জাহ্নবী যমুনায় যতদিন জলধার ॥ ৪

দৌ—সীতারে শৃঙ্গ শিক্ষা আশীষ দিলেন বহু প্রকার ।
 উঠেন জানকী প্রণমি' চরণে মহাপ্রেমে বারবার ॥ ৬৯

শ্রীরাম-লক্ষ্মণ সংবাদ

চৌ—যেমনি এ সমাচার গেল লক্ষ্মণ-কাণে । ছুটিলেন গ্লান মুখে আকুল হইয়া প্রাণে ॥
 চ'খে জল শিহরিত কম্পিত কলেবর । পড়েন অধীর হ'য়ে রামের চরণ 'পর ॥ ১
 চাহিয়া রহেন স্থির মুখেতে নাহিক কথা । বারির নিকাশ-পরে মীন দীন হয় যথা ॥
 কেবলি ভাবনা মনে হে বিধাতা এ কি হ'ল । মোদের স্মৃতি যত সকলি কি ফুরাইল ॥ ২
 মোর প্রতি কি আদেশ করিবেন রঘুনাথ । রাখিবেন ভবনে কি ল'বেন আপন সাথ ॥
 জুড়ি' ছই পাণি রাম করিলেন দরশন । সকল বাঁধন ছি ডে' দাঁড়াইয়া লক্ষ্মণ ॥ ৩
 কহেন তখন রাম সব নীতি-সুচতুর । শীল স্নেহ-ভরা বাণী সরলতা-ভরপুর ॥
 উৎসাহ সুখ-পরিণাম বুঝি' মনোমাঝে । প্রণয়ের বশ হ'য়ে অধীর কি হ'তে আছে ॥ ৪

দো—পিতামাতা গুরু
ধরায় আসার

স্বামী-উপদেশ
লাভ-ভাগী হয়

স্বতঃ যে ধরে মাধায় ।
নহে জন্ম মিছা যায় ॥ ৭০

চৌ—এ কথা ধরিয়া প্রাণে শুন মম উপদেশ । জনক-জননী-পদ সেবা কর সবিশেষ ॥

ভবনে ভরত রিপুসুদন কেহই নাই । স্থবির জনক-তরে মোর দুখ সদা তাই ॥ ১
যদি আমি যাই বনে তোমারে লইয়া সাথ । সকল দিকেতে তবে কোশল হ'বে অনাথ ॥
জনক জননী গুরু আর প্রজা পরিবার । পড়িবে সবার 'পরে দুঃসহ দুখ-ভার ॥ ২
রহি' গৃহে সব বিধি কর সবে পরিতোষ । তা' না হ'লে সব দিকে হইবে বড়ই দোষ ॥
রাজ্যে যাহার দুখী রহে প্রিয় প্রজাগণ । স্থির সেই নরপতি নরকগতি-ভাজন ॥ ৩
গৃহেতে থাকহ ভাই এই নীতি অমুসরি' । ব্যাকুল লক্ষ্মণ অতি এ কথা শ্রবণ করি' ॥
তুষারের হিম-কর-পরশে কমল-প্রায় । শীতল বচনে প্রাণ তেমনি শুকা'য়ে যায় ॥ ৪

দো—অভিভূত যুখে না আসে উত্তর অধীরে ধরেন পায় ।
ক'ন' দাস আমি তুমি নাথ প্রভু ত্যজিলে যা'ব কোথায় ॥ ৭১

চৌ—দিলে ত' আমায় প্রভু উপদেশ অতুলন । অসাধ্য বলিয়া মানে অযোগ্য আমার মন ॥
ধীরতা স্বভাব যা'র আর ধর্ম-ধুরধারী । নীতি আর শাস্ত্রে সেই নরবর অধিকারী ॥ ১
আমি ত' বালক তব স্নেহে তো প্রতিপালিত । মরাল কি মন্দার মরুরে করে চালিত ॥
কিবা গুরু পিতা মাতা কাহাকেও নাহি জানি । অকপটে কহি প্রত্যয় কর রঘুমণি ॥ ২
স্নেহের সুবাদ রয় যতদূর এ জগতে । প্রীতি বিশ্বাস যাহা বেদ গায় নানা মতে ॥
সে সকলি যাহা কিছু শুধু এক মোর তুমি । দীনের শরণ দেব সবার অন্তরযামী ॥ ৩
কীর্ত্তি বিভূতি গতি ভালবাসে যেই জন । ধর্ম নীতির কথা তা'রে ক'রো বর্ণন ॥
কায় মন বচনে যে ও চরণে রত রয় । তা'রে পরিহার করা এ কি প্রভু ভাল হয় ॥ ৪

লক্ষ্মণ-সুমিত্রা সংবাদ

দো—করুণা-সাগর শুনি' অমুজের বচন বিনীত স্বরে ।
বুঝি' স্নেহ-বশে ভয়-ভীত মন বুঝা'ন হৃদয়ে ধরে ॥ ৭২

চৌ—জননী-সদনে গিয়া বিদায় যাচহ ভাই । স্বরায় আসিয়া ফিরে' চল কাননেতে যাই ॥
লক্ষ্মণ-প্রাণে তবে উল্লাস অতিশয় । মহালাভ উপজিল অপগত মহাভয় ॥ ১
জননী-সদনে যা'ন হরষিত অন্তর । অন্ধ আবার যেন পাইল নয়ন-বর ॥
যাইয়া মাতার পদে নমিত করেন শির । মনেতে জানকীসহ রাখি' রাম রঘুবীর ॥ ২
শুধা'ন কারণ মাতা বিরস বদন হেরে' । লক্ষ্মণ সব কথা কহেন বিশেষ ক'রে ॥
কঠোর বারতা শুনি' শুকাইল হৃদিভল । কুরগী নেহারে যেন চারিদিকে দাবানল ॥ ৩
লক্ষ্মণ-মনে ভয় বিপদ ঘটিল আজ । এই মমতার বশে হইবে বড় অকাজ ॥
বিদায় কামনী-কালে অতি কুণ্ঠিত মন । আদেশ কি সাথে যে'তে পাইব না ভগবন্ ॥ ৪

দো—সুমিত্রা বুঝিয়া
নৃপ-স্নেহ হেরি’

রাম-সীতা রূপ
মাথা খুঁড়ি’ ক’ন

সু-শীল স্বভাব মনে ।
পাণিনী কু-বাত হানে ॥ ৭৩

চৌ—ধৈর্য্য ধরিল। তবু কুসময় জানি’ এরে । কহেন সুমিত্রা বাণী স্বাভাবিক প্রেম-ভরে ॥

বিদেহ-কুমারী সীতা তব মাতা সুনিশ্চয় । শ্রীরাম জনক আর সব বিধি স্নেহময় ॥ ১

• সেথাই কোশলপুরী রামের যথা নিবাস । সেখানেই দিনমান তপন যথা প্রকাশ ॥

• প্রকৃতই যদি বনে যা’ন রাম সীতা আর । নাহিক কিছুই কাজ এ পুরে থাকি তোমার ॥ ২

জনক জননী ভ্রাতা দেবতা ও গুরুদেবে । প্রাণের সমান সেবা করিতে উচিত সবে ॥

পরানের(ও) প্রিয় রাম প্রাণের(ও) জীবন-ধন । স্বার্থ-রহিত সখা সবাঁকার সেইজন ॥ ৩

পূজনীয় অতিপ্রিয় আছেন যত ভুবনে । মাননীয় তাঁ’রা সবে রামের সুবাদ-গুণে ॥

এ বিচার করি’ মনে যাও বনে অবিচল । ধরায় জনম লাভ আপন কর সফল ॥ ৪

দো—যাই বলিহারী মোর সনে তুমি বড়ই সুকৃতিবান ।

অকপটে যদি পে’য়ে থাকে তব মন রাম-পদে স্থান ॥ ৭৪

চৌ—ধরা মাঝে সেই নারী প্রকৃতই পুত্রবতী । রঘুপতি-পায়ে যা’র তনয়ের হয় মতি ॥

নহে রাম-ভক্তিশূন্য সম্ভান যদি হয় । সে তনয় হ’তে পুত্রহীনা ভাল নিশ্চয় ॥ ১

তোমারি সুকৃতি-বলে রামের বন-গমন । অপর ইতার আর নাহিক কোন কারণ ॥

সব-পুণ্যের এই সকলের বড় ফল । সহজ-প্রণয় সীতা রামের চরণ-তল ॥ ২

রাগ রোষ দ্বেষ আর মদ মোহ আদি যত । হইও না এ সবার স্বপনেও বশীভূত ॥

সকল বিকার ত্যাগ করি’ নির্মল মনে । করিবে তাঁহার সেবা কায় মন বাক্ মনে ॥ ৩

জনক জননী রাম-জ্ঞানকী সাথে যাহার । আরাম কানন মাঝে সকল প্রকার তা’র ॥

বন মাঝে রাম যাহে না পা’ন তিলেক ক্লেশ । তাহাই করিবে পুত্র এই মম উপদেশ ॥ ৪

ছ—উপদেশ তাত তোমারে এই রাম সীতা সুখ যাহাতে পা’ন ।

পিতা মাতা পুরী প্রিয় পরিবার সুখ-স্বৃতি বনে ভুলিয়া যা’ন ॥

তুলসী এ ভণে শিখা’য়ে, লক্ষ্মণে সম্মতি দেন আশীষ আর ।

রতি অবিরল হউক অমল দৌহা-পদে নিত নব তোমার ॥

সো—জননী-চরণে করি’ নতি যা’ন ভয়ে দ্রুত পদ ফেলে’ ।

পলায় কুরগ যেই ভাঁতি জাল ছিঁড়ে’ ভাগ্যের বলে ॥ ৭৫

শ্রীরামের দশরথ-সঙ্গীপে বিদায় গ্রহণ

চৌ—লক্ষ্মণ উপনীত যথায় জানকীনাথ । প্রমোদিত অন্তর পাইয়া প্রিয়ের সাথ ॥

বন্দি’ জানকী-রাম শ্রীচরণ স্নন্দর । সঙ্গে আসেন তথা যথা র’ন নৃপবর ॥ ১

কহিতেছে এ-উহারে পুরবাসী নরনারী । পূর্ণ-প্রায় কাজ খুব বিধাতা দিল বিগাড়ি’ ॥

কৃশকায় ক্ষুধমন বিমলিন মুখাবলী । এমন আকুল যেন দ্রুত-মধু যত অলি ॥ ২

মর্দিছে করে কর মাথা কুটে অতুতাপে ।
বহুজন-সমাগম-সঙ্কুল দরবার ।
কহি' নৃপে রামচন্দ্র ক'রেছেন আগমন ।
দরশন করি' ছুই তনয়ে সীতার সনে ।

পক্ষ বিহনে যথা খগে সস্তাপ ব্যাপে ॥
বর্ণনা নাহি হয় সে বিষাদ কি অপার ॥ ৩
সচিব উঠা'য়ে তাঁ'রে করা'ন উপবেশন ॥
নৃপতি ব্যাকুল হ'য়ে উঠিলেন নিজ মনে ॥ ৪

দো—আকুলিত সীতা-

সনে ছুই স্নত

পানে হেরি' বারেবারে ।

স্নেহবশে রাজা

বারবার বুকে

ধরিলেন দৌহাকারে ॥ ৭৬

চৌ—বিকল ভূপতি-বর কথা নাহি বাহিরায় । শোক-উপজাত দাহে অন্তর জ্বলে যায় ॥

চরণে লুটা'য়ে শির অতি অনুরাগ ভরে ।

উঠিলেন রঘুবীর বিদায়-গ্রহণ তরে ॥ ১

দেহ পিতা শুভাশীষ আদেশ করহ দান ।

সুখের সময়ে এই কেন বিষময় প্রাণ ॥

প্রিয়-প্রেম বশে হ'লে কার্য্যে ক্রটি-প্রমাদ ।

যশোনাশ হ'বে ভবে আর হ'বে অপবাদ ॥ ২

এ শুনি' বাৎসল্য বশে উঠিয়া অযোধ্যানাথ ।

কহিলেন শ্রীরামেরে বস'য়ে ধরিয়া হাত ॥ ৩

শুন তাত মুনিগণ ক'ন সবে তোমা-প্রতি ।

রাম হ'ন চরাচর-অখিলের অধিপতি ॥

শুভ ও অমঙ্গল করমের অনুসারে ।

ভগবান্ দেন ফল-হৃদয়ে বিচার ক'রে ॥

যে যেমন কর্ম করে পায় ফল সেইমত ।

নিগমের নীতি এই এই কহে লোক যত ॥ ৪

দো—হেথা অপরাধ

করে একজন

অপরে ভুঞ্জে ফল ।

অতি বিচিত্র

বিধাতার গতি

গতির কে পায় তল ৭৭

চৌ—শ্রীরামে রাখার তরে দশরথ নৃপবর ।

অকপটে করিলেন উপায় কতইতর ॥

যবে ধর্ম্ম-ধুরন্ধর ধীর মতিমান্ রাম- ।

পানে চে'য়ে বুঝিলেন থাকিতে নাহিক চাঁন

তখন সীতারে নৃপ হৃদয়ে করি' ধারণ ।

অস্তি হিত-উপদেশ দিলেন তাঁ'রে রাজন্ ॥

বনের দারুণ ক্রেশ শুনা'লেন বর্ণিয়া ।

গুরুজন-পাশে থাকা-সুখ দেন বুঝাইয়া ॥ ২

রাম-পদে জ্ঞানকীর মন ভরা অনুরাগে ।

বন ভয়ানক আর গৃহ ভাল নাহি লাগে ॥

কাননেতে বিপদের গভীরতা বিস্তারে ।

সকল জনেই বহু বুঝা'লেন জ্ঞানকীরে ॥ ৩

সচিব রমণী গুরু বশিষ্ঠ-গৃহিণী জ্ঞানী ।

স্নেহভরা সুকোমল কহিলেন মৃদুবাণী ॥

তোমা'রে ত' বনবাস নাহি দিল কোনজন ।

তুমি কর যাশ গুরু শ্রদ্ধা শ্রবণ ক'ন ॥ ৪

দো—শীতল মঙ্গল

মধুর বচন

সীতারে ভাল না লাগে ।

শারদ চাঁদিনী-

পাতে চক্রবাকী-

আকুলতা যথা জাগে ॥ ৭৮

চৌ—উত্তর নাহি দেন সীতা সঙ্কোচ ভরে ।

তা' দেখি' কেঁকরী উঠে মুখখানা লাল ক'রে ॥

মুনির ভূষণ বাস তৈজস সব আনি' ।

সম্মুখে রাখি' বলে শ্রীরামে মধুর বাণী ॥ ১

রাজার প্রাণের সম তুমি রঘুনন্দন ।

শীল স্নেহ না ছাড়িবে ভীরু রাজা কদাচন ॥

যদিও স্মৃতি যশ পরলোকে হয় নাশ ।

তবু তোমা বনে দিতে ভাষা না হ'বে প্রকাশ ॥ ২

এই সব বুঝি' মনে কর যাহা ভাল হয় । মাতার বচনে রাম-প্রাণে সুখ-হাওয়া বয় ॥
ওদিকে শায়ক-সম এ কথা নূপেই বাজে । ভাবেন অভাগা প্রাণ এখনো না কায়া ত্যজে ॥৩
ব্যাকুলিত জনগণ মুচ্ছিত নরপতি । কি করা বিহিত কা'রো বুঝিতে না জাগে মতি ॥
শ্রীরাম ছরিতে মুনি-বেশ করি' পরিধান । করেন জনক মায়ে নতি করি' প্রস্থান ॥ ৪

দো—বন-গমনের সাজ-সজ্জা করি' বনিতা ভ্রাতা-সমেত ।
নমি' দ্বিজ গুরু- পদ যা'ন প্রভু সব্বারে করি' অচেত ॥ ৭৯

শ্রীরামের বন-গমন

চৌ—বাহির হইয়া গুরু-ভবনে গেলেন রাম । দেখিলেন প্রজাসব বিরহেতে দহমান ॥
প্রিয়-কথা কহি' রাম বুঝাইয়া সব্বাকারে । আহ্বান করিলেন ব্রাহ্মণ-সকলেরে ॥ ১
দেওয়া'ন গুরুরে কহি' বরষ তব ভোজন । আদরে বিনয়ে দানে করেন মানে তোষণ ॥
করিলেন যাচকেরে দানে মানে সন্তোষ । করেন প্রণয় দিয়া বন্ধুরে পরিতোষ ॥ ২
দাস দাসিদিগে করি' আহ্বান তা'র পর । সঁপিয়া গুরুর করে ক'ন করি' জোড়কর ॥
হে প্রভু পালন আর রক্ষণ ইহাদের । জনক জননী-সম হয় যেন সকলের ॥ ৩
মারবার জোড় করি' আপন যুগল পাণি । সকলের প্রতি রাম ক'ন এই মৃদুবাণী ॥
তা'রি হ'বে সব্ববিধি করা মোর প্রিয়কাজ । যাঁহার প্রয়াসে সুখে রহিবেন মহারাজ ॥ ৪

দো—আমার বিরহে মাতা সব্ব যেন ছুখে নাহি হ'ন দীন ।
করিবেন সবে তাহার উপায় হে পুরবাসি প্রবীণ ॥ ৮০

চৌ—এই ভাবে সকলেরে বুঝা'লেন গুণধাম । করিলেন সুখে গুরু-কমল-পায়ে প্রণাম ॥
গণেশ ভবানী ভব-ঈশ্বরে মনে স্মরি' । চলিলেন রঘুনাথ শুভাশীষ লাভ করি' ॥ ১
রামের গমনে পুরে জাগিল ঘোর বিষাদ । শুনা নাহি যায় কাণে সে পুরীর আর্তনাদ ॥
লঙ্কায় কু-শকুন অযোধ্যায় অতি শোক । পুলকে বিবাদে বশ হারায় অমরলোক ॥ ২
মুচ্ছা' ভাঙ্গিয়া নৃপ জাগরিত সেই ক্ষণ । সুমন্ত্রে আহ্বান করি' এ বাণী তাঁহারে ক'ন ॥
কাননে গেলেন রাম 'প্রাণ মোর নাহি গেল । না জানি কিসের সুখে শরীরে তবু রহিল ॥ ৩
এর হ'তে কোন্ ব্যথা সমধিক বলবান্ । যে-ব্যথা পাইয়া তবে বর্জ্জিবে তনু প্রাণ ॥
পুনরায় ধৈর্য্য ধরি' কহিলেন নরনাথ । সখা তুমি রথ ল'য়ে নিজে যাও তা'র সাথ ॥ ৪

দো—অতি সুকুমার কুমার ছ'জন বৈদেহী সুকুমারী ।
রথে করি' বন দেখা'য়ে ফিরা'য়ে এন' গতে দিন চারি ॥ ৮১

চৌ—টির সত্যসন্ধ রাম দৃঢ়ব্রত পরায়ণ । ধীর ছুই ভ্রাতা যদি না করেন আগমন ॥
তা' হ'লে মিনতি করি' ব'লো জুড়ি' ছইকর । জানকীরে যাহে ফিরে' পাঠান শ্রীরঘুবর ॥ ১

কানন নিরশি' যবে পা'বেন পরাণে ভয় । আমার শিখান' কথা ব'লো তাঁ'রে সে সময় ॥
 বলিও খণ্ডুর খঞ্জ দিলেন ক'য়ে বিশেষ । তুমি পুত্রি ফিরে' চল কাননে বড়ই ক্লেশ ॥ ২
 কখনো পিতার কাছে কছু বা কাছে তাঁ'দের । তেমনি রহিবে রুচি হ'বে যেই প্রকারের ॥
 এমনি বিবিধ ক'রো উপায়ের উদ্ভাবন । যত্নপি ফিরেন হ'বে প্রাণের অবলম্বন ॥ ৩
 নহিলে হইবে মোর মৃত্যুই পরিণাম । কিছু বশে নাহি রহে বিধাতা হইলে বাম ॥ ৪
 সীতা রাম লক্ষ্মণে আনিয়া দেখাও মোরে । এ বলিয়া পড়িলেন নৃপতি মুচ্ছা-ঘোরে ॥ ৪

দো—নৃপতি-আদেশ
 যান যথা র'ন

লভি' নতি করি'
 স-সীতা ছ'ভাই

ধরিত জুড়িয়া রথে ।
 নগর-বাহির পথে ॥ ৮২

চৌ—সচিব যাইয়া তথা শুনা'য়ে রামে বচন । মিনতি করিয়া রথে করিলেন উত্তোলন ॥
 রথে আরোহণ করি' ছুই ভাই সীতা সনে । চলিলেন অযোধ্যায় প্রণতি করিয়া মনে ॥ ১
 রামের গমনে হেরি' অযোধ্যাপুরী অনাথ । ব্যাকুল হইয়া সবে চলিল তাঁ'দের সাথ ॥
 বহুবিধি বুঝা'লেন করুণার আয়তন । ফিরিয়া আবার তা'রা করে প্রতিবর্তন ॥ ২
 কোশলপুরীতে লাগে ভয়াবহ অতিশয় । অমাঘোর কালনিশা যেন তথা ছেয়ে রয় ॥
 ভয়াল প্রাণীর সম তথাকার নরনারী । ভয়ে শিহরিয়া উঠে একে অগ্নজনে হেরি' ॥ ৩
 ভবন শ্মশান যেন পরিজন যেন ভূত । স্নাত জন বান্ধব সবে যেন যমদূত ॥
 পাদপ ত্রততী যত বাগিচা মাঝে শুকায় । সরিৎ তড়াগ পানে আঁখি মেলা নাহি যায় ॥ ৪

দো—কোটি গজ হয়
 পিক্ চক্রবাক্

কেলি-কুরঙ্গম
 সারিকা সারস

পালিত জন্তু যত ।
 মরাল চকোর শত ॥ ৮৩

চৌ—রামের বিরহ-শোকে বিকল দাঁড়া'য়ে রয় । থাকা দেখে' চিত্রের আঁকা ব'লে মনে হয় ॥
 পুরী যেন ফলে ভরা আছিল কানন সম । নরনারী অর্গণত বিহগ কুরগোপম ॥ ১
 বিধাতা কিরাভী-রূপা কেঁকয়ীতে নিরমিল । চারিদিকে ছঃসহ দাবানল জ্বলে' দিল ॥
 এ বিরহ-ছতাশন সহিতে না পেরে' হয় । জনগণ ব্যাকুলিত হইয়ে পলা'য়ে যায় ॥ ২
 সকলেই মনে মনে করিল ইহা বিচার । শ্রীরাম'লক্ষ্মণ সীতা বিনা সুখ নাহি আর ॥
 যথায় র'বেন রাম রহিবে তথা সমাজ । রঘুবীর বিনা কিছু কোশলেতে নাহি কাজ ॥ ৩
 সজে চলিল ছেন দৃঢ় সবে করি' মন । সুর-ছল্লভ সুখ-গৃহ করি' বর্জন ॥
 রাম-পদপঙ্কজ মধুর লাগে যাহারে । বশ কি বিষয়-ভোগ তাহারে করিতে পারে ॥ ৪

দো—আবাল স্ববির
 তমসার তীরে

তাজিয়া ভবন
 প্রথম দিবস

সবাই লইল সাথ ।
 যাপিলেন রঘুনাথ ॥ ৮৪

চৌ—প্রজাগণে প্রেমাভূর নিরখিয়া রঘুনাথ । সদয়-হৃদয়ে তাঁ'র হ'ল ঘোর দুখ-পাত ॥
 করুণার আয়তন প্রভু রাম রঘুপতি । অপরের দুখে দুখ পান অতি স্বরাগতি ॥ ১

প্রেমভরা মনোহর কহিয়া কোমল বাণী । বহুবিধ প্রজাগণে বুঝা'লেন সীতাজানি ॥
 ধর্মের উপদেশ দিলেন অনেক ক'রে । প্রেমাতুর প্রজাগণ ফিরিয়াও নাহি ফিরে ॥ ২
 সেই শীল ভালবাসা কভু নাহি ছাড়া যায় । এ হেন বিপাকে রাম পড়িলেন ছুঁটানায় ॥
 অম আর চিন্তাভারে প্রজাগণ নিদ্রিত । কিছু দেব-মায়াতেও ছিল মতি অভিভূত ॥ ৩
 যখন প্রহর দুই রজনী অতিবাহিত । সচিবের প্রতি রাম কহিলেন প্রীতিযুত ॥
 এমন চালান্ রথ চিহ্ন যেন নাহি পায় । এ হ'তে অপর তাত নাহিক কোন উপায় ॥ ৪

• দো—শিব-পদে নমি' লক্ষণ রাম জানকী চড়েন যান ।
 এ-ধার ও-ধার চিহ্ন মুছিয়া সচিব রথ চালান্ ॥ ৮৫

চৌ—প্রভাত হইল নিশি জাগিল প্রজার দল । শ্রীরাম জানকী নাই পড়ে ঘোর কোলাহল ॥
 কেহ নাহি পায় খোঁজ রথ গেল কোন্‌দিকে । রাম রাম করি' ছুটাছুটি করে চারিদিকে ॥ ১
 অতল পয়োধি-নীরে ডুবিল যেন জাহাজ । বিকল-পরাণ যাহে বণিক-জনসমাজ ॥
 একে অগ্নজনে এই ভাবে দেয় উপদেশ । ত্যজিলেন রাম বুঝি' হ'বে আমাদের ক্লেশ ॥ ২
 নিজেদের নিন্দা করে মীনগণ সুখ্যাতি * । মোদের জীবনে যিক্ হারাইয়ে রত্নপতি ॥
 প্রিয় বিরহের দুখ যদি বা বিধি, রচিল । তবে কেন যাচকের মরণ নাহিক দিল ॥ ৩
 এইবিধি নানাবিধি সকলে করি' বিলাপ । ফিরিল অযোধ্যাপুরে ল'য়ে পূর্ণ পরিতাপ ॥
 বিষয় বিরহ ক'র শক্তি করে বাখান । গণা-ক'টা দিন' তরে সকলে রাখিল প্রাণ ॥ ৪

দো—রাম-দরশন- আশায় নিয়ম ত্রতে লাগে নরনারী ।
 চক্রবাক্ আর কমল যেমন দীন বিনা তম-অরি ॥ ৮৬

শৃঙ্গবেরপুরে আগমন ও নিষাদের সেবা

চৌ—মহামন্ত্রী আর সীতা-সনে ভাই দুইজন । শৃঙ্গবের পুরে আসি' করিলেন উত্তরণ ॥
 নিরখি' জাহ্নবী রাম নামিলেন হ'তে রথ । বিশেষ হরষ ভরে করিলেন দণ্ডবৎ ॥ ১
 সচিব লক্ষণ সীতা করেন সবে প্রণাম । সবাচার সনে অতি মোদিত-মানস রাম ॥
 আনন্দ মঙ্গল-মূল সববিধি সুরধনী । হারিণী সকল খেদ সব সুখ-প্রদায়িনী ॥ ২
 কাহিনী প্রসঙ্গ কোটি শ্রীরাম করি' কথন । গঙ্গার লহর ভঙ্গ করি' ছেম দরশন ॥
 করেন সচিব ভ্রাতা দয়িতারে কীর্তিত । ধরেন এ সুরনদী কি মহিমা অতুলিত ॥ ৩
 মঞ্জনে পথশ্রম হইল অপহরণ । পূতবারি করি' পান হইল মোদিত মন ॥
 মহা শ্রম চিরতরে দূরিত স্মরণে যার । তাঁ'র পরিশ্রম যত লৌকিক ব্যবহার ॥ ৪

সো—শুদ্ধ সং-চিং- আনন্দ-সাগর দিবাকরকুল-কেতু ।
 মানব-সমান এ লীলা তাঁহার ভব-পারাবার সেতু ॥ ৮৭

* জল বিহনে সংগ্রহণ প্রাণে বাঁচিতে পারে না ; কিন্তু রাম বিহনে আমাদের জীবন ত বাইতেছে না । † চৌদ্দ বৎসর ।

চৌ—এ বারতা পায় যবে গুহক নিষাদরাজ । পুলকে একত্র করে আপন জন-সমাজ ॥
 ল'য়ে ফল কন্দ-আদি-নানাবিধ উপহার । মিলিবারে চলে প্রাণে হরুষ ধরি' অপার ॥ ১
 দণ্ডবৎ করি' নতি রাখি' ভেট সম্মুখে । প্রভু-দরশন করে সবে অতি মন-সুখে ॥
 হইয়া আপন হারা স্বাভাবিক স্নেহ-বশে । শুধা'ন কুশল তাঁ'রে আদরে বসায়ৈ-পাশে ॥ ২
 কুশল চরণ তব দরশন গুহ বলে । আজ হ'তে আসিলাম ভাগ্যবানের দলে ॥
 হে দেব এ গৃহ ধন রাজ্য সব তোমার । আমি ত' সেবক নীচ সহ মম পরিবার ॥ ৩
 এবে কৃপা করি' পুরে কর পদ-অর্পণ । দাসের সৌভাগ্য যেন সবে করে কীর্তন ॥
 রাম কন তব ভাষে নাহি সখা মিথ্যা-লেশ । কিন্তু মোর 'পরে অগ্র র'য়েছে পিতা-আদেশ ॥ ৪

দৌ—বর্ষ চারিদশ মুনি-ত্রত বেশ আহার কাননে বাস ।
 হৃদয়ে আঘাত পায় গুহ শুনি' অনুচিত গ্রামে বাস ॥ ৮৮

চৌ—শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা-রূপ দরশন করি' । প্রেমভরে বলাবলি করে গ্রাম-নরনারী ॥
 কেমন সে পিতা সখি আর সে মাতা কেমন । এমন বালকগণে পাঠাইল যাঁরা বন ॥ ১
 একজন বলে ভাল ক'রেছেন নৃপবর । বিধি দিল আঁখি-লাভ-ফললাভে অবসর ॥
 মনে মনে অনুমান করিয়া নিষাদপতি । বুঝিল অশোক তবে মনোহর হ'বে অতি ॥ ২
 দেখাইল রঘুবরে তরুতল-বাসস্থান । সুন্দর সববিধি ক'ন রাম প্রীত প্রাণ ॥
 বন্দি' চরণ ঘরে ফিরে সব পূরজন । সন্ধ্যা করিতে যা'ন রাম রঘুনন্দন ॥ ৩
 আহরণ করি' গুহ কুশ কিশলয়দল । রচনা করিল চাকু শয়ন অতি কোমল ॥
 মধুর কোমল পূত ফল মূল আহরিয়া । পত্র-মঞ্জুষা ভরি' সলিল দিল রাখিয়া ॥ ৪

দৌ—সীতা সুমন্ত্র অমুজের সনে খে'য়ে ফল মূল কন্দ ।
 শয়ন গ্রহণ করেন অমুজ সেবেন পদারবিন্দ ॥ ৮৯

লক্ষ্মণ-নিষাদ সংবাদ

চৌ—প্রভু নিদ্রিত বুঝি' উঠিলেন লক্ষ্মণ । সুমধুর মৃদুভাষে সচিব গুহিতে ক'ন ॥
 তথা হ'তে কিছু দূরে ধনুশর ল'য়ে হাতে বসিলেন বীরাসনে আপনি প্রহরা দিতে ॥ ১
 বিশ্বাসী প্রহরীয়ে গুহ করি' আহ্বান । করিয়া দিল স্থাপিত জনেজনে নানাস্থান ॥
 নিজে লক্ষ্মণ-পাশে করিল উপবেশন । কটিতে কৃপাণ বাঁধা করে শর-শরাসন ॥ ২
 ধরায় শায়িত প্রভু নিরীক্ষণ করি' গুহ বিবাদে প্রেমের বশে প্রাণে পায় দাব-দাহ ॥
 শিহরণ কলেবরে নয়নেতে জল বহে । প্রণয়-পূরিত ভাষে লক্ষ্মণ-প্রতি কহে ॥ ৩
 ভূপতির অন্তঃপুর সববিধি মনোহর । অমরাও লাজ পায় গৃহ হেন সুন্দর ॥
 মঞ্জু নিদাঘাবাস রতন মণি খচিত । যেন তাহা রতিপতি-নিজকর-বিরচিত ॥ ৪

দৌ—বিচিত্র পুণ্ডিত ভোগ-দ্রব্যে ভরা বসিত কুসুম-বাসে ।
 মঞ্জু শয়ন মণি-দীপ-যথা তথা সব সুখ বাসে ॥ ৯০

চৌ—নানাবিধ আন্তর্যগ উপাধান মনোহর । দুঃখেন সম মুহু নির্মল সুন্দর ॥
 করিতেন যথা রাম-জ্ঞানকৌ নিশি যাপন । রূপের বিভায় হরি' মনোজ রতির মন ॥ ১
 সেই সীতারাম আজ শায়িত তৃণ-শয়নে । শ্রান্ত ও বর-তনু বিনা অঙ্গ-আচ্ছাদনে ॥
 জনক-জননৌ যত পরিজন পুরবাসী । বান্ধব শীলযুত সেবক সকল দাসী ॥ ২
 শুষ্কীকরিতেন প্রাণের সমান ঘাঁ'র । ধরাতল-শায়ী সেই প্রভু রাম গুণাধার ॥
 প্রভাব জগত-কোড়া জনক ঘাঁহার পিতা । শশুর কোশলপতি দশরথ ইন্দ্র-মিতা ॥ ৩
 রঘুনাথ পতি ঘাঁ'র তেমন সীতা যখন । ধরগী-শায়িতা বিধি কা'রে বাম নাহ হ'ন ॥
 কাননের যোগ্য কি গো সীতা রাম কৃপাময় । কৰ্ম্মই শেষ কথা লোক সব সার কয় ॥ ৪

দৌ—বড় কুটিলতা করিল কেকয়ী কুটীলা মন্দমতি ।
 সুখের সময়ে পানি দুখ যাচে জ্ঞানকী ও রঘুপতি ॥ ১১

চৌ—হইল সে ভানুকুল-কুঠারের সমতুল । করিল সকল ভবে সে কুমতি দুখাকুল ॥
 শ্রীরাম-জ্ঞানকৌ দৌহে নিরখি' ধরা-শয়নে । নিষাদ-অধিপ মহা দুঃখ লভিল মনে ॥ ১
 বিরতি ভকতি জ্ঞান রসেতে পরিপূর্ণ । মধুর কোমল বাণী লক্ষণ তবে ক'ন ॥
 কেহ কা'রে সুখ দুঃখ দিতে কি পারে কখন । আপন করম ফল ভোগ করে সব জন ॥ ২
 মিলন বিরহ ভোগ মন্দ অথবা ভাল । হিতাতিত মধ্যভাব ভ্রমজাত চিরকাল ॥
 যতদূর ভব-জাল জনম মরণ রয় । বিপদ-বিভব কাল কৰ্ম্ম বিগত নয় ॥ ৩
 ধরগী ভবন ধন পুরী আর পরিজন । ত্রিদিব ও নরকের ভেদাভেদ যতক্ষণ ॥
 দৃশ্য যাহা শ্রব্য যাহা যাহার বিচার হয় । নোহই তাহার মূল ঠিক পরমার্থ নয় ॥ ৪

দৌ—স্বপনে নৃপতি ভিতারী কাঙাল কাঙাল দেবেশ যথা ।
 লাভ হানি কিছু নাহি জাগরণে বুঝিবে জগত তথা ॥ ১২

চৌ—এ বিচার রাগি' মনে করিবে না কভু রোষ । মিছামিছি কোন জন-উপরে না দিবে দোষ ।
 মোহ-শর্বরী যোগে সকলে ঘুমে মগন । দেখি'ছে তাহার ঘোরে বিচিত্র কত স্বপন ॥ ১
 এই ভব-যামিনীতে কেবল জাগেন যোগী । পরম-আত্মায় রত মায়া-প্রপঞ্চ ত্যাগী ॥
 তখন জানিবে জীব করে ভবে জাগরণ । বিষয়-বিলামে যবে বিগত তাহার মন ॥ ২
 বিবেক-উদয়ে যার মোহ-ভ্রম দূরে চ'লে । তবে হয় অমুরাগ রঘুনাথ-পদতলে ॥
 পরম ধরম এই কহি সখা শ্রুগোপনে । রামের চরণে প্রেম কায় মন বাণী সনে ॥ ৩
 রামই পরম ধর্ম পরাবস্তুর পুরাতন । অবিগত আদিহীন অতীন্দ্রিয় অমুপম ॥
 সকল বিকারহীন পরিশুদ্ধ সব ভেদ । নিত নেতি বলি' তাঁ'রে নিরূপণ করে বেদ ॥ ৪

দৌ—ভকত ধরগী ধেনু ব্রাহ্মণ দেব-হিতে দয়াময় ।
 করি'ছেন লীলা নররূপ ধরি' শুনে' ভব হয় ক্ষয় ॥ ১৩

চৌ—মনে এ বুঝিয়া সখা মোহ কর পরিতার ॥ সীতারাম-পদতলে রত রহ অনিবার
 রঘুনাথ গুণগানে ত'ল নিশি অবসান । জগ-সুখ-শুভ দাতা করিলেন গাত্রোথান ।
 সকল শৌচ-শেষে করেন অবগাহন । বটকীর কৃপাময় করা'লেন আনয়ন ॥
 অমুজের সনে শিরে করিলেন জটাভার । হেরি' সুমন্ত-চ'থে উথলিত জল-ধার ॥ ২
 হৃদয়ে দারুণ দাহ মুখ-ছাঁদ বিমলিন । করজোড়ে ক'ন এই বচন অতীব দীন ॥
 মহারাজ দশরথ আদেশ দ্বিগুন নাথ । রথ ল'য়ে যাইবারে শ্রীরাম-লক্ষণ সাথ ॥ ৩
 করা'য়ে গঙ্গায় স্নান দেখা'য়ে তাঁ'দের বন ছই ভা'য়ে ল'য়ে দ্বারা করিতে প্রত্যাগমন ॥
 সব সংশয় সব সঙ্কোচ দূর করি' । সীতারাম লক্ষণে অনিবারে দ্বারা করি' ॥ ৪

দৌ—নৃপ-অভিলাষ এই প্রভু এবে আদেশ তব যেমন ।
 সবিনয়ে পদে ধরিয়া করেন বালক-সম রোদন ॥ ৬৪

চৌ—কহিলেন কৃপা করি' কর তাত'সে উপায় । অনাথ কোশলপুরী হ'তে যেন নাহি পায় ॥
 সচিব তুলিয়া রাম প্রবোধ দিলেন কত । ধরমের বিধি কিবা আছে তব অবদিত ॥ ১
 শিবি * কি দধীচি † কিম্বা তরিশচন্দ্র ‡ মানবেশ । সতিলেন ধর্মতরে কতই অশেষ ক্লেশ ॥
 মহাজ্ঞানী রত্নিদেব ॥ আর বলি § নরপতি । কতই সঙ্কট সহি' ধর্ম্ম রাখেন মতি ॥ ২

* ২১ নং দোহার ৪ নং চৌপাইয়ের পাদটীকা দ্রষ্টব্য । † ২১ নং দোহার ৪ নং চৌপাইয়ের পাদটীকা দ্রষ্টব্য ।

‡ ৪৭ নং দোহার ৩ নং চৌপাইয়ের পাদটীকা দ্রষ্টব্য ।

॥ রত্নিদেব :- ইনি মহারাজ সন্ততির পুত্র । ইহার মত দাতা বিরল । ইনি সর্ব্ব ধন করিয়াছিলেন ।
 যখন বৎসামাত্র বাহা পাইতেন, তাহাই সপরিবারে আহার করিয়া দিনান্তিপাত করিতেন । একবার এমন হইয়াছিল
 যে, একাদিক্রমে আটচল্লিশ দিন তাঁহাদের অন্নজল কিছুই মিলে নাই । উনপঞ্চাশৎ দিবস ভোজন করিতে বাইতেছেন,
 এমন সময়ে এক ব্রাহ্মণ অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইলেন । রত্নিদেব তাঁহাকে আহাৰ্য্যের নিজে অংশ দিয়া সৎকার
 করিলেন । তাঁহাকে বিদায় করিয়া পুনরায় ভোজন করিতে উত্তত হইবেন, এমন সময় একজন শূদ্র অতিথি আসিলেন ।
 সে সময় তাঁহার স্ত্রী ও পুত্র দুঃখিপীড়ায় অতীব কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন ; তথাপি অতিথিকে ভগবান্ধরুপ জানিয়া,
 প্রেমের মনে তাঁহাকে আহাৰ্য্যে পরিভূক্ত করিলেন । ইহার পর আর অতি অল্পমাত্র আহাৰ্য্য অবশিষ্ট রহিল । তাঁহার
 তাহাই গ্রহণ করিতে বাইতেছেন, এমন সময় একপাল কুহুর সঙ্গে এক চণ্ডাল আসিয়া উপস্থিত হইল, ও জানাইল যে সে
 অতি ক্ষুধার্ত্ত ; আহাৰ্য্যদানে প্রাণরক্ষা করিতে রাজাকে কাতর প্রার্থনা জানাইল । রাজা রত্নিদেব “ব-পত্যে নমঃ”
 বলিয়া সঙ্কুচর চণ্ডালকে নমস্কার করিলেন, ও বাহা কিছু আহাৰ্য্য অবশিষ্ট ছিল, তাহাই প্রদান করিলেন । ইহার পর
 তাঁহাদের নিকট মাত্র পানীয় জল অবশিষ্ট । তাহাই পান করিতে বাইতেছিলেন, এমন সময়ে এক কসাই কাহেরে চাৎকার
 করিতে করিতে জানাইল, তুম্বার তাহার প্রাণ বাহির হইয়া বাইবার উপক্রম হইয়াছে । ইহা শুনিয়া রাজার অন্তরে এই
 ভাবের উদয় হইল, কি, হে ভগবান্ ! আমি ব্রহ্মলোক চাহি না, যোগসিদ্ধ চাহি না, এমন কি মুক্তিও চাহি না ; হে প্রভু !
 কৃপা করিয়া আমার এই বর দিন, যেন আমি সকল দুঃখোই অন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহার প্রাণের দুঃখ অল্পভব করিতে
 পারি, ও তাহার যেন সেই দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া মুখী হয় । মনে মনে এই ভাবের সহিত রত্নিদেব অতি
 শ্রেয় সহকারে কসাইকে জল পান করিতে দিলেন । তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব আদি দেবগণ আবির্ভূত হইয়া
 তাঁহাকে অভিসমিত বর প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলেন । কিন্তু রত্নিদেব ভোক্তার অতিরিক্ত কোন পদার্থ ভিক্ষা
 করিলেন না । তখন তাঁহাদের কৃপায় রাজার মন হইতে সমস্ত মায়্য নিমেঘে অপসৃত হইয়া, বিশুদ্ধ আত্ম-স্বরূপে চিত্ত
 স্থির হইয়া গেল ।

§ ২১ নং দোহার ৪ নং চৌপাইয়ের পাদটীকা দ্রষ্টব্য ।

আগম নিগম আর পুরাণে করে বাখান । সত্যের মত আর ধর্ম নাহিক আন ॥
 সুলভে ধরম হেন লভিয়াছি ভাগ্য-বশ । বরজিলে ত্রিভুবনে ছে'য়ে যা'বে অপযশ ॥ ৩
 প্রতিষ্ঠাবানেরা যদি এই অপযশ পায় । কোটি মরণ সম দারুণ মহন তা'য় ॥
 হে তাত তোমারে আর কি কহিব অতিশয় । কথার(ই) উত্তর দিলে পাপ-ভাগী হ'তে হয় ॥ ৪

• দো—পিতা-পায়ে কোটি নমি' কর-জোড়ে বিনয়ে ক'বেন হেন ।
 কোনই ভাবনা আমার কারণে না করেন তিনি যেন ॥ ৯৫

চৌ—আপনিও পিতা সম মম অতি হিতকারী । এ মিনতি করি তাত ছই কর জোড় করি' ॥
 সকল প্রকারে ইহা করণীয় আপনার । দুখ নাহি পা'ন পিতা ভাবনা করি' আমার ॥ ১
 ঈরামে সচিবে শুনি' হেন কথোপকথন পরিবার সনে গুহ বিবাদে হ'ল মগন ॥
 অনন্তর লক্ষণ ক'ন কিছু কটুবাণী । নিষেধ করেন রাম বড় অশুচিত জ্ঞানি' ॥ ২
 সন্মোচ সনে রাম শপথ দিয়া আপন । করেন লক্ষণ-কথা কহিতে নুপে বারণ ॥
 নৃপতি-আদেশ মত কহেন সচিব তবে । সীতার কানন মাঝে অসহ-কষ্ট হ'বে ॥ ৩
 যেমন করিয়া হয় সীতার প্রতিগমন । অবশ্যই করণীয় হে রাম তব এখন ॥
 নহে অবলম্বনহীন হ'য়ে একেবারে । মরিবেন রাজা যথা জল বিনা মীন মরে ॥ ৪

'দো—পিতার নিকটে শ্বশুরের কাছে যখন রুচি যেমন ।
 এ বিপদ কালে মন-সুখে সীতা রবে'ন তথা তখন ॥ ৯৬

চৌ—যে মিনতি-সনে নৃপ দিলেন কহি' আমায় । সে দীনতা সে বাৎসল্য মুখে নাহি কহা যায়
 পিতার সন্দেশ শুনি' তখন কৃপানিধান । জানকীরে বুঝা'লেন করিয়া কোটি বিধান ॥ ১
 স্বর্গ স্বশুর গুরু আর প্রিয় পরিবার । ফিরে' গেলে সকলের ঘুচিবে হৃদয়-ভার ॥
 স্বামীর বচন শুনি' জানকী তখন ক'ন । শুনহ বচন মম প্রাণাধিক প্রিয়তম ॥ ২
 হে প্রভু করুণাময় পরম বিবেকবান । কায়া বিনা ছায়া করে কি প্রকারে অবস্থান ॥
 কিরণ কি দিনকরে ছাড়িয়া থাকিতে পারে চাঁদিনী চাঁদেতে ত্যজি' কহ থাকে কি প্রকারে ॥ ৩
 পতিরে প্রণয়-ভরা মিনতি শুনা'য়ে সীতা । সচিবের প্রতি ক'ন বচন অতি বিনীতা ॥
 জনক শ্বশুর সম তুমি দেব হিতকারী । কথার উপর কথা কহি অশুচিত ভারী ॥ ৪

দো—বিপদের কালে সুমুখে থাকায় মন্দ ভে'ব না তাত ।
 আর্ধ্যমৃত-পদ বিহনে ব্যর্থ আত্মীয়তা ভবে যত ॥ ৯৭

চৌ—পিতার বিলাস সুখ-বিভব হেরে'ছি কত । যা'র পাদপীঠে নৃপ-মুকুট হইত নত ॥
 সুখের আগার হেন আমার পিতা-ভবন । পতির বিহনে মোর তৃপ্ত নহেক মন ॥ ১
 নরপতি-শিরোমণি শ্বশুর কোশলমণি । চতুর্দশ লোকে ছায় যাঁহার খ্যাতির বাণী ॥
 ছুটে' এসে দেবরাজ দেন যাঁ'রে আলিঙ্গন । সিংহাসন-অর্দ্ধভাগে যাঁহারে দেন আসন ॥ ২

এমন শ্বশুর আর অযোধ্যা ভবন তাঁ'র । শ্বশ্রু জননী-সমা অতি প্রিয় পরিবার ॥
 থাকিতেও রঘুপতি-পদ্মপদ-পরাগ । বিহনে স্বপনে নাহি এ সকলে অমুরাগ ॥ ৩
 দুর্গম হো'ক পথ পর্বত-সঙ্কুল । অতল তড়াগ নদী হরি করী সমাকুল ॥
 কোল ও কিরাত খগ মৃগ ভরা বনভূমি । স্বামী-সনে সে সকলি সুখময় গণি আমি ॥ ৪

দো—পদে ধরি' মোর হ'য়ে নিবেদন শ্বশ্রু শ্বশুর-পাশে ।
 করিবেন যেন না ভাবেন অতি সুখে আছি বনবাসে ॥ ৯৮

চৌ—অগ্রগণ্য বীর ধরি' শরাসন শরাধার । সুপ্রিয় দেবর আর দয়িত সাথে আমার ॥
 নাহি মোর পথশ্রম দুখ নাহি লাগে মোরে ভুলেও ভাবনা যেন না করেন মোর তরে ॥ ১
 সচিব শুনিয়া এই শীতল জানকী-বাণী । পরাণে ব্যথিত যথা মণিহারা ত'য়ে ফণি ॥
 দৃষ্টি-রোধিত আঁখি শব্দ পশে না কাণে । মুখে নাহি আসে ভাষা এত আকুলতা প্রাণে ॥ ২
 শ্রীরাম করেন তাঁ'রে কতই প্রবোধ দান । ধৈর্য্য না মানে মন শাস্ত না হয় প্রাণ ॥
 ফিরিতে যুক্তি যত দেখান সচিব-বর । সবারি শ্রীরঘুনাথ দেন যথা-উত্তর ॥ ৩
 ঠেলিতে শক্তি নাই শ্রীরাম-অনুশাসন । কঠিন করম-গতি নিরুপায় হ'ল মন ॥
 অবশেষে নমি' রাম লক্ষণ সীতা-পায়ে । ফিরেন বণিক যথা মূলধন হারা হ'য়ে ॥ ৪

দো—রথ ফিরে হয় রাম-পানে চাহি' বারবার রব করে ।
 নিরখি' নিষাদ বিষাদের বশে মাথা খুঁড়ে খেদ ভরে ॥ ৯৯

চৌ—যাহার বিরহে পশু বিকল-পরাণ হেন । জনক জননী প্রজা প্রাণে বাঁচিবেন কেন ॥
 সচিবে দৃঢ়তা সনে ফিরা'লেন রঘুবীর । অতঃপর আশিলেন নিজে সুরধুনী-তীর ॥ ১

পাটনীর ভক্তি : শ্রীরামের গলা-উত্তর

তরুণী আনিতে রাম কহিলেন পাটনীরে । সে কহে মরম তব জানা আছে ভাল ক'রে ॥
 সকলেই এই কয় তোমার চরণ-ধূল । মাণুষ্য করার নাকি শিকড়ের সমতুল ॥ ২
 লাগিতে পাথরে হ'ল নারী মহা সুন্দর । কাঠ ত' পাথর ত'তে নহে কিছু দৃঢ়তর ॥
 তরীও তেমনি যদি মুনিনারী হ'য়ে যায় । তরী মোর উবে যা'বে প্রাণ রাখা হ'বে দায় ॥ ৩
 এই তরী দিয়ে পুষ্টি মোর সারা পরিবার । এ ছাড়া দ্বিতীয় পেশা কিছু জানা নাহি আর ॥
 যদি প্রভু পরপারে নেহাৎ-ই যে'তে হয় । তাহ'লে গোড়ায় দাও পা ধুয়া'তে দয়াময় ॥ ৪

ছ—কমল চরণ • করি' প্রক্ষালন তরীতে বসা'ব চাহিনা কড়ি ।
 এই শুধু রাম মম মনস্কাম পিতার শপথ চরণে পড়ি ॥
 এতে যদি তীর মারে ছোটবীর ও পা না ধুয়া'য়ে তথাপি প্রভু
 দিয়া তরীখান হে তুলসী-প্রাণ পার তোমা নাহি করিব কড়ু ॥

সো—পাটনীর বাণী শুনি'

হাসিলেন রঘুমণি

বিপরীত ভাষা ভকতি ভরা ।

মুখপানে চাহি' অমুজ দারা ॥ ১০০

চৌ—মুহু হাসি' কৃপাময় পাটনীর প্রতি ক'ন ।

আনয়ন করি' জল ছুরা পা ধুয়া'য়ে নাও ।

বারেক বাঁহার নাম করিলে ছন্দে স্মরণ ।

বাঁহার ত্রিপাদ হ'তে ত্রিভুবন ক্ষুদ্রতর ।

প্রভু-অনুবোধ শুনি' সুরধূনী বিস্মিতা ।

তুষ্ট পাটনী লভি' শ্রীরামের অনুমতি ।

পুলকে উথলে প্রাণ ডগমগ অনুরাগে ।

অমর বরষি' ফুল করিলেন জয়গান ।

নৌকা বাঁচা'য়ে কর যাহা তব চায় মন ॥

হ'তেছে বিলম্ব বড় এবে পার ক'রে দাও ॥ ১

অপার ভবের বারি করে নরে উত্তরণ ॥

পাটনীরে সে কৃপাল অনুরোধ-তৎপর ॥ ২

হেরিয়া চরণ-নখে প্রাণে অতি পুলকিতা * ॥

কাষ্ঠ-বাসন ভরি' বারি আনে ক্ষতগত ॥ ৩

চরণ-সরোজযুগ ধুয়ায় বড় সোহাগে ॥

পুঞ্জীভূত পুণ্যও নহেক ইহা-সমান ॥ ৪

দৌ—চরণ ধুয়া'য়ে

জলপান করি'

নিজে সহ পরিবার ।

পিতৃ-পুরুষে

পার করি' করে

হরষে প্রভুরে পার ॥ ১০১

চৌ—গৃহ লক্ষ্য আর জনক-সুতার সাথে ।

পাটনী প্রণাম করে করিয়া অবতরণ ।

পতি-মতিবিচক্ষণা জনক-দুহিতা হুয়া ।

কহিলেন দয়াময় লহ পার-করা কড়ি ।

বলে নাথ এ দাসের কি না আজ পাওয়া হ'ল । দারিদ্র্যের দাবানল বলু্য দুখ মিটিল ॥

বহুদিন হ'তে এই শরীর খাটা'য়ে খাই ।

হে নাথ হে দীননাথ শ্রীচরণ-অনুগ্রহে ।

ফিরিবার কালে যাহা দিবে পরমাত্মন ।

নামিয়া দাঁড়ান রাম গঙ্গার বালুকাতে ॥

কিছু দেওয়া নাহি হ'ল ভাবিয়া সঙ্কোচ মন ॥ ১

খুলেন হরষে মণি-অঙ্গুরী মনোহরা ॥

পাটনী আকুল হ'য়ে লুটায় চরণে পড়ি' ॥ ২

এতদিনে বিধি-দেওয়া শ্রেষ্ঠ মজুরী পাই ॥ ৩

এ দীন এখন তব পাশে কিছু নাহি চাহে ॥

সে প্রসাদ প্রেমভরে করিব শিরে ধারণ ॥ ৪

দৌ—বহু অনুরোধ

করিলেন সবে

পাটনী কিছু না লয় ।

দিলেন বিদায়

বিমল ভকতি-

বর দিয়া দয়াময় ॥ ১০২

চৌ—অনন্তর স্নান শেষ করিয়া শ্রীরঘুনাথ' ।

বিনয়ে কহেন সীতা দুই-কর করি' জোড় ।

স্বামী ও দেবর সনে কুশলে ফিরি আবার

ভকতি-পূরিত শুনি' সীতার মিনতি-বাণী ।

হে রঘুকুলের মণি শ্রীরামের প্রিয়তমা ।

লোকপাল হ'য়ে যায় তব কৃপা আঁখি ভরে

পার্থিব শিব পূজি' নমেন ভকতি সাথ ॥

পূরে যেন হে জননি মনের কামনা মোর ॥ :

পারি যেন করিবারে জননি পূজা তোমার ॥

গঙ্গার পূত জল হ'তে উঠে এই বাণী ॥ ২

কোন জন নাহি জানে'জগতে তব মহিমা ॥

সব সিদ্ধি তব সেবা করে নিত জোড়করে ॥ ৩

* রামের অনুরোধ শুনিয়া গঙ্গা বিস্মিত হইলেন ; ভাবিলেন ইনিই কি সেই নারায়ণ,— বাঁহার চরণ হইতে বাঁহার উৎপত্তি । অনন্তর রামের পদ-নখের পানে চাহিতে তাঁহার অন্তর পুলকিত হইল ; তিনি সে চরণ চিনিতে পারিলেন ।

আমারে মিনতি করি' যে বচন শুনাইলে ।
তবু দেবি করিবারে সফল আপন বাণী ।

তোমারি করুণা সে ত' মোরে অতি মান দিলে
তোমারে আশীষ দান করি প্রিয়া-রঘুমণি ॥ ৪

দো—দয়িত দেবর সহিত কুশলে কোশলে আসিবে কিরে' ।
পূরিবে তোমার সকল কামনা যশ র'বে জগ ভ'রে ॥ ১০৩

চো—গঙ্গার বাণী শুনি' সব মঙ্গল-মূল ।
গুহেরে তখন প্রভু ক'ন সখা যাও গৃহে ।
দীনভাবে গুহ কহে জোড় করি' দুইকর ।
থাকিয়া প্রভুর সাথে করি' পথ প্রদর্শন ।
করিবেন অবস্থান গিয়া যে বন-ভিতরে ।
হ'বে তব যে আদেশ তখন আমারে প্রভু ।
গুহকের অকপট প্রেম করি' দরশন ।
তখন নিষাদরাজ ডাকিয়া আত্মীয়গণে ।

মোদিতা জানকী জানি' ভগবতী অমুকুল ॥
শুনিয়া শুকাল মুখ হৃদয় ভরিল দাহে ॥ ১
মিনতি শুনহ এই সেবকের রঘুবর ॥
চারি দিন তরে শুধু করি সেবা ও চরণ ॥ ২
পর্ণ-কুটির তথা বিরচিব তব তরে ॥
দোহাই তোমার কথা কহিব না তাহে কভু ॥ ৩
লইলেন সাথে গুহ-হৃদয়েতে পুলকন ॥
বিদায় করেন সবে অতি পরিতোষ সনে ॥ ৪

দো- -গণপতি হরে করিয়া স্মরণ নতি করি' সুরধুনী ।
অমুজ গুহক সীতা সনে বনে চলিলেন রঘুমণি ॥ ১০৪

প্রয়াগে আগমন ; ভরদ্বাজ-সংবাদ

চো—সে রজনী তরুতলে হইল অতিবাহিত ।
প্রভাতে প্রভাত-কাজ করি' সব সমাপন ।
সে রাজার মন্ত্রী সত্য শ্রদ্ধা তা'র প্রিয়নারী ।
ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ পূরিত ধনভাণ্ডার ।
ক্ষেত্র* অগম গড় সুদৃঢ় ও মনোরম ।
অথগু প্রয়াগ তা'র ভীম চমু মহাবল ।
সজ্জম সে নৃপের মহিমার সিংহাসন ।
সুরধুনী-যমুনার উর্মি যেন চামর ।

লক্ষণ গুহ হ'তে হ'ল সব আয়োজিত ॥
প্রয়াগ-তীর্থরাজ করিলেন দরশন ॥ ১
শ্রীবেণীমাধব-সম মিত্র অতি হিতকারী ॥
পুণ্য-প্রদেশই তা'র রাজ্য সব সুখাধার ॥ ২
স্বপনেও নাহি তথা প্রতিপক্ষ একজন ॥
রণধীর অন্তক কলুষের সেনাদল ॥ ৩
ছত্র অক্ষয় বট মুনিমন-বিমোহন ॥
দর্শন মাত্রে যাহা দরিদ্রতা ছুখ-হরু' ॥ ৪

দো—সেবেন পুণিত সাধু পুণ্যবান্ পূর্ণ হয় মনস্কাং ।
নিগম পুরাণ বন্দী তাহার গায় পূত গুণগ্রাম ॥ ১০৫

চো—কলুষনিবহ গঙ্গ-কেশরী-সম নিধনে ।
এ হেন তীর্থরাজ করি' চ'খে দরশন ।
প্রয়াগ-মহিমা রাম কহিলেন বিবরিয়া ।
প্রণাম করিয়া করি' দরশন বন বাগ ।

প্রয়াগ-মহিমা বল' কাহার শক্তি ভণে ॥
সুখের সাগরে সুখ-সাগর গমন-মন ॥ ১
শ্রীমুখে লক্ষণ সীতা সহচরে কীর্তিয়া ॥
কৌতুক করি' গুণ সহ অতি অমুরাগ ॥ ২

এই ভাবে আসি' রাম বেণী* করি' দর্শন । যাহার স্বরণে হয় মঙ্গল অগণন ॥
বিহিত বিধানে পূজা করি' তীর্থ-দেবতারে । আনন্দে করিয়া স্নান পূজিলেন মহেশ্বরে ॥ ৩
আসিলেন তা'র পর ভরদ্বাজ-মুনি-দ্বারে । করিতে প্রণাম মুনি লইলেন বৃকে ক'রে ॥
বরণন নাহি হয় মুনির পুলক কত । ব্রহ্ম লাভের সুখ হয় যেন অমুভূত ॥ ৪

দো—দিলেন আশীষ মুনি-অধীশ্বর হরষ হৃদে এ জানি' ।
সব পুণ্যফল লোচন-গোচর করিলেন বিধি আনি' ॥ ১০৬

চৌ—কুশল প্রশ্ন করি' করিলা আসন দান । পূজিয়া প্রেমের সনে করিলেন প্রীত-প্রাণ ॥
কন্দ ফল মূল আর অক্ষুর মনোরম । আনিয়া দিলেন মুনি সকল অমৃতোপম ॥ ১
গুহক লক্ষ্মণ সীতা সহ রঘুপতি রাম । অতিশয় তৃপ্তিতে সেই ফল মূল খা'ন ॥
অপগত পরিশ্রম প্রীত রাম রঘুমণি । ভরদ্বাজ মুনি ক'ন তখন মূঢ়ল বাণী ॥ ২
সফল আজিকে সব তপ যাগ তীর্থ ত্যাগ । সফল আজিকে সব জপ যোগ ও বিরাগ ॥
এতদিনে সার্থক আমার যত সাধন । তোমার হে রঘুমণি পে'য়ে আজি দরশন ॥ ৩
নাহি আর শ্রেষ্ঠতর লাভ সুখ এ জীবনে । তব দরশনে আশা পরিপূর্ণ এতদিনে ॥
এখন করুণা করি' দেহ শুধু এই বর । সহজ-প্রণয় হয় যেন পদ-পদ 'পর ॥ ৪

দো—সব কপটতা ত্যজি' যত দিন তব দাস নাহি হয় ।
কোটি প্রতিকার করিলেও তবু স্বপনে পা'বার নয় ॥ ১০৭

চৌ—শুনিয়া মুনির বাণী প্রেম ভাব-সিঞ্চিত । আনন্দ-পূরিত রাম প্রাণ তবু কুণ্ঠিত ॥
তখন গ্রীরঘুবর মুনিরাজ-যশোগান । শুনা'লেন সবজনে কোটি করি' বাঞ্ছান ॥ ১
কহিলেন মুনীশ্বর সে-ই সব গুণাধার । সে-ই বড় ভাবে যেবা আদর লভে তোমার ॥
দেখান বিনয় রাম মুনি হেন পরম্পর । মন-মাঝে সুখ পান বচনের অগোচর ॥ ২
এ বারতা করি' লাভ প্রয়াগের অধিবাসী । সিদ্ধ তাপস যোগী মুনি বটু' ও উদাসী ॥
ভরদ্বাজ-আশ্রমে করিলেন আগমন । দশরথ-আত্মজে করিবারে দরশন ॥ ৩
প্রণাম করেন রাম অ-বিশেষে সবজনে । নয়ন সফল করি' সকলে মোদিত মনে ॥
পরম আনন্দ লভি' করেন আশীষ দান । ফিরিয়া আসেন করি' কম রূপ-শোভা গান ॥ ৪

দো—রজনী যাপন করিয়া প্রভাতে প্রয়াগে করিয়া স্নান ।
মুনিরে নমিয়া সীতা ভ্রাতা গুহ সহ যান প্রীত প্রাণ ॥ ১০৮

চৌ—প্রেমভরে রঘুমণি কহিলেন মুনিবরে । কহ প্রভু বা'ব এবে মোরা কোন্ পথ ধ'রে ॥
মনে মনে হাসি' মুনি রামে দেন উত্তর । সুগম সকল পথ তব তরে রঘুবর ॥ ১

করেন যাইতে সাথে শিষ্যেরে আহ্বান । অর্জুণত আসে ধৈ'য়ে শুনি' উৎফুল্ল প্রাণ ॥
 শ্রীরামের 'পরে প্রেম সীমাহীন সবাকার । সকলেই বলে পথ জ্ঞানিত আছে আমার ॥ ২
 সন্ধে দিলেন মুনি ব্রহ্মচারী চারিজন । বহু জন্ম ধরি' পুণ্য করে যা'রা অর্জুন ॥
 করিয়া প্রণাম মুনি-আজ্ঞা লাভের পরে । চলিলেন রঘুনাথ প্রমোদিত অন্তরে ॥ ৩
 গ্রামের নিকট দিয়া করেন যবে গমন । নরনারী ছুটে আসে করিবারে দরশন ॥
 চরিতার্থ হয় নর-জন্মলাভ-ফল পায় । খেদ ভরে ফিরে যন তাঁহাদের সাথে যায় ॥ ৪

দো—বিনয়ে বিদায় পায় বটুগণ ফিরে তা'রা পূর্ণকাম ।
 করেন উত্তরি' যমুনায স্নান নিজ তনু-সম শ্রাম ॥ ১০৯

তাপস প্রকরণ

চৌ—বার্তা শুনি' যমুনার তীরবাসী নরনারী । দৌড়ায় নিজনিজ কাজ সব পরিহরি' ॥
 লক্ষণ সীতা রাম-রূপ করি' দরশন । বাখান করিছে সবে ভাগ্য আপনাপন ॥ ১
 প্রবল লালসা করে বিরাজ সবার মনে । শুধাইতে নাম গ্রাম অথচ সঙ্কোচ প্রাণে ॥
 তা' সবার মাঝে যেন সূচতুর বুদ্ধ ছিল । বিচার-সহায় করি' শুধু রামে সে চিনিল ॥ ২
 সে তখন সবাকারে বলে রাম-বিবরণ । জনক-আদেশ লভি' গমন করেন বন ॥
 শুনিয়া বিষাদ ভরে সবে করে হায়হায় । কহে তা'রা ভাল কাজ না করে রাণী রাজায় ॥ ৩
 তাপস আসেন এক তথা সেই অবসর । সুন্দর লঘু-বয়ঃ তেজোময় কলেবর ॥
 কবি-অজ্ঞানিত গতি বিরাগীর বেশধর । কায়মনোবাক্যে রাম-পদে অমুরাগ-পর ॥ ৪

দো—ইষ্টদেবে চিনি' সজ্জন নয়ন রোমাঞ্চভরা বয়ান ।
 পড়েন ধরণী দণ্ড-সমান না হয় দশা বাখান ॥ ১১০

চৌ—ধরেন হৃদয়ে রাম হরষিয়া প্রেমভরে । পরম কাণ্ডাল স্পর্শমণি যেন লাভ করে' ॥
 প্রেম পরমার্থ ছু'য়ে শরীর করি' ধারণ । যেন আলিঙ্গন করে বলে এই লোকজন ॥ ১
 তা'র পর লক্ষণ-পদতলে পড়ে গিয়া । অমুরাগ-ভরে তা'রে লইলেন উঠাইয়া ॥
 পরিশেষে লয় শিরে জ্ঞানকীর পদধূলি । জননী আশীষ দেন আপন তনয় বলি' ॥ ২
 নিষাদ করিল তাঁ'রে প্রণাম দণ্ড মত । রামের ভকত হেরি' মিলেন হরষ-যুত ॥
 নয়ন যুগলে রূপ-পীযুষ করেন পান । ক্ষুধাতুর স্ন-অশন লাভে যথা প্রীতপ্রাণ ॥ ৩
 কেমন সে পিতামাতা কহিতেছে নারীগণ । এমন বালকগণে যাহারা পাঠায় বন ॥
 হেরি' রাম লক্ষণ সীতা-রূপ মনোহর । স্নেহেতে বিকল-প্রাণ যতেক রমণী নর ॥ ৪

দো—অবশেষে রাম অনেক বিধানে বুঝা'লেন গুহ্যকরে ।
 শ্রীরাম-আদেশ ধরিয়া মাথায় ভবনে গুহ্য ফিরে ॥ ১১১

যমুনাকে প্রণাম ; বনবাসীদের ভক্তি

- চৌ—সীতা রাম লক্ষণ জোড়করে তৎপরে । নমিলেন পুনরায় উদ্দেশে যমুনারে ॥
 যমুনা-মহিমাগাথা করিতে করিতে গান । ফুলতা-ভরা প্রাণে স-সীতা হুঁভাই যা'ন ॥ ১
 পথেতে চলিতে মিলে পথিক কতই জন । প্রেমভরে কহে দুই ভাইয়ে করি' দরশন ॥
 • তোমাদের দেহে নৃপ-লক্ষণ নিরখিয়া । বিষম ভাবনা-ভারে ভারযুত এই হিয়া ॥ ২
 • রাজা তবু পদব্রজে কর পথ অতিক্রম । সন্দেহ হয় তাহে জ্যোতিষ সকলি ভ্রম ॥
 শৈল কাননে ভরা দুর্গম পথ ভারি । তাহে তোমাদের সাথে সুকুমারী এক নারী ॥ ৩
 নয়নে না যায় দেখা হরি করী ভরা বন । অমুখি হ'লে মোরা সঙ্গে করি গমন ॥
 যথায় তোমরা যা'বে ততদূর সাথে গিয়া । চরণে প্রণাম করি' আসিব পুনঃ ফিরিয়া ॥ ৪

দৌ—এমনি শুধায় পুলক-শরীরে আধ-আঁখি প্রেমবশে ।
 করুণা-সাগর ফিরাইয়া দেন বিনীত কোমল ভাষে ॥ ১১২

- চৌ—রামের গমন-পথে পড়ে যে নগর গ্রাম । সে সবারে হিংসা করে নাগপুরী সুরধাম ॥
 এ সবে বসাল কোন্‌ পুণ্যবান্‌ শুভক্ষণে । ধন্য অতি রমণীয় হ'ল রাম-দরশনে ॥ ১
 যে যে ভূমি মাড়াইয়া রামের চরণ যায় । অমরাবতীও তা'র সমতুল নহে হায় ॥
 বড় পুণ্যবান্‌ যত সে পথের পার্শ্ববাসী । তা' সবারে ধন্য মানে সুরপুর-অধিবাসী ॥ ২
 লক্ষণ সীতা সনে সেই নবঘন শ্যাম । দরশন করে যেবা নয়ন ভরিয়া রাম ॥
 যে নদী তড়াগে রাম করেন অবগাহন । দেবনদী সরোবর করে গুণ-কীৰ্ত্তন ॥ ৩
 যে বিটপী-তলদেশে করেন উপবেশন । কল্লতরুও তা'রে শতবার ধন্য ক'ন ॥
 শ্রীরামের পদরজ পরশ করিয়া ক্ষিতি । করেন নিজেরে জ্ঞান চির মহাভাগ্যবতী ॥ ৪

দৌ—ছায়া দেয় ঘন ছড়া'ন কুমুম হিংসি' দেবতাগণ ।
 চলেন শ্রীরাম হেরিতে হেরিতে খগ যুগ গিরি বন ॥ ১১৩

- চৌ—লক্ষণ সীতা সনে যবে রাম রঘুবর । গ্রাম-সন্নিধান দিয়া প্রস্থান-তৎপর ॥
 বৃদ্ধ বাল নারী যুবা সমাচার লাভ করি' । আসে অতি দুরাগতি গৃহকাজ পরিহরি' ॥ ১
 নিরখিয়া তাঁহাদের বিমোহন রূপভাতি । নয়ন-লাভের কল পে'য়ে সুখ পায় অতি ॥
 জলেতে নয়ন ভরে শিহর আসে শরীরে । তন্ময় হ'য়ে রয় চে'য়ে সেই দুই বীরে ॥ ২
 কি দশা তা'দের তবে কে করিবে বর্ণন । কাঙাল লভিল চিত্তমগ্নি যেন অগণন ॥
 একজন অপরেরে ডাকিয়া বলে কেবল । এ সময়ে লও শুধু নয়ন পাওয়ার ফল ॥ ৩
 অমুরাগ ভরে কেহ করি' রামে দরশন । অপলকে তাঁ'রে চে'য়ে সঙ্গে করে গমন ॥
 কেহ আঁখি-পথ দিয়া তাঁহারে হৃদয়ে আনি' । শিখিল হইয়া রয় মন কলেবর বাণী ॥ ৪

দো—বট-ছায়া হেরি’
কহে ক্ষণ বসি’

কেহ বা বিছায়
আজ(ই) যে’য়ো প্রভু

কোমল তৃণ ও পাতে ।
অথবা কালিকে প্রাতে ॥ ১১৪

চৌ—কেহ বা কলসে ভরি’ বারি করে আনয়ন । সবিনয়ে বলে নাথ কর শুধু আচমন ॥
প্রিয়ভাষা শুনি’ তা’র হেরি’ অনুরাগ অতি । পরম করুণাময় সুশীল জ্ঞানকীপতি ॥ ১
বুঝি’ আপনার মনে প্রাপ্ত স্ব বনিতারে । করিলেন বট-ছায়ে বিশ্রাম ক্ষণতরে ॥
প্রমোদিত নরনারী শোভা করি’ দরশন । অনুপম রূপ-বিভা নয়ন মনোমোহন ॥ ২
রামচন্দ্র-মুখচন্দ্র-পানে চকোরের মত । চারিদিকে অপলকে সবে নিরীক্ষণ-রত ॥
তমাল-তরুর রং তনু-শোভা মনোহর । কোটি মনসিজ-মন-বিমোহন কলেবর ॥ ৩
দামিনী-বরণ বড় ভাল লাগে লক্ষ্মণে । নথ হ’তে শিখাবধি রূপ-বিভা হরে মনে ॥
কটিতে শায়কাধার মুনি-বেশ পরিধান । কমল-করেতে শোভা করে শরাসন-বাণ ॥ ৪

দো—জটোর মুকুট
শরতের রাকা-

সুন্দর শিরে
শশী মুখ’পরে

ভুজ আঁখি সুবিশাল ।
শোভে স্বেদ-কণ জাল ॥ ১১৫

চৌ—মনোহর যুগলের নাহি হয় বরণন । অল্প আমার মতি ‘রূপভাতি অতুলন ॥
লক্ষ্মণ রাম আর সুন্দরতা জানকীর । চিত মন বুদ্ধি মনে দেখে সবে হ’য়ে স্থির ॥ ১
প্রেম-পিপাসায় হ’ল নিশ্চল নরনারী । মুগ মৃগী যেই মত প্রদীপের শিখা হেরি’ ॥ ‘
সীতার সমীপে গিয়া গ্রামের রমণীগণ । অতি স্নেহে-সঙ্কোচে করে তাঁ’রে সন্মোদন ॥ ২
বার বার পড়ে তাঁ’র চরণ-কমল ’পরে । অকপট মৃদুবাণী কহে সরলতা ভরে ॥
রাজবালা নিবেদন করি তব শ্রীচরণে । রমণী-স্বভাব বশে কুণ্ঠিতা সন্মোদনে ॥ ৩
মার্জনা ক’রো দেবি আমাদের অভিনয় । জ্ঞানহীনা বলি’ যেন করিও না দোষাত্ময় ॥
সহজ-সুরূপ এই যুগল নৃপ-কুমার । মরকত হেম যাঁ’র রূপ করে অনুকার ॥ ৪

দো—শ্যাম সুগৌর
শারদ-যামিনী-

কিশোরোত্তম
কাল বদন

সুন্দরতা শোভা-কূপ ।
কমল-আঁখি অনুপ ॥ ১১৬

চৌ—লঙ্কিত কোটি কাম যাঁহাদের রূপ দেখি’ । কে হ’ন তোমার তাঁ’রা কহ দেখি সুধামাখ
শুনি’ এই মঞ্জুল অতি স্নেহমাখা কথা । কুণ্ঠিতা সীতা লাজে অন্তরে হরষিতা ॥ ১
প্রশ্ন-কারিণী পানে চে’য়ে আঁখি ধরা নত
বালমুগ-সম-আঁখি সরম-জড়িত বাণী । দুই সঙ্কোচ ভরে প্রাণ হ’ল কুণ্ঠিত ॥
স্বাভাবিক মনোহর গৌর বরণ যেই । কহেন মধুর ভাষে বচন পিক-ভাষিণী ॥ ২
তা’র পর বিধুমুখ ঢাকি’ নিজ অঞ্চলে । লক্ষ্মণ নাম তাঁ’র আমার দেবর সেই ॥
প্রিয়তম পানে চাহি’ বাঁকাইয়া জু-যুগলে ॥ ৩

খঞ্জন-বন্ধিম-নয়নের ভজিতে ।

গ্রাম্য-বধূরা শুনি' এমনি মোদিত মন ।

উনিই আমার স্বামী জানা'লেন ইজিতে

কাঙাল লুটিল যেন কুবের-বিভবধন ॥ ৪

দৌ—জানকী-চরণে

পড়ি' প্রেমভরে

আশীষ প্রদান করে ।

সদা সোহাগিনী

রহ যত দিন

বসুধা বাসুকী ধরে ॥ ১১৭

'চৌ—পার্বতী-সম হও দয়িতের প্রিয়তমা ।

বার বার করজোড়ে করিল বহু মিনতি ।

কিঙ্করী ভাবি' মনে দিও তবে দরশন ।

মধুর বচনে সীতা করিলেন সন্তোষ ।

হেন কালে লক্ষ্মণ বুখিয়া রামের মত ।

বাণী শুনি' দুঃখিত হ'ল সব নরনারী' ।

প্রমোদ ফুরা'য়ে গেল উদাস হইল মন ।

কর্ণের গতি বুঝি' রহিল ধীরজ ধ'রে ।

হে দেবি মোদের 'পরে যায় না যেন করুণা ॥

ফিরিবার কালে যদি এই পথে হয় গতি ॥ ১

প্রণয়-পিপাসাতুরা করি' সবে বিলোকন ॥

কুমুদেরে কোমুদী করে যথা পরিতোষ ॥ ২

মধুর বচনে সবে শুধা'ন গমন-পথ ॥

কলেবরে শিহরণ লোচনে বিরহ-বারি ॥ ৩

দিয়া নিধি বিধি যেন কারল অপহরণ ॥

নির্গি' স্নগম পথ দিল বরণন ক'রে ॥ ৪

দৌ—লক্ষ্মণ সীতা

সহ রাম তবে

গমন করেন বন ।

ফিরা'য়ে সবারে

প্রিয়ভাষে শুধু

হরিয়া সবার মন ॥ ১১৮

চৌ—অমৃতাপ-ভরে ফিরে সকলে ভবন-পানে । দৈবের দোষ দেয় আপন-আপন মনে

এ-উহার প্রতি কয় অতিশয় মন-খেদে ।

নিষ্ঠুর ডরহীন কাহারেও নাহি ডরে ।

কল্প-পাদপে তরু পয়োনিধি করে ক্ষার ।

এমন জনেরে দিল কাননে আবাস যদি ।

এরা যবে ভ্রমে পথে ব্যতিরেকে পদ-ত্রাণ ।

কুশ-পাতা পাত্তি' এরা করিলে ধরা-শয়ন ।

তরুতল-বাস যদি এদের বিধি লিখিল ।

বিধাতার দশা এই সব কাজে বাদ সাধে ॥ ১

কলঙ্কী রোগ-ভরা* যে করিল শশধরে ॥

সেই বিধি পাঠাইল বিপিনে নৃপ-কুমার ॥ ২

বৃথাই ধরায় ভোগ-বিলাস স্থজিল বিধি ॥

ব্যর্থ বিধির রচা যতেক বাহন যান ॥ ৩

রচিল কা'দের তরে তবে বিধি সু-শয়ন ॥

বৃথা শ্রম করি' তবে খেত সৌধ নির্মিল ॥ ৪

দৌ—যদি মুনি-বৃস

জটাজীব ধরে

এই বর-সুকুমার ।

বৃথাই তা'হলে

বসন ভূষণ

বিরচন বিধাতার ॥ ১১৯

চৌ—এরা যদি মুনি-মত কন্দ ফল মূল খা'বে । সুখা আদি ভোজ্য যত জগতে কে তবে পা'বে ॥

অশ্রু জনে বলে এরা সহজ-মাধুরীভরা ।

শ্রবণ-নয়ন-মন-গোচর ধাতার ক্রিয়া ।

চতুর্দশ লোক-মাঝে দেখ ক'রে অন্বেষণ ।

স্বভঃ প্রকাশিত নহে ধাতার স্বজন করা ॥ ১

যতদূর নিগমেতে বর্ণিল বিবরিয়া ॥

এমন পুরুষ কোথা রমণী কোথা এমন ॥ ২

ইহাদের হেরি' বিধি-মানস হ'ল মোহিত । তুলনার উপযোগী স্বজনে হইল রত ॥
 করিল অনেক শ্রম এক না পুরিল আশ । এই দ্বেষে লুকাইয়া রাখে আনি' বনবাস ॥ ৩
 অপরে কহিল আমি অতশত নাহি জানি । দরশন-ফলে নিজে ধন্য বলিয়া মানি ॥
 সেই বড় পুণ্যবান্ এই লয় মোর মন । যে দেখেছে যে দেখিছে যে করিবে দরশন ॥ ৪

দো—কহি' কহি' প্রিয়- বচন এমন প্রেমাত্ম লোচনে ভরে ।
 এ হৃগম পথে যা'বেন কেমনে সুকুমার কলেবরে ॥ ১২০

চৌ—বিকল স্নেহের বশে নারীগণ অতিশয় । চক্রবাকী বিমলিন প্রদোষে যেমন হয় ॥
 কোমল কমল-পদ মার্গ কঠিন জানি' । ব্যথিত-হৃদয় ল'য়ে কহে সবে বর-বাণী ॥ ১
 পরশন করি' ওই কোমল চরণতল । কুণ্ঠিত ক্ষিতি-যথা মোদের হৃদয়-দল ॥
 হেন কম-কলেবরে বনে পাঠা'লেন যদি । কেন না কুসুময় করিলেন পথ বিধি ॥ ২
 ভিক্ষা মাগিলে যদি বিধি পাশে পাওয়া যায় । জাঁথিতে আবরি' সখি রাখিবারে সাধ যায় ॥
 এ সময়ে যেই নারীনের হেথা না আসিল । নয়নে জানকী রাম হেরিতে নাহিক পে'ল ॥ ৩
 তা'রা আসি' কহে শুনি' সে রূপের বিবরণ । গমন করেন তাঁ'রা কতদূর এতক্ষণ ॥
 যে পারিল ছুটে' গিয়ে দরশন লাভ ক'রে । জনম সফল করি' হ'রষিত হ'য়ে ফিরে ॥ ৪

দো—না পারিল যা'রা হাতে হাতে চাপি' অমৃতপ করে কত ।
 যথা যথা যা'ন রাম লোকে হয় প্রেমবশ এই মত ॥ ১২১

চৌ—নিরখিয়া ভানুকুল-কুমুদের শশধরে । প্রতি গ্রামে এইমত ভাসে সবে সুখ-সরে ॥
 যাহাদেরি হয় কিছু বারতা শ্রুতিগোচর । তাহারাই দেয় দোষ নৃপতি-রাণীর 'পর ॥ ১
 কেহ বলে নরপতি অতিশয় সজ্জন । সফল মোদের আঁখি করার এ আয়োজন ॥
 নরনারী এ উহার সাথে কয় পরস্পর । অনাবিল প্রেমভরা বর-বাণী সুন্দর ॥ ২
 বলে সখি ধন্য তাঁ'রা যাঁ'রা এঁর পিতামাতা । ধন্য সে নগরী হয় আগমন হ'তে যথা ॥
 সে দেশ সে ধরাধর ধন্য বন সেই গ্রাম । যেখানে যেখানে যা'ন ধন্য শত সেই ধাম ॥ ৩
 সব সুখ পা'ন তাঁ'রে বিরিকি পাঠা'য়ে ভবে । যাঁ'র প্রিয়তম রাম রঘুমণি সব ভাবে ॥
 পশ্চি-রাম-লক্ষ্মণের সুন্দর বিবরণ । কাননে-পথেতে লোক-মুখে ফিরে অলক্ষণ ॥ ৪

দো—ভানুকুল-ভানু পথে সবে হেন সুখ করি' বিতরণ ।
 দেখিতে দেখিতে কাননেতে যা'ন সহ সীতা লক্ষ্মণ ॥ ১২২

চৌ—আগে যা'ন রঘুমণি পশ্চাতে লক্ষ্মণ । তাপসের বেশ পরা শোভা মন-বিমোহন ॥
 হৃজনের মাঝে সীতা শোভমানা সেইমত । ব্রহ্ম জীবের মাঝে মায়া যথা বিরাজিত ॥ ১
 আমার যেমন লাগে খুলিয়া এবার কই । মধুখাতু কাম-মাঝে যথা রতি মনোময়ী ॥
 হৃদয় আলোড়ি' পুনঃ উপমা করি কখন । বুধ শশধর-মাঝে রোহিণী শোভে যেমন ॥ ২

প্রভু-পদরেখা-সারি-মাঝে সীতা সযতনে । মাটিতে নয়ন রাখি' পা ফেলেন ভীত মনে* ॥
 রাম-সীতা-পদরেখা করি' পন্নিবর্জ্জন । ডাহিনে রাখিয়া পথ ধরি' ঘা'ন লক্ষ্মণ ॥ ৩
 রাম লক্ষ্মণ সীতা-মাঝে প্রীতি মনোহর । বচন-বাচন যা'র বাক্যের অগোচর ॥
 রূপের মাধুরী হেরি' খগ মৃগ বিমোহিত । হরিল পথিক-রাম পশুপক্ষীর (ও) চিত ॥ ৪

দো—সীতা-সহ প্রিয়- পথিক ছ'ভাই যে যে করে দরশন ।
 দুর্গম ভব- পথ মুখে তা'রা উত্তরে বিনা শ্রম ॥ ১২৩

চৌ—এখন-ও স্বপনে-ও যাহার হৃদয়-মাঝ । লক্ষ্মণ সীতা রাম বসেন পথিক-রাজ ॥
 যে পথ বিরল মুনি কখনো কদাচ পা'ন । সে পথ সে ঠিক পায় পে'তে রাম-পরাধাম ॥ ১
 বুঝিয়া সীতারে রাম শ্রান্ত নিরতিশয় । নিরখি' নিকটে বট তা'র কাছে জলাশয় ॥
 কন্দ ফল মূল খা'ন করিয়া উপবেশন । চলেন আবার করি' প্রভাতে অবগাহন ॥ ২

শ্রীরাম-বান্ধীকি সংবাদ

নিরখিয়া গিরি বন সরোবর প্রাণারাম । বান্ধীকি-আশ্রমে উপনীত প্রভু রাম ॥
 দেখিলেন আশ্রম অতিশয় সুন্দর । মঞ্জু বিপিন গিরি পূতবারি মনোহর ॥ ৩
 সরোবরে সরোজিনী গাছে গাছে ভরা ফুল । মধুতে মাতাল হ'য়ে গুঞ্জে ভ্রমরাকুল ॥
 খগ মৃগ অগণিত কোলাহল-পরায়ণ । বৈর-রহিত হ'য়ে চরি'ছে মোদিত মন ॥ ৪

দো—পুত সুন্দর আশ্রম হেরি' মানস হরষে ভরে ।
 রাম-আগমন শুনি' মুনিবর আসেন স্বগত তরে ॥ ১২৪

চৌ—দণ্ডবৎ নমিলেন শ্রীরাম মুনির পায় । শুভাশীষ বিপ্রবর আদরে দিলেন তাঁ'য় ॥
 জুড়াইয়া গেল আঁখি রাম-রূপ দরশনে । আনিলেন আশ্রমে যথোচিত সম্মানে ॥ ১
 মুনিবর লাভ করি' অতিথি প্রাণের প্রিয় । আনা'লেন সযতনে ফলমূল উপাদেয় ॥
 সীতারাম লক্ষ্মণ খা'ন ফল প্রীতি ভরে । আশ্রম দেন তবে তাঁ'দের আরাম তরে ॥ ২
 নেত্র-গোচর করি' মুরতি সুমঙ্গল । বান্ধীকিমুনি-মন পুলকেতে টলমল ॥
 তখন শ্রীরঘুনাথ জুড়িয়া কমল কর । কহেন বচন মৃদু শ্রবণের সুখকর ॥ ৩
 ত্রিকাল-দরশী তুমি ওহে মুনি-অধীশ্বর । বিশ্ব তোমার কাছে বদরী হাতের 'পর ॥
 এত বলি' প্রভু সব করিলেন বরণন । যে যে ভাবে কৈকেয়ী তাঁহারে দিলেন বন ॥ ৪

দো—পিতার আদেশ জননীর হিত ভরতের সিংহাসন ।
 তার পর দাসে দরশ তোমার এ সব পুণ্য মম ॥ ১২৫

চৌ—তোমার চরণ পেয়ে দরশন মুনিরাজ । সব সুকৃত মম সফল হইল আজ ॥
 এখন যথায় প্রভু তব অনুমতি যে'তে । উদ্বেগ মুনিগণ না পা'ন আমার হ'তে ॥ ১

* পাছে রামের পদচিহ্ন যাড়াইয়া ফেলেন ।

যে জন হইতে ক্রেশ তাপস মুনির হয় ।
সব মঙ্গল-মূল আশ্রয়ের পরিতোষ ।
এ সব বিচার করি' দেহ বলি' সেই ঠাঁই ।
সেথায় রচনা করি' পর্ণশালা মনোময় ।
সহজ সরল শুনি' রঘুবর-বরবাণী ।
এ কথা কেন না হ'বে তব মুখে উচ্চারণ ।

নৃপ অনল বিনা দহে ইহা নিশ্চয় ॥
কোটিকুল করে ছার মহীদেব বিশ্ব-রোষ ॥ ২
সীতা লক্ষ্মণ সনে এখন তথায় যাই ॥
কিছুকাল তরে বাস করি গিয়া কৃপাময় ॥ ৩
সাধু সাধু সাধু বলি' উঠিলেন মুনি জ্ঞানী ॥
সব কালে কর তুমি শ্রুতি-পরিরক্ষণ ॥ ৪

ছ—নিগমের মান-

রক্ষক রাম

সীতা মায়া তুমি ভবের ধব ।

জগত সৃজন

পালন হরণ-

বিধায়িনী যিনি কৃপায় তব ॥

দশশত শির

অধীশ অহির

লক্ষ্মণ তিনি নিখিল-ধনী ।

অমরের তরে

নৃপ-কলেবরে

চ'লেছ দলিতে রক্ষ:-অনৌ ॥

সো—রঘুমণি স্বরূপ তোমার

বাক্য-অগোচর বুদ্ধি-পরে ।

অবিগত অকথ অপার

বেদ নেতি নেতি নিত করে ॥ ১২৬

চো—দৃশ্য এ চরাচর দর্শক তুমি তা'র ।

শ্রীহরি চতুরানন নাচাও মহেশে আর

তা'রাও মরম তব নাহি পা'ন যদি প্রভু ।

তখন তোমারে আর চিনিবে হে কেবা কভু ॥ ১

যাহারে জাৰাও তুমি সে তোমা জানিতে পারে ।

তোমারে দেখিলে রূপ তোমারি ধারণ করে ॥

তোমারি কৃপার ভরে তোমা রঘুনন্দন ।

ভকত তোমার চিনে ভক্ত-হিয়া-চন্দন ॥ ২

চিৎ ও আনন্দময় তুমি কলেবরধারী ।

বিগত বিকার শুধু জানে যেবা অধিকারী ॥

সন্ত ও দেব-কাজে শরীর ধারণ তব ।

প্রাকৃত নৃপের মত করি'ছ কহি'ছ সব ॥ ৩

দেখিয়া শুনিয়া রাম মানবলীলা তোমার ।

মূর্খ মোহেতে মজে জ্ঞানীর স্মৃথ অপার ॥

যা' করি'ছ যা' কহি'ছ সকলি উচিতমত ।

ধ'রেছ যেমন বেশ সেইভাবে নাচিবে ত' ॥ ৪

দো—শুধাও আমায়

রহিবে কোথায়

শুধা'তে সরমে মরি । '

দেখাইব ঠাঁই

কোথা তুমি নাই

কহ যদি কৃপা করি' ॥ ১২৭

চো—শুনিয়া মুনির বাণী প্রেমেতে-পরিপূরিত ।

কুণ্ঠিত রঘুমণি মন-মাঝে প্রমোদিত ॥

মহামুনি বাল্মীকি হাসিয়া তখন ক'ন ।

সুমধুর মনোহর অমিয়-মাখা বচন ॥ ১

শুন রাম এইবার বলি তব নিকেতন ।

সীতা-লক্ষ্মণ সনে র'বে যথা অনুক্ষণ ॥

যাহার শ্রবণযুগ মহা পারাবার-সম ।

নানা নদনদী-মত তব গুণকথা কম ॥ ২

আপতিত অবিরত তথাপি'নহে পূরণ ।

তাহার হৃদয় তব মনোহর নিকেতন ॥

আপন নয়নে যেবা রাখিল চাতক'ক'রে ।

পিপাসিত রহে তব দরশ-জলদ'তরে ॥ ৩

তুচ্ছ করিয়া সর-সিন্ধু-স্রোতের জল ।

বিন্দু রূপের জলে জুড়ায় হৃদয়-তল ॥

তাহার হৃদয় তব নিবাস সুখদায়ক ।

রহ তথা ভ্রাতা সীতা সহিত রঘুনায়ক ॥ ৪

দো—তোমার মহিমা-
গুণগান-মোতি

মানস-সলিলে
ধুঁটি'ছে কেবল

রসনা মরালী যা'র ।
রহ অন্তরে তা'র ॥ ১২৮

চৌ—প্রভুর প্রসাদ পূত স্নন্দর সুবাসিত ।
তোমা'রে নিবেদি' তবে ভোজ্য করে ভোজন ।
দেব গুরু দ্বিজ হেরি' করে যেবা প্রণিপাত ।
যা'র কর রঘুবর তব পদ পূজা করে ।
চরণ যাহার ধায় রাম-তীরথের পানে ।
পরামন্ত্র জপ নিত করে নাম যে তোমার ।
অনেক প্রকারে করে তর্পণ হোম-ক্রিয়া ।
তোমার হ'তেও যেবা গুরুদেবে মনে করে ।

ভ্রাণ-তরে যা'র নাসা রহে নিত লালায়িত ॥
প্রভুর প্রসাদ(ই) শুধু যাহার পট-ভূষণ ॥ ১
সবিনয় শ্রীতিসহ চরণে নো'য়ায় মাধ ॥
রাম(ই) ভরসা যা'র অপরে না প্রাণে ধরে ॥ ২
হে রাম নিবাস হো'ক তেমন জনের প্রাণে ॥
তোমার-ই পূজা করে সহ নিজ পরিবার ॥ ৩
যে দেয় অনেক দান বিপ্র-ভোজ করাইয়া ॥
সকল ভাবেতে তাঁ'র সম্মান সেবা করে ॥ ৪

দো—এ সব সাধিয়া
তাহার মানস-

ষাচে ফল শুধু
মন্দিরে থাক'

রতি রাম-শ্রীচরণে ।
সীতা তুমি দুইজনে ॥ ১২৯

চৌ—কাম ক্রোধ মদ মান নাহিক যাহার মোহ ।
দস্ত কি মায়া নাহি কপটতা কা'রো সাথ ।
সকলের প্রিয় হিত সবাকার করে যেই ।
সত্য ও প্রিয়ভাষা যে বলে করি' বিচার ।
তুমি বিনা যা'র আর অশ্রু নাহিক গতি ।
পরনারী যা'র পাশে গর্ভধারিণী সম ॥
পর-সম্পদ হেরি' হরষ যে প্রাণে পায় ।
যাহার নিকটে তুমি হও চির প্রাণারাম ।

লোভ নাই ক্ষোভ নাই না রাগ নাহিক জ্রোহ ॥
তাহার হৃদয়-মাঝে থাক' তুমি রঘুনাথ ॥ ১
দুখ সুখ খ্যাতি গালি কিছুতে টলন নেই ॥
জাগরণে কিবা ঘুমে শরণ সদা তোমার ॥ ২
তাহার মনের মাঝে থাক' তুমি রঘুপতি ॥
অপরের ধন যা'র বিষ হ'তে বিষোপম ॥ ৩
পরের বিপদে যা'র প্রাণ করে হায় হায়
তাহারি হৃদয় শুভ মন্দির তব রাম ॥ ৪

দো—স্বামী বান্ধব
সীতা-সনে নিত

পিতা মাতা গুরু
কর নিজধাম

তাত সব যা'র তুমি ।
তাহার মানস ভূমি ॥ ১৩০

চৌ—বরজিয়া দোষে করে সবার গুণ গ্রহণ ।
নীতিতে নিপুণ বলি' জগতে যাহার নাম ।
দোষ যত আপনার গুণ যে তোমার ভাবে ।
রামের ভকতে যা'র প্রিয়তম লাগে মনে ।
জাত পাত বৈভব পরিবার প্রিয়জন ।
সবে ছাড়ি' যেবা রাখে তোমা'রে হৃদয়ে ধ'রে ।
মোক্ষ নিরয় আর স্বর্গ সব সমান ।
বচনে কায়ায় মনে তোমার যে চিরদাস ।

সঙ্কট সহে খেচু বিপ্র-হিত কারণ ॥
তাহারি রুচির মন তোমার আপন ধাম ॥ ১
ভরসা তোমারি 'পরে যে রাখে সকল ভাবে ॥
তাহার হৃদয়ে বাস কর বৈদেহী সনে ॥ ২
ধর্ম আপন খ্যাতি, আবাস সুখ-সদন ॥
রঘুরায় রহ তা'র হৃদয়ের অন্তরে ॥ ৩
নয়নে কেবল হেরে রূপ ধরা ধনুবাণ ॥
তাহারি হৃদয়ে রাম কর বাস বার-মাস ॥ ৪

দো—কখনো কিছুতে
থাক' অবিরল

কাম নাহি যা'র
তা'রি মনে প্রভু

তোমাতে সহজ স্নেহ ।
সেই তব নিজ গেহ ॥ ১৩১

চৌ—এই ভাবে মুনিবর দেখা'লেন নিকেতন । প্রেম-ভরা কথা শুনি' তৃপ্ত রামের মন ॥
অতঃপর ক'ন শুন তপনকুল-নায়ক । কহি এবে আশ্রম তোমার সুখদায়ক ॥ ১
চিত্রকূট গিরি 'পরে নিবাস করহ গিয়া । সকল সুবিধা তথা পা'বে দেখি বিচারিয়া ॥
শোভাময় ধরাধর তথা চারু বনতল । কেশরী বিহগ মৃগ করীর বিহার স্থল ॥ ২
পুরাণের বিখ্যাত পুণিত প্রবাহ ধায় । অত্রি-প্রিয়া অনুসয়া আনিলেন তপে যা'য় ॥
গঙ্গার ধারা সেই নাম তা'র মন্দাকিনী । সকল পাতক-শিশু ভঙ্গে পিশাচিনী ॥ ৩

শ্রীরামের চিত্রকূটে অবস্থান

নিবাস করেন অত্রি আদি বহু মুনিবর । আচরে'ন যোগ জপ কর্ধেন কলেবর ॥
যাও রাম সার্থক কর অ্রম সকলের । পরম গৌরব লাভ হ'ক সেই ভূধরের ॥ ৪

দো—অমিত মহিমা করিলেন মুনি চিত্রকূটের গান ।
আসি' তথা বর- সরিতে করেন দুই ভাই সীতা স্নান ॥ ১৩২

চৌ—অতি উত্তম ঘাট লক্ষ্মণে রাম ক'ন । এখন বাসের কোথা করি বল আয়োজন ॥
লক্ষ্মণ দেখিলেন তটিনীর উত্তরে । ধনুর আকারে পয়ঃ-প্রণালী বিরাজ করে ॥ ১
নদী সে ধনুর জ্যা শর শম দম দান । কলির কলুষচয় হিংস্র পশু-সমান ॥
চিত্রকূট গিরি যেন অচল শিকারী-প্রায় । বিনাশে সমুখ হ'তে লক্ষ্য না বুধা যায় ॥ ২
হেন কহি' লক্ষ্মণ দেখা'লেন সেই স্থান । দরশন করি' তা'য় রঘুবর প্রীত-প্রাণ ॥
জানিলা দেবতা যবে স্থান রাম-মনোনীত । বিশ্বকর্মায় ল'য়ে হইলেন উপনীত ॥ ৩
'কোল ভীল রূপ ধরি' করিলেন আগমন । রচিলেন পর্ণশাল প্রাণ মন-বিমোহন ॥
বর্ণনা নাহি হয় মঞ্জুল দুই শাল । একটি ললিত লঘু অপর শালা বিশাল ॥ ৪

দো—বৈদেহী প্রভু সহ লক্ষ্মণ রুচির কুটিরে র'ন ।
মুনি'-বশে রতি ঋতুরাজ সনে বিরাজে যেন মদন ॥ ১৩৩

চৌ—বৃন্দারকগণনাগ কিম্বর দিকপাল । চিত্রকূট গিরি 'পরে আসিলেন সেইকাল
সবারেই রঘুবীর করিলেন প্রণমন । করেন সফল আঁখি ফুল্ল অমরগণ ॥ ১
বরষি' কুসুমরাজি কহেন অমরদল । সনাথ আজিকে প্রভু হইল সুর সকল ॥
ছঃসহ ছখ-গাথা শুনা'য়ে মিনতি ক'রে । আপন আপন লোকে ফিরেন পুলক ভরে ॥ ২
ক'রেছেন অবস্থান রাম আসি' চিত্রকূটে । শুনি' শুনি' এ বারতা কত-শত মুনি জুটে ॥
প্রমোদিত মুনিগণ আসেন নিরখি' রাম । করিলেন দণ্ডবৎ সকল জনে প্রণাম ॥ ৩

মুনিগণ শ্রীরামের বক্ষে জড়া'য়ে ধ'রে ।
হেরি' রূপ শোভাগার সীতারাম লক্ষণে ।

বরষেণ আশীর্ব্বাদ সকল হ'বার তরে ॥
সকল সাধন হ'ল সফল ভাবেন মনে ॥ ৪

দো—করেন বিদায় মুনি সবা কায় দিয়া যথামত মান ।
নিজ নিজ বাসে মুনিরা ফিরিয়া সাধনে সঁপেন প্রাণ ॥ ১৩৪

চৌ—কোল ভীল কিরাভেরা লভিয়া এ সমাচার । নব-নিধি পেল' যেন পুলক হেন অপার ॥
পত্র-আখার ভরি' ল'য়ে কন্দ মূল কল । স্বর্ণ লুটিতে যেন চলিল কাঙাল দল ॥ ১
তাহাদের মাঝে যেবা এঁদের হেরে'ছে আগে । পথেতে তাহারে অশ্রু জিজ্ঞাসে অমুরাগে ॥
কহিয়া শুনিয়া পথে শ্রীরামের শোভা-গ্রাম । আসি' সবে দরশন করে রঘুবর রাম ॥ ২
মিনতি জানায় পায়ে উপহার রাখি' আগে । প্রভু-পানে চেয়ে রয় প্রাণ-ভরা অমুরাগে ॥
চিত্র-পুতলী যেন যথা তথা খাড়া রয় । রোমাঞ্চিত কলেবর হ'নয়নে বান বয় ॥ ৩
প্রেমেতে মগন সবে বুঝিলেন রঘুমণি । কহিলেন সম্মান সহযোগে প্রিয়বাণী ॥
বার বার উচ্চারি' মিনতি-ভরা বচন । জোড়করে সবে মিলি' জানাইল নিবেদন ॥ ৪

দো—এখন আমরা হেরি' ও চরণ সনাথ সকলে অতি ।
সবার ভাগ্যে হেথা আগমন তোমার কোশলপতি ॥ ১৩৫

চৌ—ধন্য গিরি ধন্য বন ধন্য পথ ধরাতল । যথায় যথায় নাথ রাখিলে পদ-কমল ॥
ধন্য বিহগ মৃগ গহন কাননচারী । সকল-জনম সবে তোমা দরশন করি' ॥ ১
আমরাও অতি ধন্য মহা ধন্য পরিবার । লভিলাম দরশন নয়ন ভরি' তোমার ॥
অতি উত্তম স্থান করিয়াছ নির্ব্বাচন । সব ঋতুতেই র'বে অতীব প্রসন্ন মন ॥ ২
সকল প্রকারে সেবা করিব মোরা নিয়ত । কেশরী কুঞ্জর অহি ব্যাঘ্র করি' নিহত ॥
বজ্রুর বন গিরি কন্দর খাদচয় । পথ-সাথে আছে সব আমাদের পরিচয় ॥ ৩
সকল স্থানেই মোরা শিকারে লইয়া যা'ব । জলাশয় নির্ব্বর নদ নদী দেখাইব ॥
সহ পরিবার মোরা ভৃত্য তোমার প্রভু । আদেশ করিতে যেন কুণ্ঠা না আসে কভু ॥ ৪

দো—বেদ-অগোচর মুনি-মন বা'র করুণার আয়তন ।
কিরাতের কথা শুনেন যেমতি জনক বাল-বচন ॥ ১৩৬

চৌ—প্রিয়তম প্রভু শুধু রাম এ জগতময় । জানিতে বাসনা যা'র লউক সে পরিচয় ॥
তখন তুবেন রাম বনচর সকলেরে । কহিয়া বচন মুহু সাত্বিশয় প্রেমভরে ॥ ১
বিদায় লভিয়া যায় অবনত করি' শির । ঘরে ফিরে কহি' শুনি' গুণগান-রঘুবীর ॥
এইভাবে জানকীর সনে ভাই দুইজন । সুর-মুনি-সুখদাতা নিবাস করেন বন ॥ ২
যবে হ'তে বনে বাস করেন রঘুনায়ক । তবে হ'তে হয় বন সকল-সুখপ্রদায়ক ॥
ফলে ফলে ভরা তরু বন করে ঝলমল । পাদপে জড়া'য়ে রচে কুঞ্জ ব্রতভীদল ॥ ৩

সুন্দর স্বভাবতঃ কল্প-পাদপ সম ।
কুঞ্জে মঞ্জুতর মধুকর করে গান ।

নন্দন-বন ত্যজি' আসেন দেবতা যেন ॥
ত্রিবিধ অনিল বহে মাতা'য়ে সবার প্রাণ ॥

দো—নীলকণ্ঠ পিক্
বিহগেরা রব

চক্রবাক্ শুক
করে অবগের

চাতক কত চকোর ।
সুখ-প্রদ চিতচোর ॥ ১৩৭

চৌ—পশুরাজ করি কপি শূকর কুরগ যত ।
শিকারের সন্ধানে করিতে পরিভ্রমণ ।
জগত মাঝারে যত বিরাজিত দেব-বন ।
সুরনদী সরস্বতী দিবাকর-আজ্ঞাজা ॥
সাগর সরিৎ সব নদনদী অগণন ।
অন্ত উদয়াচল আর গিরি কৈলাশ ।
হিমালয় গিরিবর আদি করি' যত আর ।
বিন্দ্য ফুল্ল-মন সুখ তা'হে নাহি ধরে ।

বিগত-রৈব সবে বিচরে তথা নিয়ত ॥
শ্রীরামের শোভা হেরি' বিমোহিত পশুগণ ॥ ১
শ্রীরামের বন হেরি' করে শোভা কীর্তন ॥
নন্দনা গোদাবরী পূত শৈবলিনী যা' ॥ ২
মন্দাকিনীর গুণ করে গান অমুখণ ॥
মন্দর মেরু যথা সকল দেবের বাস ॥ ৩
চিত্রকূটের করে সবে জয়জয়কার ॥
বিনাশ্রম গৌরব পায় অতি একেবারে ॥ ৪

দো—চিত্রকূটের
পুণ্যবান্ সব

খগ যুগ লতা
ধন্য সকলে

তরুণ তৃণ-জাতি ।
কহে দেব দিবারাতি ॥ ১৩৮

চৌ—ঐশ্বিত্য জীব যত রঘুনাথে নিরখিয়া ।
পরশি' চরণ-রজ অচরেরা সুখ পায় ।
সে কানন ধরাধর স্বাভাবিক শোভা ধরে ।
যেখানে করেন বাস রাম সব-সুখাগার ।
ত্যজি' ক্ষীর-পারাবার পুরী করি' বর্জন ।
কহিতে নারেন কত সুখমা সে বন ধরে ।
কি প্রকারে আমি তাহা করিব বা বরণন ।
লক্ষণ সেবা-পর কায়মন-বাক-সনে ।

জনম সফল করি' করে শোকহীন হিয়া ॥
পাইতে পরম-পদ অধিকারী হ'য়ে যায় ॥ ১
মঙ্গলময় অতি পুণিতে পাবন করে ॥
কি ভাবে মহিমা-গাথা কহা যা'বে তথাকার ॥ ২
যথায় আসিয়া রাম সীতা লক্ষণ র'ন ॥
হ'লেও বাসুকী কোটি সমবেত একাধারে ॥ ৩
ক্ষুদ্র কুশ্ম গিরি তুলিতে পারে কখন ॥
সে শীল সে প্রেম-ভাব বর্ণিবে কোন্ জনে ॥ ৪

দো—পলে পলে হেরি'
স্বপনেও মনে

সীতারাম-পদ
নাহি লক্ষণের

বুঝি' নিজোপরে স্নেহ ।
ভাই মাতা পিতা গেহ ॥ ১৩৯

চৌ—পাশরিয়া পুরী-স্মৃতি ভুলি' গৃহ পরিজন ।
কণে কণে প্রিয়-বিধুবদন সরণ করি' ।
পতির প্রণয় নিত-বর্জিত নিরখিয়া ।
রত জানকীর মন রামের চরণযুগে ।

অতি সুখে র'ন সীতা শ্রীরঘুনাথের সনে ॥
তথা প্রমোদিতা যথা চকোর খগ-কুমারী ॥ ১
দিনে চক্রবাকী সম হরষিত সীতা-হিয়া ॥
সহস্র অযোধ্যা-সম বন তাঁ'র প্রিয় লাগে ॥ ২

পৰ্ণশাল লাগে প্রিয় দয়িতের পে'য়ে সঙ্গ । কুটুস্থ-সমান লাগে কুরগ প্রিয় বিহঙ্গ ॥
 স্বজ্ঞা স্বশুর সম মুনিজায়া মুনিবর । কন্দ ফল মূল লাগে সুখা-সম মনোহর ॥ ৩
 নাথ-সাথে কুশ-পাতে বিরচিত যে শয়ন । মদন-শয়ন শত সমান সুখ-কারণ ॥
 জীব হয় লোক-পাল যাঁ'র ঈক্ষণ-ভরে । মোহিতে শকতি কোথা বিষয়-বিলাস তাঁ'রে ॥ ৪

দো—রামে স্মরি' তৃণ- সমান ভকতে করে ভোগ বরজন ।
 রাম-প্রিয়া জগ- জননী জানকী চমৎকার কি এমন ॥ ১৪০

চৌ—যাহাতে লভেন সুখ জানকী ও লক্ষ্মণ । সেই কাজ সেই কথা শ্রীরামের সবক্ষণ ॥
 পুরাতন কথা আর কাহিনী কহেন যত । শুনেন লক্ষ্মণ সীতা অতি পুলকিত চিত ॥ ১
 যখনি রামের মনে পড়ে কথা অযোধ্যার । তখনি উথলি' উঠে লোচনেতে জল-ভার ॥
 জনক জননী ভ্রাতা পুর-পরিজন স্মরি' । ভরতের ভালবাসা শীল সেবা মনে করি' ॥ ২
 করুণার পারাবার প্রভু হৃথ-যুত মন । করেন কু-কাল স্মরি' নিজে পুনঃ সম্বরণ ॥
 তাঁহারে কাতর হেরি' কাতর লক্ষ্মণ সীতা । মানবের অহুকার করে তাঁ'র ছায়া যথা ॥ ৩
 দয়িতা অহুজ-দশা হেরি' রঘুনন্দন । ধীর মহা কৃপাময় ভকত-হৃদি চন্দন ॥
 করেন আরম্ভ তবে কোন কিছু পুত-কথা । শুনি' সুখ পা'ন মনে লক্ষ্মণ আর সীতা ॥ ৪

দো—সীতা লক্ষ্মণ- সঙ্কেতে রাম কুটিরে শোভেন তথা ।
 শচী জয়ন্ত- সহিত বাসব অমরাপুরীতে যথা ॥ ১৪১

চৌ—নয়ন-গোলকে যথা পক্ষ্ম করে আবরণ । রাম সীতা-লক্ষ্মণে রাধেন করি' তেমন ॥
 লক্ষ্মণ সীতা সেবা করেন শ্রীরঘুবীরে । অবিবেকী নর যথা শরীরে যতন করে ॥ ১
 খগ মৃগ সুর নর তাপসের হিতকারী । বনে হেন প্রভু র'ন সুখেতে পরাণ ভরি' ॥
 কহিলাম রাম-বনগমনের ইতিহাস । শুন সুমন্ত আসে কি ভাবে নৃপের পাশ ॥ ২

সুমন্তের অযোধ্যা প্রত্যাগমন

প্রভু রামে পছ'ছা'য়ে নিষাদ আসিল ফিরে' । আসিয়া হেরিল তথা রথ সহ সচিবেরে ॥
 সচিব বিকল প্রাণ অতীব হেরি' নিষাদ । বর্ণন কেবা করে হ'ল তাঁ'র যে বিষাদ ॥ ৩
 হা রাম হা রাম সীতা লক্ষ্মণ ব'লে কেঁদে । পড়েন ধরণীতলে অতীব ব্যাকুল-হৃদে ॥
 দক্ষিণ দিকে চে'য়ে বাজি করে হ্রোষারব । পাখা বিনা পাখী যথা করে প্রাণভেদী রব ॥ ৪

দো—ভৃগ নাহি খায় পিয়ে না সলিল জ্ব'নয়নে বারি ঝরে ।
 অশ্বের দশা হেরি' নিষাদের বিষাদে পরাণ ভরে ॥ ১৪২

চৌ—ধৈর্য্য ধারণ করি' নিষাদ তখন কয় । বিষাদ করহ ত্যাগ এবে মল্লিমহাশয় ॥
 পাণ্ডিত ভূমি আর পরমার্থে জ্ঞানবান্ । বিধাতা বিরূপ হেরি' ধীরতায় ভরা' প্রাণ ॥ ১

কহিয়া কতই কথা সহিত যুত্বচন । বহু ক্রেশে রথ আনি' করায় উপবেশন ॥
 এতই শিথিল শোকে রথ না চালান' যায় । রামের বিরহে প্রাণে দারুণ বেদনা হয় ॥ ২
 কেবল লাফায় ঘোড়া পথে রথ নাহি টানে । বজ্র পশুরে যেন জোড়া হ'ল রথ-সনে ॥
 হোচট খাইয়া পড়ে রামের বিরহ-ভারে । কড়ু পাছে চে'য়ে দেখে বিকল ছুথের ভরে ॥ ৩
 যদি কেহ লক্ষ্মণ সীতা রাম নাম করে । হ্রোষারব ক'রে উঠে তা'র পানে চে'য়ে ঝেরে ॥
 ঘোড়ার বিরহ-দশা কহা যা'বে কি প্রকারে । মণি বিনা ফণি যথা আকুলি বিকুলি করে ॥ ৪

দো—নিষাদ গভীর

বিষাদ-বিকল

নিরখি' মল্লী-হয় ।

চারি সু-সেবকে

ডাকা'য়ে তখন

সাথেতে যাইতে কয় ॥ ১৪৩

চৌ—সচিব বিদায় করি' গুহক ফিরে তখন । তাহার প্রাণের ব্যথা কিসে হয় বরণন ॥
 চারিজন রথ ল'য়ে অযোধ্যা গমন করে । তাহারিও পলে পলে মগ্ন হয় খেদ-সরে ॥ ১
 অতি দীন হ'য়ে ছুথে স্তম্ভ করে বিচার । রঘুপতি-হীন প্রাণে থাকু শত ধিকার ॥
 ছাড়িতেই হইবে ত' অধম এ কলেবরে । রাম-তরে ছাড়ি' কেন যশোলাভ নাহি করে ॥ ২
 অপযশ আর পাপ-ভাজন হইল প্রাণ । কি কারণে কায় হ'তে নাহি করে তিরোধান ॥
 নীচ মন হারাইল বড় শুভ অবসর । এখনো ত' দুইখণ্ড হয় না ক' কলেবর ॥ ৩
 করে-করে নিগীড়িয়া মাথা খুঁড়ে অমুতাপে । রতন হারা'লে যথা কুপণের শোক ব্যাপে ॥
 কিম্বা মহাবীর বলি' মিজেরে করি' ঘোষণ । রণাঙ্গন ছাড়ি' যদি কেহ করে পলায়ন ॥ ৪

দো—বিবেকী বিপ্র

বেদবেত্তা যেন

আচারী সজ্জাতি যেই ।

মদিরা-সেবনে

অমুতাপে দহে

সচিবের দশা সেই ॥ ১৪৪

চৌ—উত্তম কুলবতী জ্ঞানবতী নারী যথা । কায়মন বাণী-সনে পতির চরণরতা ॥
 ভাগ্য-বশেতে রহে স্বামী করি' বর্জন । সচিব-হৃদয়মাঝে দাহ তথা স্তম্ভিষণ ॥ ১
 নয়নে সলিল ভরা দরশন আবৃত । অবগে পশে না বাণী ব্যথিত ভ্রাস্ত চিত্ত ॥
 ওষ্ঠ-পুট রসহীন মুখভাব পরিম্লান । চৌদ্দ বরষ-আশে কায় নাহি ত্যজে প্রাণ ॥ ২
 বিবর্ণ আকার হেন নয়নে না দেখা যায় । জনকজননী-ঘাতী তাঁ'রে যেন মনে হয় ॥
 বিয়োগ-জনিত খেদ মনোমাঝে তথা ব্যাপে । যমালয়-পথে পাপী দহে যথা পরিতাপে ॥ ৩
 মুখে না বাহিরে কথা অমুতাপে দহে মন । অযোধ্যায় ফিরে' গিয়ে' কি করিব দরশন ॥
 যে হেরিবে এই রথ জানকীপতি-বিহীন । চাহিতে আমার পানে সে-ই মনে হ'বে দীন ॥ ৪

দো—ছুটে এসে' যবে

গুধা'বে আমারে

ব্যাকুল রমণী নর ।

হৃদয়ে কুলিশ

ধরিয়া তখন

সবে দিব উত্তর ॥ ১৪৫

চৌ—গুধা'বেন যবে দীনা ছুথিতা জননীগণ । কি কহিব তাঁহাদের বিধাতা আমি তখন ।
 গুধা'বেন যবে আসি' স্তমিত্রা লক্ষ্মণ-মাতা । কহিব তাঁহারে কোন্ অরণ-সুখ বারতা ॥ ১

রামের জননী যবে আসিবেন হেন ধৈ'য়ে । বৎসাতুরা ধেমু আসে যেমন ব্যাকুল হ'য়ে ॥
 শুধা'লে কি এ উত্তর তাঁহারে করিব দান । লক্ষ্মণ সীতা সনে কাননে গেলেন রাম ॥ ২
 এক উত্তর শুধু সবা'কার সম্বোধনে । এই সুখ ভাগ্যে এবে অযোধ্যা প্রতিগমনে ॥
 প্রাণ নির্ভর যা'র রাম-দরশন 'পরে । শুধা'বেন যবে সেই দুখ-দীন নরবয়ে ॥ ৩
 কোন্ মুখ ল'য়ে তাঁ'রে দিব এই উত্তর । কুশলে কুমার হয়ে রাখিয়া ফিরিছ ঘর ॥
 শুনিতেই সীতা রাম লক্ষ্মণের সন্দেশ । তৃণ-সম কলেবর ত্যজিবেন কোশলেশ ॥ ৪

দো—সলিল-বায়োগে পঙ্ক-সমান ফাটিল না এ হৃদয় ।
 যাতনা-শরীর* দিল বিধি মোরে এ প্রতীতি মনে লয় ॥ ১৫৬

চৌ—পথ মাঝে এই ভাবে কত অস্থতাপ ক'রে । আগমন করে রথ তমসার তট 'পরে ॥
 নিষাদে বিনয়ভয়ে বিদায় দিলা তখন । বিষাদে বিকল হ'য়ে ফিরে নমি' চারিজন ॥ ১
 প্রবেশ করিতে পুরী সঙ্কোচ এইমত । যেন গুরু ব্রাহ্মণ ধেমু বা করিলা হত ॥
 পাদপের তলে বসি' করিলা দিন যাপন । প্রদোষ হইল যবে তখন মিলিল ক্ষণ ॥ ২
 রজনীর তমঃ-ঘোরে পুরীতে করে প্রবেশ । নীরবে ভবনে আসে রথ রাখি' দ্বার-দেশ ॥
 যা'রা যা'রা সমাচার শুনিল শ্রবণ যুগে । নৃপতি-তোরণে রথ হেরিতে ছুটিল আগে ॥ ৩
 চিনিতে পারিয়া রথ স্নান হেরে' দুই হয় । তাপেতে করকা সম গ'লে কায়া ক্ষীণ হয় ॥
 নগরের নরনারী কাতর তা'রি সমান । সলিল বিহনে মীন যেমন কাতর-প্রাণ ॥ ৪

দশরথ-সুমন্ত্র সংবাদ ; দশরথ-মরণ

দো—মন্ত্রী-আগমন শ্রবণ করিয়া ব্যাকুল মহল হেন ।
 পুরী ভয়ানক মনে হ'লে ভূত-প্রোত্তের আবাস যেনা' ॥ ১৪৭

চৌ—অতিশয় আশ্চর্যেরে শুধা'ন মহিষীগণ । উত্তর নাহি আসে রুদ্ধ মুখে বচন ॥
 শ্রবণে পশে না কথা লোচনে দরশ নেই । যা'রে পা'ন তা'রে শুধু রাজা কোথা প্রস্থ এই ॥ ১
 দাসীগণ সচিবের হেন আকুলতা হেরে' । কোশল্যার অন্তঃপুরে ল'য়ে গেল সচিবেরে ॥
 সুমন্ত্র দেখেন গিয়া দশরথ মহারাজে । অমৃত হৃত হ'য়ে চক্ষু যথা বিরাজে ॥ ২
 আসন শয়ন আর আভরণ হ'য়ে হীন । পতিত ধরণীতলে সাতিশয় বিমলিন ॥
 দীর্ঘ-নিশ্বাস সনে করেন বিলাপ হেন । স্বর্গ-শ্লিষ্ট হ'য়ে যযাতি কাতর যেন ॥ ৩
 পলে পলে নৃপতির বিষাদে ভরে হৃদয় । সম্প্রতি প'ড়ে যেন দহিত পঙ্কজ ॥
 রাম রাম শ্রিয় রাম এই কথা বারবার । কভু লক্ষ্মণ রাম জানকি কোথা আমার ॥ ৪

দো—নিরখি' সচিব জয় জীব বলি' করেন দণ্ড-প্রণাম ।
 শুনিয়া উঠেন আকুলি' নৃপতি মল্লি কও কোথা রাম ॥ ১৪৮

পাপী নরক-ভোগের শরীর । † বাড়ী ভূত-প্রোত্তের আবাস মনে হ'লে যেমন ভয়ানক লাগে, সেই মত ।

চৌ—সুমন্ত্রেরে নরপতি করিলেন আলিঙ্গন । আধার লভিল যেন মজ্জমান কোন জন ॥
 নিকটে বসায়ৈ তাঁ'রে সহ স্নেহ সুবিমল । শুধা'লেন নৃপবর নয়নেতে ভরা জল ॥ ১
 রামের কুশল कह হে সখা হে প্রিয়বর । কোথা লক্ষ্মণ সীতা কোথা রাম রঘুবর ॥
 এনেছ ফিরা'য়ে না কি করিল বনে গমন । শুনি' বারি-উদ্বেল সচিবের ছু'নয়ন ॥ ২
 বিকল হইয়ে শোকে পুনঃ ক'ন নৃপমণি । রাম-সীতা লক্ষ্মণ-বারতা कह ত' শুনি ॥
 শ্রীরামের রূপ গুণ বিনয় স্বভাব আর । আলোচনা করি' শোক করি'ছেন বারবার ॥ ৩
 রাজটীকা দিব বলি' পাঠায়ৈ দিলাম বন । শুনি' সুখ-দুখ হীন তথাপি রামের মন ॥
 হারা'য়ে ভনয়ে হেন তথাপি না গেল প্রাণ । এত বড় পাপী আর কেবা আছে মো'-সমান ॥ ৪

দৌ—লক্ষ্মণ সীতা রাম যথা সখা তথা ল'য়ে চল মোরে ।
 নহে ত পরাণ র'বে নাক দেহে कहি এ শপথ ক'রে ॥ ১৪৯

চৌ—সচিবেরে বারবার জিজ্ঞাসেন মানবেশ । প্রিয়তম সুতদের বারতা कह বিশেষ ॥
 প্রিয় সখা হারা কর আয়োজন সে উপায় । সীতা রাম লক্ষ্মণে নয়ন নেহারে যা'য় ॥ ১
 সচিব ধীরতা-সনে কহেন কোমল বাণী । মহারাজ আপনি ত' পরম পণ্ডিত জানী ॥
 আপনি সু-বীর আর ধীরগণ-ধুরন্ধর । করিলেন কত সেবা'সদা সাধু দ্বিজবর ॥ ২
 জন্ম মরণ আর সব দুঃখ-সুখ ভোগ । হানি লাভ প্রিয়জন-মিলন কিবা বিয়োগ ॥
 কর্ম কালের বশে হইবেই সে প্রকার । দিবস রজনী যথা আসিবেই বারবার ॥ ৩
 জ্ঞানহীন সুখে সুখী দুঃখে রোদন করে । জ্ঞানবান্ ছ'য়ে সম বুঝে নিজ অন্তরে ॥
 বিবেকে বিচারি' প্রভু ধৈর্য্য কর' ধারণ । হে সবার হিতকারি শোক কর বরজন ॥ ৪

দৌ—প্রথম আবাস তমসা পুলিনে দ্বিতীয় গঙ্গাতীর ।
 স্নান জলপান করিয়া রহেন সীতা সনে ছুই বীর ॥ ১৫০

চৌ—সেবিল নিষাদ তাঁ'রে করিয়া কত যতন । শৃঙ্গবেরপুরে রাতি করিলা অতিবাহন ॥
 রজনী প্রভাত হ'লে আনাইয়া বট-ক্ষীর । মাথার উপরে জটা করিলেন রঘুবীর ॥ ১
 রাম-সখা গুহ তবে করে তরী আনয়ন । সীতারে-উঠা'য়ে নিজে করিলেন আরোহণ ॥
 তাঁ'রপর লক্ষ্মণ ধনুশর সাজাইয়া । উঠেন তরণী 'পরে রামাদেশ আরাধিয়া ॥ ২
 দরশন করি' মোরে শোকের ভারে অধীর । মধুর বচন ক'ন ধীর ধরি' রঘুবীর ॥
 হে ভাত পিতার পদে নতি নিবেদন ক'রে । বারবার প'ড়ো তাঁর কমল চরণ 'পরে ॥ ৩
 कहিও মিনতি সনে তাঁহার চরণে ধ'রে । হে পিতা ভাবনা কিছু না করিও মোর ভরে ॥
 কানন পথেতে মোর যত কিছু মঙ্গল । পুণ্যে তোমার পিতা কুপায় তব কেবল ॥ ৪

ছ—তব কৃপা-গুণে গহন কাননে নিশিদিন সুখ ল'ব অপার ।
 পালিয়া আদেশ কুশল হেরিতে আসিব চরণে ফিরে' আবার ॥

জননীগণেরে
ক'রো নিবেদন

পরিতোষ ক'রে
করিতে যতন

পায়ে ধরি' ধরি' মিনতি ভরে ।
কোশল-নৃপতি-কুশল তরে ॥

সৌ—গুরুদেবে কহিও সন্দেশ
দেন যেন সবে উপদেশ

বারবার পদে করিয়া নতি ।
না করেন খেদ কোশলপতি ॥ ১৫১

চৌ—পুরজনে পরিজনে অমুরোধ জানাইয়ে ।
হবেন তিনিই মম হিতকারী সবমতে ।
ভরত আসিলে তা'রে শুনা'য়ো মম বচন ।
কায় মন বাণী সনে পালন করে প্রজার ।
কর্তব্য ভ্রাতার প্রতি যেন সে করে পালন ।
হে ভাত তেমনি করি' পিতারে রেখ' যতনে ।
লক্ষ্মণ কহে কিছু এরপর কটুবাণী ।
আপন শপথ দিয়া কহিলেন বারবার ।

আমার মিনতি দিও তাঁ'সবায় শুনাইয়ে ॥
সুখে রহিবেন পিতা যে জনের প্রয়াসেতে ॥ ১
রাজপদ লভি' নীতি নাহি করে বরজন ॥
মাতাগণে সম জানি' সেবা করে সবা'কার ॥ ২
সেবা করে পিতামাতা আর সাধু সজ্জন ॥
না আসে আমার তরে কোন খেদ যেন মনে ॥ ৩
তা' নিবারি' অমুরোধ করিলেন রঘুমণি ॥
না তুলিতে তব কাণে বালকের ব্যবহার ॥ ৪

দৌ—নতি করি' সীতা
স্তব্ধ বচন

কথা আরম্ভিয়া
লোচন সজ্জল

শিথিল হ'লেন স্নেহে ।
রোমাঞ্চ আসিল দেহে ॥ ১৫২

চৌ—হেন কালে রঘুবর-সম্মতি লাভ করি' ।
এই ভাবে রঘুনাথ গেলেন বনে চলিয়া ।
আপন ছুথের কথা কেমনে কহিব আর ।
এ কথা বলার পরে রোধিল সচিব-বাণী ।
সচিব-বচন কাণে পশিতেই নৃপবর ।
ছটফট যাতনায় মোহে আকুলিত মন ।
উঠেন বিলাপ করি' কাঁদিয়া মহিষীগণ ।
ছুখেও দুখ পায় বিলাপ শ্রবণ করি' ।

পরপার-পানে গুহ চালাইয়া দিল তরী ॥
কুলিশ করিয়া প্রাণ হেরিলাম দাঁড়াইয়া ॥ ১
ফিরিলাম দেহ ল'য়ে দিতে রাম-সমাচার ॥
মুহ্যমান্ হ'ন শোকে বশেতে হানির গ্লানি ॥ ২
দারুণ দহন-দাহে পড়িলেন ধরা 'পর ।
প্রথম-বরষা-জল পেয়ে কম্প মীন সম ॥ ৩
কেমনে বিপদ মহা করা যায় বরণন ॥
ধৈর্যের ধীরতাও পলায়ন করে ডরি' ॥ ৪

দৌ—মহলৈতে শুনি'
খগ-নিবসিত

রোদনের রোল
বনে যেন রাতে

কোলাহল অযোধ্যায় ।
অশনি পড়িল হায় ॥ ১৫৩

চৌ—কণ্ঠা-আগত প্রাণ দশরথ মহীপাল ।
বিকল ইন্দ্রিয় যত হইল নিরতিশয় ।
কোশল্যা দরশ করি' নৃপতিরে পরিপ্লান ।
ধৈর্য্যে হৃদয় বাঁধি' রামের মাতা শুখন ।
হে নাথ বুঝিয়া দেখ করিয়া মনে বিচার ।
কোশল অর্ণবপোত তুমি তা'র কর্ণধার ।

মাণিক হারা'য়ে যেন ব্যাকুল হ'য়েছে ব্যাল ॥
সরোবরে সরসিজ বারি বিনা যথা হয় ॥ ১
বুঝিলেন মনে অস্ত্রে রবিকুল-রবি যান ॥
সময়ের অমুকুল কহিলেন সু-বচন ॥ ২
রামের বিরহ-দুখ বারিধি সম অপার ॥
যাত্রী আরোহী যত প্রিয়জন পরিবার ॥ ৩

তুমি যদি ধীর হও তবে সবে পার পা'বে । নহে সারা পরিবার অতলে ডুবিয়া যা'বে ॥
প্রিয়তম যদি হৃদে ধর' মোর মিনতিরে । লক্ষ্মণ সীতা রামে অংবার পাইবে কিরে' ॥ ৪

দো—নয়ন মেলিয়া চাহেন নৃপতি যুগু প্রিয়া-বাণী শুনে' ।
শীতল সলিল সিঞ্চিল যেন যাতনা-কাতর মীনে ॥ ১৫৪

চো—ধৈর্য্য ধরিয়া উঠি' বসিলেন নরপাল । কহেন সচিব বল' শ্রীরাম কোথা দয়াল ॥
কোথা লক্ষ্মণ কোথা রঘুমণি প্রিয়তম । জনক-হৃহিতা কোথা প্রিয়-স্নাত-বধু মম ॥ ১
ব্যাকুলতা-ভরে রাজা বিলাপেন বারবার । যুগ সম লাগে নাহি পোহায় রজনী আর ॥
অক্লান্তাপস-শাপ উদিল মনে তখন । কৌশল্যা-সকাশে সব করিলেন বর্ণন ॥ ২
অগীৰ বিকল প্রাণ কহিতে সে ইতিহাস । কহেন রামের বিনা দিক্ এ জীবন-আশ ॥
সে দেহ ধারণ করি' হ'বে কোন্ উপকার । প্রেম-ব্রত যে দেহে না পালন হ'ল আমার ॥ ৩
হায় রঘুকুলানন্দ হায় প্রাণ-প্রিয়তম । তোমার বিহনে বহু দিন রহে প্রাণ মম ॥
হা লক্ষ্মণ হা জানকি হায় হায় রঘুবর । হায় পিতা-চিতরূপী চাতকের জলধর ॥ ৪

দো—কহি' রাম রাম পুনঃ কহি' রাম রাম রাম কহি' রাম ।
রামের বিরহে তম্বু বরজিয়া নৃপ যা'ন সুরধাম ॥ ১৫৫

বশিষ্ঠ মুনির ভরতকে আনিতে দূত প্রেরণ

চো—লভিলেন দশরথ জীবন মরণ ফল । ছাইল অকহ-লোকে যশের ভাতি অমল ॥
বাঁচিলেন রামমুখ-শশধর দরশনে । মরণ বরণ করি' জুড়া'লেন রাম বিনে ॥ ১
রূপ বল শীল তেজ বিনয় বাখান ক'রে । রোদন করেন যত রাণী আকুলতা ভরে ॥
প্রাণ ভেদী স্বরে করি' বিলাপ কত প্রকার । আছাড়িয়া ধরাতলে পড়িছেন বারবার ॥ ২
কাতরে বিলাপ করে দাস আর দাসীগণ । প্রতি ঘরে ক্রন্দন করে পুরবাসিগণ ॥
অন্তে গেল রে আজ ভানুকুল-দিবাকর । ধর্ম্মের পরিসীমা রূপগুণ-অধীশ্বর ॥ ৩
কেকয়-স্নাতারে সবে করে গালি-বর্ষণ । নয়ন-বিহীন যেবা করিল জগতজন ॥
বিলাপেতে এই ভাবে রজনী প্রভাত হয় । তখন আসিলা যত মহাজ্ঞানী মুনিচয় ॥ ৪

দো—বশিষ্ঠ তখন কাল-অমুকুল কহি' বহু ইতিহাস ।
সবাকার শোক নিবারণে নিজ বিজ্ঞান করি' প্রকাশ ॥ ১৫৬

চো—রাখিলেন নৃপ-দেহ তৈলেতে ভরি' তরী । দিলেন আদেশ এই-দূতে আবাহন করি' ॥
অতি ক্রুত যাও এবে ভরতের সন্নিধানে । রাজার মরণ কথা না কহিও কোনজনে ॥ ১
গিয়া তম্বু এইটুকু কহিবে তুমি তাঁহায় । আব্বাহন করি' গুরু পাঠা'লেন হৃজনায় ॥
মুনির আদেশ শুনি' ছুটে দূত বেগ ভরে । গতি-বেগে পরাজিত করি' বর-ভুরগেগে ॥ ২

ধবে হ'তে অযোধ্যায় সূত্রপাত অনর্থের । তবে হ'তে কুলক্ষণ হ'তে থাকে ভরভের ॥
 নিশি যোগে দেখিতেন ভয়ানক হুঃস্বপন । কোটি বিধ কু-কল্পনা হ'ত করি' জাগরণ ॥ ৩
 ভোজন করা'য়ে দ্বিজে দিতেন দৈনিক দান । হর-অভিষেক হ'ত নানামতে সমাধান ॥
 মহেশে মানত করি' যাচিতেন এ সদাই । কুশলে রহন পিতামাতা পরিজন ভাই ॥ ৪

ভরত-শকরের অযোধ্যা প্রত্যাগমন

দৌ—চিন্তা যুত হেন ভরতের মন দূত পহ'ছিল পুরী ।
 গুরুর আদেশ পশিতেই কাণে চলেন গণেশে স্মরি' ॥ ১৫৭

চৌ—প্রভঞ্জন-বেগে করি' তুরগে পরিচালিত । লজ্জি' কানন গিরি নদী হ'ন প্রধাবিত ॥
 কিছু ভাল নাহি লাগে উষ্মগ হৃদে হেন । এমন করিছে প্রাণ উড়ে যে'তে চায় যেন ॥ ১
 এক এক বর্ষ সম এক এক পল লাগে । এই ভাবে উপনীত ভরত নগর-আগে ॥
 নগরে প্রবেশ-কালে হ'তে থাকে কুলক্ষণ । কুস্থানে কুভাবে কাক কা-কা করে অমূলক্ষণ ॥ ২
 গর্দভ শিবাকুল করে রব প্রতিকূল । শুনি' শুনি' ভরতের হৃদয়েতে বাজে শূল ॥
 সন্নিহ কানন বাগ শোভাহীন 'অতিশয় । নগর বড়ই যেন ভয়াবহ মনে হয় ॥ ৩
 খগ ঋগ গজ হয় চ'থে দেখা নাহি যায় । শ্রীরাম-বিয়োগ-রোগ-কবলিত সমুদায় ॥
 নগরের নরনারী মজ্জিত ছথার্গবে । হারা'য়ে ব'সেছে যেন নিজ সম্পদ সবে ॥ ৪

দৌ—চাহে পুরজন নাহি কহে কিছু চ'লে যায় মাথা হু'য়ে ।
 কুশল শুধা'তে নাহিক শকতি ভরতের খেদে ভয়ে ॥ ১৫৮

চৌ—চে'য়ে দেখা নাহি যায় হাট বাট পানে আর । আশুন লেগে'ছে যেন অযোধ্যার সন্ধান ॥
 তনয় আসিছে জানি' কেকয়-নৃপতিশ্রুতা । রবিকুল-সরোরুহ-কৌমুদী হরষিতা ॥ ১
 সাজা'য়ে বরণ-সাজ মোদিতা আসিল ধে'য়ে । দ্বারেতে ভেটিয়া শূতে আলায়ে চলিল ল'য়ে ॥
 ভরত দেখেন দুখী পরিবার পরিজনে । তুষার বিনাশ যেন ক'রেছে কমলবনে ॥ ২
 দাবানল জ্বালি' যথা কিরাতীর ফুল মন । সেই মত কৈকেয়ী হরষিতা মনে মন ॥
 তনয়ে বিষাদময় উদ্দাস দ্রবণ করি' । শুধাইল কুশল ত' আমার পিতার পুরী ॥ ৩
 ভরত শুনা'ন তা'রে সকল কুশল-কথা । তা'রপরে ক'ন কহ কুশল সকল হেথা ॥
 কহিলেন কোথা পিতা কোথা বা সকল মাতা । কোথায় জানকী রাম লক্ষণ প্রিয় ভ্রাতা ॥ ৪

দৌ—শুনি' স্নেহময় তনয়-বচন কপট-অশ্রু আনি' ।
 ভরত-প্রবণে মনে শূল হানি' পাপিনী কহিল বাণী ॥ ১৫৯

চৌ—সব অয়োজন তাত করিয়াছিহু পূরণ । মন্তরা-সহায়ে সব হ'য়েছিল স্নান ॥
 মাঝখান হ'তে খাতা বিগাড়িল কিছু কাজ । প্রয়াগ অমরলোকে করিলেন মহারাজ ॥ ১

শুনিয়া ভরত-প্রাণ বিবশ বিষাদ-ভরে । কেশরী-নিনাদ শুনি' ঘেমন করী শিহরে ॥
 হা পিতা হা পিতা-রবে করি' ঘোর আর্তনাদ । পড়িলেন ধরাতলে পুরিত অতি বিষাদ ॥ ২
 অন্তিম কালে পিতা নারিহু তোমা হেরিতে । না গেলে সঁপিয়া দিয়া আমারে রামের হাতে
 ধীর ধরি' উঠিলেন করি' নিজে সম্বরণ । কহিলেন কহ মাতা মৃত্যুর কি কারণ ॥ ৩
 শুনি' তনয়ের বাণী কেকয়ী তখন বলে । মরম চিরিয়া যেন ভরে তাহে হলাহলে ॥
 আশ্রয় হইতে খুলি' আপন কুকাঙ্ক যত । কুটিল কঠোরা কহে অতি প্লবিত চিত ॥ ৪

দো—ভুলেন ভরম পিতার মরণ রাম-বনবাস শুনি' ।
 স্তম্ভিত র'ন বাক-হারা হ'য়ে নিজে অপরাধী জানি' ॥ ১৬০

চৌ—স্বতেরে ব্যাকুল হেরি' প্রবোধ প্রদানোচ্ছোবে । ভরতের হৃদিক্রমে ক্ষার-সম যেন লাগে ॥
 রাণী কয় রাজা তাত শোক করা যোগ্য ন'ন । ভুলিলেন বহু করি' পুণ্য যশঃ অর্জন ॥ ১
 জনম-লাভের কল লভিয়া সব জীবনে । অন্তে করিলা গতি অমরপতি-ভবনে ॥
 এ বিচার করি' মনে পরিহার কর শোক । সমাজ সহিত কর পালন সকল লোক ॥ ২
 শিহরেন নৃপশ্রুত শুনিয়া বচন হেন । যাতনা-দায়ক ক্ষতে অঙ্গার লাগে যেন ॥
 পরাণে দৃঢ়তা ধরি' ল'য়ে এক দীর্ঘশ্বাস । কহেন পাণিনি হ'তে হ'ল সব কুল-নাশ ॥ ৩
 এমনি কু-অভিসন্ধি ছিল যদি অন্তরে । জনম হ'তেই তবে বধিলে না কেন মোরে ॥
 তরু ছেদি' পল্লবে কর বারি সিঞ্চন । মৎস্য বাঁচা'তে বারি ক'রে দিল নিষ্কাশন ॥ ৪

দো—পে'হু রবিকুল পিতা দশরথ রাম লক্ষ্মণ ভ্রাতা ।
 বিধির উপরে নাহি খাটে কিছু মাতা হ'লে মোর মাতা ॥ ১৬১

কুটিলে কুমতি প্রাণে দিলে ঠাই যে সময় । শতধা হইয়া নাহি যাইল তব হৃদয় ॥
 এ বর যাচিলে যবে কাঁদিল না প্রাণ তুখে । জিত নাহি খ'সে গেল কীট না পড়িল মুখে ॥ ১
 প্রত্যয় তোমা 'পরে আসিল কিসে রাজার । হরণ করিলা বিধি অন্তিমে মতি তাঁ'র ॥
 নারীর মনের গতি বিধির(ও) জ্ঞানের বা'র । সব 'কপটতা পাপ অপরাধ-ভণ্ডার ॥ ২
 সরল ধরম-রত শীলবান্ মহাপতি । কি জানা তাঁহার ছিল নারীর চরিত-গতি ॥
 কে এমন জীব পশু রহে এ জগতময় । প্রিয় রঘুনাথ যা'র'প্রাণ-সম প্রিয় নয় ॥ ৩
 সেই রঘুপতি রামে তোমার না ভাল লাগে । কে তুমি করিয়া ঠিক বল তা' আমার আগে ।
 যে-হও সে-হও মুখে কালিমা করি' লেপন । মোর আঁখি হ'তে স'রে করগে উপবেশন ॥ ৪

দো—রাম-বিরোধীরা হৃদি হ'তে মোরে বিধাতা করে সৃজন ।
 বৃথা কহি তোমা মো'-সম পাতকী আছে আর কোন জন ॥ ১৬২

ভরত-কৌশল্যা সংবাদ ও দশরথের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

চৌ—কেকয়ীর কুটিলতা শক্ররূপে প্রবণ ক'রে । নিরুপায় তবু কায় অলে ঘোর ক্রোধ ভরে ॥
 হেন কালে মম্বরা আসি' তথা উপনীত । বসন ভূষণে বহু সম্বিজিত বিভূষিত ॥ ১
 হেরি' ক্রোধ ভ'রে উঠে লক্ষ্মণাশ্রুজ মনে । অলিত অনলে যথা ঘৃতাঙ্কতি অর্পণে ॥
 রোষাক্রণ চ'খে পদ আঘাতে ককুদ 'পরে । আর্তনাদ করি' পড়ে ভূমি পানে মুখ ক'রে ॥ ২
 দীর্ঘ ললাট হ'ল চূর্ণ ককুদ-আর । দলিত রদন তা'র বদনে শোণিত-ধার ॥
 *কাঁদিতে কাঁদিতে বলে কি দোষ আমার হ'ল । কি ফল পেলাম আমি করিতে যাইয়া ভাল ॥ ৩
 অরি-নিসূদন কথা শুনি' খল জানি' মনে । করিয়া ল'য়ে যা'ন তা'রে কেশ কর্ষণে ॥
 ভরত করুণানিধি মুক্ত করিয়া তা'রে । যাইলেন হু' ভ্রাতায় রাম-জননীর ঘরে ॥ ৪

সৌ—মলিন বসন বিরস বিকল হৃথ-ভারে কৃশকায় ।
 কনক কল্ল- ব্রতভীরে যথা তুষারে বিনাশে হায় ॥ ১৫৩

চৌ—ভরতে পড়িতে চ'খে ধাবিত কৌশল্যা মাতা । মূরছি' ঘূর্ণিত শিরে ধরাতলে নিপতিতা ॥
 ভরত বিকল অতি করি' দশা দরশন । দেহ-বোধ পাশরিয়া চরণে পতিত হ'ন ॥ ১
 ক'ন মা মা পিতা কোথা দে'মা তাঁ'রে দেখাইয়ে । কোথায় জানকী রাম লক্ষ্মণ দুই ভাইয়ে ॥
 কিবা হেতু কৈকেয়ী ধরাতলে জনমিল । জনমিল যদি কেন পুত্রহীনা না হইল ॥ ২
 যে 'নারী জনম দিল আমা-সম অভাজন । কুল-কলঙ্ক প্রিয়-দ্রোহী ও গানি-ভাজন ॥
 ত্রিলোকে আছে বা কেবা মো'-সম অভাগা আর । জননি এ হেন গতি' হইল কারণে যা'র ॥ ৩
 দেবলোকে পিতা আর বনবাসে রঘুস্বামী । সকল অনর্থ-হেতু কেতুর সমান আমি ॥
 শিক্ মোরে বেণুবনে হ'লাম পাবক-প্রায় । হু-সহ দাহন-হৃথ-দোষভাগী হ'তে হায় ॥ ৪

দৌ—ভরতের মুহু বাণী শুনি' মাতা উঠেন সম্বরিয়া ।
 তুলিয়া ভরতে ধরিলেন বৃকে আঁখি-বারি বিমোচিয়া ॥ ১৫৪

চৌ—সরলতাময়ী মাতা অতীব প্রীতির ভরে । ধরিলেন বৃকে যেন শ্রীরাম আসিলা ফিরে ॥
 তখন ধরেন বৃকে লক্ষ্মণ-সহোদরে । শোক আর স্নেহ চাপা নাহি রহে অন্তরে ॥ ১
 তাঁ'র আচরণ হেরি' কহিল সকল জন । শ্রীরামের জননীর কেন না হ'বে এমন ॥
 বসান ভরতে মাতা আপনার ক্রোড় 'পরে । মুছিয়া নয়ন মুহুবাণী ক'ন স্নেহ-ভরে ॥ ২
 মাতা যায় বলিহারী ধৈর্য্য কর ধারণ । অসময় বৃষ্টি' শোক কর এবে বর্জ্জন ॥
 কাল করমের গতি অদম্য জানি' প্রাণে । হানি কি গানির কথা আনিও না নিজ মনে ॥ ৩
 স্বপনেও দোষ তাত দিও না কাহারো 'পরে । বিধাতা সকল বিধি বিব্রণ এমন মোরে ॥
 এ দুখ দিয়াও প্রাণ রাখিলা যখন মোর । তখন কে জানে বল কি তাঁ'র বাসনা ঘোর ॥ ৪

দৌ—পিতার আদেশে বসন ভূষণ ত্যজে তাত রঘুবীর ।
 হরষ বিষাদ- পরিশূন্ত মনে পরে বঙ্কল চীর ॥ ১৫৫

চৌ—বদনে প্রসন্ন ভাব মনে নাহি রাগ রোষ । সকলেরে সবভাবে করিয়া সে পরিতোষ ॥
 যায় বনে সীতা শুনি' সেও তাঁর সাথ নিল । পতিপদ-পরায়ণা কিছুতেই না রহিল ॥ ১
 এ কথা পশিতে কাণে লক্ষ্মণও চলে সাথ । কোনো বাধা নাহি মানে কত কন রঘুনাথ ॥
 তখন শ্রীরঘুপতি সবারে করি' প্রণাম । লক্ষ্মণ সীতা সনে যান চলি' গুণধাম ॥ ২
 এই ভাবে লক্ষ্মণ সীতা রাম বনে যা'ন । না যাইলু সাথে নিজে না পাঠালু মোর প্রাণ ॥
 সকলি ঘটিল এই নয়নের সম্মুখে । অভাগা জীবন তবু নাহি ত্যজে কারা ছুখে ॥ ৩
 লজ্জা হ'ল না মনে আপনার আচরণে । জঠরে ধরিলু আমি রাম-হেন সন্তানে ॥
 বাঁচন-মরণ ভাল বুঝেছিল নররায় । ছদয় কঠোর মোর শত কুলিশের প্রায় ॥ ৪

দৌ—শুনিয়া ভরত পুরবাসী সহ এ খেদ রাম-মাতার ।
 কাতরে বিলাপে হ'ল রাজপুরী শোকের যেন আগার ॥ ১৬৬

চৌ—কাঁদেন ব্যাকুল হ'য়ে ভরত রিপুসুদন । কৌশল্যা করেন দৌহে আপন বৃকে ধারণ ॥
 বিবেক-পূরিত বাণী কহিয়া বহু প্রকার । বুঝা'লেন ভরতেরে সাস্থনা-তরে তাঁর ॥ ১
 ভরত তখন ধীর ধরি' রাম জননীরে । নিগম পুরাণ-কথা কহেন অনেক ক'রে ॥
 ছল-কপটতা হীন পুতনির্মল বাণী । কহেন ভরত জোড় করিয়া যুগল পাণি ॥ ২
 যে পাতক হয় শ্রুতে মাতাপিতা বিনাশিলে । গো-গৃহ কি দ্বিজবাস অনলেতে পুড়াইলে ॥
 বালক রমণী-বধে হয় যে পাপ-সঞ্চার । প্রদানিলে হলাহল সখা-প্রতি কি রাজার ॥ ৩
 কায় মন বাণী-যোগে সম্ভবে যে সব পাপ । অথবা কবির মতে যত হয় উপ-পাপ ॥
 হে বিধি সে সব পাপ লাগে যেন নিশ্চয় । এ কাজে যদি মা কড়ু মোর সম্মতি রয় ॥ ৪

দৌ—হরি হর-পদ ত্যজিয়া যাহারা পুজু ভূতগণ ঘোর ।
 দিন্ বিধি মোরে সেই গতি যদি থাকে মাতা মত মোর ॥ ১৬৭

চৌ—যে বেদ বিক্রয় করে ধরমে করে দোহন । পরনিন্দা করে পর-পাতক করে রটন ॥
 কপট কুটিল স্বন্দ-প্রিয় ক্রোধ-পর ঘেই । বেদ-বিধি-নিন্দক সখ্য কা'রো সনে নেই ॥ ১
 লম্পট লোভযুত লালসা-ভরা আচার । পরধন পরনারী 'পরে মন রহে'যা'র ॥
 তাহাদের সম মাতা হউক কুগতি ঘোর । এ কু কাজে যদি কড়ু কিছু মত থাকে মোর ॥ ২
 অমুরাগ ভরে সাধু সঙ্গে যে নহে লীন । পরমার্থ-পথে যেবা মতিহীন ভাগ্যহীন ॥
 নরদেহ লভি' যেবা হরি না ভজনা করে । হরিহর-যশোগান ভাল নাহি লাগে যা'রে ॥ ৩
 বেদ পথ পরিহরি' বাম পথ ধরি' চলে । যে ঠগ দেখা'য়ে বেশ সকল জগতে ছলে ॥
 দেন যেন হর মোরে তা'দের কুগতি আজ । মোর জ্ঞাতসারে যদি হ'য়ে থাকে এই কাজ ॥ ৪

দৌ—শুনিয়া জননী ভরতের এই সত্য সরল বাণী ।
 ক'ন ভুমি তাড় রামের ভকত সদা কায় মন বাণী ॥ ১৬৮

চৌ—শ্রীরাম তোমার পাশে আপন প্রাণের প্রাণ । প্রাণের হ'তেও প্রিয় ভাবেন তোমায় রাম ॥
 বিধু যদি ক্ষরে বিষ হিম হয় অগ্নিময় । জল 'পরে বীতরাগ জলচর যদি হয় ॥ ১
 যদি হইলেও জ্ঞান মোহ নহে নিশ্চূর্ণ । তবু তুমি শ্রীরামের না হইবে প্রতিকূল ॥
 তব সম্মতি আছে যদি কেহ ইহা বলে । সে স্থখ সুগতি কভু লভিবে না কোন কালে ॥ ২
 এ কথা कहিয়া মাতা ল'ন তাঁ'রে বৃকে করি' । গয়োধরে স্নেহ-ক্ষীর নয়নে উথলে বারি ॥
 বিবিধ প্রকার হেন বিলাপে বিলাপে হয় । বসিয়া বসিয়া সারা রজনী পোহা'য়ে যায় ॥ ৩
 বশিষ্ঠ ও বামদেব হইলেন উপনীত । মহাজন মন্ত্রিগণ সবে হ'ন একত্রিত ॥
 ভরতেরে মুনিবর তখন করি' বিশেষ । কাল-অমুকুল বহু দেন ধর্ম-উপদেশ ॥ ৪

দৌ—ধৈর্য্য হৃদয়ে ধর তাত এবে কর আজিকার কাজ ।
 উঠিলা ভরত গুরুর বচনে ক'ন সবে কর সাজ ॥ ১৬৯

চৌ—নৃপ-দেহ বেদ-বিধি-বিহিত হইল স্নাত । বিমান পরম দিব্য হ'ল স্বরা বিরচিত ॥
 ভরত জননীগণে নিবারণে পদে ধরি' । রাম-দরশন-আশে র'ন তাঁ'রা প্রাণ ধরি' ॥
 অগুরু চন্দন এল ভরি' ভরি' বহু ভার । মনোহর সুবাসিত দ্রব্য কত অপার ॥
 রচিত হইল চিতা সরযূর তট-পার । সুরপুর গমনের সিঁড়ি যেন সুন্দর ॥ ২
 সকলে দাহন-ক্রিয়া এইভাবে সমাপিল । বিধিমতে স্নান করি' তিল-অঞ্জলি দিল ॥
 নিগম পুরাণ হ'তে করি' সব নিরূপণ । ভরত দশাহ-ক্রিয়া করিলেন সমাপন ॥ ৩
 যথায় যেমন মুনি আদেশ করিলা দান । তথায় সহস্র ভাবে হ'ল সব সমাধান ॥
 সবাচারে দান দিয়া শেষেতে শুদ্ধ হ'ন । বিবিধ বাহন বাজি গজ ও নানা গোধন ॥ ৪

দৌ—রাজাসন ভূষা অন্ন বসন ধরণী অর্থ ধাম ।
 দিলেন ভরত দ্বিজগণ হ'ন গ্রহণে পূর্ণ-কাম ॥ ১৭০

বশিষ্ঠ-ভরত সংবাদ

চৌ—ভরত জনক-তরে করিলেন ক্রিয়া যথা । কোটি মুখ অপারগ কহিতে স্বরূপ-কথা ॥
 শুভদিন নির্গিয়া আসিলেন মুনিরাজ । করিলেন আহ্বান সচিব জন-সমাজ ॥ ১
 রাজসভা মাঝে' সবে কুরেন উপবেশন । ভরতে রিপু-সম্মানে করা'লেন আবাহন ॥
 ভরতে বশিষ্ঠদেব বসায় পাশে আপন । নীতি ও ধর্মময় উপদেশ-কথা ক'ন ॥ ২
 কেকয়ী করিল যেই কুটিলের ব্যবহার । কহিলেন সেই কথা প্রথমে করি' প্রসার ॥
 তাঁ'রপর বাখানেন নৃপে সত্য-গত প্রাণ । বরজি' শরীর যিনি রাখেন ধর্ম-মান ॥ ৩
 কহিতে কহিতে রাম-স্বভাব গুণ ও শীল । পুলকিত মুনিবর নয়নে ভরে সলিল ॥
 অবশেষে লক্ষ্মণ সীতা-প্রেম বাধানিতে । শোক স্নেহ উথলিল জ্ঞানী মুনি তাঁ'রো চিতে ॥ ৪

দৌ—ভাবী অতিশয় প্রবল ভরত খেদে ক'ন মুনিনাথ ।
 লাভ হানি যশ জীবন মরণ সকলি বিধির হাত ॥ ১৭১

চৌ—এ কথা থাকিলে মনে কাহারে বা দিবে দোষ। কাহার 'পরে বা কেহ করিবে অযথা রোষ ॥
 হে তাত বিচার করি' দেখহ আপন মন। শোক-উপযোগী ন'ন দশরথ কদাচন ॥ ১
 শোক সেই বিপ্র ত'রে বেদজ্ঞান নাহি যা'র। নিজ ধর্ম ত্যজি' যেনা বিষয় করে আধার ॥
 শোক সে রাজার তরে নাহি যা'র নীতিজ্ঞান। যেকন প্রজারে প্রিয় না জানে প্রাণ-সমান ॥ ২
 সেই বৈশু তরে শোক অর্থ পে'য়ে যে কুপণ। যে নহে অতিথি-পর শিবভক্তি-পরায়ণ ॥
 সেই শূত্র তরে শোক যেনা বিপ্র-অপমানী। বাচাল সম্মান-প্রিয় নিজজ্ঞান-অভিমানী ॥ ৩
 শোক সে রমণী তরে যে পতি-বঞ্চনা করে। কুটীলা কলহ-প্রিয়া রহে স্বেচ্ছাচার-তরে ॥
 সেই-ব্রহ্মচারী নিজ ব্রত করে পরিহার। গুরু-উপদেশ মত নহে যা'র ব্যবহার ॥ ৪

দৌ—শোক সে গৃহীর মোহ-বশে যেনা কর্মপথ করে ত্যাগ।
 সম্যাসী যেনা মায়ায় জড়িত বিবেক চ্যুত-বিরাগ ॥ ১৭২

চৌ—সেই বাণপ্রস্থী নর হে ভরত শোক-যোগ্য। তপ দিয়া বিসর্জন ভাল যা'র লাগে ভোগ্য ॥
 পর-নিন্দাকারী যেনা অকারণে ক্রোধে ভরে। জনক জননী গুরু বিরোধ বান্ধবে করে ॥ ১
 শোক তা'র তরে যেনা পর-অপকারী হয়। আপন দেহই সার অতিশয় নিরদয় ॥
 সকল বিষয়ে শোক তাহারি করিবে অতি। হলনা ছাড়িয়া যেনা না করে হরি-ভকতি ॥ ২
 শোক-যোগ্য কভু ন'ন কোশলের অধিপতি। চতুর্দশ-লোকে যা'র বিদিত প্রভাব-খ্যাতি ॥
 হয়নি নাহিক কিস্বা কখনো হ'বে না আর। ছিলেন ভরত যথা পূজ্য পিতা তোমার ॥ ৩
 দিকপাল হরি হর বাসব চতুরানন। সবাই করেন দশরথ-গুণ কীর্তন ॥ ৪

দৌ—কহ তাত কেবা কোন্ ভাষা ল'য়ে গাহিবে মহিমা তাঁ'র।
 শ্রীরাম লক্ষ্মণ শক্রয় ও তব- সম পুত সূত যাঁ'র ॥ ১৭৩

চৌ—সকল প্রকারে নৃপ ছিল অতি ভাগ্যযুত। তাঁহার কারণে শোক করা অতি অসঙ্গত ॥
 শুনি' বুঝি' এ সকল শোক কর পরিহার। ধরি' শিরে রাজ্যদেশ কার্যা কর রাজার ॥ ১
 নরপতি রাজ-পদ তোমারে করিলা দান। পালিয়া বচন তাঁ'র উচিত রাখা সে মান ॥
 যে বচন শিরে ধরি' শ্রীরাম গেলেন বন। করেন স্নেহ বাণী তরে নিজে দেহ বরুজন ॥ ২
 নহে প্রাণ ছিল নৃপে বচন প্রিয় কেবল। কর' তাত তুমি সেই জনক-বাণী সফল ॥
 রাজার আদেশ পাল' ধরিয়া মাথার 'পর। এরি 'পরে সব শুভ করে তব নির্ভর ॥ ৩
 ভৃগুরাম পিতাদেশ রক্ষিলা ভাল মতে। বধিলা জননী সাক্ষী আজ্ঞা আছে ত্রিজগতে ॥
 যযাতি* তনয় দিলা আপনার, যৌবন। হ'ল না কুশল পাপ-আদেশ করি' পালন ॥ ৪

* যযাতি :- যযাতি রাজা নহবের পুত্র। ইহার দেববানী ও শপথিত। নামে দুই পত্নী ছিল। দেববানী
 দৈত্যগুরু ওকাকাব্যের কন্যা এবং শপথিতা দৈত্যরাজ বৃষপর্কীর কন্যা। বিবাহ হইবার পূর্বে দেববানী ও শপথিতার
 মধ্যে কলহ হইবার ফলে ওকাকাব্য বৃষপর্কীর উপর অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার রাজ্যবানী পরিত্যাগ করিয়া বাইতেছেন
 জানিতে পারিয়া বৃষপর্কী শপথিতাকে দেববানীর দাসীরূপে নিয়োজিত করিয়া গুরুকে এসন্ন করেন। যযাতির

দো—তাজি হিতাহিত-
সে সুখ সুযশ-

বিচার পালন
ভাজন হইয়া

যেবা পিতা-বাণী করে ।
নিবসে অমরাপুরে ॥ ১৭৪

চৌ—অবশ্য উচিত পালা নৃপতি-বাণী তোমার । বরহ পালন প্রজা শোক কর পরিহার ॥
দেবলোকে নরনাথ লভিবেন পরিতোষ । পুণ্য যশ হ'বে তব লাগিবে না এতে দোষ ॥
বেদের বিদিত ইহা জানিত সবার ভবে । দিবেন জনক যা'রে সেই সূত রাজা হ'বে ॥
রাজ্য করহ এবে পরিহার কর মানি । ধর মোর এই কথা হিতকর মনে জানি ॥ ২
শ্রীরাম জানকী শুনি' হ'বেন প্রফুল্ল-চিত । পণ্ডিত কেহ এরে না কহিবে অসুচিত ॥
মহিষী কৌশল্যা হ'তে যতেক জননীগণ । হ'বেন প্রজার সুখে সকলেই শ্রীত-মন ॥ ৩
যে-শ্রীতি তোমাতে-রামে যে জন তাহা জানিবে । সকল প্রকারে ভাল তোমারেই সে বলিবে
শ্রীরাম আসিলে ফিরে' রাজ্য ক'রো অর্পণ । তখন সশ্রমে তাঁ'র করিও সেবা চরণ ॥ ৪

দো—মন্ত্রী জোড়করে
শ্রীরাম ফিরিলে

কহেন পালহ
যা' হয় উচিত

গুরুদেবাদেশ যাহা ।
তখন করিও তাহা ॥ ১৭৫

চৌ—কৌশল্যা মহিষী ক'ন প্রাণেতে ধীরতা আনি । গুরুর আদেশ সূত সুপথ্য-সমান মানি' ॥
হিতকর জ্ঞান করি' কর তা'হে অমুরাগ । বুঝিয়া কালের গতি উচিত বিষাদ ত্যাগ ॥ ১
মহারাজ দেবলোকে শ্রীরাম কানন মাঝে
পরিজন প্রজাগণ সচিব প্রজা সকল । এ প্রকার কাতরতা তাত না তোমার সাজে ॥
বুঝিয়া বিধাতা বাম কঠোর সময় এবে । এখন তুমিই সূত সবার ভরসা-স্থল ॥ ২
গুরুদেব-আজ্ঞা শির পাতিয়া কর গ্রহণ । বলিহারী যায় মাতা ধৈর্য্য ধরিতে হ'বে ॥
পালি' প্রজা পরিজন-দুঃখ কর হরণ ॥ ৩

সহিত যখন দেবানীর বিবাহ হইল, তখন তাঁহার নিবট এই অজীকার করাষ্টা ৩৩রা হইয়াছিল যে, যযাতি শশ্বিষ্ঠাকে দাসীভাবেই নিজ সংসারে স্থান দিবেন,—কখনও পত্নীভাবে দেখিবেন না । কিন্তু যযাতি সে অজীকার রক্ষা করিতে পারেন নাই । দেবানীর গর্ভে যজ্ঞ ও তুরুঙ্গ নামে তাঁহার দুই পুত্র, ও শশ্বিষ্ঠার গর্ভে দ্রুত, অহু ও পুরু নামে তিন পুত্র জন্মে । দেবানী যখন এই কথা জানিতে পারিলেন, তখন কোথাবিত হইয়া পিতা শুক্রাচার্য্যের নিবট চলিয়া যান । দেবানীকে সাধনা করিয়া ফিরাইয়া আনিতে যযাতিও শুক্রাচার্য্যের আশ্রমে উপনীত হইলেন । শুক্রাচার্য্য সব 'বৃদ্ধান্ত' শুনিয়া, তাঁহাকে অরাজক হইবার অভিসম্পাত প্রদান করিলেন । কলে তৎক্ষণাৎ যযাতি জরায় আক্রান্ত হইলেন ।

অনেক অল্পবয়স্ক বিনয় করার ফলে শুক্রাচার্য্য মাত্র এই কল্পনা প্রকাশ করিলেন যে, যদি তাঁহার পুত্রদের মধ্যে কেহ আপনার যৌবন অর্পণ করিয়া তাঁহার বার্কক্য বরণ করেন, তবেই তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ হইতে পারে । তখন যযাতি সকল পুত্রকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগকে নিজ যৌবনের পরিবার্ত্ত পিতার জরা গ্রহণ করিতে প্রস্তাব করিলেন । কিন্তু একমাত্র কনিষ্ঠ পুত্র পুরু ব্যতীত অপর সবাই, ইহাকে অর্থহ বুলিয়া অজীকার করিলেন । পিতার আজ্ঞায় পুরু আপন যৌবনের বিনিময়ে যযাতির জরা গ্রহণ করিলেন । পুত্রের যৌবন গ্রহণ করিয়া বহুদিন বাৎসরিক যযাতি ভোগবিলাসে রত 'বহিচেন', তথাপি তাহাতে তৃপ্ত হইতে পারিলেন না । ইহা দেখিয়া ভোগের উপর তাঁহার অতি বিরক্তি আসিল । তিনি বহিচেন, বিষয় ভোগ করিয়া ত কেহই শান্তি পাইতে পারে ন', কায়নার নাশ হইলে তবে শান্তি আসে । তিনি পুরুকে যৌবন ফিরাইয়া দিলেন এবং তাঁহার পিতৃ আজ্ঞা পালনের পুরস্কারস্বরূপ নিজ সিংহাসন অর্পণ করিয়া তপস্কারে মগ্ন বনে গমন করিলেন ; ও অজ্ঞিয়ে সঙ্গতি লাভ করেন ।

গুরুদেব-বাক্য আর সচিব-অভিনন্দন ।
আর বার শুনিলেন মাতার মুহূল বাণী ।

শুনেন ভরত-হিয়া-হিত যেন চন্দন ॥
কোমলতা ভরপুর সরলতা স্নেহ-খনি ॥ ৪

ছঃ—সরল জননী-	বাণী মনোহরা	শুনি' ভরতের মতি বিকল ।
হৃদি-জাত নব	বিরহাকুরে	সিঞ্চিল ঝরি' নয়ন জল ॥
সবে সেইক্ষণে	দশা ঈক্ষণে	আপনা' হারা'য় শোকের শ্রোতে ।
তুলসী এ কয়	সব প্রজাময়	করে জয় জয় শ্রীরঘুনাথে ॥

সো—ভরত জুড়িয়া যুগপাণি

ধৈর্য্য-অবতার ধীরে তবে ।

অমিয়ে ভিজা'য়ে যেন বাণী

উচিত উত্তর দেন সবে ॥ ১৭৬

চৌ—মনোহর উপদেশ গুরুদেব দেন যাহা ।
আদেশ দিলেন মাতা বুঝি' যাহা যথোচিত ।
জনক জননী গুরু স্বামী সুহৃদের বাণী ।
উচিত কি অমুচিত করিলে ইহা বিচার ।
দিলেন ত' গুরুদেব সে সরল উপদেশ ।
যদিও এ উপদেশ বুঝিলাম ভাল মতে ।
এখন ও শ্রীচরণে এই মম নিবেদন ।
উত্তর দেওয়া-দোষ ক্ষমা কর নিজগুণে ।

মন্ত্রী প্রজা সকলেরি অতি মনোমত তাহা ॥
অবশ্যই শিরে ধরি' পালন তাহা উচিত ॥ ১
উচিত মোদিত মনে মানা তাহা শুভ জানি' ॥
ধরম বিনাশ পায় শিরে চাপে পাপ-ভার ॥ ২
করিলে যা' আচরণ, মোর শুভ সবিশেষ ॥
তথাপি পরাগ নাহি পরিতোষ লভে এতে ॥ ৩
দিন শিক্ষা যাহা পারি করিতে অনুসরণ ॥
ছুথিতের দোষগুণ সাধুগণ নাহি গণে ॥ ৪

দৌ—জনক স্বরণে

সীতারাম বনে

ক'ন মোরে কর রাজ ।

বুঝেন এতেই

মোর হিত হ'বে

তথা এতে বড় কাজ ॥ ১৭৭

চৌ—আমার ত হিত শুধু সেবায় সীতা-রমণ ।
'নিজ মনে অনুমান করিয়া দেখিছ এই ।
রাম লক্ষণ সীতা বিনা পদ-দরশন ।
যেমন বসন বিনা ব্যর্থ ভূষণ-ভার ।
রোগযুত দেহ ল'য়ে ব্যর্থ সকল ভোগ ।
যেমন জীবন বিনা ব্যর্থ কম শরীর ।
করুন আদেশ দান রামের চরণে যাই ।
আমারে করিয়া রাজা চাহেন আপন হিত ।

করে মাতা-কুটিলতা সে হিত অপহরণ ॥
অপর উপায় কোন আমার হিতের নেই ॥ ১
শোক-রাশি রাজ্য শুধু তা'রে কে করে গণন ॥
বিরাগ বিহনে যথা বিফল জ্ঞান-বিচার ॥ ২
শ্রীহরি-ভকতি বিনা ব্যর্থ জপ ও যোগ ॥
তেমনি সকলি ব্যর্থ মোর বিনা রঘুবীর ॥ ৩
এক ইহা ছাড়া মোর কিছুতেই হিত নাই ॥
এ-ও শুধু আপনার মোহেরি বশেতে প্রীত ॥ ৪

দৌ—কেকয়ী-তনয়

কুটিল হৃদয়

নিলাজ রাম-বিযুথ ।

সে হীন-শাসিত

রাজ্য হইতে

মোহে সবে চা'ন সুখ ॥ ১৭৮

* ভরত গুরুদেবের বচন আর মন্ত্রীর অভিনন্দন শুনিলেন; এই বাণী তাঁহার হৃদয়ের পক্ষে চন্দনের স্তায়, হিতকারী (শীতলকারী) ছিল ।

চৌ—প্রকৃতই কহি আমি প্রতীতি করুন সবে । ধর্মশীল নরপতি প্রয়োজন অতি এবে ॥
 হঠ বশে প্রদানিলে আমারে রাজত্ব-ভার । ধরা যা'বে রসাতলে নাহি সন্দেহ তার ॥ ১
 আমার সমান আর কে আছে পাপ-আবাস । সীতারাম যা'র তরে লভিলেন বনবাস ॥
 মহারাজ দানিলেন বনবাস স্ত্রীরামেরে । বিয়োগে করিলা গতি আপনি অমরপুরে ॥ ২
 আর ছুই এ অভাগা অনর্থ আদি কারণ । সজ্ঞানে শুনি'ছে কথা করিয়া উপবেশন ॥
 রঘুবর রাম-হীন পুরী দরশন করি' । জগতের উপহাস সহি তবু প্রাণ ধরি ॥ ৩
 হেতু এর নাহি মন রাম-বিষয়ের রসে । ভূমি আর ভোগ-রস লালসায় সদা রসে ॥
 কত আর ক'ব এই হৃদয়ের কঠিনতা । নিন্দি' কুলিশে যেনা লাভ করে শ্রেষ্ঠতা ॥ ৪

দৌ—কারণের হ'তে কার্য্য কঠিন ইথে নাহি দোষ মোর ।
 অশনি অস্থি লৌহ পাথর হ'তেও বহু কঠোর ॥ ১৭৯

দৌ—কৈকেয়ী-গর্ভজাত দেহে অমুরাগবান্ । নিপট পামর এই ভাগ্যহত মোর প্রাণ ॥
 প্রিয়-বিরহও যবে মোর প্রাণ-প্রিয় লাগে । নিশ্চয় আরো বহু দেখিব শুনিব আগে ॥ ১
 লক্ষ্মণ সীতা রামে পাঠা'য়ে দিয়াছে বন । ত্রিদিবে পাঠা'য়ে করে পতি হিত আচরণ ॥
 লইল বৈধব্য নিজ আর লোক-অপযশ । করে সারা প্রজাগণে সন্তাপ শোক-বশ ॥ ২
 আমারে করিল দান সুশশ সুখ সু-রাজ । করিয়াছে কৈকেয়ী সবাকার পূর্ণ কাজ ॥
 এ হ'তেও হিত মোর কি আর হ'বে এখন । ইহারো উপরে প্রভু অভিষেক হ'তে ক'ন ॥ ৩
 কেকয়ী-জঠর হ'তে জনমি জগত-মাক । কিছু অমুচিত নহে মোর তরে এই কাজ ॥
 আমার সবই হিত সাধিলা যখন খাতা । পাঁচজন ও প্রজার কেন এই সহায়তা ॥ ৪

দৌ—গ্রহ-কবলিত বায়ু রোগী তা'য় কেটেছে বিছায় আর ।
 হেন জনে সুরা করান' সেবন এ কেমন উপচার ॥ ১৮০

চৌ—কৈকেয়ী-তনয়ের উপযোগী ভবে যাহা । সকলি দিয়াছে মোরে চতুর বিধাতা তাহা ॥
 রামের অমুজ আর দশরথ আশ্রয় । হওয়া-গৌরব বুধা আমারে প্রদানে অজ ॥ ১
 সকলের অমুরোধ ধরিতে তিলক ভালে । রাজাদেশ শুভকর একথা জানে সকলে ॥
 কতজনে কি ভাবে বা উত্তর দেওয়া যায় । বলুন হরষ-মনে যা'র যাহা প্রাণ চায় ॥ ২
 কুমাতা কেকয়ী আর মোরে করি' বর্জ্জন । বলুন একাজ ভাল কহিবে তা' কোন্ জন ॥
 চরাচরময়ী ধরা-মাকে আমা বিনা আর । কেবা আছে সীতারাম প্রাণ-সম নহে যা'র ॥ ৩
 হানির চরমে লাভ সবাকার মনে হয় । আমারি কুদিন আর কারো কিছু দোষ নয় ॥
 সংশয়শীল আর প্রেম-বশ সব জন । অমুচিত কিছু নহে আপনারা যাহা ক'ন ॥ ৪

দৌ—রাম-মাতা অতি সরল পরাণ বড় স্নেহ মোর 'পরে ।
 আমার দৈন্ত্য হেরিয়া কহেন স্বভাব-স্নেহের ভরে ॥ ১৮১

চৌ—বিবেক-সাগর গুরু জানে তা' জগত জন। বিশ্ব বাঁহার পাশে করের বদরী সম ॥
 তিনিও কহেন মোরে বসিবারে রাজ্যাসনে। বিধাতা বিমুখ হ'লে বিমুখ সকল জনে ॥ ১
 জগ-মাঝে পরিহরি' সীতা আর সীতাপতি। কেহ না কহিবে মোর নাহি ইথে সন্মতি ॥
 শুনিব সহিব তাহে হইয়া হরষময়। পঙ্ক তথায় শেষে যথায় সলিল রয় ॥ ২
 প্রাণে ডর নাহি ভবে সবে কু কহিবে মোরে। হৃদয়-মাঝারে নাহি খেদ পরলোক-তরে ॥
 হুঃসহ স্বাবানল শুধু এক প্রাণে রয়। মোর তরে হুখ পা'ন সীতা রাম দয়াময় ॥ ৩
 জীবন-লাভের ফল পায় ভাল লক্ষণ। সব ত্যজি' শ্রীরামের চরণে লাগা'ল মন ॥
 আমার জনম শুধু রাম-বনবাস তরে। কি ফল অভাগা মোর মিহা অমৃতাপ ক'রে ॥ ৪

দো—আপন দারুণ দৈন্তের কথা কহি নতি করি' সবে।
 রঘুনাথ-পদ দরশন বিনা হৃদি-জ্বালা নাহি যাবে ॥ ১৮২

চৌ—অপর উপায় আর নাহি হেরে মোর প্রাণ। রাম বিনা হুখ মোর কেবা করে প্রশিধান
 শুধু এ স্থিরতা রয় এখন আমার মনে। প্রভাত হ'লেই যা'ব প্রভু রাম-শ্রীচরণে ॥ ১
 যদিও পাতকী আমি আর ঘোর অপরাধী। আমারি কারণে যত সমাগত এ উপাধি ॥
 তথাপি সমুখে মোরে শরণে দেখিয়া রাম। সব ক্ষমি' কৃপা ঠিক করিবেন গুণধাম ॥ ২
 বিনয় সঙ্কোচ লীল সরলতা পরিসীমা-। সদন করুণা-স্নেহ রামের নাহি উপমা ॥
 কভু না করেন রাম অরাতির(ও) অমঙ্গল। আমি ত' বালক দাস হইলেও অসরল ॥ ৩
 ইহাতে সকলে মোর কল্যাণ করি' জ্ঞান। আশীষ ও অমৃতমতি স্নুভাষে করুন দান ॥
 বাহে মোর স্তুতি শুনি' মোরে নিজ দাস জানি'। আবার কিরিয়া রাম আসেন এ রাজধানী ॥ ৪

দো—যদিও জনম কু-মাতা হইতে শঠ অপরাধী হায় ॥
 এ ভরসা প্রাণে আপনার জানি' নাহি ঠেঁলিবেন পায় ॥ ১৮৩

অযোধ্যাবাসীর সহিত ভরত-শত্রুঘ্নের চিত্রকূট গমনের আয়োজন

চৌ—শ্রীরামের প্রেম-রসে যেন অভিসিক্ত। ভরতের এ বচন লাগে সবে অমৃত ॥
 বিরহের হলাহলে দক্ষ সবার মন। স-বীজ শুনিয়া মগ্ন করে যেন জাগরণ ॥ ১
 জননী সচিব গুরু নরনারী সমুদায়। স্নেহ-ভরে সকলেই অতীব বিকল-কায় ॥
 ভরতের সাধুবাদ করেন শতেক বার। শ্রীরাম-ভক্তি যেন তোমাতে ধরে আকার ॥ ২
 হে তাত তোমার কেন না হ'বে এ বাণী কম। প্রিয়তম রঘুনাথ তোমার প্রাণের সম ॥
 আপন মৃত্যু-বশে যে জন অতি পামর। জননীর কুটিলতা আরোপিবে তোমা'পর ॥ ৩
 কোটি পুরুষ সনে শত কল্পকাল ধরি'। নিরয়-নিবাস মাঝে রহিবে আবাস করি' ॥
 বিষধর-পাপ দোষ মণি না করে গ্রহণ। দহে হুখ-দরিদ্রতা গরল করে হরণ ॥ ৪

দো—অবশ্যই চল

শোকের সাগরে

যথা বনে রাম

মজ্জমান হবে

ভরত সু-মুগ্ধ দিলে ।

হাত ধরি' উঠাইলে ॥ ১৮৪

চৌ—বড় কম সবাঁকার প্রমোদিত প্রাণ নয় । জলদের নাদে যথা চাতক মধুর হয় ॥

প্রভাতে গমন স্থির বুঝিয়া সভার জন ।

সকলেরি প্রাণ-প্রিয় কুমার ভরত হন ॥ ১

• বন্দিয়া মুনি-পদ ভরতেরে নতি ক'রে ।

সকলে বিদায় ল'য়ে চলে যে-যাত্রার ঘরে ॥

• ভরত-জীবন ধন্য জগতে সকলে বলে ।

তাঁহার বিনয় প্রেম বাখান করিয়া চলে ॥ ২

বড় কাজ দিচ্ছ হ'ল কহে সবে এ উহারে

যাত্রার আয়োজন সকলেই সুরু করে ॥

গৃহ-রক্ষণে রহ যাহারেই বলা যায় ।

গল-নিপীড়নে ঘেন তাহারি পরাণ যায় ॥ ৩

কেহ বলে রহিবারে কাহারেও বলিও না ।

জগতে জনম লাভ-কল পে'তে কে চাহে না ॥ ৪

দো—গৃহ নিজ-জন

রামের চরণে

সে মুখ বিভব

যাইতে যাহা না

হ'ক নাশ এইক্ষণে ।

সাধ দেয় প্রীত মনে ॥ ১৮৫

চৌ—প্রতি ঘরে সজ্জিত হ'তে থাকে সব যান । প্রভাতে হইবে যাওয়া ভাবিয়া হরষ-প্রাণ ॥

ভরত আলয়ে ফিরে' বিচার করেন মন ।

নগর তুরগ গজ রাজকোষ কি ভবন ॥ ১

যা' কিছু বিভব তা'র রঘুনাথ অধিপতি ।

অযতন-ভরে ছাড়ি' সকলেই যাই যদি ॥

তরে পরিণামে মোর নাহি শুভ নিশ্চয় ।

প্রভু-জ্যোহ সব পাপ হইতে চরম হয় ॥ ২

যে করে প্রভুর হিত তা'রেই সেবক বলে ।

দিলেও তাহার 'পরে কোটি দোষ নানা ছলে ॥

এ বিচারি' আস্থানি' শ্রেষ্ঠ সেবকগণ ।

টলে না আপন ধর্ম্মে স্বপ্নে যে কদাচন ॥ ৩

দিয়া ধর্ম্ম-উপদেশ সবে ভেদ বুঝাইয়া ।

যে কাজের যোগ্য যেবা তাহারে সে ভার দিয়া ॥

সকল ব্যবস্থা করি' রাখি' রক্ষকগণে ।

ভরত তখন যা'ন রাম-মাতা শ্রীচরণে ॥ ৪

দো—মাতা সকলেরে

দিলেন আদেশ

কাতর বুঝিয়া

রচিতে সাজা'তে

ভরত স্নেহ-সুজান ।

নানা সুখাসন যান ॥ ১৮৬

চৌ—চক্রবাকী'চক্রবাক্ সম পুরনারী-নর' ।

রজনী-প্রভাত তরে হৃদয় দুখ-কাতর

জাগরণে বিভাবরী হইল অভিবাহিত ।

করিলেন আবাহন ভরত সচিব যত ॥ ১

কহিলেন সাধে লও অভিষেক তরে সাজ ।

কাননেই রামে রাজ অর্গিবেন মুনিরাজ ॥

স্বরা চল শুনিতেই বন্দে সচিবগণ ।

স্বরিতে সাজা'ল রথ তুরঙ্গ করিগণ ॥ ২

মুনিরাজ অক্লান্তী অগ্নিহোত্রী দ্রব্য সনে ।

চলিলেন সব-আগে রথোপরে আরোহণে ॥

তার পর বিজগণ তপস্বী-ভোজ-নিধান ।

আরোহণ করি' যা'ন বিবিধ বাহন যান ॥ ৩

সজ্জিত বহু যানে পুরবাসী জনগণ ।

চিত্রকূট-অভিমুখে করিল সবে গমন ॥

শিবিকা মানসহরা নাহি আসে বর্ণনায় ।

সকল রাণীরা যা'ন আরোহণ করি' তা'য় ॥ ৪

দো—যোগ্য দাস 'পরে
সীতা রাম পদ

সঁপিয়া নগর
স্মরিয়া চলেন

সাদরে পাঠা'য়ে সবে ।
ভরত ছ' ভাই তবে ॥ ১৮৭

সকলের চিত্রকূট গমন

চৌ—রাম-দরশন তরে চলে সব নরনারী । যেন করী করিণীরা চলি'ছে-নিরখি' বারি ॥
সীতারাম বনে র'ন বুদ্ধিয়া হৃদয়-মাঝে । ভরত অমুজ সনে চলি'ছেন পদঅঞ্জে ॥ ১
ভরতের প্রেম হেরি' মগ্ন সবার মন । উত্তরি' চলে করি' রথ গজ বরজন ॥
কাছে গিয়া ডুলী রাখি' ভরতের সন্নিধানে । রামের জননী ক'ন মৃত্যুবাণী সম্বোধনে ॥ ২
ম'রে যাই আহা তাত রথে কর আরোহণ । নহে প্রিয়-পরিবার হুখে হ'বে নিমগন ॥
তুমি পায়ে হেঁটে' গেলে সকলে যা'বে তেমন । শোকে তব কৃশ-তনু সহিতে নারিবে অম ॥ ৩
বচন ধরিয়া শিরে চরণে নোয়া'য়ে মাথা । রথে আরোহণ করি' চলিলেন ছুই ভ্রাতা ॥
তমসার তটে করি' প্রথম দিবস বাস । করেন দ্বিতীয় দিনে গোমতী-তীরে নিবাস ॥ ৪

দো—হৃৎ-পান কেহ
রাম-তরে করে

কেহ ফলাহার
ব্রত ও নিয়ম

রাতে কেহ একাহার ।
ভোগ করি পরিহার ॥ ১৮৮

গুহকের শঙ্কা ও সাবধানতা

চৌ—সঙ্গ-নদী-তটদেশে যাপি' নিশি প্রত্যুষে । বাহিরিয়া পঁহুছেন শৃঙ্গবেরপুরী-পাশে ॥
সমুদয় সমাচার শ্রবণ করি' নিষাদ । বিচার হৃদয় মাঝে করিল সে সবিষাদ ॥ ১
কিসের কারণ-বশে ভরত চলেন বনে । কপটতা ভাব কিছু নিশ্চয় আছে মনে ॥
জদি মাঝে কপটতা যদি কিছু নাহি রয় । চতুরঙ্গ অনীকিনী কেন তবে সাধে রয় ॥ ২
ভাবে মনে ভ্রাতা সনে রামেরে করি' নিধন । অকণ্টকে স্মৃখে ভোগ করিবে রাজস্ব ধন ॥
ভরত হৃদয়ে ঠাঁই নাহি দিল রাজনীতি । তখন কলঙ্ক শুধু এবে জীবনের ক্ষতি ॥ ৩
সব দেবানুগে মিলি' যদি করে মহারণ । তথাপি সমরে রামে পরাভবে কে এমন ॥
বিস্ময় কিবা এতে ভরত এমন করে । বিষের লতায় নাহি অমৃত-কল ধরে ॥ ৪

দো—এ ভাবিয়া গুহ
ঘাট রোধ কর

জ্ঞাতিগণে কয়..
করি' অধিকার

সকলে সজাগ রহ ।
ভরী ডুর্বাইয়া দেহ ॥ ১৮৯

চৌ—রোধ কর যত ঘাট পর' রণ-আভরণ । মরণের সাজে সবে সাজ ওহে বীরগণ ॥
ভেটিয়া করিব রণ সম্মুখে ভরতেরে । জীবনে না দিব গঙ্গা উত্তরণ করিবারে ॥ ১
একে ত মরণ রণে তাহে-স্মরণী তীর । তত্বপরি রাম-কাজ ক্ষণ-ভঙ্গু এ শরীর ॥
ভরত নৃপের ভাই আর আমি নীচজন । বড় ভাগ্যেতে তবে পাওয়া যায় এ মরণ ॥ ২

করিতে প্রভুর কাজ করিব রণ প্রবল । ফলে চারি-দশ লোক করিব যশে উজল ॥
 জীবন বিলা'য়ে দিব জীৱন্তনাথের তরে । আনন্দ-মোদক ছুই পে'য়েছি ত' দুই করে ॥ ৩
 সাধুজন-মাঝে যেবা গণনায় নাহি আসে । যাহার নাহিক ঠাই জীৱাম-ভরত পাশে ॥
 বুধাই জীবন তা'র হইয়ে ধরার ভার । জননী-বোবন-তরু ছেদনকারী কুঠার ॥ ৪

দো—বিগত-বিষাদ নিষাদ-অধীপ সবায়ে উৎসাহ দিল ।
 রামে 'অরি' ধরু ভূগীর কবচ আনিবারে আদেশিল ॥ ১৯০

চৌ—স্বরা আয়োজন কর সাজে সাজ ভাই সব । ভীকৃত্য এনো না প্রাণে শুনিয়া আদেশ-রব ॥
 সকলে হরষ-ভরে ব'লে উঠে 'যে আদেশ' এ উহার উৎসাহ বাড়'য়ে তুলে বিশেষ ॥ ১
 নিষাদ-রাজের পদে প্রণাম করিয়া চলে । সবে রণ-সুনিপুণ বড় প্রীতি রণ হ'লে ॥
 রামের কোমল-পদত্বাণে 'অরুণ' ক'রে । ছোট তুণ বাঁধি' জ্যা চড়ায় ধনুর 'পরে ॥ ২
 বর্ষ পরি' শিরোপরে ধরে লৌহ-শিরস্ত্রাণ । পরশু শূলেতে সবে ভাল ক'রে দেয় শাণ ॥
 কেহ কেহ অসি-ঘাত নিপুণ করিতে রোধ । উড়ে যেন নভে তা'রা এমন প্রাণেতে মোদ ॥ ৩
 নিজ নিজ সাজ করি' দল করি' সজ্জিত । গুহ-রাজে সবে মিলি' করে অভিনন্দিত ॥
 হেরি' বীরগণে গুহ রণ-শূর করি' জ্ঞান । নাম ধরি' ডাকি' ডাকি সম্মান করে দান ॥ ৪

দো—ভাই সব আজ বড় ভারি কাজ হৃদয়ে ধরিও ধীর ।
 শুনি' দর্পভরে বলে বীরগণ অধীর হ'য়ো না বীর ॥ ১৯১

চৌ—রামের প্রতাপে নাথ তোমার বলেতে আর । বাজিহীন বীরহীন করিব বাহিনী তা'র ॥
 জীবন থাকিতে পিছে হটিব না কদাচন । করিব ধরণী-তল দেহে শিরে আবরণ ॥ ১

ভরত-গুহক মিলস

হেরিয়া নিষাদশ্রেষ্ঠ বাহিনীর সমাবেশ । বাজা'তে সমর-ঢোল প্রদান করে আদেশ ॥
 হেন কালে বামদিক হ'তে আসে এক হাঁচি । জয় হ'নে বলি' উঠে শাকুনিকগণ নাচি' ॥ ২
 বৃদ্ধ অনেক কহে শকুন-বিচার-পর । মিলহ ভরত-সনে হ'বে না কভু সমর ॥
 ভরত চলেন এবে জীৱামেরে বুঝাইতে । শকুন জানায় এই যুদ্ধ নাহিক এতে ॥ ৩
 শুনিয়া নিষাদরাজ কহে বুড়া ঠিক কয় । হঠাতার আচরণে মুঢ় অমুতাপ সয় ।
 ভরত-স্বভাব শীল না করি' অমুধাবন । হিতের অতীব হানি হইবে করিলে রণ ॥ ৪

দো—রহ আগুনিয়া ষাটি বীর সবে সাক্ষাতে বুঝি মর্ম্ম ।
 সখা অরাতি কি মধ্য-পথ চারী বুঝিয়া করিব কর্ম্ম ॥ ১৯২

* যদি বনে অবলাভ করি ত বাস-সেবার দশ অর্জন করিব, আর যদি বৃত্তা হয় তবে জীৱামচন্দ্রকে চিবুকে প্রাপ্ত হইব ।

চৌ—করিব স্বভাব হ'তে স্নেহ-ভাব নিরূপণ । লুকা'লে বৈরভা প্রীতি না যায় করা গোপন ॥
 এত কহি উপহার সাজায় মিলন তরে । কন্দ মূল ফল খগ মৃগ আহরণ করে ॥ ১
 বড় বড় পোণা মাছ ভরি' ভরি' ভারে ভারে । নিমেষ ভিতরে আনি' ফেলিল বত কাহারে ॥
 মিলনের উপহার সাজা'য়ে ভেটিতে যায় । মঙ্গল-মূল শুভ শকুন দেখিতে পায় ॥ ২
 দর্শন করি' দূর হ'তে বলি' নিজ নাম । করিল দণ্ড-মত বশিষ্ঠদেবে প্রণাম ॥
 শ্রীরামের প্রিয় জানি' আশীষ বচন ক'ন । ভরতেই মুনিবর দেন তা'র বিবরণ ॥ ৩
 শ্রীরামের সখা শুনি' স্তম্ভন করি' ত্যাগ । নামিয়া আসেন প্রাণে উধলিত অমুরাগ ॥
 গ্রাম জাতি নিজ নাম কহিল গুহ সকল । প্রণাম করিল পরে রাখি' মাথা ভূমিতল ॥ ৪

দৌ—তাহারে প্রণাম করিতে দেখিয়া ভরত বুকেতে লন ।
 ধরে না হৃদয়ে শ্রীতি যেন হ'ল লক্ষ্মণ সনে মিলন ॥ ১১৩

চৌ—অতীব প্রণয় সনে ভরত মিলেন গুহে । হিংসি' বাখানে সবে যে প্রীতি পরাণে বহে ॥
 খণ্ড খণ্ড ধ্বনি যোগে সব মঙ্গল-মূল । দেবতা বাখান করি' বৃষ্টি করেন ফুল ॥ ১
 শাস্ত্রে সমাজে বা'রে করে অতি নীচ জ্ঞান । পরশিলে ছায়া যা'র করিবারে হয় স্নান ॥
 হৃদয়ে জড়া'য়ে ধ'রে রামের অমুজ তা'রে । করিলেন সন্তুষ্ট শি'হরিত কলেবরে ॥ ২
 রাম রাম মুখে কহি' যেবা করে জুস্তগ । নিকটেও পাপ তা'র নাহি করে আগমন ॥
 ইহায়ে ত' বুকে ধরি' রঘুনাথ সুখমূল । জগত-পাবনকারী করিলেন সহ কুল ॥ ৩
 কৰ্মনাশা নদী-জল পড়িলে জাহ্নবী নীরে । কেবা হেন আছে কহ যে না তা'রে শিরে ধরে ॥
 বিপরীত নাম জপি' জানে সারা জগজন । দম্য হ'তে বাজীকি ব্রহ্ম-সমান হন ॥ ৪

দৌ—পামর যবন চণ্ডাল খসু শবর কোল কিরাত ।
 রাম-নামে হয় পরম পাবন ত্রিভুবনে বিখ্যাত ॥ ১১৪

চৌ—যুগ যুগ ধ'রে চলে নাহি এতে বিস্ময় । কা'রে মান নাহি দেন রঘুরাম কৃপাময় ॥
 এই মত দেবগণ গান রাম-গুণগান । শুনিয়া কোশলবাসী প্রাণে মহা সুখ পা'ন ॥ ১
 ভরত মিলেন প্রেমে রাম-সখা গুহকেরে । কুশল কল্যাণ-কথা শুধা'ন প্রণয় ভরে ॥
 নিরখিয়া ভরতের শীল স্নেহ বিমোহন । আপনার দেহ-বোধ হয় গুহ বিসরণ ॥ ২
 সঙ্কোচ সুখ প্রেম-ধারা মনে এত বয় । অপলকে ভরতের পানে চে'য়ে খাড়া রয় ॥
 ধৈর্য আনিয়া পরে চরণে প্রণাম ক'রে । মিনতি প্রণয় ভরে কহে তবে জোড়করে ॥ ৩
 কুশল-নিলয় করি' ও চরণ দ্রুতশন । ত্রিকালে কুশল মম বুঝিয়া রেখেছে মন ॥
 পরম করুণা পেয়ে এখন প্রভু তোমার । কোটি কুলের সনে কুশল হ'ল আমার ॥ ৪

দৌ—নিজ ক্রিয়া কুল প্রভু-দয়া আর হৃদয়ে বিচার ক'রে ।
 শ্রীরাম-চরণে যে না ভঞ্জে ভবে বিধি বঞ্চিলা তা'রে ॥ ১১৫

চৌ—হীন জাতি ক্রুরমতি কপট গতি আমার । অখম সকল ভাবে সমাজ বেদের বা'র ॥
 নিলেন নিজের ক'রে রঘুমণি যবে হ'তে । ভুবন-ভূষণ আমি হ'য়ে গেছি তবে হ'তে ॥ ১
 মধুর বিনয় শুনি' প্রেম করি' দরশন । ভরত-অমুজ পুনঃ মিলেন মোদিত মন ॥
 সুমধুরে নিজ নাম করি' মুখে উচ্চারণ । সাদরে রাণীর সব করে পদ-বন্দন ॥ ২
 লক্ষ্মণ-সম ভাবি' সবে দেন আশীর্বাদ । শত-লাখ বর্ষ ধরি' লহ ভবে সুখ-স্বাদ ॥
 অযোধ্যার নরনারী গুহে করি' দরশন । পুলকিত পায় যেন সম্মুখে লক্ষ্মণ ॥ ৩
 কহে জন্ম-পাওয়া-কল গুহ শুধু লাভ করে । জড়াইয়া বাহুযুগে শ্রীরাম ভেটিলা এরে ॥
 শুনিয়া নিষাদ নিজ ভাগ্যের বর্ণন । স্বাগত করিয়া চলে অতি পুলকিত মন ॥ ৪

দৌ—ইঙ্গিত তবে করিল স্বদলে প্রভুর আদেশে চলে ।
 নির্মাণ করে আবাস কাননে উজ্জানে তরু-তলে ॥ ১৯৬

চৌ—ভরত দেখেন চ'খে শৃঙ্গবেরপুরী যবে । প্রেমবশে অবয়ব অবশ হইল তবে ॥
 নিষাদের অঙ্গে উর করি' হেন শোভাময় । শরীর ধরিল যেন অমুরাগ ও বিনয় ॥ ১
 এ ভাবে ভরত সহ আপনার অনীকিনী । করিলেন দরশন দেবদী সুরধুনী ॥
 করিলেন প্রণিপাত স-ভকতি রামঘাটে । পুলক এমন যেন শ্রীরামে মিলন ঘটে ॥ ২
 প্রণাম করিল সবে পুর-নরনারীগণ । প্রমোদিত ব্রহ্মময়ী-বারি করি' দরশন ॥
 মজ্জন করি' নীরে করজোড়ে বর চায় । হয় যেন গাঢ় প্রেম শ্রীরাম কমল-পায় ॥ ৩
 ভরত কহেন সুর-তরঙ্গিনি তব রেণু । সুখদ সকল ভাবে সেবকের কামধেনু ॥
 জোড় করি' পাণি যুগ এই দেবি বর চাই । স্বাভাবিক প্রেম যেন সীতা-রাম পদে পাই ॥ ৪

দৌ—এ ভাবে ভরত মজ্জন করি' লভিয়া গুরু-আদেশ ।
 বলেন আবার জানি' জননীরা ক'রেছেন স্নান শেষ ॥ ১৯৭

চৌ—যথা তথা অবস্থান ক'রেছিল জনগণ । ভরত সবারি তব করিলেন নিকারণ ॥
 দেবগুজা শেষে ছই ভা'য়ে অমুমতি মত । শ্রীরাম-জননী পদে হইলেন উপনীত ॥ ১
 পদ-সেবা করি' করি' যুগ্মবাণী উচ্চারণ । সম্মান দান করি' তুয়েন জননীগণ ॥
 তখন তাঁ'দের সেবা অমুজেরে সমর্পিয়া । আপনি নিষাদরাজে লইলেন আনাইয়া ॥ ২
 চলেন সখার করে রাধি' আপনার কর । অবশ বিপুল প্রেমে গুহকের কলেবর ॥
 শুধান সখারে দাও সেই ঠাই দেখাইয়া । দাও মন নয়নের ভীম দাহ জুড়াইয়া ॥ ৩
 যথায় যাপিলা নিশি সীতা রাম লক্ষ্মণ । বলিতে বলিতে জলে ভ'রে এল দু'নয়ন ॥
 ভরত-বচন শুনি' স্নান হ'ল অন্তর । নিষাদ লইয়া চলে সেইখানে স্বরাপর ॥ ৪

দৌ—পুত অশোকের তলদেশে যথা রজনী যাপিলা রাম ।
 সাদরে ভরত দেগুর মত করেন তথা প্রণাম ॥ ১৯৮

চৌ—কুশের শয়ন যাঁহা তরুতলে দেখা যায়। পরিক্রম করি' শেষে প্রণাম করেন তা'য় ॥
 পদ-চিহ্নের রেণু লাগা'লেন হু'নয়নে। ভকতি প্রবল কত নাহি আসে বরণনে ॥ ১
 হু' চারি কণক-কণা আসিল আঁধি-গোচরে। সীতা-সম মনে করি' ধরিলেন শিরোপরে ॥
 হৃদয় প্রানিতে ভরা জলে ভরা হু'নয়ন। সখা গুহকের প্রতি এই বর-সাগী ক'ন ॥ ২
 সীতার বিরহে এ-ও ক্রীহতা ও চ্যুতিহীন। বিরহে কোশলনারী যেমতি দুখ-বিলীন ॥
 এ অগতে ভোগ যোগ দুই-ই করগত যাঁ'র। সেই নৃপ জনকের কি উপমা দিব আর ॥ ৩
 দিবাকরকুল-ভাষু শ্বশুর কোশলপতি। বাসব করেন যাঁ'রে ঈর্ষা সহিত প্রীতি ॥
 যাঁ'র প্রিয়তম রাম এমন মহিমাময়। যে মহিমা লাভ করে সে তাঁ'রি কৃপায় হয় ॥ ৪

দৌ—পবিত্রতা-মণি সেই জানকীর কুশের শয়ন হেরি'।
 অশনি-কঠোর ফাটে না হৃদয় ঘোর হাহাকার করি' ॥ ১৯৯

চৌ—মালনের যোগ্য প্রিয় লঘু-ভ্রাতা লক্ষ্মণ। নাহিক হয়নি হেন হ'বে না'কু কোন জন ॥
 পুরজন-প্রিয় যেবা পিতামাতা-প্রাণসম। রঘুমণি জানকীর যেই জন প্রিয়তম ॥ ১
 নেত্র-আনন্দরূপ সুখভাব অনাবিল। যে কম-কায়ায় তাপ বায়ু কভু না লাগিল ॥
 গভীর বিপিন-মাঝে বিপদ সহে সে আজ। এ কঠোর হিয়া দেয় কোটি অশনিরে লাজ ॥ ২
 রাম অবতরি' ধরা করিলেন উজ্জ্বল। রূপ শীল সুখ গুণ সাগর-সম অতল ॥
 পুরজন পরিজন গুরু আর পিতামাতা। আপন স্বভাব-গুণে সকলেরি সুখদাতা ॥ ৩
 অরাতিও করে তাঁ'র মহিমার কীর্তন। বচন মিলন-ভঞ্জন বিনয় হয়য়ে মন ॥
 শত কোটি শেষ আর কোটি কোটি বীণাপাণি। সংখ্যা করিতে হারে প্রভুর গুণ-কাহিনী ॥ ৪

দৌ—স্বথের আলায় রঘুকুল মণি মঙ্গল মোদ-নিধান।
 কুশোপরি তাঁ'র ধরণী শয়ন বিধি-গতি বলবান ॥ ২০

চৌ—কুশের নাম কভু রাম-কাণে না পশিল। জীবন-তরুর সম নৃপ তা'রে রক্ষিল ॥
 পদ্ম* নয়নে আর মণিরে,কণি যেমন। তেমনি'রজনী দিন রাখিতেন মাতাগণ ॥ ১
 সে রাম কিরেন আজ বন-মাঝে পদ-চারে। যাপন করেন দিন কন্দ মূল কলাহারে ॥
 ধিক্ ধিক্ কৈকেয়ি সকল অশুভ-মূল। যে হ'ল আপন প্রাণ-প্রিয়তম প্রতিকূল ॥ ২
 ধিক্ মোরে ভাগ্যহত পাতকের পারাবার। যে জন শুধুই সব উৎপাত-মূলধার ॥
 কুলের কালিমা করি' বিখাতা স্বজিল মোরে। প্রিয়তম প্রভু-জোহী কুমাতার কীর্তি তরে ॥ ৩
 খেদ শুনি' প্রেম ভরে বুঝায় তবে নিষাদ। কি হেতু বুঝায় নাথ করি'হ বল বিষাদ ॥
 শ্রীরাম জোমার প্রিয় তুমি প্রিয় শ্রীরামের। সার এই দোষ যত প্রতিকূল দৈবের ॥ ৪

ছ—বাদী বিধাতার	কঠোর আচার	জ্ঞানহীনা যেবা মাতারে করে ।
সে রাতে তোমায়	প্রভু বার বার	বাখানেন কত আদর ভরে ॥
নাহি তোমা সম	রামে প্রিয়তম	এ শপথ মোর তুলসী ভণে ।
শুভ পরিণামে	বুঝি' এতে প্রাণে	কর প্রভু এবৈ শাস্ত মনে ॥

সো—সব-হৃদবাসী রাম
চল' কর বিশ্রাম

প্রেম শীল কৃপার সদন ।
এ কথা বুঝিয়া নিজ মন ॥ ২০১

চৌ—সখার বচন শুনি' হৃদয়ে ধরিয়া ধীর ।	আবাসে করেন গতি স্মরিয়া শ্রীরঘুবীর
রাম-বিশ্রামস্থান-কথা শুনি' নারীনয় ।	দরশন তরে চলে সকাতর অন্তর ॥ ১
প্রদক্ষিণ করি' তা'রে সকলে প্রণাম করে ।	আর কেকয়ীরে দোষ দেয় বহু নিন্দাভরে ॥
সবারি নয়ন-কোণে ভ'রে আসে আঁখিজল ।	বিরূপ বিধির 'পরে দোষ দেয় অবিরল ॥ ২
কোন জন করে প্রেম ভরতের কীৰ্ত্তন ।	কেহ বলে খুব স্নেহ নৃপ করে প্রদর্শন ॥
সকলেই নিন্দি' নিজে নিষাদের গুণ গায় ।	যে বিষাদ প্রীতি বহে কে তাহা কহিবে হায় ॥ ৩
এই ভাবে সারানিশি করে সবে জাগরণ ।	প্রভাত হ'তেই হয় খেয়া-পার আরম্ভন ॥
গুরুদেবে উঠাইয়া মনোহর 'তরী'পরে ।	নূতন তরীতে যত উঠা'লেন জননীয়ে ॥ ৪
চারি'দণ্ড কাল-মাঝে নদী-পরপারে যা'ন ।	উত্তরি' ভরত সবে সাহায্য করেন দান ॥ ৫

দৌ—প্রাতঃক্রিয়া সারি'	বন্দি' মাতারে	গুরুরে নোয়া'য়ে শির ।
অগ্রে রাখিয়া	নিষাদ-সকলে	বাহিনী চালা'ন বীর ॥ ২০২

ভরতের প্রয়াগ গমন ও ভরত-ভরদ্বাজ সংবাদ

চৌ—তা'র পর গুহরাজে অগ্রে করি' স্থাপন ।	সাজান শিবিকা যাহে বসেন জননীগণ ॥
অনুজ্ঞে দিলেন সাথে আবাহন করি' তাঁ'রে ।	দ্বিজগণ সাথে যা'ন গুরুদেব তা'র পরে ॥ ১
সুরনদী ভগবতী গঙ্গা-প্রণাম করি' ।	লক্ষ্মণ সীতা সহ রামেরে হৃদয়ে স্মরি' ॥
ভরত সবার পরে চলিলেন পদব্রজে ।	ডোরে বাঁধা অনারুঢ় তুরগের সূমে নিজে ॥ ২
ভৃত্য-দলপতি করে অনুরোধ বার বার ।	হে নাথ কর'ন নিজ অশ্বেরে অধিকার ॥
ভরত কহেন রাম পদচারণা যা'ন বন ।	মোর তরে হয় রথ-আয়োজন কি কারণ ॥ ৩
ভূমিতে পরশি' শির গমন উচিত মোর ।	সেবক-ধরম সব হইতে ভবে কঠোর ॥
ভরতের দশা হেরি' শুনি' এ কোমল বানী ।	গলে সেবকের মন হৃদয়ে এতেই গ্লানি ॥ ৪

দৌ—সে দিন ভরত	তৃতীয় প্রহরে	প্রাণে ধরি' অমুরাগ ।
জপিতে জপিতে	সীতারাম নাম	আসেন তীর্থ প্রয়াগ ॥ ২০৩

চৌ—পদব্রজে চলা-হেতু ভরতের পদতলে ।	স্ফোটিকা* চমকে যেন কমলে করকা অলে ॥
আসিলেন পায়ে হেঁটে শুনি' এই বিবরণ ।	নরনারীগণ হয় ঘোর দুখে নিমগন ॥ ১

* ফোড়া ।

শুনিলেন যবে হ'ল স্নান সারা সবাকার ।
 বিধি মত শ্যাম-শ্বেত সলিলে করিয়া স্নান ।
 শ্যাম-শ্বেত সলিলের নিরখি' লহরভঙ্গ ।
 সকল কামনা-প্রদ হে শ্রীয়াগ ভীষণরাজ ।
 আপন ধরম ত্যজি' * এই মম অকিঞ্চন ।
 এ কথা রাখিয়া' মনে দানশীল বিজ্ঞ জন ।

ত্রিবেণীতে আসি' নিজের' করিলেন নমস্কার ।
 সহ-মানে ব্রাহ্মগগণেরে দিলেন দান ॥ ২
 কহেন জুড়িয়া কর পুলকিত প্রেমে অঙ্গ ॥
 বিদিত প্রভাব তব বেদও জগত-মাঝ ॥ ৩
 কি কুকাজ আর্ন্ত নয় নাহি করে আচরণ ॥
 যাচক-কামনা ভবে করয়ে পরিপূরণ ॥ ৪

দো—ধন ধর্ম কামে
 রাম-পদে রতি

কুচি নাহি মম
 জনম জনন

মোক্ষ নাহিক চাই ।
 এই বর যেন পাই ॥ ২০৪

চৌ—আমারে কুটিল রাম করিলেও জ্ঞান মনে । গুরু প্রভু-জ্যোহী মোরে বলিলেও সব জনে
 তথাপিও রতি মম সীতারাম পদতলে । প্রতি দিন বাড়ে যেন তোমার কৃপার বলে ॥ ১
 হউক চাতক-প্রতি নব ঘন অকরণ । ঢালুক অশনি শিলা যাচিতে গেলে বরুণ ॥
 তা'র আর্ন্ত ব্যবহারে প্রীতি হয় বিজ্ঞাপন । বিরহের বৃদ্ধি তা'র সব বিধি সুলক্ষণ ॥ ২
 লহনে কনকে যথা লাগে পাবকের ছাতি । তেমনি সেবাতে শ্রিয়-চরণ কমলে রতি ॥
 ভরতের এ বচনে ত্রিবেণী-সলিল হ'তে । উঠিল মুহূর্ত্ত বাণী মঙ্গল স্বননেতে ॥ ৩
 হে তাত ভরত তব সর্বাধি পুত চিত । রামের চরণে মতি তোমার অগাধ নিত ॥
 অহেতুক গ্লানি মনে আনা নাহি ভাল হয় । রাম-পাশে তব সম প্রিয় আর কেহ নয় ॥ ৪

দো—পুলকিত তনু
 ধন্য ধন্য করি'

হরষ হিয়ায়
 ভরতে ফুল

শুনি' বাণী অনুকূল ।
 দেবতা বরষে ফুল ॥ ২০৫

চৌ—অপার পুলকে ভাসে শ্রীয়াগের অধিবাসী । বানপ্রস্থী ব্রহ্মচারী কিবা গৃহী কি উদাসী ॥
 ভরত স্বভাবে শীলে অকপট অতি পুত । এই কহে এ উহারে সবে হ'য়ে একত্রিভ ॥ ১

ভরত-আশ্রমে ভরত

শুনিতে শুনিতে রাম রঘুমণি-গুণচয় ।
 ভরতেরে দণ্ডবৎ নমিতে করি' লোকন ।
 স্বরিতে ছুটিয়া গিয়া বুকেতে তুলিয়া লন ।
 আসন করিতে দান বসেন আনত শিরে ।
 শুধা'বেন মুনি এবে প্রাণে এই বড় ডর ।
 হে ভরত অবগত আমি সব সমাচার ।

ভরতাজ আশ্রমে উপনীত-সবে হয় ॥
 মুক্তিমান্ ভাগ্য তাঁ'রে করেন মুনি গণন ॥ ২
 কৃতার্থ করেন দিয়া আশীষভরা বচন ॥
 পলাইতে যেন চান গৃহে সঙ্কোচ ভরে ॥ ৩
 তাঁ'র সঙ্কোচ শীল হেরি' কন মুনিবর ॥
 ধাতা-অভিলাষ 'পরে কোন হাত নাহি কার ॥ ৪

দো—অহুশোচ প্রাণে
তাঁ'র নাহি দোষ

নাহি কর তাত
বাণী দেম-তাঁ'র

জননীর কাজ স্মরি।
বুদ্ধি বিলোপ করি' ॥ ২০৬

চৌ—তাহ'লেও হেন কাজ ভাল কেহ নাহি ক'বে। যেহেতু পণ্ডিত-মাণ্ড লোক আর বেদ(ই) ভবে ॥
হে তাত বিমল যশ তোমার করিয়া গান। লোক আর বেদ দুই-ই হ'বে গৌরবান ॥ ১
বেদে আর লোকে মাণ্ড তা'ছাড়া সকলে কয়। জনক যাহারে দেন তাহারি রাজত্ব হয় ॥
'সত্য-ব্রতধারী রাজা তোমা আহ্বান করি'। রাজ্য দিলে ধর্ম সুখ গরিমা উঠিত ভরি' ॥ ২
রামের বনেই যাওয়া সব-উৎপাত মূল। যে বারতা শুনি' সারা ভবে যেন বি'ধে শূল ॥
ললাটের বশে রাণী এমন মৃঢ়তা করে। কু-আচার-ফলে যেবা শেষে অহুতাপে মরে ॥ ৩
যদি কেহ এতে ভব তিলেক-ও দোষ কয়। তবে সে অজ্ঞান ভণ্ড অধম নিরতিশয় ॥
ল'তে যদি সিংহাসন তা'তেও ছিল না দোষ। এ কথা শ্রবণে রাম লভিতেন পরিতোষ ॥ ৪

দো—এবে যা' ক'রিছ
সব মঙ্গল-

অতি উত্তম
মূল এ জগতে

তোমারি হেন উচিত।
শ্রীরাম-চরণে প্রীত ॥ ২০৭

চৌ—সে প্রীতই জীবন তব তব ধন তব প্রাণ। এ ভবে তোমার সম কে এমন ভাগ্যবান ॥
তোমার এ আচরণ নহে কিছু চমৎকার। দশরথ-সুত তুমি রাম-প্রিয়ভ্রাতা আর ॥ ১
হে'ভরত কহি তোমা শ্রীরামের অন্তরে। কাহারো উপরে স্নেহ নাহি যথা তোমা'পরে ॥
সীতারাম লক্ষ্মণ অতীব প্রীতির সনে। কাটা'লেন সে রজনী তব প্রেম কীর্তনে ॥ ২
প্রয়াগে যখন তাঁ'রা করেন অবগাহন। বুঝিলাম ভেদ তাঁ'রা সদা তোমাগত মন ॥
বিষয়ে জড়িত জনে দেহে প্রীতি যেই মত। শ্রীরামের প্রাণে স্নেহ তোমারো উপরে তত ॥ ৩
ইহাতে রামের কিছু অধিক গরিমা নাই। প্রণত কুটুম্ব রাখা কাজ তাঁ'র এ সদাই ॥
প্রকৃতই হে ভরত মোর মন এই কয়। শ্রীরাম-ভকতি যেন তোমাতে আকার লয় ॥ ৪

দো—তুমি ভাব' মনে
রাম-ভক্তি রস-

কালিমা তোমার
সিদ্ধির তরে

আমা'-তরে উপদেশ ॥
এ যুগে তুমি গণেশ ॥ ২০৮

চৌ—হে তাত তোমার যশ নববিধু-সুবিমল। কুমুদ চকোর যত শ্রীরাম-ভকত দল ॥
সমুদিত বিধু সদা অস্তে নাহিক যা'ন। ভব-নভেঃ নহে ক্ষয় দিনে দিনে বর্দ্ধমান ॥ ১
ত্রিভুবন চক্রবাক রাখিবে আদর ভরে। প্রভুর প্রতাপ-রবি নারিবে হরিতে তা'রে ॥
এ চাঁদ সুখদ সদা দিবানিশি সবাকায়'। কেকয়ী-কুসাজ-রাহু গ্রাসিতে নারিবে তা'য় ॥ ২
এই বিধু রাম-প্রেম-সুধারসে পরিপূর্ণ। গুরু-অপমান-দোষ সববিধি পরিশূন্য ॥
স্বজিয়া করিলে এরে সুলভ বসুধা'পরে। রাম-ভকতেরা এবে পিয়িবে পরাগ ভ'রে ॥ ৩
করে রাজা ভগীরথ সুরধুনী আনয়ন। স্মরিলেই সব শুভ করে যাহা বিতরণ ॥
দশরথ গুণগ্রাম কহিয়া না শেষ হয়। বেশী কি সমান তা'র নাহিক জগতময় ॥ ৪

দো—ভকতি প্রণয়

দীনতায় ধাঁর

রাম আসিলেন নামি' ।

যা'রে হৃদি-আঁখি

ভরি' হেরি ন'ন

তৃপ্ত ভবানী-স্বামী ॥ ২০৯

চো—অনুপম কীর্ত্তি-বিধু করিলে তুমি প্রকাশ । রাম-প্রেম যুগ হ'য়ে যাহাতে করে নিবাস
 হে তাত হৃদয়ে গ্লানি নাহি আন কদাচন । স্পর্শমণি লভি' কর দীনতা-ভরে রোদন ।
 গুনহ ভরত মম অলীক নহেক ভাষ । উদাসীন তপ-পর কাননে করি নিবাস ॥ ২
 সব সাধনার এই লভিলাম শুভ ফল । লক্ষ্মণ সীতারাম দরশ পদ-কমল ॥ ২
 সে ফলেরি ফল লাভ তব দরশন কম । তীর্থ প্রয়াগ সনে ভাগ্য শুভ অতি মম ॥
 ধন্য ভরত নিজ যশেতে জ্বিলিলে ভবে । হেন কহি' মুনিবর প্রেমেতে মগন তবে ॥ ৩
 হরষিত সভাসদ মুনিবর-বাণী শুনি' । বরষে দেবতা ফুল সাধু সাধু করি' ধ্বনি ॥
 ধন্য ধন্য ধ্বনি গগনে প্রয়াগময় । শুনিয়া শ্রীতির ধারা ভরতের প্রাণে বয় ॥ ৪

দো—হৃদে'সীতারাম

শরীরে পুলক

কমলাক্ষ জলে ভাসে ।

প্রণতি করিয়া

মুনি-সমাজেরে

ক'ন গদগদ ভাষে ॥ ২১০

চো—মুনির সমাজ হেথা তা'য় পুনঃ তীর্থরাজ । শপথ আনিলে মুখে বিষম তাহে অকাজ ॥
 নিজ কল্পিত কিছু যদি হেথা কথা যায় । কিছু নাহি তা'র সম পাপে কিম্বা নীচতায়
 সকলি বিদিত তব হৃদে রাম হৃদি-যামী । অকপটে যথা কথা তব পদে কহি আমি ॥
 পরাণে নাহিক শোক মাতা-আচরণ তরে । হৃদয়েও নাহি ছুখ ধরা নীচ ক'বে মোরে ॥ ২
 প্রাণ নাহি কাঁপে ডরে ক্ষতি হ'বে পরলোকে । জনকের তিরোধান ঘেরে না আমায় শোকে ॥
 পরিপূর্ণ ত্রিভুবন স্মৃতি স্মরণে কম । লভিলেন আশ্রয় লক্ষ্মণ রাম সম ॥ ৩
 ত্যজিলেন রাম-শোকে ক্ষণ-ভঙ্গু কলেবরে । শোকের কারণ কিবা এ হেন নৃপের তরে ॥
 লক্ষ্মণ রাম সীতা বিহনে চরণ-ত্রাণ । ভ্রমেন কাননে করি' মুনিবেশ পরিধান ॥ ৪

দো—অজিন বসন

ফলাহার ধরা-

শয়ন কুশের পাতে ।

তরুতলে বসি'

সহেন সদাই

শীতাতপ বারি বাতে ॥ ২১১

চো—ইহারি দহন-দাহে দহিত মম হৃদয় । দিবসে নাহিক ক্ষুধা ঘুম নাহি নিশিময় ॥
 এই ছরাময় রোগে নাহি কোন প্রতিকার । বিশ্ব ধুঁজি' মনে মনে দেখে'ছি করি' বিচার ॥ ১
 মাতার কু-আচরণ সূত্রধর পাপ-মূল । আমার হিতেরে ক'রে কুঠারের সমতুল ॥
 কুমন্ত্র রচনা করি' কলহ কু-কাঠ দিয়া । চারি-দশ বর্ষ-মন্ত্রে তাহারে দিলা প্রোথিয়া ॥ ২
 আমারি কারণে এই কু-কাঠ হ'ল রচন । যাহার সহায়ে নাশ করিল এ ত্রিভুবন ॥
 এ দুর্যোগ তবে মিটে শ্রীরাম আসিয়া ফিরে । শুধু এক অযোধ্যায় নিবাস করিলে পরে ॥ ৩

ভরতাজ মুনির ভরতের আতিথ্য

ভরতের বাণী শুনি' ভরতাজ আমোদিত ।

সকলেই নানা মতে বাখানেন যথোচিত ॥

মুনি ক'ন খেদ তাত কর পরিবর্জন ।

যা'বে ছুখ করিলেই রাম-পদ দর্শন ॥ ৪

দো—প্রবোধিয়া মুনি
করহ স্বীকার

ক'ন হও মম
কন্দ ফল ফল

প্রেম-প্রিয় অভ্যাগত ।
অকিঞ্চিৎকর যত ॥ ২১২

চৌ—শুনি' মহামুনি-বাণী ভরত ভাবিত-মন । বড় অসময়ে আসে সঙ্কোচ স্তম্ভীষণ ॥
পুনঃ গুরুজন-বাণী বুঝি' আদরের অতি । বন্দি' চরণ ক'ন করজোড়ে করি' স্তুতি ॥ ১
তোমার আদেশ প্রভু মাথায় করি' ধারণ । ধর্ম পরম মম সতত করা পালন ॥
ভরত-বচন শুনি' পুলকিত মুনিবর । করেন আহ্বান প্রিয় শিষ্যে সত্বর ॥ ২
রঘুমণি ভরতের আদর করিতে হ'বে । কন্দ ফল মূল সব দ্বারা করি' আন' এবে ॥
যে আদেশ প্রভু বলি' চরণে করি' নমন । পুলকে আপন কাজে করিলা প্রতিগমন ॥ ৩
মান্য অতিথি বলি' ভাবনা মুনির মনে । দেবতার সম তাঁ'র পূজা চাহি সযতনে ॥
ভাবিতেই অগিমাди সিদ্ধি ঋদ্ধি আসি' বলে কহ প্রভু কিবা পালিবে আদেশ দাসী ॥ ৪

দো—রামের বিরহে
অতিথিরে সোব'

বিক'ল ভরত
শ্রম কর দূর

অনুজ সহ সমাজ ।
ক'ন প্রীত মুনিরাজ ॥ ২১৩

চৌ—ঋদ্ধি সিদ্ধি শিরে ধরি' মুনিরাজ-বরবাণী । মহা ভাগ্যবতী বলি' নিজেদের নিল মানি'
সিদ্ধিগণ এ উহার প্রতি এই কথা ক'ন । রামের অনুজ হেন অতিথি বিনা-তুলন ॥ ১
মুনির চরণে নমি' করা চাই হেন কাজ । প্রাণে যাহে সুখ পা'ন নৃপতি জন-সমাজ ॥
এত কহি' নিরমিল নানা গৃহ শোভাময় । যাহে হেরি' পুষ্পক অবনত শির হয় ॥ ২
বিলাস বিভব-ভোগ রাখে ভরি' সে ভবনে । ভোগ-সাধ উঠে যাহা নিরখিয়া দেব-মনে ॥
অব্য লইয়া করে খাড়া রহে দাসী দাস । নিয়ত প্রয়াস করে পুরাইতে মন-আশ ॥ ৩
কল্পনা স্বরগেও স্বপনে না করে যাহা । সিদ্ধিরা পল মাঝে আয়োজন করে তাহা ॥
প্রথমেই সবজনে বিতরিল বাসস্থান । সুখপ্রদ মনোহর যথা যা'র চাহে প্রাণ ॥ ৪

দো—পরে পরিজন
বিধি-বিস্ময়-

সহিত ভরতে
দায়ক বিভব

আবাস-ভবন দিলা ।
তপে মুনি বিরচিলা ॥ ২১৪

চৌ—ভরত হেরেন যবে মুনির প্রভাব 'হেন । লোকপাল-লোক তুচ্ছ হেন মনে হ'ল যেন ॥
বিভবের সমাবেশ নাহি হয় বর্ণন । বিরাগ ভুলিয়া যায় বিরাগাশ্রয়ী জন ॥ ১
আসন শয়ন বাস চন্দ্রোতপ মনোহর । কুঞ্জ বাটিকা খগ কতবিধ বনচর ॥
সুরভি কুসুম ফল সুধা-সম আশ্বাদন । সুবিমল জলাশয় কত প্রাণ-বিমোহন ॥ ২
সুপবিত্র ভোজ্যপেয় সুধারো সুধার প্রায় । যাহা হেরি' ত্যাগী-সম লোভীও পিছা'য়ে যায় ॥ ৩
মন্দার কামধেনু সবারি ভবনে রহে । বাসব শটীর মন হেরি' যা' নিয়ত মোহে ॥ ৩
মধু-ঋতু বিরাজিত ত্রিবিধ মলয় বয় । ধর্ম ধন কাম মোক্ষ কা'রো ছল্ল'ভ নয় ॥
কামিনী চন্দন মালা আদি ভোগ সুললিত । নেহারি' সবার প্রাণ বিস্মিত পুলকিত ॥ ৪

দো—ভোগ ও ভরত
এ ভাবে ভবনে

‘চকা-চকী’ যেন
পোহা’য়ে রজনী

বাজিকর যেন মুনি ।
সমুদিত দিনমণি ॥ ২১৫

চৌ—প্রাতে পুনঃ মহাতীর্থে করেন অবগাহন । ঐশ্বর্যমেন মুনিপদে সহ যত জনগণ ॥
শিরে ধরি’ ঋষি-বাণী আর তাঁ’র আশীর্বাদ । করিলেন নতি করি’ তাঁ’র বহু স্তুতিবাদ
পথি-প্রদর্শক সাথে তখন করি’ গ্রহণ । চিত্রকূট পানে যা’ন সবে হ’য়ে একমন ॥
রাম-সখা গুহ-করে রাখি’ আপনার কর । সাক্ষাৎ প্রেম চলে যেন ধরি’ কলেবর ॥ ২
পদে নাহি পদ-ত্রাণ শিরোপরে নাহি ছায়া । ধর্ম্মব্রত-অমুরাগে নাহিক তিলেক মায়া ॥
লক্ষ্মণ সীতারাম-মার্গের কথা যত । সুখা’ন মধুর ভাষে গুহকরে অবিরত ॥ ৩
হেরি’ তরুতল যথা রহিলেন রঘুনাথ । হৃদয়ের অমুরাগ চাপিলে না চাপা যায় ॥
ভরতের দশা হেরি’ বরষেন দেব ফুল । কোমল হইল ধরা পথ মঙ্গলতা-মূল ॥ ৪

দো—ছায়া করি’ সাথে
যে আরাম পথে

যায় জলধর
মিলে ভরতের

সুখদ সমীর বয় ।
শ্রীরামের নাহি হয় ॥ ২১৬

ইন্দ্র-বৃহস্পতি সংবাদ

চৌ—চেতন ও জড় জীব পথে রহে অগণিত । যে হেরে অথবা প্রভু-আঁখিতে যে নিপতিত ॥
সবে যোগ্যতা পায় পরম পদ লাভের । ভরতে নেহারি’ মিটে ভবরোগ সকলের ॥ ১
এ কথা ভরত তরে নহে কিছু অতুলন । মনেতে রাখেন যাঁ’রে রঘুমণি অমু’খণ ॥
একবার শুধু যেবা মুখে রাম-নাম লয় । তরিতে তরা’তে সেও ভবে অধিকারী হয় ॥ ২
ভরত ত রাম-প্রিয় তাহাতে অমুজ তাঁ’র । পথ মঙ্গল-প্রদ নাহি হবে কি প্রকার ॥
যতি সাধু মুনিগণ সকলেই এই ক’ন । ভরতেরে দরশন করি’ প্রাণে স্মৃৎ ল’ন ॥ ৩
ঐশ্বর্য-প্রভাব হেরি’ ভাবিত বাসব-মন । তা’র চ’খে তা’ই লাগে যাহার যেমন মন ॥
দেব-গুরু পাশে কহে কর হেন দয়াময় । রামেতে ভরতে যাহে সাক্ষাৎ নাহি হয় ॥ ৪

দো—রামে সঙ্কোচ

ভরতের তরে

ভরত ভকত-মণি ।

পূর্ণ-প্রায় কাজ

ব্যর্থ-প্রায় প্রভু

.. দাও হল উদ্ভাবনি’ ॥ ২১৭

চৌ—ঈশ্বর হাসেন গুরু শুনিয়া বচন হীন । দেখেন সহস্র-আঁখি একেবারে আঁখিহীন ॥
ছিলে ভকতে তাঁ’র মায়া নিজে যাঁ’রে ডরে । উলটিয়া সেই মায়া পড়িবে বাসব’পরে ॥ ১
রাম-ইচ্ছা ছিল তা’ই সফল হ’ল সে-বার । এমন কুচাল-দোষে অশুভ হ’বে তোমার ॥
রামের স্বভাব ইন্দ্র শুন এই মোর ঠাই । তাঁ’র প্রতি অপরাধে কছু তাঁ’র রোষ নাই ॥ ২
অহিত ভকতে তাঁ’র করে যদি কোন জন । তবে তা’রে দক্ষ করে রাম-রোষ-ছতাশন ॥
এ কাহিনী বেদ-খ্যাত আর জানে লোক যত । দুর্ব্বাসা মুনিঃ এর ভেদ খুব অবগত ॥ ৩

ভরত-সমান কেবা শ্রীরামের প্রিয় আর ।

জগ-মুখে রাম-নাম রাম-মুখে নাম যাঁর ॥ ৪

দো—রাম-ভকতের

হানি-কথা কভু

নাহি দিও ঠাই মনে ।

অযশ হেথায়

হুথ পরলোকে

শোক বাড়ে দিনে দিনে ॥ ২১৮

চৌ—অবধান পুরন্দর এই উপদেশ মম ।

ভকত শ্রীরাম-পাশে চিরদিন প্রিয়তম ॥

সেবকে সেবিয়া তাঁ'র হরষ প্রাণে অপার ।

ভক্ত সনে বৈরতায় বিরোধ লভে প্রসার ॥ ১

যদিও সমান ভাব নাহি রাগ নাহি রোষ

না ল'ন কাহারো পাপ কারো পুণ্য গুণ দোষ ॥

কশ্মে প্রধান করি' রেখেছেন এ জগতে ।

যা'র যথা আচরণ ফল পায় সেই মতে ॥ ২

তথাপি বি-সম সম ভিন্নভাবে ব্যবহার ।

ভক্তিহীন ভক্তিময় হৃদয়ের অনুসার ॥

গুণ মান লেপ হীন একরস পরায়ণ ।

সে-রাম ভকত-প্রেম-বশেতে সগুণ হ'ন ॥ ৩

সেবকের রুচি মত কাজ তাঁ'র নিরন্তর ।

এ কথার সাক্ষী বেদ পুরাণ সাধু অমর ॥

এ কথা বুঝিয়া মনে কুটিলতা পরিহর' ।

ভরত-চরণযুগে অবিরল শ্রীতি ধর' ॥ ৪

দো—রামের ভকত

পরহিতে রত

পর-হুখে দুখী প্রাণ ।

ভক্ত-শিরোমণি

ভরতে বাসব

ডর মনে নাহি আন' ॥ ২১৯

চৌ—সত্যব্রত জগ-প্রভু সদা দেব-হিতকারী । ভরত চলেন তাঁ'র উপদেশ সার করি' ॥

বিবশ বিকল হ'য়ে স্বার্থে এ তব দ্রোহ ।

ভরতের নাহি দোষ এ শুধু তোমার মোহ ॥ ১

শুনিয়া অমরপতি সুরগুরু-বরবাণী ।

হ'লেন মোদিত মন অপনীত হ'ল গ্লানি ॥

কুসুম-বরষা করি' বাসব পুলক-প্রাণ ।

করিলেন আরম্ভ ভরতের গুণগান ॥ ২

চিত্রকূটের পথে ভরত

ভরত এমনি ভাবে চলি'ছেন পথ দিয়া ।

দশা হেরি' ঈর্ষায়ুত যত সিদ্ধ মুনি-হিয়া ॥

যখনি রামেরে স্মরি' লয়েন দীরঘ-শ্বাস ।

প্রণয় উতল হ'য়ে আসে যেন চারি পাশ ॥ ৩

কুলিশ পাষণ তাঁ'র বাণী শুনি' গ'লে যায় ।

পরিজন-প্রেম কিছু নাহি আসে বর্ণনায় ॥

বিশ্রাম করি' মাঝে আসেন যমুনাতটে ।

নিরখি' যমুনা-জল চ'থে জল ভ'রে উঠে ॥ ৪

দো—হেরি' সে সলিল

রামের বরণ

সহিত নিজ সমাজ ।

বিরহ-অতলে

ডুবিতে লভেন

বিবেক বর-জাহাজ ॥ ২২০

চৌ—সে দিবস করিলেন বাস তীরে যমুনার ।

আয়োজিত ভোজ্যপেয় হ'ল যথা সবাচার ।

রজনীর মাঝে প্রতি ঘাট হ'তে তরী এত ।

আসিয়া জুটিল তাহা বিবরিয়া ক'ব কত ॥ ১

প্রভাতে সকলে মিলি' পার হ'ন একযোগে ।

রাম-সখা-সেবা প্রাণে ভরতের প্রিয় লাগে ॥

নিষাদ-নাথের সনে যা'ন ভাই দুইজন ।

নদীরে প্রণাম করি' করি' তাহে মজ্জন ॥ ২

আগে যা'ন মুনিরাজ আরোহি' বর-বাহন

তা'র পরে চলি'ছেন সমবেত নৃপগণ ॥

তা'র পরে দুই ভাই ধরি' অতি সাধারণ ।

বেশভূষা পদ-চারে করেন পথে গমন ॥ ৩

সেবক সুহৃদ মন্ত্রী-তনয় লইয়া সাথ ।
করিলেন যথা যথা বিশ্রাম বাস রাম ।

চলেন স্মরিয়া সীতা লক্ষ্মণ রঘুনাথ ॥
অতীব প্রেমের সনে করেন তথা প্রণাম ॥ ৪

দো—শুনি' পথবাসী
নেহারি' মুরতি

নরনারী দল
আর প্রেম ফল

গৃহকাজ ফেলি' ধায় ।
জনম-লাভের পায় ॥ ২২১

চো—অতীব প্রণয় সনে একে কয় অশ্রুজন ।
বয়স বরণ বপু রূপ সব সে প্রকার ।
তবে বেশ এক নয় জানকীও নাহি সঙ্গ ।
প্রীত-ভাব নাহি মুখে মনেতে র'য়েছে খেদ ।
এ হেন বচন ঠিক লাগে সকলের মনে ।
প্রকৃত বচন তের বলিয়া তা'রে বাখানি' ।
বিবরিয়া প্রেমভরে সকল কথা-প্রসঙ্গ ।
তারপর বাখানিল বহুবিধি ভরতের ।

সখি এই ছই নাকি সেই রাম-লক্ষ্মণ ॥
বিনয় প্রণয় সেই সেই প্রিয় ব্যবহার ॥ ১
অধিকন্তু চতুরঙ্গ সেনা আগে চলে রঙ্গে ॥
সংশয় আসে মনে শুধু হেরি' এই ভেদ ॥ ২
চতুরা তোমার সম নাহি বলে একজনে ॥
অপর ললনা তবে কহে স্মধুর বাণী ॥ ৩
যেমনে ঘটিল রাম-অভিষেক রসভঙ্গ ॥
বিনয় প্রণয় ভাগ্য স্বভাব আদি গুণের ॥ ৪

দো—করি' ফলাহার
রামেরে তুষিতে

পায়ে হেঁটে যা'ন
চলেন ভরত

ড্যাজি' পিতা-দেওয়া রাজ ।
তা'র মত কেবা আজ ॥ ২২২

চো—ভ্রাতা-প্রতি ভরতের ভক্তি আর আচরণ ।
যত কর' গুণ গান যোগ্য নাহিক হ'বে ।
ভরতে অহুজ সমে দরশন করি' আজ ।
গুণ শুনি' দশা হেরি' অমুতাপ করি' কয় ।
রাগীরো নাহিক দোষ কহে বামা একজন ।
কোথা মোরা লোকাচার আর বেদ-বিধি হীন
নীচ হ'তে নীচ বাস মন্দ দেশ মন্দ গ্রাম ।
হরষ বিস্ময় হেম প্রতি গ্রামে গ্রামে রাজে ।

কহিলে শুনিলে হয় হৃৎ দোষ বিমোচন ॥
শ্রীরাম-অনুজ হেন কেনই বা নাহি হ'বে ॥ ১
হইলাম গণ্য সবে ভাগ্যবতীগণ-মাঝ ॥
কেকয়ী-মাতার যোগ্য তনয় কখনো নয় ॥ ২
মো'সবে সদয় বিধি-লীলায় ঘটে এমন ॥
লঘু নারীকুল-জাত কৰ্ম্মেতে বিমলিন ॥ ৩
কোথা এ'র দরশন সুকৃতির পরিণাম ॥
কল্পতরু জনমিল যেন মরুভূমি-মাঝে ॥ ৪

দো—ভরতে দর্শন
দৈবেতে যেন

করিতেই খুলে
লঙ্কা-বাসীর

পথের লোকের ভাঁগ ।
সুভব হ'ল প্রয়াগ ॥ ২২৩

চো—আপন গুণের সনে রঘুনাথ-গুণগান ।
ঋষিযুনি-আশ্রম তীর্থ দেবতা-ধাম ।
তা'র সনে মনে মনে মাগেন সদা এ বর ।
পথে চ'থে পড়ে যত ব্যাধ কোল বনবাসী ।
সকলেরে যা'রে-তা'রে শুধা'ন প্রণাম সনে ।
তা'রা সবে দেয় তা'রে শ্রীরামের সমাচার ।

শুনি' শুনি' স্মরি' তা'রে এ ভাবে ভরত যা'ন
দরশন মন্ডন করেন সবে প্রণাম ॥ ১
রহে প্রেম সীতারাম-চরণকমল 'পর ॥
বাণপ্রস্থী বটু যত কিবা যতি কি উদাসী ॥ ২
লক্ষ্মণ সীতারাম নিবসেন কোন্ বনে ॥
ভরতেরে হেরি' করে জনম সফল আর ॥ ৩

যে বলে কুশলে আমি করিয়াছি দর্শন ।
এমনি কোমল বাণী সহিত সবে শুধান ।

তা'রৈ প্রিয় লাগে তথা যথা রাম-লক্ষণ ॥
রাম-বনবাস কথা শুনিতে শুনিতে যা'ন ॥ ৪

দো—যাপিয়া সে দিন
সকলেরি প্রাণে

চলেন প্রভাতে
ভরতের প্রায়

রামে স্মরি' মন-মাঝে ।
দরশ-লালসা রাজে ॥ ২২৪

চৌ—সকলেরি অমুভব হয় শুভ লক্ষণ ।
সকলেরি আগ্রহ ভরতের সম হয় ।
যেমন যাহার মন কামনা সে তাই করে ।
অঙ্গ শিথিল পথে যে'তে পদ টলমল ।
হেন কালে রাম-সখা করিলেন প্রদর্শন ।
যাহার সমীপ দেশে পয়স্বিনী নদী-তীরে ।
হেরি' দণ্ডের মত করিল সবে প্রণাম ।
প্রেমে তন্ময় হেন নৃপগণ মনোমাঝে ।

মুখ-প্রদ বাহু আঁখি হ'তে থাকে স্পন্দন ॥
রামেরে পাইব দাহ ঘুচে যা'বে নিশ্চয় ॥ ১
যায় মাতোয়ারা হ'য়ে প্রেমের মদিরা ভরে ॥
মুখ হ'তে বাহিরায় বাণী প্রেম-বিহ্বল ॥ ২
পর্বত-শিরোমণি স্বাভাবিক বিমোহন ॥
জনক-দুহিতা সনে নিবসেন দুই বীরে ॥ ৩
বলি' জয় জয় হো'ক জানকী-জীবন রাম ॥
অযোধ্যায় ফিরে ল'য়ে চলে যেন রঘুরাজে ॥ ৪

দো—ভরতের প্রেম
মদ-বিমলিন

তখন যেমন
জীবে ব্রহ্ম-সুখ-

বাসুকী কহিতে নারে ।
সম কবি-গতি হারে ॥ ২২৫

সীতার স্বপ্নদর্শন ; ভরতের আগমন-সংবাদ

চৌ—প্রেমেতে শিথিল এত সবা'কার কলেবর ।
স্থল জল দেখি' তথা যাপিলেন নিশীথিনী ।
ওদিকে জাগেন রাম যামিনী রহিতে বাকী ।
ভরত আসেন যেন সহ যত জনগণ ।
সকলেই স্নান-মন অতি দীন ক্ষীণ কায় ।
স্বপন শুনিয়া ভরে রামের লোচনে বারি ।
প্রভু ক'ন এ স্বপন শুভ নহে লক্ষণ ।
ভ্রাতা-সনে স্নান'করি' এতেক কহার পরে ।

চুই ক্রোশ চলিতেই চলিলেন দিবাকর ॥
প্রাতেই ভরত যা'ন রঘুনাথ-প্রেমী যিনি
জাগিলেন বৈদেহী নিশীথে স্বপন দেখি' ॥
প্রভুর বিরহ-দাহে দহিত হৃদয় মন ॥ ২
স্বপ্নাগণেরে হেরি' চিন্তিতে না পারা যায় ॥
দুঃখেতে সকা'তর ভবদুখ-অপহারী ॥ ৩
নিদারুণ সমাচার শুনাইবে কোনজন ॥
করিলেন সাধু সেবা শিবপূজা-অন্তরে ॥ ৪

ছ—দেবপূজা করি'
আকাশেতে ধূলি
কারণ জানিতে
সব সমাচার

মুনিগণে নমি'
খগ যুগাবলি
উঠেন হেরিতে
কোল ব্যাধ আর

উত্তর মুখে হেরে'ন ব'সে ।
ব্যাকুলি' আশ্রম পানেতে আসে ॥
সচকিত চিত্তে তুলসী বলে ।
করে নিবেদন এ হেন কালে ॥

সো—শুনি' শুভ সমাচার
প্রেম-আঁখিজল-ভার

প্রমোদিত মন প্রীত বয়ান ।
পূরিত শারদ-কম নয়ান ॥ ২২৬

চৌ—আবার ভাবিত অতি পরাণে সীতারমণ । কি কারণে ভরতের সম্ভবে আগমন ॥
 একজন হেনকালে আসি' দিল সমাচার । চতুরঙ্গ অনীকিনী সাথেতে আসে কাতার ॥ ১
 রামের এ কথা শুনি' হৃদয়ে উপজে শোচ । পিতৃবাণী অশ্রু দিকে ভরতেরে সঙ্কোচ ॥
 ভরত-স্বভাব-কথা মনে করি' আলোচনা । শাস্তি প্রভুর প্রাণে কিছুতেই উপজে না ॥ ২
 এ কথা পড়িতে মনে হ'ল সব সমাধান । আজ্ঞাকারী সাধুমতি ভরত সে জ্ঞানবান্ ॥
 বুঝিলেন লক্ষ্মণ চিস্তিত প্রভু মনে । কাল-উপযোগী বাণী কহেন নীতির সনে ॥ ৩
 নিজের হ'তে কহি প্রভু মনে নাহি কর রোধ । সময় বিশেষে দাস-ধৃষ্টতা নহে দোষ ॥
 জান' সব সবাকার শিরোমণি তুমি স্বামি । নিজ মতি-মত শুধু কহে দাস অমুগামী ॥ ৪

দৌ—পরম সুহৃদ সয়ল হৃদয় হে নাথ স্নেহ-নিধান ।
 সব জনে প্রেম বিশ্বাসে ভাব' সবারে নিজ সমান ॥ ২২৭

চৌ—কিন্তু বিষয়ী জীব প্রভুতা যখন পায় । মূঢ় মোহে নিজরূপ প্রকাশ করি' জানায় ॥
 ভরত চতুর সাধু আর নীতি-পরায়ণ । প্রভু-পদে প্রেম তাঁর জ্ঞানে সব জগজ্জন ॥ ১
 আজ সে তোমার পদ করি' দেব অধিকার । মর্যাদা ধরমের চলে করি' পরিহার ॥
 কুটিলতা ভরা ভাই বুঝিয়া কু-অবকাশ । ভাবি' প্রভু অসহায় কাননে করহ বাস ॥ ২
 যুক্তি করিয়া মনে সহ নিজ জনগণ । রাজ্য অকটক করিতে করে মনন ॥
 কোটিবিধি কল্পিত কুটিলতা-ভরা মনে । আসিতেছে দুইভা'য়ে সাথে ল'য়ে সেনাগণে ॥ ৩
 হৃদয়-মাঝারে যদি না রহিবে কুটিলতা । এত রথ গজ বাজি এ সময় শোভে কোথা ॥
 অথবা বুধাই বলি কিবা দোষ ভরতের । রাজপদ লভি' মাতে মন সারা জগতের ॥ ৪

দৌ—গুরু-নারী গামী চন্দ্র* নহয় চড়ে দ্বিজ-বাহী যান ।
 বেদ-লোক জোহী কে হ'বে অধম - নৃপতি বেণ-সমান ॥ ২২৮

চৌ—ত্রিশঙ্কুঃ সহস্রবাহু আর ইন্দ্র দেবরাজ । রাজ-মদে কোনজন না আচরে হীন কাজ ॥
 সমুচিত সে কারণে ভরতের আচরণ । অরির ঋণের শেষ না রাখিবে কদাচন ॥ ১

* চন্দ্র : পুরাণে আছে, চন্দ্র দক্ষ প্রজাপতির কন্যাদের বিবাহ করেন । একবার চন্দ্র ত্রিভুবন জয় করেন ও রাজন্যর বজ্র করেন । যন, সম্পদ, মান প্রভিষ্ঠা, বল, শৌর্য, ধোবন,—চন্দ্রের কিছুই অর্ভাব না থাকায়, মনে অহঙ্কার উপস্থিত হয় ; ফলে স্ত্রীয়ে বর্ষে জলাঞ্জলি দেন । তিনি গুরু-পত্নীর প্রতি অশিষ্ট ব্যবহার করেন ও অস্তুর সন্তান প্রাপ্ত হন । ইহা উপলক্ষ করিয়া চন্দ্রের পক্ষে অস্তুর, এবং দেবতা গণের অনেক ঘৃণ হয় । অবশেষে দক্ষ-প্রজাপতির অমুগ্ৰহে চন্দ্রের এই উচ্চ-ব্রত প্রণামিত হয় । তদবধি তিনি শীতল হইয়া আছেন ।

† বেণ : (৪র্থ পৃষ্ঠায় পাণ্ডটাকা দ্রষ্টব্য) ।

‡ ত্রিশঙ্কু : ইনি ইক্ষ্বাকু বংশের একজন রাজা । ইহার অপর নাম সত্যব্রত । বজ্র করিয়া স্বর্গলাভ করাই ইহার কামনা ছিল ; কিন্তু অসম্ভব এবং মর্যাদা বিরুদ্ধ বিলম্ব তাঁহার পুরোহিত বশিষ্ঠদেব ও তাঁহার পুত্রগণ একত্র বজ্র করিতে অস্বীকার করেন । কিন্তু ত্রিশঙ্কু তাঁহাদের কথার মিরস্ত না হইয়া বলিলেন, “আপনাদের মঙ্গল হউক ; আমি অপর কাহারও নিকট যাইতেছি।” বশিষ্ঠদেবের সজ্ঞানো তাঁহার এই উপেক্ষা দেখিয়া, তাঁহাকে চণ্ডাল হইয়া বাতরার অভিশম্পাত দিলেন ; ফলে ত্রিশঙ্কু প্রকৃতই চণ্ডাল হইয়া গেলেন । তাঁহার আত্মীয়-স্বজন, এমন কি প্রজারা

এক কাজ ভরতের শুধু অতি নিন্দাকর ।

বিশেষ করিয়া আজি সে করিবে অনুভব ।

এ কথা আসিতে মুখে নীতি হ'ন বিস্মৃত ।

নমিয়া প্রভুর পদে পদধূলি ধরি' শিরে ।

নাহি যেন লাগে প্রভু মন্দ কথা আমার ।

কত স'ব এর চেয়ে কত র'ব মনে ম'রে ।

অসহায় ভাবি' তোমা করিল যে নিরাদর ॥

সমরে হেরিবে যবে রোষাক্রম মুখ তব ॥ ২

রোমাঞ্জন-ছলে বীররস হ'ল পুষ্পিত ॥

সত্য সহজ ক'ন বীর-মদভরা-স্বরে ॥ ৩

ভরত না করে দেব কিছু কম কু-ব্যাভার ॥

রহিতে নিকটে তুমি শরাসন ধরি' করে ॥ ৪

দো—রঘুকুল-জাত

কল্প জাতি রাম-

অনুগ জানে ধরায় ।

চরণ-প্রহারে

উঠে শিরোপরে

নীচ কে ধূলির প্রায় ॥ ২২৯

চৌ—যাচিলেন অনুমতি দাঁড়াইয়া জোড়করে । জাগে যেন বীররস গভীর ঘুমের পরে ॥

তুণীর কটিতে আঁটি' করি' জটা বন্ধন ।

ক'ন সজ্জিত করি' করে শর শরাসন ॥ ১

আজ শ্রীরামের দাস হওয়া-যশ ভাল পা'ব ।

সংগ্রামে ভরতেরে সমুচিত শিখাইব ॥

রাম-নিরাদর-প্রতিফল করি' অর্জুন ।

সমর-শয়ন 'পরে শো'বে ভাই ছুইজন ॥ ২

হ'ল ভাল জুটিয়াছে সকলে সহ সমাজ ।

আগেকার সব ক্রোধ প্রকাশ করিব আজ ॥

যুগরাজ যথা করে করী-যুথ' বিদলন ।

বাজের ঝাপট মাঝে পড়ে যথা খগগণ ॥ ৩

সেই মত ভরতেরে সকল বাহিনী সনে ।

সামুজ করিয়া নিন্দা নিপাত করিব রণে ॥

মহেশ আসেন যদি সহায়তা করিবারে ।

রামের শপথ বধ করিব তবেও তাঁ'রে ॥ ৪

দো—হেরি' লক্ষ্মণ

অতি রোষে ক'ন

শুনিয়া শপথ-ভাষ ।

ভীত লোক সব

লোকপাল চাহে

পলাইতে সহ ত্রাস ॥ ২৩০

চৌ—ত্রাসেতে ডুবিল বিশ্ব হইল আকাশ-বাণী । লক্ষ্মণ-বাহুযুগ-বিপুল বল বাখানি' ॥

হে তাত প্রতাপ তব প্রভাব তব কেমন ।

কে পারে কহিতে তাহা অবগত কোন জন ॥ ১

তথাপি যা' কিছু কাজ উচিত বা অনুচিত ।

সকলেই এই বলে বুঝিয়া করায় হিত ॥

হঠাত্য করি' কাজ করে যে অনুশোচনা ।

বেদ জ্ঞানী বলে তা'র নাহিক পরিদেবনা ॥ ২

লক্ষ্মণ কুক্ষিত নভঃ-বাণী শুনি' কাণে ।

শ্রীরাম-জ্ঞানকী মান রাখেন আদর দানে ॥

কহেন কহিলে অতি সুন্দর নীতি তাত' ।

সব হ'তে রাজ্য-মদ অতীব কঠিন ভ্রাতঃ ॥ ৩

পূর্বাঙ্ক তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন । অতি হুঃখিত অন্তরে ত্রিশঙ্কু বিখ্যামিত্রের শরণাপন্ন হইলেন । বিখ্যামিত্র তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন, এবং নিজ পুত্রগণের দ্বারা মূনি ঋষিগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া বজ্র আরম্ভ করিলেন । বশিষ্ঠদেবের পুত্র এবং অপর একজন ব্রাহ্মণ এই বজ্র কথা শুনিয়া এই বলিলেন যে, চণ্ডাল বজ্রযান্ এবং অত্রাক্ষণ পুরোহিত ; এমন বজ্রে দেবতার আসিতে পারেন না । হইলও তাহাই ; কোন দেবতা বজ্রে আসিলেন না । তখন নিজ তপোবলে বিখ্যামিত্র ত্রিশঙ্কুকে, স্বর্গে প্রেরণ করিলেন ; কিন্তু ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহাকে স্বর্গে স্থান দিলেন না । ইহাতে বিখ্যামিত্র ক্রোধে অধীর হইয়া তপোবলে আকাশে অপর স্বর্গ সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে অপর গ্রহ-নক্ষত্র সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন । তখন দেবগণ ভীত হইয়া পড়িলেন । তাঁহার বিখ্যামিত্রের নিকট আসিলেন ও উভয় পক্ষের মধ্যে বহু তর্ক ও বিচার হইল । অবশেষে সাব্যস্ত হইল যে, বিখ্যামিত্র আর দ্বিতীয় স্বর্গ সৃষ্টি করিবেন না, এবং ত্রিশঙ্কুও যেমন শূন্যে আছেন, তেমনি থাকিবেন । অহঙ্কার বশে মধ্যমা বিকল্প, নিম্ন বিকল্প কার্য করিয়া অসম্ভবকে সম্ভব করিতে চেষ্টা করিলে পরিণামে ফল এই হয় যে, যে বস্তুর জন্ম এই চেষ্টা, তাহা পাওয়া ত ব্যর্থই না, অধিকন্তু বাহ্য ও বা নিষ্কর অবিকারে থাকে, তাহাও অধিকারচ্যুত হইয়া যায় ।

সাধুজন-সঙ্গ সেবা না করিল যেই জন ।
লক্ষ্মণ নরোত্তম ভরত-সদৃশ ভাই ।

রাজ্য-মদ আসবে সেনুপ মাতে অনু'খণ ॥
বিধি-প্রপঞ্চ-মাঝে দেখি নাই শুনি নাই ॥ ৪

শ্রীরাঘের লক্ষ্মণকে বুঝান' ও ভরতের গুণ-কীর্তন

দো—লভিলেও বিধি হরি হর-পদ মদ না আসিবে তা'র ।
পারে কি নাশিতে অন্ন-কণিকা কভু ক্ষীর-পারাবার ॥ ২৩১

চৌ—তিমির যদি বা গ্রাস তরুণ তপনে করে । গগন বিলোপ পায় যদি কভু জলধরে ॥
অগস্ত্য গো-পদজলে যদি হন মজ্জিত । স্বাভাবিক সহগুণ বসুমতী বিস্মৃত ॥ ১
মেরুগিরি উড়ে' যায় পক্ষ-বায়ে মশকের । তবু ভাই রাজ্য-মদ নাহি হ'বে ভরতের ॥
তোমার ও জনকের শপথ এ লক্ষণ । ভরতের সম পূত সুলোভা নাহি এমন ॥ ২
গুণ-ক্ষীর সনে দোষ-সলিলে করি' মিলন । বিধাতা করেন তাত মায়া'র জগ-সৃজন ॥
রবিকুল-সরোবরে' ভরত মরাল প্রায় । জনমি' পৃথক্ করে গুণ দোষ সমুদায় ॥ ৩
দোষ-বারি তাজি' গুণ-ক্ষীরেরে করি' গ্রহণ । উজল করিল ধরা ভরত যশে আপন ॥
ভরতের গুণ শীল স্বভাব করিতে গান । প্রেম-পয়োধির মাঝে মগ্ন শ্রীরাঘ-প্রাণ ॥ ৪

দো—শুনি রঘুবর- বচন অমর ভরতে হেরিয়া স্নেহ ।
বাথানে প্রভুরে কহে তাঁর সম কৃপাধার নাহি কেহ ॥ ২৩২

ভরতের মন্দাকিনী-স্নান, মিলন ; শ্রীরাঘের পিতৃশোক ও শ্রোদ্ধ

চৌ—জগতে না হ'ত যদি আগমন ভরতের । তবে ধরা'পরে ধূর কে ধরিত ধরমের ॥
কবিকুল-অগোচর ভরতের গুণগ্রাম । অবগত কেবা আর তুমি বিনা প্রভু রাম ॥ ১
অমর-বচন শুনি' সীতা রাম-লক্ষ্মণ । বর্ণনা নাহি হয় এতই মোদিত-মন ॥
এ দিকে ভরত সহ আপনার জনগণ । মন্দাকিনী-পূত নীরে করেন অবগাহন ॥ ২
'জনগণ সবাকারে রাখিয়া' তটিনী-কূলে । আজ্ঞা ল'য়ে গুরু মন্ত্রী জননীর পদমূলে ॥
চলেন ভরত যথা র'ন সীতা রঘুনাথ । নিষাদ-অধীপ আর অনুজ্ঞে লইয়া সাথ ॥ ৩
জননীর আচরণ স্মরি' মন কুণ্ঠিত । তর্ক অযথা কোটি উঠে মনে অবিরত ॥
শুনিয়া আমার কথা সীতা রাম-লক্ষ্মণ । প্রয়াণ' করেন যদি স্থান করি' বর্জ্জন ॥ ৪

দো—মাতা-সম মোরে বিচারি' ব্যাভার যা' করেন দোষ নাহি ।
ক্ষমি' অপরাধ ল'বেন আদরে আপনার পানে চাহি' ॥ ২৩৩

চৌ—ঠেলুন চরণে জানি' মলিন আমার মন । অথবা সেবক বলি' করুন মোরে যতন ॥
রামের পাছুকা শুধু শরণ মম আধার । সু-প্রভু অতীব রাম দোষ সেবকের তাঁ'র ॥ ১
যশের ভাজন ভবে চাতক অথবা মীন* । নিপুণ নিয়ম প্রেম রাখিতে সদা নবীন ॥
গমন করেন পথে ভাবিতে ভাবিতে মনে । শিথিল সকল কায়্য সঙ্কোচ সনে প্রেমে ॥ ২

চাতক স্বাভাবিক নক্ষত্রের জল ভিন্ন মনে তবু পান করে না ; আর বাছ জল ভিন্ন প্রাণ ধারণ করিতে পারে না ।

মাতার কুকাঙ্ক যেন দেয় তাঁ'রে ফিরাইয়ে ধৈর্য্য মুরতি যা'ন ভকতির বলাশ্রয়ে ॥
 শ্রীরাম-স্বভাব-গুণ মনে পড়ে যেইক্ষণ । অমনি ঝরিত পথে পড়িতে থাকে চরণ ॥ ৩
 গমনের অবসরে ভরতের দশা তথা । জলের প্রবাহ-মাঝে ঘূর্ণীর গতি যথা ॥
 ভরতের ভাব আর প্রেম করি' দরশন । নিষাদ হইল নিজ দেহ-বোধ বিসরণ ॥ ৪

দো—শুভ-লক্ষণ- বিকাশ নিরখি' বিচারি' কহে নিষাদ ।
 ঘুচিবে ভাবনা সুখ হ'বে পুনঃ অন্তে আছে বিষাদ ॥ ২৩৪

চৌ—সত্য নিষাদ-বাণী ভরত বুঝেন মনে । আশ্রম-সামুদেশে উপনীত তত'ধনে ॥
 ভরত নিরখি' বন শৈলের সমাবেশ । মোদিত ক্ষুধিত যেন পায় অন্ন-পরিবেশ ॥ ১
 ঈতি * ভীতি ভারে ভীত ছুখিত ত্রিবিধ তাপে । কু-গ্রহের খর-দিষ্টি-পীড়িত কঠোর চাপে ॥
 প্রজা যথা করি' গতি সু-দেশে পুলক হিয়া । সেই দশা ভরতের রাম-আশ্রমে গিয়া ॥ ২
 রামের বাসেতে বন সম্পদে শোভে হেন । সুখ-যুত প্রজাকুল সু-রাজ্য লভিয়া যেন ॥
 শোভাময় বনতল সেই সৈ পাবন দেশ । বিরাগ সচিব তাঁ'র বিবেক যেন নরেশ ॥ ৩
 যোদ্ধা নিয়ম † যম ‡ ধরাধর রাজধানী শাস্তি স্মৃতি শুচি সুন্দরী দুই রাণী ॥
 রাজ্যের বররাজ্য পরিপূর্ণ সব গুণে । রাম-পদ-আশ্রয়ে আগ্রহ ভরা প্রাণে ॥ ৪

দো—মোহ-নৃপ দল করিয়া দলন বিবেক বর ভূপাল ।
 প্রজা অবিরোধে পালে রাজে পুরে বিভব সুখ সু-কাল ॥ ২৩৫

চৌ—কানন-প্রদেশে মুনি নিবসেন অগণন । সহর নগর গ্রাম রাজ্যের সেই যেন ॥
 বিবিধ বিহগ আর কত যুগ-সমাবেশ । তাহারা প্রজা-সমাজ ব'লে কে করিবে শেষ ॥ ১
 হরি করী-শার্দূল ভীষণ বরাহগণে । নিরখি' মহিষে বুধে পরাণে আবেশ আনে ॥
 বৈর বরজি' করে প্রণয় সনে বিহার । চারিদল অনীকিনী তাহারা বন-রাজার ॥ ২
 ঝঝ'রে নিঝ'র গরজে মত্ত করী । ধ্বনিছে নাগাড়া যেন কানন ধ্বনিত করি' ॥
 চাতক চকোর শুক চক্রবাক্ পিক্‌গণ । মধুর কুজন করে মরাল মোদিত মন ॥ ৩
 অলিগণ তুলে তান নাচে ময়ূরের দল মঙ্গল রব তথা যেন হয় অবিরল ॥
 পাদপ লতিকা তৃণ সাজে ফল ফুল ভারে । মোদ মঙ্গল মূল-সমাবেশ চারিধারে ॥ ৪

দো—রামগিরি-শোভা নিরখি' ভরত- হৃদয়ে প্রেমের বাণ ।
 তপ-শেষে ফল লভিয়া তাপস মোদিত যেমন প্রাণ ॥ ২৩৬

চৌ—তখন নিষাদ দ্রুত উপরে উঠিয়া গিয়া । কহে ভরতের প্রতি বাছ যুগ উঠাইয়া ॥
 হে নাথ যে দেখা যায় মহীকুহ সুবিশাল । জম্বু পাকুড় ওই সহকার ও তমাল ॥ ১

* শস্ত্রক্ষেত্রের ছয় প্রকার শত্রু।—অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, মৃদিক, পক্ষী, কীট ও শত্রু-আক্রমণ। † নিয়ম—শৌচ, সন্তোষ, তপ, বাধ্যার ও ঈশ্বর-প্রতিপাদন। ‡ অহিংসা, সত্য, অজ্ঞেয় (চুনি না করা) ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ।

যাহাদের মাঝখানে মনোহর বট শোভে ।
পল্লব ঘন নীল ধরিয়াছে ফল লাল ।
রচেন বিধাতা করি' সুধমা যেন চয়ন ।
তটিনীর সামুদ্রেশে যে পাদপ উদ্গত ।
তুলসীর বর-ভরু দেখা যায় অগগন ।
বটের ছায়ায় বেদী রহিয়াছে নিশ্চিন্ত ।

বিশালতা শোভা হেরি' মুনিজন-মন লোভে ॥
অবিরল সুশীতল ছায়া দেয় চিরকাল ॥ ২
অরণের জ্যোতিঃ-রাশি তমোপাশে অভুলন ॥
পর্ণ-কুটার তথা শ্রীরামের বিরাজিত ॥ ৩
কা'রে লক্ষ্মণ কা'রে করেন সীতা রোপণ ॥
সীতার কমল-পাণি সহযোগে বিরচিত ॥ ৪

দো—মুনিগণ সনে
করেন আশ্রয়

নিত বসি' তথা
কথা ইতিহাস

জানকী রাম স্নজান ।
আগম বেদ পুরাণ ॥ ২৩৭

চৌ—সখার বচন শুনি' চাহিয়া বিটপী পানে ।
চলেন প্রণাম করি' আগে ভাই দুইজন ।
রাম পদ-লেখা হেরি' হরষ প্রাণে অপার ।
মাথায় ধরিয়া ধূলি লাগা'লেন দু'নয়নে ।
অতীব অকথনীয় ভরতের দশা হেরি' ।
গুহরাজ ভুলে পথ প্রেমবশে দেহ স্নত ।
তা' হেরি' সাধক সিদ্ধ-প্রাণ ভরে অমুরাগে ।
বলে ভরতের নাহি হ'লে ভবে আগমন ।

ভ'রে আসে আঁখিজল ভরতের দু'নয়নে ॥
সে প্রেম কহিতে বাণী কুণ্ডা-জড়িত মন ॥ ১
রক্ত* লভিল যেন স্পর্শ-মগির ভার ॥
শ্রীরাম মিলন সম সুখ উপজিল মনে ॥ ২
খগ মৃগ জড়জীব-প্রাণে প্রেম উঠে ভরি' ॥
বরষি' কুসুম তবে অমর দেখায় পথ ॥ ৩
অনাবিল সে প্রণয় সবে বাধানিতে লাগে ॥
অচলে সচল চলে অচল করিত কোন্‌ ॥ ৪

দো—অমিয় প্রণয়
সাধু সুর-হিতে

বিরহ মন্দর
মথি' প্রকাশন

ভরত নিধি গভীর ।
কৃপা-নিধি রঘুবীর ॥ ২৩৮

চৌ—লক্ষ্মণ ঘন বন-আড়ালে থাকা-কারণ ।
ভরতের আঁখি-পথে প্রভুর কুটার পূত ।
যেমন প্রবেশ মন-হৃদ-দাহ মিটে' গেল ।
ভরত হেরেন খাড়া লক্ষ্মণ প্রভু-আগে ।
মাথায় জটার ভার কটি আঁটা মুনি-বাস ।
বেদীর উপরে সাধু মুনিদল অধিষ্ঠিত ।
বকল-বাস পরা ধৃত-জটা তনু শ্যাম ।
সে কর-কমলে ধনু শায়ক করা ধারণ ।

স-সখা সে চারু-জুটি না করিলা দরশন ॥
সকল সুমঙ্গল-মূল হ'ল আপতিত ॥ ১
ক্লেশের শেষেতে যেন পরা-ধন যোগী পে'ল ॥
কথিত-বচনে দেন উত্তর অমুরাগে ॥ ২
তুগীর অংসে ধনু করে' খরা শর-রাশ ॥
জানকী সহিত তথা রঘুরাজ বিরাজিত ॥ ৩
ধারণ মুনির বেশ করে যেন রতিকাম ॥
প্রাণের জ্বলন হরে হাসি করি' দরশন ॥ ৪

দো—শোভেন সুন্দর
জ্ঞান-সভামাঝে

মুনিগণ-মাঝে
তনু ধরে যেন

সীতা রঘুকুল-চন্দ ।
ভক্তি সচ্চিদানন্দ ॥ ২৩৯

চৌ—অমুজ সখার সনে ভরত মগন মন । কি হরষ শোক সুখ দুখ সব বিসরণ ॥
 কহি' দেব রক্ষা কর রাখ' রাখ' প্রভু মোরে । দণ্ডের সম তিনি পড়েন ধরণী'পরে ॥ ১
 লক্ষণ চিনিলেন প্রেমভরা সে বচন । ভরত করেন নতি বুঝিলেন দিয়া মন ॥
 এক দিকে সুধারস ভ্রাতৃপ্রেম অমুজের । অন্য দিকে অধীনতা সেবা বশে শ্রীরামের ॥ ২
 ভেটিতে না ধরে মন ত্যজিতেও নাহি সরে । লক্ষণ-মন কবি ভণিবারে নাহি পারে ॥
 'সেবার উপরে ভর করি' লক্ষণ র'ন । ক্রীড়কে উজ্জান খগ-'পরে যথা দেয় মন ॥ ৩
 ভূমি-নত করি' শির লক্ষণ ক'ন প্রেমে । রঘুনাথ হের ওই ভরত চরণে নমে ॥
 অধীর হইয়া প্রেমে শুনিয়া উঠেন রাম । কোথা বাস কোথা ধনু কোথায় বা পড়ে বাণ ॥ ৪

দৌ—উঠা'য়ে ভরতে সবলে হৃদয়ে ধরেন কৃপা-নিধান ।
 শ্রীরামে ভরতে মিলন নিরখি' ভুলে সবে দেহ-জ্ঞান ॥ ২৪০

চৌ—মিলনের প্রীতি কত বরণন কিসে হয় । কবি-কৃতি মন বাণী পরাভবে সে প্রণয় ॥
 বুদ্ধি মন আত্মজ্ঞান চিত্ত হ'য়ে বিস্মরণ । পূর্ণ-প্রেমের রসে মগ্ন ভাই ছুইজন ॥ ১
 সে প্রেম প্রকাশ করি' কহিবে শক্তি কা'র । কা'র ছায়া কবি-মন করিবে বা অনুসার ॥
 শব্দ আর অর্থ শুধু কবির প্রকৃত বল । তাল-গতি অনুসরি' নাচে নর্তক দল ॥ ২
 অগম প্রণয় সেই রঘুবর-ভরতের । তথা না পছ'ছে মন বিধি হর মাধবের ॥
 কুমতি কেমনে আমি বর্ণি সে অমুরাগ । তৃণ-মূল-জাত তাঁতে কখনো কি বাজে রাগ ॥ ৩
 মিলন ভরতে রামে করিয়া অবলোকন । ভয়ে ভীত দেব যত প্রাণ মন উচাটন ॥
 বুঝাইতে দেবগুরু মুঢ়েরা চেতনা পায় । তখন বরষি' ফুল বন্দনা-গীত গায় ॥ ৪

দৌ—শক্রের সনে মিলি' প্রেমে রাম গৃহকে ভেটেন তবে ।
 অতীব প্রণয়ে ভরত লক্ষণে মিলেন নমিলা যবে ॥ ২৪১

চৌ—বড় উৎসাহ ভরা সোদর-দু'য়ে মিলন । তা'র পর গৃহে বৃকে ধরিলেন লক্ষণ ॥
 অবশেষে মুনিগণে ছ'জন করি' প্রণাম । অভিমত-শুভাশীষ লভি' হ'ন প্রীত প্রাণ ॥ ১
 অমুরাগে উবেল ভরত ল'য়ে অমুজে । ধরিয়া মাথায় সীতা-চরণকমল-রঞ্জে ॥
 প্রণমেন বারবার তুলিয়া আদর ভরে । বসান জানকী শির পরশি' আপন করে ॥ ২
 সে আশীষ জ্ঞানকীর দেওয়া হ'ল মনে মন । দেহ-বোধ বিস্মৃত স্নেহে প্রাণ নিমগন ॥
 সববিধি অমুকুল সীতারে করি' নেহার । ভয় শঙ্কা হীন মন অপগত ডর তাঁ'র ॥ ৩
 কিছু কেহ না শুধায় কেহ কিছু নাহি বলে । প্রেমেতে পুত্রিত মন আপনার গতি ভুলে ॥
 হেন অবসরে গৃহ হৃদয়ে ধীরতা ধরি' । জুড়ি' পাণি সবিনয়ে কহিল প্রণাম করি' ॥ ৪

দৌ—প্রভু মুনিনাথ সহিত জমনী সকল নগরী-বাসী ।
 মন্ত্রী দাস বীর বিরহে ব্যাকুল উপনীত সবে আসি' ॥ ২৪২

চৌ—শীল-পারাবার শুনি' গুরুদেব-আগমন । অরি-নিসূদনে সীতা-পাশেতে রাখি' তখন ॥
 ধরম-ধুরন্ধর পরম দীন-দয়াল । ধাবিত হ'লেন রাম ক্ষেপ নাহি করি' কাল ॥ ১
 গুরু-দরশন করি' সশ্রেমে অমুজ সনে । করিলেন দণ্ডবৎ গুরুদেব-শ্রীচরণে ॥
 বেগে ধে'য়ে মুনিরাজ তাঁহাদের বৃকে ল'য়ে । প্রেমে উদ্বেল প্রাণ মিলিলেন দুই ভা(ই)য়ে ॥ ২
 প্রেমে পুলকিত হৃদে গুহক কহিয়া নাম । দূর হ'তে দণ্ড সম করিল পদে প্রণাম ॥
 শ্রীরাম-সথারে মুনি জোর করি' বৃকে ল'ন । ধরা-নত প্রেমে যেন করা হ'ল উত্তোলন ॥ ৩
 রঘুপতি-ভকতিই সব মঙ্গল-মূল । নভঃ হ'তে বাখানিয়া বরষেন দেব ফুল ॥
 ক'ন এর প্রায় নীচ নাহিক কেহ এমন । বশিষ্ঠ-সমান বড় এ ধরায় কোন্ জন ॥ ৪

দৌ—যাহারে মিলিতে লক্ষ্মণাধিক পুলক মুনির হয় ।
 ম-ভজন প্রকট প্রভাব বিনা তাহা কিছু নয় ॥ ২৪৩

চৌ—আকুলিত রহে সবে বুঝিলেন প্রাণে রাম । সবার হৃদয়বাসী ভগবান্ কৃপাধাম ॥
 যে ভাবে যে দেখা পে'তে রেখে'ছিল অভিলাষ । তা'র সেই রুচি মত মমিটা'তে সবার আশ ॥ ১
 মিলি' অমুজের সনে পল-মাঝে সবাঁকার । করিলেন অপগত নিদারুণ দুখ-ভার ॥
 শ্রীরামের কাছে এই কথা কিছু বড় নয় । এক রবি-ছবি যথা কোটি কোটি ঘরে রয় ॥ ২
 মিলিয়া গুহর সনে অতি অমুরাগ ভরে । পুরজন একযোগে শ্রুতি গান করে ॥
 হেরিলেন রঘুমণি মাতাগণ দুখ-যুতা । তুষার-পাতেতে মরি সু-লতার পাঁতি যথা ॥ ৩
 প্রথমেই মিলিলেন রাম কেকয়ীর সনে । সরল ভকতি-ভাবে দ্রবিলেন তাঁ'র মনে ॥
 চরণে পতিত হ'য়ে প্রবোধেন কত মত । কাল ধর্ম বিধি-শিরে দোষ করি' আরোপিত ॥ ৪

দৌ—মিলি' রঘুবর সব মাতাগণে ক'ন করি' পরিতোষ ।
 বিভূর-অধীন এ জগত মাতা না দিও কা'রেও দোষ ॥ ২৪৪

চৌ—মুনিবর-পত্নী-পদ পূজিলেন দুইজনে । সাথে আসিলেন যিনি দ্বিজ-নারীগণ সনে ॥
 জাহ্নবী উমাসম করিলেন সন্মান । প্রীত মুহূর্ত্তে দেন সকলে আশীষ দান ॥ ১
 ধরি' স্মিত্রা-পদ কোলেতে জড়া'ন হেন । অতি-দীনজন মহা বিস্ত লভিল যেন ॥
 কৌশল্যা-চরণযুগ 'পরে ভাই দুইজনে । হইলেন নিপতিত ব্যাকুলতা-ভরা প্রাণে ॥ ২
 বড়ই স্নেহেতে বৃকে করেন মাতা ধারণ । স্নেহের নয়ন-নীরে করা'ন অবগাহন ॥
 যে হরষ যে বিষাদ উথলিত সে সময় । মুক যেন লভে স্বাদ কেমনে কবি তা' কয় ॥ ৩
 ক'ন রাম মাতা সহ লক্ষ্মণে ল'য়ে সাথে । গুরুদেবে আশ্রম 'পরে পদধূলি দিতে ॥
 মুনিবর-নির্দেশ লাভ করি' পুরজন । স্থল জল বিচারিয়া করিল অবতরণ ॥ ৪

দৌ—দ্বিজ সন্নী গুরু খ্যাত-পুরজনে মাতাগণে ল'য়ে সাথ ।
 যা'ন আশ্রমে সহিত ভরত লক্ষণ রঘুনাথ ॥ ২৪৫

চৌ—সীতা আসি' মুনিবর-চরণে করিল নতি । লভিলেন শুভাশীষ সমুচিত যথা মতি ॥
 মিলিলেন গুরুপত্নী সহ মুনিপত্নীগণ । সে মিলনে কত প্রেম নাহি হয় বরণন ॥ ১
 পৃথক্ পৃথক্ নমি' পদতলে সবাঁকার । লভেন আশীষ সীতা প্রিয় যা' হিয়ার তাঁ'র ॥
 স্বজ্ঞাগণের পানে চাহিলেন যেইক্ষণ । করিলেন ডরে সীতা নিম্নীলিত ছ'নয়ন ॥ ২
 মরালীরা নিপতিতা যেন কিরাতে'র জালে । হায় ক্রুর বিধি কিবা লিখিলো তাঁ'দের জালে ॥
 'জানকীর পানে চাহি' তাঁ'রাও ব্যথিত প্রাণে । দৈব সহা'ন যাহা না সহিবে কোন্ জনে ॥ ৩
 জনক-হুহিতা তবে ধীরতা করি' ধারণ । ল'য়ে আঁখিজল-ভরা নলিন-নীল নয়ন ॥
 করিলেন সম্ভাষণ সকল শান্তিভিগণে । করুণ রসেতে ভরা ধরা হ'ল সেই 'থণে ॥ ৪

দৌ—মিলেন পরশি' পদ সবাঁকার সীতা সহ অমুরাগ ।
 পা'ন প্রেম-ভরা প্রাণের আশীষ থাকহ ভরা সোহাগ ॥ ২৪৬

চৌ—স্নেহেতে বিকল সীতা সেইমত সব রাণী । বসিতে কহেন তবে গুরুদেব মহাজ্ঞানী ॥
 মায়িক জগত-গতি করি' হেন বরণন । ধর্মের কথা কিছু করিলেন বিবরণ ॥ ১
 শুনা'লেন নৃপতির পরলোক-যাওয়ার কথা । শুনি' লভিলেন রাম পরাণে ছ-সহ ব্যথা ॥
 তাঁ'রি স্নেহ মরণের কারণ করি' বিচার । বিকল হ'লেন অতি ধুরধারী ধীরতার ॥ ২
 কুলিশ-কঠোর শুনি' এই হিয়া-ভেদী বাণী । বিলাপি' উঠেন সীতা লক্ষ্মণ সব রাণী ।
 শোকেতে বিকল অতি তাবৎ জন-সমাজ । দেহ যেন রাখিলেন অচ্ছই মহারাজ ॥ ৩
 তখন শ্রীরামে মুনি দেন সাঙ্খ্যনা দান । করিলেন সবে মিলি' মন্দাকিনীতে স্নান ॥
 করিলেন উপবাস নিরধু সে দিন প্রভু । কহিলেও মুনি কেহ না নিলেন বারি কভু ॥ ৪

দৌ—রজনী-প্রভাতে শ্রীরামেরে মুনি দিলেন যাহা আদেশ ।
 তা'ই করিলেন অজ্ঞা শুকতি আদর-ভরে অশেষ ॥ ২৪৭

চৌ—বেদ-বিধি অমুরারে জনকের ক্রিয়া করি' । শুদ্ধ হ'লেন যিনি পাপ-তমঃ অপহারী ॥
 কলুষ-কাপাসে বহ্নি-সমান বাঁহার নাম । স্মরণেই হয় যাহা সকল শুভের ধাম ॥ ১
 হইলেন তিনি শুদ্ধ সাধুগণ এই ক'ন । শুদ্ধা সুরধুনী যথা করি' তীর্থ-আবাহন ॥
 ছই দিন হ'ল গত শুদ্ধ হওয়ার পরে । গুরু-প্রতি ক'ন রাম অতিশয় প্রীতি-ভরে ॥ ২
 করে ভোগ সবে প্রভু কতই দুখ অপার । শুধু বারি ফল আর কন্দ করি' আহার ॥
 সচিব জননীগণ ভরত শক্রিয় সনে । হেরি' মোর পল যেন যুগ বলি' হয় মনে ॥ ৩
 সবাঁকার সনে প্রভু ভবনেতে যা'ন করে । হেথায় আপনি আর মহারাজ সুরপূরে ॥
 কহিলাম বহু এতে ধৃষ্টতা হ'ল অতি । করুন তাহাই দেব উচিত যা' সম্প্রতি ॥ ৪

দৌ—ধর্মের সেহু দয়াধার কেন হেন না কহিবে রাম ।
 হুহিত সকলে হেরিয়া ছ'দিন লভুক প্রাণে বিরাম ॥ ২৪৮

চৌ—রামের বচনে সবে ভয়েতে উঠিল ভরি' । মহাপারাবার-মাঝে যেমন বিকল তরী ॥
 শুনি' গুরুদেব-বাণী সকল শুভের মূল । তরীতে লাগিল যেন সমীরণ অহুকূল ॥ ১
 সব পাপ নাশ পায় যে নদী হেরিলে পরে । তিন বার স্নান করে সবে তর্প'র পুত নীরে ॥
 মঙ্গল-রূপ রামে সকলে নয়ন ভরি' । দরশন করে প্রেমে বার বার নতি করি' ॥ ২
 যথায় কেবলি সুখ নাহি কোন দুখ-লেশ । হেরিতে সকলে যায় রামগিরি বন দেশ ॥
 ঝঝ'রে ঝরে যথা সুধাময় প্রস্রবণ । বিনাশে ত্রিবিধ তাপ তিন বিধ সমীরণ ॥ ৩
 কেবা গণে কত জাতি পাদপ লতিকা তৃণ । ফুল পল্লব ফল সংখ্যা নাহিক কোন ॥
 সুখদ বিটপী-ছায়া সুন্দর শিলা রয় । সে বিশাল বন-শোভা বর্ণনা কিসে হয় ॥ ৪

দৌ- -হৃদেতে কমল
বৈর ভুলিয়া

জল-খগ দল
বিহরে বিগিনে

কুঞ্জে গুঞ্জরে ভৃঙ্গ ।
খগ মৃগ বহু রঙ্গ ॥ ২৪৯

বনবাসীদের অতিথি-সৎকার ; কৈকেয়ীর অনুতাপ

চৌ—কোলভীল ব্যাধ আদি কানন-নিবাসিগণ । পুত সুন্দর মধু আশ্বাদ সুধাসম ॥
 পর্ণ-পুট বিরচিয়া ভরি' মধু সে সকলে । সহ অঙ্গুর কন্দ নানাবিধ ফল মূলে ॥ ১
 সকলেরে করে দান মিনতি করি' প্রণাম । তা'র সাথে বিবরণ করে গুণ স্বাদ নাম ॥
 মূল্য বহু দেয় সবে অস্বীকার তা'রা করে । রামের দোহাই দেয় ফিরাইতে গেলে পরে ॥ ২
 প্রণয়-পূরিত মুহূর্ত্তাষে করে উত্তর । করেন সাধুরা জানি ভকতির সমাদর ॥
 তোমরা পাবন সবে মোরা ব্যাধ অভাজন । রামের প্রসাদ-বলে লভিলাম দরশন ॥ ৩
 তোমাদের দরশন আমাদের ভাগ্যাতীত । মরুভূমি মাঝে যেন সুরধুনী-ধারা পুত ॥
 ব্যাধে করিলেন কৃপা রঘুমণি কৃপাধার । যথা রাজা সেই মত তাঁ'র প্রজা পরিবার ॥ ৪

দৌ—এ বিচারি' ত্যজি'
ধন্য করিতে

সঙ্কোচ প্রেম
আমা সবাকারে

হেরিয়া সদয় হও ।
ফল-অঙ্গুর লও ॥ ২৫০

চৌ—তোমরা অতিথি প্রিয় পদধূলি ধনে পাই । সেবা করিবার মত ভাগ্য মোদের নাই ॥
 আমরা কি দিব প্রভু তোমাদের তিরপিতে । কিরাত-মিতালি-সীমা ইন্দ্রনে আর পাতে ॥ ১
 এই ত' মোদের সেবা জানি মোরা অতুলন । নাহি লই তৈজস বসন করি' হরণ ॥
 জড় জীব আমা সবে হিংসা-পর জীব-ঘাতী । কুটিল কু-কাজে রত খল-মতি মন্দ জাতি ॥ ২
 দিন যায় পাপ কাজে পাপেই রজনী কাটে । অপূর্ণ-উদর তবু নাহি বাস কটিতটে ॥
 স্বপ্নেও শুভমতি কি আবার আমাদের । এ ত দরশন-ফল রঘুমণি শ্রীরামের ॥ ৩
 হেরিলাম যবে হ'তে কমল প্রভু-চরণ । চুঃসহ দুখ-দোষ হইয়াছে নিবারণ ॥
 অনুরাগে প্রাণ ভরে পুরবাসী সবাকার । তাহাদের ভাগ্যে দেয় ধন্যবাদ বারবার ॥ ৪

হু—উহাদের ভাগ্যা

বচনে মিলনে

শত ধিকারে

তুলসী এ গায়

প্রশংসার যোগ্য

শ্রীরাম-চরণে

নিজ প্রণয়েরে

রামেরি কৃপায়

অমুরাগ-বাণী সবে শুনায় ।

শ্রীতি হেরি' সুখ সকলে পায় ॥

শুনি' ভীল কোল-প্রেম-বাখান ।

তরী 'পরে ভাসে লৌহ খান ॥

সৌ—চারিধারে কাননে বিহরে

দিন দিন সবে শ্রীত মন ।

প্রথম বরষা-জলধারে

ফুল ভেক ময়ূর যেমন ॥ ২৫১

চৌ—পুর-নরনারী যত পুলকে অতি মগন

দিবস অতীত তথা যথা পল-সম ক্ষণ ॥

সীতা ধরি' তত রূপ শৃঙ্গা ছিলেন যত ।

আদর করিয়া সেবা করেন উচিত মত ॥ ১

বিনা রাম সেই লীলা না পায় পরে আভাষ ।

যত মায়া মহামায়া সীতা হ'তে পরকাশ ॥

সেবা-গুণে তাঁ'র বশে আসিলেন শৃঙ্গগণ ।

করেন পাইয়া সুখ আশীর্বাদ বরষণ ॥ ২

সীতা সহ হেরি' দুই ভ্রাতারে অতি সরল ।

উঠে কেকয়ীর মনে অনুতাপ-দাবানল ॥

বসুমতী আর যমে করেন সদা স্মরণ ।

না দেন মরণ বিধি ক্ষিতি নাহি দ্বিধা হ'ন ॥ ৩

লোকে বেদে জানে আর কবিও এ কথা বলে ।

শ্রীরাম-বিমুখে তাঁই নরকেও নাহি মিলে ॥

সকলেরি মনোমাঝে রহে এই সংশয় ।

রামের অযোধ্যা যাওয়া হয় কিম্বা নাহি হয় ॥ ৪

দৌ—রাতে নাহি ঘুম

ক্ষুধা নাহি দিনে

চিন্তা ভরতে জরে ।

নীচে পাকৈ ডুবে'

মাছের যেমন

ভাবনা জলের তরে ॥ ২৫২

চৌ—মাতার কু-কাজ ধরি' বিধি করে কু-ব্যাভার । শস্ত্র পাকার কালে ঈতি* ডর যে প্রকার ॥

কি উপায়-যোগে হ'বে অভিষেক শ্রীরামের ।

নয়নে না আসে মোর কোন সত্বপায় এর ॥ ১

ফিরিবেন ঠিক রাম গুরুর বচন মানি' ।

ক'বেন তবু ত মুনি তাঁ'র অভিপ্রায় জানি' ॥

মায়ের কথায় রাম ফিরিবেন মনে হয় ।

ল'বেন কি রাম-মাতা হঠাতার আশ্রয় ॥ ২

মোর সম সেবকের আছে বা কি আর কথা ।

তাহে এবে কুসময় মম 'পরে বাম ধাতা ॥

আমি যদি হঠ করি অতীব কুকাজ তায় ।

সেবকের ধর্ম গুরু কৈলাসগিরি-প্রায় ॥ ৩

মন-মাঝে নাহি বসে কোন কিছু সত্বপায় ।

চিন্তার ভারে নিশি অতীত হইয়া যায় ॥

প্রভুরে প্রণাম করি' প্রতীতে করিয়া স্নান ।

বসেন ভরত মুনি ডাকা'য়ে তাঁরে পাঠান ॥ ৪

বশিষ্ঠ মুনির অভিভাষণ

দৌ—নতি করি' গুরু-

চরণ কমলে

বসেন লভি' আদেশ ।

বিজ্ঞ মহাজন

সচিবগণের

হ'ল তথা সমাবেশ ॥ ২৫৩

চৌ—সময়-উচিত বাণী তখন মহর্ষি ক'ন ।

শুনহ ভরত প্রিয় আর সভাসদগণ ॥

ধরমের ধুরন্ধর রবিকুল-দিবাকর ।

রাজা রাম ভগবান্ নিজ-বশ ঈশ্বর ॥ ১

বেদ-পরিব্রজক সত্যের অবতার ।

পিতা মাতা গুরু-বাণী করেন অমুসরণ ।

নীতি কি প্রণয় ধর্ম-তত্ত্ব স্বার্থ যত ।

ছুরি কি চতুরানন দিবাকর দিকপাল ।

অহীশ মহীশ করে যে প্রভুতা-আচরণ ।

বিচার করিয়া দেখ মনে লাগে কি না লাগে ।

জগ-মঙ্গল তরে মন-রূপ ধরা তাঁর ॥

দেবতার হিতকারী খল-দল বিদলন ॥ ২

কেহ না রামের সম যথা-ভাবে অবগত ॥

শশী হর জীব মায়া কর্ম যত আর কাল ॥ ৩

যোগ সিদ্ধি প্রতি স্মৃতি করে যাহা কীর্তন ॥

সবে অবনত-শির শ্রীরাম-আদেশ-আগে ॥ ৪

দো—রামের প্রসাদে

আদেশ-পালনে

হিত আশাসবাকার ।

জ্ঞানবান্ সবে

কর' ভাল যাহা

সকলে করি' বিচার ॥ ২৫৪

চৌ—সর্বশুখ শুভপ্রদ অভিব্যেক শ্রীরামের ।

উপায় র'য়েছে শুধু মঙ্গলের পুলকের ॥

কি প্রকারে অযোধ্যায় রামেরে ফিরান' যায় ।

বিচার করিয়া কহ করা যা'বে সে উপায় ॥ ১

স্বার্থ ধর্ম-রসে সিন্ধু মুনি-বচন ।

নীরবে আদর ভরে করিল সবে শ্রবণ ॥

বিহ্বল জনগণ নাহি আসে উত্তর ।

তখন ভরত ক'ন নতি করি' জোড়-কর ॥ ২

এই দিবাকর-কূলে শ্রেষ্ঠ হ'তে শ্রেষ্ঠতর ।

আসিলেন বহু নৃপ-অমিত প্রতাপ-ধর ॥

সবারি জনম-হেতু নিজ নিজ পিতামাতা ।

শুভাশুভ করমের বিধাতাই ফলদাতা ॥ ৩

আশীষ তোমার শুধু এক নিধি এ ধরায় ।

সব দুখ বিদলিয়া যাহে শুভ পাওয়া যায় ॥

সেই তুমি বিধি-গতি করে যেবা বর্তন ।

তোমার নির্দেশ কা'র সাধ্য করে কর্তন ॥ ৪

দো—এবে সেই তুমি

শুধাও উপায়

মন্দ আমার ভাগ ।

প্রেমময় বাণী

শ্রবণে জাগিল

গুরু-হৃদে অনুরাগ ॥ ২৫৫

চৌ—সত্য কথা তাত তবে রামের কৃপায় হয় । সিদ্ধি রাম-বিমুখের স্বপ্নেও কভু নয়

এক কথা ল'তে মুখে কুণ্ঠিত হই প্রাণে ।

সর্বনাশে অর্দ্ধ-ভাগ যুক্তি দেন জ্ঞানিগণে ॥ ১

তোমরা দু'জনে তবে কাননে কর গমন ।

ফিরাইয়া লওয়া যা'ক সীতা রাম-লক্ষণ ॥

হেন সুবচন শুনি' দুই ভাই হরষিত ।

সারা অঙ্গ পরানন্দ-রসেতে পরিপূরিত ॥ ২

ফুল দৌহার মন তেজোময় হ'ল কায় ।

যেন প্রাণ পা'ন নৃপ রাজা হ'ন রঘুরায় ॥

সবার প্রীতি হ'ল লাভ বহু অন্ন হানি ।

সম-দুখশুখ বুঝি' কাঁদেন সকল রাণী ॥ ৩

গুরুদেব-আজ্ঞা মত যদি কাজ করা হয় ।

জগ-জন আভ্যন্তর-ধন পা'বে নিশ্চয় ॥

কাননে করিয়া বাস করিব জনম ভোর ।

এ হ'তে অধিক শ্রুত কিছুতে না হ'বে মোর ॥ ৪

দো—সর্বজ্ঞ সৃজান

সীতা-রঘুপতি

জ্ঞানেন হৃদয়-কথা ।

কর আয়োজন

প্রভু এই ক্ষণে

যদি এ বচন যথা ॥ ২৫৬

শ্রীরাম-ভরতাদি সংবাদ

চৌ—ভরত-বচন শুনি' হেরি' প্রণয়ের ধারা । সত্যসদ-সনে মুনি হ'লেন আপন-হারা ॥

ভরত মহিমাময় অসীম জগন্নিধি যেন ।

মুনি-মতি তীর-গতা বিমুঢ়া অবলা হেন ॥ ১

সাগর তরিতে সাধ ভাবেন কত উপায় ।
কে করিবে ভরতের মহিমার গুণগান ।
মুনির এ মনোভাব ভরতে মধুর লাগে ।
মুনিরে প্রণামি' প্রভু দিলেন সুখ-আসন ।
দেশ কাল অবসর বিচার করিয়া মনে ।
শুন রাম সর্বজ্ঞাত বিজ্ঞবর গুণাধার ।

তরী পোত ভেলা কিছু নিকটে না পাওয়া যায় ।
সরসীর শুক্লিতে জলধির কোথা স্থান ॥ ২
জন-সমাজেরে ল'য়ে চলেন রামের আগে ॥
মুনিবর আজ্ঞা লভি' বসিলেন সব জন ॥ ৩
কহেন বশিষ্ঠদেব জ্ঞানকীৰ্ত্তি-রমণে ॥
ধৰ্ম্মনীতি-ধুরন্ধর অপার জ্ঞান-আধার ॥ ৪

দো—সু-ভাব কু-ভাব
পুরজ্ঞন মাতা

বিদিত সবার
ভরতের হিত

হৃদয়েতে বাস কর ।
যাহে হয় তাহা কর ॥ ২৫৭

চৌ—বিচারের সনে স্থখী কখনো কহে না কথা । জুয়াড়ির দান 'পরে রহে মন সর্বথা ॥

মুনির বচন শুনি' কহিলেন রঘুনাথ ।

উপায় ত' সব প্রভু র'য়েছে তোমারি হাত ॥ ১

তোমারি পানেতে চেয়ে থাকায় সবার হিত ।

সত্য মানি' আদেশ পালনে শ্রীতি সহিত ॥

দাসের উপরে তব হইবে যেবা আদেশ ।

প্রথমে ধরিয়া শিরে পালিব সে উপদেশ ॥ ২

তা'র পর যা'র 'পরে আদেশ হ'বে যেমন ।

সকলে সকল মতে সেবিবে তোমা তেমন ॥

বশিষ্ঠ কহেন রাম সত্য কথা তোমার ।

ভরতের স্নেহ-ফলে লুকা'য়ে ছিল বিচার ॥ ৩

সত্য করিয়া কহি বার বার সে কারণে ।

ভরতের ভক্তি বশ ক'রেছিল মোর মনে ॥

আমি বলি ভরতের রুচি করি' অনুসার ।

সাক্ষী হর যা' করিবে তাতেই শুভ অপার ॥ ৪

দো—ভরত-মিনতি
সার নিষ্কাষি'

শুন সমাদরে
লোক সাধু-মত

বিচার করিও পরে ।
নিগমের অনুসারে ॥ ২৫৮

চৌ—গুরুদেব-অমুরাগ হেরি' ভরতের 'পরে ।

মজ্জিত রাম-মন হইল পুলক-সরে ॥

ধরম-ধুরন্ধর ভরতেরে প্রাণে জানি' ।

বুঝিয়া সেবক নিজ কায় মন সহ বাণী ॥ ১

কহিলেন রাম তবে গুরুবাণী-অনুকূল ।

বচন মধুর মুহু সকল শুভের মূল ॥

তোমার শপথ দেব জনক-পদে দোহাই ।

ভুবনে হয়নি কভু ভরতের সম ভাই ॥ ২

যে জন গুরু-পদ-সরোরুহে অমুরাগী ।

লোক-চো'খে বেদ-মতে সেই অতিবড় ভাগী ॥

যাহার উপরে প্রভু তোমার স্নেহ এমন ।

সে ভরত-ভাগ্য কেবা করিতে পারে কখন ॥ ৩

অমুজ্ঞ ভাবিয়া মনে তা'র গুণ-কথা গান ।

করিতে তাহারি কাছে কুণ্ঠিত মোর প্রাণ ॥

ভরত যা' কিছু বলে হিত তা'রি আচরণ ।

নীরব হ'লেন রাম এতক কহি' বচন ॥ ৪

দো—তখন ভরতে

ক'ন মুনি করি'

সঙ্কোচ বরজন ।

কৃপানিধি প্রিয়-

অগ্রজ-পায়ে

জানাও আপন মন ॥ ২৫৯

চৌ—মুনির বচন শুনি' বুঝিয়া রামের মতি । প্রভু গুরু হু'য়ে জানি' অনুকূল এবৈ-অতি ॥

আপনার শিরে হেরি' পতিত সকল ভার ।

মুখে নাহি আসে বাণী করেন মনে বিচার ॥ ১

উঠেন পুলক-কায় সভামাঝে দাঁড়াইয়া । প্রেমজল-বান বহে নলিন-নয়ন দিয়া ॥
 কহেন আছিল মোর যাহা কিছু বলিবার । কহিলেন মুনিনাথ অধিক কি ক'ব আর ॥ ২
 আমি ত' প্রভুর মোর রীতি জানি ভাল মতে । অপরাধী জন-প্রতি কভু রোষ নাহি চিতে ॥
 আমার উপরে স্নেহ করুণা প্রভুর অতি । ক্রীড়াতেও মুখ ভার দেখি নাই মোর প্রতি ॥ ৩
 শিশুকাল হ'তে সাথ কভু নাহি ত্যজিলাম । মোর প্রাণে কভু তিল ব্যথা না দিলেন রাম ॥
 ক্রীড়ায় হইলে হার দিয়াছেন মোরে জয় । হেরিয়াছি ভাল মতে আমার প্রভু-হৃদয় ॥ ৪

দো—সঙ্কোচে প্রেমে সমুখে বচন বদন কভু না কহে ।
 প্রেম-পিপাসিত লোচন আজিও হেরি' তিরপিত নহে ॥ ২৬০

চো—আমার আদর এত বিধাতার না সহিল । নীচ মাতা মাঝে আনি' দৌহে ভেদ করাইল ॥
 এ কথাও মোর মুখে আজি নাহি শোভা পায় । নিজে সাধু মানিলেই সাধুই কি হওয়া যায় ॥ ১
 মন্দ জননী আর আমি সাধু সদাচার । এ কথা আনায় মনে হয় কোটি দুঃসার ॥
 কলে কি তুণের কোষে শালিধান সু-উত্তম । শামুক-জঠরে কভু মুক্তা লভে জনম ॥ ২
 স্বপনে না আরোপিব' কা'রো' পরে অপরাধ । মন্দ ললাট মম বারিদি-সম অগাধ ॥
 না বুঝিয়া ভালমতে নিজ পাপ-পরিণাম । বুখাই জননী-হৃদি কু-বচনে দহিলাম ॥ ৩
 হৃদয় আলোড়ি' হেরি সব দিকে পরাজয় । শুধু এক দিকে মোর শুভ রহে নিশ্চয় ॥
 জানি শুধু মোব গুরু ইষ্টদেব সীতারাম । ইহাতেই বুঝি মনে শুভ মোর পরিণাম ॥ ৪

দো—সাধুর তীর্থে গুরু প্রভু-আগে কহি অকপট মনে ।
 প্রেম কি ছলনা সত্য অথবা না জানেন তাহা ছ'জনে ॥ ২৬১

চো—স্নেহ-পণ পূর্ণ করি' নৃপ-প্রাণ পরিহার । মাতার কুমতি ধরা সাক্ষী রহে ইহার ॥
 'শোকাকুলা মাতাগণে নয়নে না দেখা যায় । দু-সহ দহনে দহে পুর-নরনারী হায় ॥ ১
 এ সকল আপদের কেবল আমিই মূল । গুনিয়া বুঝিয়া ইহা সহি সব দুখ-শূল ॥
 মূনি-বঙ্কল ধরি' লক্ষ্মণ সীতা-সাথ । করিয়া শ্রবণ বনে গেলেন শ্রীরঘুনাথ ॥ ২
 বিনা যান পদ-চারে যা'ন পদত্যাগ বিনা । সাক্ষী হয় এ ঘাতেও এ পরাণ বালিরে না ॥
 নিষাদ-রাজের স্নেহ তত্পরি নিরখিয়া । তাহাতেও নাহি ফাটে কুলিণ-কঠোর হিয়া ॥ ৩
 এখন আসিয়া সব আপনি হেরিলু হায় । জড় প্রাণ দেহে রহি' সহাইবে সমুদায় ॥
 যাঁদের হেরিয়া পথে বৃষ্টিক অহিগণ । হলাহল আর ক্রোধ করে পরিবর্জন ॥ ৪

দো—সেই রঘুমণি সীতা লক্ষ্মণ যাহার ভাল না লাগে ।
 সে কেঁকরী-সুতে ত্যজি' দৈব দুখ রাখিবে কাহার ভাগে ॥ ২৬২

চো—গুনি' ভরতের সেই বাণী আকুলতা ভরা । আর্তি প্রীতি দীনভাব নীতি-নীরে সিক্ত করা
 মগ্ন সকলে শোকে খেদ ব্যাপে সভাময় । কমল-কাননে যেন তুষার-বরষা হয় ॥ ১

উত্থাপন করি' কথা বহুবিধ পুরাতনী । ভরতে প্রবোধ দান করিলেন জ্ঞানী মুনি ॥
 পরে যথোচিত বাণী কহিলেন রঘুবর । রবিকুল-কুমুদিনী-কাননের শশধর ॥ ২
 হে তাত হৃদয়-গ্রানি কর' তুমি অকারণ । বুঝ' মনে ভালমতে বিভূ-বশ জীবগণ ॥
 'মোর মন এই বলে তিনকালে ত্রিভুবনে । তোমার নীচেতে স্থান লভে পুণ্য-শ্লোকগণে ॥ ৩
 তোমা 'পরে স্বপনেও কুটিলতা আরোপিলে । ইহ-পরলোক নাশ নিশ্চিত তা'র কলে ॥
 গুরু আর সাধুগণে না করিল সেবা যেই । জঠর-ধারিণী 'পরে দোষ 'দেয় মৃত সেই ॥ ৪

দো—ঘুচে' যা'বে সব অজ্ঞান পাপ অখিল অশুভ-ভার ।
 পা'বে যশ লোকে পরলোকে সুখ স্বরণে নাম তোমার ॥ ২৬৩

চৌ—হে ভরত সত্য কহি সাক্ষী করি' উদ্যাপতি । তোমারি' রক্ষিত তাই আজিও র'য়েছে ক্ষতি ॥
 হিয়ে কুতর্ক যেন আশ্রয় নাহি পায় । প্রীতি আর বৈরভাব চাপিলেনা চাপা যায় ॥ ১
 খগ মৃগ অনায়াসে যায় মুনিগণ-পাশে । হিংসা-পর ব্যাধগণে হেরিলে পলায় ত্রাসে ॥
 পক্ষী পশুও বুঝে কে তুরি কে সখা তা'র । মানব দেহ ত গুণ জ্ঞানের চির-আধার ॥ ২
 হে তাত তোমারে মোরে ভাল মতে আছে জানা । কি করি দ্বিভাব প্রাণে বড় করে আনাগোনা ॥
 রাখিলেন মহারাজ সত্যেরে' ত্যজি' মোরে । ত্যজিলেন নিজ কায় প্রেম-পণ পূরা'বারে ॥ ৩
 শঙ্কা পরাণে পাছে তাঁ'র অপমান হয় । সঙ্কোচ তব তরে তা' হ'তেও অতিশয় ॥
 তাহারো উপরে গুরু আদেশ দিলা যখন নিশ্চয় তব সাধ করিব পরিপূরণ ॥ ৪

দো—সঙ্কোচ ত্যজি' কহ প্রীতমনে করিব তাহাই আজ ।
 চির সত্যবাদী রামের বচনে হর্ষে ভরে সমাজ ॥ ২৬৪

চৌ—দেবগণ সহ অতি ভীত-মন দেবরাজ ভাবনা সবার মনে হইবে এতে অকাজ ॥
 যতন করিতে গেলে নাহিক কিছু উপায় । তখন শরণ মনে ল'ন শ্রীরামের পায় ॥ ১
 তখন বিচারি' মনে আপনার মাঝে ক'ন । রঘুমণি ভকতের ভক্তির বশে র'ন ॥
 স্মরি' ঋষি দুর্কাসা (১) অশ্বরীষ-ইতিহাস । সহ সুর সুরপতি হ'লেন অতি নিরাশ ॥ ২
 অতীতে সছিল দেব-সমাজ বহু বিষাদ । প্রভুরে নৃ-হরি রূপে প্রকাশেন প্রহ্লাদ ॥
 মাথা খুঁড়ি মহাখেদে কহে দেব পরম্পর । ভরতের 'পরে এবে সব করে নির্ভর ॥ ৩

(১) সূর্য্যবংশে অশ্বরীষ অতি ধার্মিক ও হরিভক্ত রাজা ছিলেন । একবার ষাণ্মশীর পারণ করিতে যাইবার সময় সখ্য দুর্কাসা আসিয়া আতিথ্য গ্রহণ করেন ও স্নান করিতে যান ; এদিকে ষাণ্মশী উত্তীর্ণ হইয়া বার দেখিয়া বিপর হইয়া, ব্রাহ্মণগণের পরামর্শে ভগবানের চরণামৃত পানে পারণ সমাপন করেন । স্নান-প্রত্যাগত দুর্কাসা ইহা অবগত হইয়া ক্রোধে নিজ জটা উৎপাটিত করিলেন । তখন তাহা হইতে "কৃত্য" নামি এক রাক্ষসীর উৎপত্তি হইল, ও রাক্ষসী অশ্বরীষকে বিনাশ করিতে উত্তত হইল । এমন সময় ভগবানের স্তম্ভনচক্র আবির্ভূত হইয়া কৃত্যকে বধ করে ও দুর্কাসার প্রতি ধাবিত হয় । দুর্কাসা ভয়ে সমস্ত দেবলোক, এমন কি বিষ্ণুলোকেও শরণাপন্ন হন ; কিন্তু কোম দেবতাই তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না । বিষ্ণু বলিলেন "ভক্ত আমার হৃদয় ; তাঁহার অনিষ্ট করিয়া আমি বাঁচিতে চাহি না ; আমি ভক্তের দাস । তুমি সেই অশ্বরীষ রাজার নিকটেই যাও ; একমাত্র তিনিই তোমার রক্ষা করিতে পারেন । তখন দুর্কাসা পুনরায় অশ্বরীষের নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হন, ও বিষ্ণু-রোষ হইতে মুক্ত হন ।

অপর উপায় নাহি দেখা যায় দেবগণ ।
ভরতে অরণ কর সবে মিলি' প্রেমভরে ।

ভক্তের সেবা রাম করেন সদা গ্রহণ ॥
বিনয় প্রণয়ে নিজ রামে বশ যেবা করে ॥ ৪

দো—অভিমত শুনি'

দেব-গুরু ক'ন

সু-ললাট ভোমাদের ।

ভরত-চরণে

অমুরাগ ভবে

সকল মূল গুণের ॥ ২৬৫

চৌ—সীতাপতি-ভকতের ভক্তি চরণ-'পর ।

শতকোটি কামধেনু-সম প্রাণ মনোহর ॥

ভরত-ভকতি যবে এল প্রাণে সবাঁকার ।

তাজ' ডর সব কাজ এবে হ'বে উদ্ধার ॥ ১

ভরত-প্রভাব কর' সুরপতি দরশন ।

রঘুপতি তাঁ'র প্রতি সহজ-লগন মন ॥

নাহি ডর স্থির মন কর সুর সুরস্বামি ।

ভরতেরে জানি' রাম-ছায়া সম অঙ্গুগামী ॥ ২

শুনি' সুর-গুরু আর দেব-মাঝে আলোচনা ।

অস্তুরযামী-মনে উদিল আসি' ভাবনা ॥

যুঝেন ভরত নিজ-শিরোপরে সব ভার ।

অস্তুরে কোটিবিধি করেন তবে বিচার ॥ ৩

বিচারের ফলে হৃদে উদিল এ দৃঢ় জ্ঞান ।

রাম-আদেশেই রহে আপনার কল্যাণ ॥

নিজ পণ পরিহরি' রাখেন আমার পণ ।

এ আমারে নহে কম মেহ দয়া বিতরণ ॥ ৪

দো—অপার করুণা

সববিধি মোরে

করিলেন রঘুনাথ ।

প্রণাম করিয়া

বলেন ভরত

জুড়িয়া কমল হাত ॥ ২৬৬

চৌ—কহিব কহা'ব আমি কি আর অধিক স্বামি । করুণার পারাবার তুমি অস্তুরযামী ॥

গুরু প্রসন্ন আর তুমি মোরে অমুকুল ।

জানিয়া মিটেছে মোর কর্তিত হৃদি-শূল ॥ ১

বৃথা ডরে ভীত নাহি ছিল ভাবনার মূল ।

সূর্যের নাহি দোষ হয় যদি দিক্-ভুল ॥

মন্দ ললাট মোর জননীর কুটিলতা ।

বিধাতার ক্রুর-গতি আর কাল-কঠিনতা ॥ ২

সবে মিলি' একযোগে ক'রেছিল মোর নাশ ।

হে প্রণত-পাল মোরে রাখিয়া ঘুচা'লে ত্রাস ॥

তোমার এ রীতি প্রভু আজিকে নুতন নয় ।

বেদে লোকে সবে জানে গোপন নাহিক রয় ॥ ৩

এ জগৎ কু-তে ভরা তুমি শুধু শুভময় ।

কা'র শুভ-ইচ্ছায় ত্রিজগতে শুভ হয় ॥

কল্প-পাদপ সম স্বভাব তব মহান্ ।

নহ কা'রে অমুকুল না কা'রে বিরাগবান্ ॥ ৪

দো—চিনি' সে তরুরে

যে যায় তলায় "

চিন্তা করে বিনাশ ।

যাচিলেই পুরে

শুভাশুভ রাজা

রক্ষ সবারি আশ ॥ ২৬৭

চৌ—সববিধি গুরু আর তব প্রভু হেরি' স্নেহ । শুচে'ছে আমার ক্লেভ নাহি মনে সন্দেহ ॥

এবে পদে এ মিনতি কর তা'ই দয়াময় ।

যাহে এ দাসের তরে চিন্তে না ক্লেভ রয় ॥ ১

যে দাস নিজের তরে প্রভুরে দ্বিধায় ফেলে ।

নীচমতি বলি' তা'রে নিন্দে জগতীতলে ॥

সেবকের হিত শুধু সেবায় প্রভু-চরণ ।

তাজি' সব সুখ সব লোভেরে করি' দলন ॥ ২

স্বার্থ সবার রহে তব প্রতিবর্তনে ।

কুশল অপার তব আদেশ নিত পালনে ॥

কুজ ও পরা-স্বার্থে এই চুষক সার ।

সকল সুকৃতি-ফল সুগতির শৃঙ্গার ॥ ৩

মিনতিতে মোর এক কর প্রভু প্রতিপাত । যেমন বুঝিবে ভাল তা'ই কর রক্ষনাথ ॥
অভিষেক-আয়োজন আসিয়াছে সমুদায় । সফল করহ প্রভু যদি তব মন চায় ॥ ৪

দো—পাঠা'য়ে সাধুজ্ঞ আমারে কাননে সবারে কর সনাথ ।
নহে ত ফিরাও শত্রু লক্ষণে প্রভু আমি যাই সাথ ॥ ২৬৮

চৌ—যদি তাহা নাহি হয় তিন ভাই যাই বন । করহ দেবীর সনে হে নাথ প্রতিগমন ॥
'যেইরূপে যে প্রকারে প্রীতি আসে মনোমাথে । করুণার পারাবার তাহাই করহ কাজে ॥ ১
করিয়াছ অর্পণ সব ভার মোর 'পরে । নীতির কি ধর্মের বিচার না আসে মোরে ॥
আমার যতেক বাণী সব স্বার্থের তরে । দুঃখের কালে চিতে বিবেক না বাস করে ॥ ২
প্রভুর আদেশে যেবা উত্তর কথ্য কয় । সেই দাসে নিরখিয়া লজ্জারও লাজ হয় ॥
এইমত আমি পাপ-উদধি অপরিমাণ । তুমিই স্নেহেতে সাধু বলিয়া কর বাধান ॥ ৩
হে কৃপাল এবে মোর ভাল লাগে সেই কাজে । যাহাতে না আসে তব সঙ্কোচ মনোমাথে ॥
শপথ করিয়া কহি অকপটে ধরি' পায় । জগতের মঙ্গলে এই আছে সচুপায় ॥ ৪

দো—সঙ্কোচ ত্যজি' প্রীতমনে প্রভু যে-কোন আদেশ দিবে ।
নত শিরে তা'ই পালিব সকলে জঞ্জাল ঘুচে যা'বে ॥ ২৬৯

জনক রাজার চিত্রকূটে আগমন ও মিলন

চৌ—ভরত-বচন শুনি' হরষিত সব সুর । সাধু সাধু রবে ফুল বৃষ্টি করে প্রচুর ॥
সন্দেহ-ভারে ছলে কোশলবাসীর মন । প্রমোদিত মন হ'ন কানন-নিবাসিগণ ॥ ১
কুণ্ঠিত মনে রাম র'ন ধরি' মৌনভাব । প্রভু-গতি হেরি' চিন্তায়ুত সভা-মনোভাব ॥
হেন অবসরে তথা জনকের দূত আসে । শুনিয়া স্বরিতে মুনি ডাকান আদর-ভাষে ॥ ২
প্রণাম করিয়া দূত চাহিল শ্রীরাম পানে । বেশ দরশন করি' অতি দুখ এল মনে ॥
সন্দেহি' দূত-বরে কহেন বশিষ্ঠ মুনি । বিদেহ-রাজের শুভ-সমাচার কহ শুনি ॥ ৩
শুনি' বাণী সঙ্কোচে ধরানত করি' শির জোড়করে মুনিবরে উত্তর করে বার ॥
হে দেব আদর-ভীরে প্রিয়ভাষে আবাহন । ইহাই কুশল-হেতু মোদের হ'ল এখন ॥ ৪

দো—নহে ত কুশল ক'রেছে প্রয়াণ কোশলনাথের সাথ ।
সকল জগত বিশেষ মিথিলা কোশল হ'ল অনাথ ॥ ২৭০

চৌ—কোশলপতির গতি সকলে করি' শ্রবণ । হইল পাগল-প্রায় বিদেহ-নিবাসিগণ ॥
যে করিল বিদেহের দরশন সে সময় । নাম ঠিক নহে বলি' তা'রি হ'ল প্রত্যয় ॥ ১
রাণীর কুজ-কথা শ্রবণ করি' নৃমণি । তেমনি নয়ন-হারা মণি-হারা যেন কণি ॥
জরতের রাজ্যাসন বনবাস শ্রীরামের । মিথিলেশ-প্রাণে হানে মহা শেল দুঃখের ॥ ২

জ্ঞানী আর মন্ত্রীরে শুধা'লেন নরপতি । কহিতে বিচার করি' কি উচিত সম্প্রতি ॥
 অযোধ্যার দশা হেরি' মন অতি অস্থির । যাওয়া কি না-যাওয়া ঠিক করিতে না পারি' স্থির ॥৩
 ধীরভাবে নৃপ তবে হৃদয়ে করি' বিচার । পাঠা'লেন অযোধ্যায় সূচতুর চর চা'র ॥
 বুঝিবারে কিবা ভাব জাগে ভরতের মনে । আসিতে হরিতে ফিরে' আবার অতি গোপনে ॥ ৪

দো—অযোধ্যার চর বুঝি' তাঁ'র মন আর আচরণ হেরি' ।
 চিত্রকূটে যবে চলেন ভরত ফিরিল মিথিলাপুরী ॥ ২৭১

চৌ—ভরতের ক্রিয়াবলী দূত আসি' বিস্তারে । যথা-মতি সভামাঝে আনিল নৃপ-গোচরে ॥
 শুনি' গুরু পরিজন সচিবেরা মহাপতি । চিন্তা সবার মনে স্নেহেতে বিকল অতি ॥ ১
 বৈধ্য ধরিয়া রাজা ভরতেরে বাখানিয়া । বীর সেনাপতিগণে আনিলেন ডাকাইয়া ॥
 রাজ্য ভবন পুরী সঁপিয়া প্রহরী-করে । সাজা'লেন বহু যান হয় রথ গজবরে ॥ ২
 শুভ'খণ স্থির করি' বাহিরেন সে সময় । পশ্চিমাঞ্জে বিজ্রাম করিতে না মন লয় ॥
 অত্নই প্রত্যাষে প্রয়াগে করিয়া স্নান । যমুনা হইতে পার অমনি সকলে যা'ন ॥ ৩
 বার্তা-গ্রহণ তরে প্রেরণ করিলা মোরে । এত কহি' দূত ধরা পরশি' প্রণাম করে ॥
 ছয় সাত কিরাতেরে দিয়া সে দূতের সাথ । হরিত বিদায় তবে করিলেন মুনিনাথ ॥ ৪

দো—বিদেহনাথের আগমন শুনি' ফুল্ল কোশলবাসী ।
 কুণ্ঠিত রাম দেবরাজে অতি চিন্তা ঘনায় আসি' ॥ ২৭২

চৌ—কেকয়ীর মন দহে অলুতাপ-হতাশনে । কারেই বা কহিবেন দূষিবেন কোন্ জনে
 এ কথা ভাবিয়া মনে প্রমোদিত নরনারী । এ সুযোগে থাকা হ'বে আরো দিন দুই চারি ॥ ১
 সে দিবস এইভাবে অতীত হইয়া যায় । পরদিন প্রাতঃস্নান করে লোক সমুদায় ॥
 করিয়া অবগাহন পুঞ্জে সবে নরনারী । গণপাত ত্রিপুরারি ভবানী ও ধ্বাস্তারি ॥ ২
 রমা-হৃদি-রঞ্জন-চরণ বন্দি' পরে । আঁচল প্রসারি' কর জুড়ি' এ মিনতি' করে ॥
 রাম যেন রাজা হ'ন জনক-তুহিতা রাণী । হর্ষের সীমা হ'ক কোশলের রাজধানী ॥ ৩
 ফিরুন মনের সুখে সহিত প্রজা-সমাজ । ভরতে করুন রাম রাজ্যের যুবরাজ ॥
 এ সুখ-সুধায় করি' সিদ্ধিগত সব প্রাণ । ধরায় আসার ফল এই-দেব কর দান ॥ ৪

দো—গুরু জনগণ ভ্রাতাগণ মনে অযোধ্যায় যা'ন রাম ।
 রাম-অভিষেক হেরিয়াই যেন যায় আমাদের প্রাণ ॥ ২৭৩

চৌ—অযোধ্যাবাসীর এই প্রীতি ভরা বাণী শুনি' । আপন বিরাগ যোগে শিক্ দেন জ্ঞানী মুনি
 নিত্য করম হেন সারি' জন-সমুদায় । করেন প্রণাম রামে পুলক-পূরিত কায় ॥ ১
 উত্তম মধ্যম নীচ-শ্রেণী নরনারী । করে রাম-দরশন নিজ ভাব অমুসরি' ॥
 সবারে যতনে রাম করিলেন মান দান । সকলেই বলে জয় জয় হে কৃপানিধান ॥ ২

বালক-বয়স হ'তে শ্রীরামের এই রীতি ।
রঘুমণি বিনয়ের দীনতার পারাবার ।
অমুরাগ-ভরে রাম-গুণকথা কীর্তন- ।
কহে স্মৃতি নাহি সম আমাসবাকার ।

শ্রেম-পরিমাণ বুঝি' পালন করেন নীতি ॥
সুবচন কৃপা-দিষ্টি সরল-স্বভাব আর ॥ ৩
সহিত বাথানে নিজ ভাগ্যেরে জনগণ ॥
নিরথেন বাহাদের রাম করি' আপনার ॥ ৪

দো—শ্রেমে লীন সবে
উঠেন সবার

তুনি' হেন কালে
সহ সজ্জমে

আসি'ছেন মিথিলেশ ।
রবিকুল-কমলেশ ॥ ২৭৪

চৌ—ভ্রাতা গুরু পুর-জন সচিব লইয়া সাথ ।
পড়িতেই চিত্রকূট জনকের দরশনে ।
রাম-দরশন আশে আকুলতাভরা প্রাণ ।
সবারি তথায় মন যথা সীতা রঘুবর ।
শ্রেমরসে ভরা মন সহিত নিজ সমাজ ।
নিকটে আসিতে হেরি' মহা অমুরাগ ভরে
আরজিলা রাজ-ঋষি মুনিপদ বন্দন ।
ভ্রাতাগণ সনে রাম মিলিয়া জনক সনে ।

স্বাগত করিতে নিজে চলিলেন রঘুনাথ ॥
করিয়া প্রণাম রথ ত্যজিলেন সেইখানে ॥ ১
লেশ পথ-শ্রম কেহ নাহি করে অহুমান ॥
মন বিনা দুঃখসুখ নাহি পায় কলেবর ॥ ২
এ ভাবে আসেন চলি' মিথিলার মহারাজ ॥
হৃদল মিলিত হ'ল এ উহায় সমাদরে ॥ ৩
করিলেন ঋষি-পদে নতি রঘুনন্দন ॥
চলিলেন আশ্রমে ল'য়ে সাথে জনগণে ॥ ৪

দো—শান্তরস-জলে
দীনতার নদী-

ভরা পারাবার-
জনগণে যেন

আশ্রমে নিজ সাথ ।
ল'য়ে যা'ন রঘুনাথ ॥ ২৭৫

চৌ—এ নদী বিরাগ জ্ঞান-তটেরে করে প্রাবিত ।
শোক ভরা হা-ছতাশ লহর-বিলাস তা'য় ।
দারুণ বিষাদ যেন এ নদীর খর ধার ।
বিজ্ঞাই মহাপোত বিদ্বান্ কর্ণধার ।
যাত্রী কাননবাসী যত কোল ব্যাধগণ ।
আশ্রম-পারাবারে যবে নদী মিলে গিয়া ।
বিকল হইল শোকে উভয় নৃপ-সমাজ ।
দশরথ-রূপ গুণ শীলতা করি' কীর্তন ।

খেদবাণী নদ নালা বহু এতে আপতিত ॥
তটের ধীরতা-তরু ভঙ্গ করয়ে যা'য় ॥ ১
ভয় আর মোহ ভ্রম ঘূর্ণী তা'হে অপার ॥
শক্তিহীন কোনজন করিতে এ-নদী পার ॥ ২
স্তব্ধ দাঁড়া'য়ে রয় কাতর হৃদয় মন ॥
অধুশি উঠে যেন সেইকালে আকুলিয়া ॥ ৩
ডুলিল ধীরতা-জ্ঞান পাশরিল লোক-লাজ ॥
শোক-পারাবারে ডুবি' সকলে করে রোদন ॥ ৪

ছ—শোকের সাগরে
বিধিকেই দোষে
সিদ্ধ সুর যতি
ভিল নাহি হয়

ডুবে নারী নরে
সকলে সরোষে
কাহারো শকতি
তুলসী এ কয়

ভাবে সবে অতি আকুলি' হিয়ে ।
বলে বাম বিধি করিল কি এ ॥
বিরহের দশা করি' নেহার ।
শ্রেম-নদী পারে করিতে পার

• নির্দাৰ্জন-বিষাদরূপী নদীতে ভর, মোহ, ভ্রম,—এরা সব অপার ঘূর্ণী ; বিজ্ঞা এ নদীতে মহাপোত, আর
বিদ্বানরাই কর্ণধার ; কিন্তু কাহারো কাহারোও এ নদী পার করিতে শক্তিহীন ।

সো—দেন সবে বহু উপদেশ
ধৈর্য্য ধরুন মিথিলেশ

যথা তথা মুনি মানবগণ ।
বশিষ্ঠ বিদেহে বুঝায় ক'ন ॥ ২৭৬

চৌ—ঘাঁহার জ্ঞানের রবি ভব-নিশি করে নাশ । বচন-কিরণে মুনি-কমলে করে বিকাশ ॥
মায়া মোহ জনকের কাছে কি আসিতে পারে । শুধু সীতারাম-প্রেম-মহিমা ঘোষণা করে ॥ ১
বিষয়ী সাধক আর জ্ঞানবান্ সিদ্ধজন । ত্রিবিধ জীবের কথা বেদ করে বরণন ॥
শ্রীরাম-ভকতি রসে সরস মানস ঘাঁ'র । সাধুজন-সঙ্গেতে বড়ই আদর তাঁ'র ॥ ২
রাম-পদে প্রেম বিনা শোভা নাহি পায় জ্ঞান । যেই মত কর্ণধার ব্যতিরেকে জলযান ॥
বশিষ্ঠ অনেক ভাবে বুঝা'লেন বিদেহেরে । তাঁ'র পর রাম-ঘাটে সব লোক স্নান করে ॥ ৩
শোক-ভারে ভরা-হৃদি সমবেত নরনারী । সে দিবস কেটে' যায় গ্রহণ না করি' বারি ॥
খগ পশু মৃগাবধি কিছু না করে আহার । প্রিয়-পরিজনগণ-বিচার কি কথা আর ॥ ৪

দৌ—বিদেহে কোশল
বসিলা বিটপ

উভয় সমাজ
বটের তলায়

সমাপিলা প্রাতঃস্নান ।
কৃশকায় 'মন স্নান ॥ ২৭৭

চৌ—যত ব্রাহ্মগণ দশরথ-পুরবাসী । আর যত বিদেহের অধীপ-পুরী নিবাসী ॥
তপন-কুলের গুরু পুরোহিত মিথিলার । কি সংসার কি সাধন ছুই অধিকারে ঘাঁ'র ॥ ১
করিলেন আরম্ভন বহুবিধ উপদেশ । ধর্ম্য বিবেক সহ বিরাগ নীতি অশেষ ॥
কৌশিকী কহি' কহি' উপকথা পুরাতন । স্থলিতে জন-মাঝে করিলেন বরণন ॥ ২
মুনি কৌশিকী-প্রতি রঘুমণি তবে ক'ন । হে প্রভু যাপিলা কালি বারি বিনা সব জন ॥
মুনি ক'ন যথা কথা কহিয়াছ রঘুবর । আজিও অতীত হ'ল অর্দ্ধসহ দু' প্রহর ॥ ৩
কৌশিকী-মতি বুঝি' কহেন বিদেহপতি । অন্ন-ভোজন হেথা নীতি-গর্হিত অতি ॥
ভূপতি-বচন লাগে অতি প্রিয় সবাচার । স্নান করিবারে যায় আদেশ লভি' রাজার ॥ ৪

দৌ—সেই অবসরে
ল'য়ে আসে বন-

ফল ফুল দল
বাসীরা বিপুল

কন্দ বহু প্রকার ।
ভরিয়া ভরিয়া ভার ॥ ২৭৮

চৌ—কাম-প্রদ হ'ল গিরি জ্ঞানকীনাথ-প্রসাদ । করিতেই আঁখিপাত হরিল সব' বিষাদ ॥
সরিং ও সরোবর কানন ভূমি-বিভাগ । উদ্বেগ হ'ল যেন সহ সুখ অল্পরাগ ॥ ১
পাদপ লতিকা হ'ল ফলে আর ফুলে ভরা । খগ মৃগ অলিকুল গুঞ্জে মানস হরা ॥
উৎসাহ সমধিক কাননে সে অবসরে । তিনবিধ সমীরণ দেয় সুখ সবাচারে ॥ ২
সে সুষমা মধুরতা শত-বর্ণমা-বা'র । ক্ষিতি যেন করে প্রিয়-অতিথির সৎকার ॥
সকল মানবগণ স্নান করি' প্রাণ ভরি' । আদেশ জনক মুনি শ্রীরামের লাভ করি' ॥ ৩
হেরিতে হেরিতে শোভা পাদপের বিমোহন । যথা তথা পূজন করিল অবতরণ ॥
দল ফল অকুর কন্দ নানা প্রকার । সুপাবন মনোহর সুখার সমান আর ॥ ৪

দো—মুনিবর সবে
পিতা সুর গুরু

অতীব আদরে
অতিথি পূজিয়া

পাঠা'ন ভরিয়া ভার ।
আরন্তিল ফলাহার ॥ ২৭৯

কৌশল্যা-স্বনয়না সংবাদ

চৌ—এই ভাবে চারি দিন অতীত হইয়া যায় । রাম-দরশনে প্রাণে নরনারী সুখ পায় ॥
উভয় সমাজ-মাঝে এই ভাব মনে মনে । সীতারাম-বিনা ঠিক নহে প্রতিবর্তনে ॥ ১
রাম-জ্ঞানকীর সনে কানন মাঝারে বাস । কোটি কোটি সুরপুরী-সমান সুখের রাশ ॥
পরিহরি' লক্ষ্মণ বৈদেহী আর রাম । গৃহ যা'রে লাগে ভাল তা'র প্রতি বিধি বাম ॥ ২
দৈব সদয় যবে হয়েন সবার 'পরে । তবেই রামের সাথে বনে বাস হ'তে পারে ॥
মন্দাকিনীতে স্নান দিবসেতে তিনবার । রাম-দরশন সুখ মঙ্গল-প্রদ আর ॥ ৩
পরিক্রমা রামগিরি বন আর তপোবন । কন্দ ফল মূল আদি অমিয়-স্বম ভোজন ॥
চারি-দশ বর্ষ কাল অতীব সুখের সনে । পল সম চলে যা'বে না আসিবে অমুমান ॥ ৪

দো—এ সুখ ললাটে
হু' দলেরি রাম-

আছে কি মোদের
চরণ কমলে

যোগ্য নহিক মোরা ।
অমুরাগ রহে ভরা ॥ ২৮০

চৌ—এই ভাবে মনে মনে করে সবে আলোচন । শূনি' ভাষা প্রেম-ভরা বশে নাহি রহে মন ॥
দেখি' শুভ অবসর দাসী আসি' উপনীতা । বিদেহ-মহিষী সীতা-জননীর প্রেরিতা ॥ ১
আছে সীতা-খঞ্জন সময় করি' শ্রবণ । আসেন জনক-অন্তঃপুর নিবাসিনিগণ ॥
নন্দিয়া রাম-মাতা আদর ও মান সনে । দিলেন সময় মত আসন উপবেশনে ॥ ২
বিনয় প্রণয় শীল হুই দিকে সবা'কার । কঠোর কুলিশ(৬) গলে দেখিলে শুনিলে আর ॥
পুলক-শিথিল কায় বারি ভরা হু'নয়ন । নথরে খুঁটেন ধরা চিন্তা-কাতর মন ॥ ৩
সকলেই সীতারাম-প্রণয় মুরতি যেন । করুণাই বহুবেশে যেন খেদ পরায়ণ ॥
বিধাতার মতি ক্রুর সীতার জননী ক'ন । হৃৎক-ফেনে বাজ হানি' এবে যে করে ছেদন ॥ ৪

দো—শুনা-কথা সুখা
পেচক বায়স

বিষ চ'খে পড়ে
বক যথা তথা

বিধির ক্রিয়া করাল ।
মানসে শুধু মরাল ॥ ২৮১

চৌ—শুনি' লক্ষ্মণ-মাতা এই ক'ন খেদ ভরে । বড়ই বিচিত্র গতি বিপরীত বিধি ধরে ॥
স্বজন পালন করি' আবার করে হরণ । বিবেক-বিহীন মতি বালকে ধরে যেমন ॥ ১
রাম-মাতা ক'ন এতে অপরাধ কা'রো নাই । কৰ্ম্মাধীন হানি লাভ দুখ সুখ সর্বদাই ॥
অজ্ঞেয় কৰ্ম্ম-গতি কেবলি জ্ঞানেন ধাতা । যিনি শুধু শুভাশুভ কৰ্ম্মের ফল-দাতা ॥ ২
সবারি মাধার 'পরে বিভূর আদেশ রয় । মেনে লয় সুখা বিষ উদ্ভব স্থিতি লয় ।
মোহ-বশে শোক দেবি না করিও অকারণ । এমনি অচল আদি-বিহীন বিধি-রচন ॥ ৩

নৃপতির বাঁচা মরা হৃদয়ে স্মরণ করি' ।
সীতার জননী ক'ন প্রকৃত সুন্দর বাণী ।

যে ভাবনা তাহা শুধু আপনার স্বার্থ ধরি' ॥
পুণ্যের সীমা দেবি কোশলপতির রাণি ॥ ৪

দো—যা'ক সীতা রাম লক্ষ্মণ বনে ভালই হইবে ফল ।
ক'ন খেদ ভরে ভাবনা ত' মোর ভরত-তরে কেবল ॥ ২৮২

চৌ—বিভূর কৃপায় আর শুভাশীষে আপনার । স্মৃত আর স্মৃত-বধু পুত্র সম গজ্জার ॥
রামের শপথ সখি করি নাই কোনদিন । সে শপথ করি' কহি হ'য়ে কপটতাহীন ॥ ১
ভরত কি গুণবান্ বিনয়ী উদার-মন । জ্যেষ্ঠ-গত বিশ্বাসী পুত্র ভক্তি-পরায়ণ ॥
করিতে তাহার গান ভারতীও মানে হার । শুক্লিতে কখনো কি সেচা যায় পারাবার ॥ ২
কুলের প্রদীপ-সম হেরি আমি ভরতেরে । মহারাজ কতবার ব'লেছেন এ আমারে ॥
কপ্তি কনক আর মণিকার মণি চিনে । পুরুষের পরিচয় সময়ে স্বভাব-গুণে ॥ ৩
কিন্তু এ সব কথা অমুচিত আজি মোর । বিবেক ফেলে'ছে ঢেকে' স্নেহ আর শোক ঘোর ॥
স্মরনদী জাহ্নবী সম শুনি' পূতবাণী । বিকল স্নেহের বশে হইলেন যত রাণী ॥ ৪

দো—ধীর ধরি' ক'ন রাম-মাতা পুনঃ দেবি মিথিলেশ্বরী ।
জ্ঞাননিধি-প্রিয়া আপনারে কেবা ক'বে উপদেশ করি' ॥ ২৮৩

চৌ—অবসর মত ভূপে কহিবেন দয়া করি' । আপনার দিক হ'তে বুঝা'য়ে বিশেষ করি'
লক্ষ্মণ থাক ঘরে ভরত যাউক বনে । যতপি এ কথা ভাল লাগে ভূপতির মনে ॥ ১
যতন করেন যেন করিয়া বহু বিচার । ভরতের তরে মনে ভাবনা অতি আমার ॥
গভীর গোপন প্রেম ভরতের মনে রয় । মোর মন বলে তা'রে ঘরে রাখা ভাল নয় ॥ ২
কৌশল্যা-স্বভাব হেরি' শুনিয়া সরল বাণী । করুণ রসেতে ভরা হইলেন যত রাণী ॥
ক্লেশের ধারা ঝরে নভঃ হ'তে ঝরঝরে । অলস অবশ-প্রাণ যোগী মুনি স্নেহভরে ॥ ৩
সুন্দর ললনাদল নীরবে চাহিয়া রয় । স্মিত্রা কহেন তবে ধৈর্য্যে বাঁধি' হৃদয় ॥
হৃদয় নিশা দেবি হ'য়েছে অতিবাহিত । কৌশল্যা উঠেন শুনি' প্রণয়-পূরিত চিত্ত ॥ ৪

দো—স্নেহময় ভাষে ক'ন ফিরে যাও আবাসে স্বরিত গতি ।
বিভূই এখন গতি আমাদের সহায় বিদেহপতি ॥ ২৮৪

চৌ—হেরি' প্রেম শুনি' কাণে নব্র বর-বচন । ধরেন জনক-প্রিয়া পুণিত যুগ চরণ ॥
ক'ন দেবি তোমারেই শোভে সুবিনয় এই । দশরথ-জায়া রামে অর্ঠরে ধরিলা যেই ॥ ১
প্রভু আপনার নীচ দাসেও আদর করে । ধূমেরে অনল আর তুণে গিরি শিরে ধরে ॥
কায় মনে কাজে দেবি দাস ত' রাজা তোমার । কেবল সহায় সদা ভবানী মহেশ আর ॥ ২
তোমার সহায় হ'তে উপযোগী কেবা ভবে । ভানু-সাহায্যে গেলে প্রদীপ কি শোভা পা'বে ॥
কাননে যাইয়া রাম সাধি' দেবতার কাজ । করিবেন কোশলেতে আবার অচল রাজ ॥ ৩

অমর মানব নাগ রামের বাহুর বলে ।
যাজ্ঞবল্ক্য সমুদয় ক'রেছেন কীর্ত্তন ।

আপন আপন লোকে করে বাস কুতূহলে ॥
বৃথা নাহি হয় দেবি ক'ন যাহা মুনিগণ ॥ ৪

দো—এত কহি' পড়ি'

চরণে প্রণয়ে

সীতা-তরে করি' স্তুতি ।

জানকীর সনে

জননী ফিরেন

লভি' শুভ সম্মতি ॥ ২৮৫

চৌ—মিলিলেন বৈদেহী প্রিয় পরিজনগণে ।
তাপস-ভামিনী বেশ করি' তাঁ'র দরশন ।
বশিষ্ঠের অনুমতি লভিয়া বিদেহপতি ।
জনক জড়া'য়ে বৃকে লইলেন জানকীরে ।
উদ্বেল হ'য়ে এল অশ্রুধি-অমুরাগ ।
সীতার বাৎসল্য-বট দেখেন বাড়ি'ছে তা'য় ।
মার্কণ্ড * বিদেহ-জ্ঞান হইয়া বিফল-প্রায় ।
মোহ-নিমগন মন জনক রাজের নয় ।

যেমন যেমন যিনি তেমনি তাঁহার সনে ॥
সকলেই হ'ন দুখ-পারাবারে নিমগন ॥ ১
হেরিলেন জানকীরে আবাসে করিয়া গতি ॥
প্রাণের পরম প্রিয় পাবনী সে অতিথিরে ॥ ২
হইল ভূপের মন তীর্থ যেন প্রয়াগ ॥
তদ্বপরে রাম-শ্রেম শিশু-সম শোভা পায় ॥ ৩
ডুবিতে বাঁচিল যেন বালকে পেয়ে সহায় ॥
এ'ত রামজানকীর শ্রেম-মহিমায় হয় ॥ ৪

দো—জননী পিতার

আদরে সীতার

ধৈর্য্য রহে না আর ।

ধরণী-তনয়া

ধীর র'ন কাল-

ধর্ম্ম করি' বিচার ॥ ২৮৬

চৌ—তাঁর যোগিনীর বেশ করি' পিতা দরশন ।
হৃ'কুল পাবন বৎসে হ'ল আচরণে ভব ।
তব পুত আচরণ পরাভবি' গঙ্গায় ।
করেন মহিমাময় জাহ্নবী তিনস্থান ।
স্নেহভরে কহিলেন পিতা সত্য চাক্রবাণী ।
আবার জননী পিতা লইলেন বৃকে তুলি' ।
সীতা'না কহেন কিছু মনে মনে কুণ্ঠিত ।
জনকে কহেন রাণী মন বুঝি' ছুহিতার ।

বিশেষ মোদিত আর হইলেন তুষ্ট-মন ॥
সবে বলে তব যশে উজ্জ্বল হ'ল ভব ॥ ১
কোটি ব্রহ্ম-কৃত অণ্ডে ভাসা'য়ে চলিয়া যায় ॥
সন্ত-সমাজ বহু করিল এ নির্মাণ ॥ ২
মনোমাঝে কুণ্ঠিতা জানকী সে কথা শুনি' ॥
হিত-ভাষে শিক্ষা দেন শুভাশীষ বাণী বলি' ॥ ৩
রজনী-যাপন হেথা হ'বে অতি গর্হিত ॥
বাথানেন মনে মনে স্বভাবের শীলতার ॥ ৪

জনক-স্নানস্নান-সংবাদ ; ভরতের গুণ কীর্ত্তন

দো—বারবার ঈদে

আদরে জড়া'য়ে

সীতারে ফিরে' পাঠান ।

সুচতুরা রাণী

পাইয়া সময়

ভরত-দশা জানান ॥ ২৮৭

চৌ—ভূপাল প্রবণ করি' ভরতের ব্যবহার ।
মুদেন সজল-জাঁখি পুলক জাগে বয়ামে ।

স্বর্ণে সুরভি যেন স্নায় চাঁদিনী-সার ॥
দৃশ্য দৃশ্য ক'ন তাঁ'র স্নয়শে মোদিত মনে ॥ ১

* মার্কণ্ডের মুনির তপস্তায় প্রীত নারায়ণ তাঁহাকে বর-প্রার্থনা করিতে বলায় তিনি নারায়ণকে নিজ হৃদয় কিছু লীলা দেখাইতে বলেন । তখন ভগবান তাঁহাকে প্রলয়ের লীলা দেখান । সমস্ত হৃদয় জলে মগ্ন, শুধু এক বট পত্রের উপর ভগবান শায়িত । সেই মনোহর বালক-বৃষ্টি দেখিয়া মার্কণ্ডের মুগ্ধ হইলেন । তাঁহার দিকে আগ্রহ হইলে পর, ভগবানের দাস-বেশে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার উদর-মধ্যে প্রবেশিত হইলেন ও তথায় সমস্ত হৃদয় দর্শন হইল ।

ক'ন মন দিয়া শুন হে সুমুখি সুলোচনি । ভরতের কথা ভব-বন্ধন বিমোচনী ॥
 ধর্ম রাজনীতি আর অপর ব্রহ্ম-বিচার । এই তিনে আছে মম যথা-মতি অধিকার ॥ ২
 সেই জ্ঞান-বুদ্ধি মোর ভরতের মহানতা । কহিতে কি ছলে ছায়া ছুঁইতে নাহি ক্ষমতা ॥
 বিধাতা গণেশ শেষ মহাদেব বীণাশাণি । পণ্ডিত কবি আর মাত-বিশারদ জ্ঞানী ॥ ৩
 ভরতের আচরণ চরিত কীর্ত্তিচয় । বিমল বিভব গুণ ধর্ম কম-বিনয় ॥
 শুনিতে বুঝিতে লাগে সুখপ্রদ সবাকার । শুদ্ধিতে গঙ্গায় নিন্দে স্বাদেতে অমিয়ে আর ॥ ৪

দো—সীমাহীন গুণ

অনুপ পুরুষ

ভরত তুলনাহীন ।

সুমেরু লোষ্ট্রে

তুলনা ভাবিয়া

তাই কবি-মতি দীন ॥ ২৮৮

চৌ—ভরত মহিমা শুভে বাক্যের অগোচর । জলহীন মীন-গতি যেমন ধরার 'পর ॥
 শুন রাণি ভরতের সীমাহীন মহিমারে । জানেন কেবল রাম না পারেন কহিবারে ॥ ১
 এ ভাবে প্রভাব করি' ভরতের বর্ণন । দয়িতার মন বুঝি' বিদেহ-রাজন্ ক'ন ॥
 লক্ষ্মণ গৃহে আর বনে যাওয়া ভরতের । এই ভাল আর এই ভাল লাগে সকলের ॥ ২
 কিন্তু দেবি যেই প্রেম ভরতের রাম সনে । যে প্রতীত তা'র পাশে সব যুক্তি হার মানে ॥
 রামে যদি বলা যায় চরম হৃদি-সমতা । ভরত তা' হ'লে স্থির পরম স্নেহ-মমতা ॥ ৩
 রামে ত্যজি' ধর্ম কিবা স্বার্থ-সুখ যত আছে । স্বপনেও নাহি উঠে মনেতে ভরত-কাছে ॥
 রামের চরণে প্রেম সিদ্ধি সাধনা তা'র । এই সার ভরতের চ'খে পড়ে যা' আমার ॥ ৪

দো—অমেগ মানসে

রামাদেশ হেলা

ভরতে নহে কখন ।

স্নেহবশে শোচ

করিও না নৃপ

গদগদ ভাষে ক'ন ॥ ২৮৯

জমক-বশিষ্ঠাদি সংবাদ

চৌ—প্রীতিভরে ভরত ও রাম-গুণ গণনায় । নিমেষ-সমান সারা রজনী পোহা'য়ে যায় ॥
 প্রত্যুষে ঘুম ভাঙ্গি' ছুই নৃপ-পরিজন । স্নান-শেষে দেবপূজা করে সবে আরম্ভন ॥ ১
 স্নান সমাপনে গুরু-সকাশে গমন করি' । বন্দি' চরণ রাম ক'ন মতি অনুসরি' ॥
 হে নাথ ভরত যত পুরবাসী মাতাগণ । বিকল শোকেতে আর বনবাসে খিঃ-মন ॥ ২
 বহু দিন হ'য়ে গেল প্রজাসহ মিথিলেশ । কানন-মাঝারে নানা সহ করেন ক্লেশ ॥
 উচিত যেমন হয় কর এবে তা'ই নাথ । সবাকার হিত-ভার ভ্রম্ভ তোমারি হাত ॥ ৩
 কথা-সনে ফুটে মুখে কুণ্ঠিত ভাব তাঁ'র । পুলকিত মুনি হেরি' বিনয় স্বভাব আর ॥
 মুনি ক'ন তোমা বিনা রাম সব সুখ-সাজ । নরক সমান হেরে ছ' রাজ-জন সমাজ ॥ ৪

দো—প্রাণের পরাণ

জীবের জীবন

সুখে সুখ তুমি রাম ।

তোমা ত্যজি' যা'র

গৃহে বশে মন

বিধাতা তাহারে বার্ম ॥ ২৯০

চৌ—হো'ক থাক্ সেই সুখ করম ধরম আর । যথা প্রেম নাহি রাম-চরণকমলে সার ॥
 সে যোগ কু-যোগ আর অ-জ্ঞান জ্ঞান সেই । যাহে রাম-ভকতির মুখ্যতা-বোধ নেই ॥ ১
 তোমা বিনা দুখী সবে যে সুখী সে তোমা পে'য়ে । যা'র প্রাণে যাহা আছে কে জানে তোমার চেয়ে ॥
 তোমার আদেশবাণী মস্তকে সবাকার । বিদিত কৃপাল ভাল কেমন গতি কাহার ॥ ২
 নিজ আশ্রমে এবে করহ প্রতিগমন । এত বলি' মুনিরাজ প্রেমেতে শিথিল মন ॥
 প্রণাম করিয়া তবে যা'ন রাম নিজ বাসে । ধৈর্য্য ধরিয়া মুনি গেলেন বিদেহ-পাশে ॥ ৩
 রামের বচন গুরু করেন নৃপ-গোচর । বরগি' বিনয় প্রেম সে স্বভাব মনোহর ॥
 ক'ন মহারাজ এবে কর তা'ই আয়োজন । ধর্ম্ সহিত হিত লভে যাহে সবজন ॥ ৪

দৌ—জ্ঞানের নিধান পাবন সুজ্ঞান ধর্ম্মব্রত মহারাজ ।
 তুমি বিনা এই অনিশ্চয় দূর কোন জন করে আজ ॥ ২৯১

চৌ—বশিষ্ঠ-বচনে আসে বিদেহের অমুরাগ । বিরতি ও জ্ঞান(ও) হ'ল দশা হেরি' হৃত-রাগ ॥
 স্নেহ-বশে ল্লথ দেহে করেন মনে বিচার । অমুচিত আগমন হেথায় হ'ল আমার ॥ ১
 রামে নৃপ দশরথ কাননে যাইতে ক'ন । নিজে প্রিয়-প্রেমব্রত করিলেন উদ্‌যাপন ॥
 এবে মোরা বন হ'তে পাঠা'য়ে গহন বনে । বিবেক বড়াই ল'য়ে কিরিষ মোদিত মনে ॥ ২
 তাপস ব্রাহ্মণ মুনি দেখি' শুনি' এ সকল । শ্রীরাম-প্রেমের বশে হ'লেন অতি বিকল ॥
 সময় বিচার করি' স্থির হ'য়ে মহারাজ । ভরতের কাছে যা'ন সহিত জনসমাজ ॥ ৩
 ভরত মিলেন নৃপ সনে হ'য়ে আগুয়ান্ । সময়ের উপযোগী আসন করেন দান ॥
 হে তাত ভরত ক'ন মিথিলার অধিপতি । শ্রীরাম-স্বভাব কিবা আছে তব অবগতি ॥ ৪

দৌ—সত্যব্রত রাম ধর্ম্ম-পরায়ণ শীল স্নেহ সবাকায় ।
 সঙ্কট স'ন সঙ্কটে তব কি আদেশ কথা যায় ॥ ২৯২

চৌ—শুনি' রোমাঞ্চিত তহু জল ভরে ছ'নয়নে । ভরত কহেন বাণী অতিশয় বীর মনে ॥
 আপনি পিতার সম পূজিত প্রভু আমার । গুরু সম হিতকারী নহে মাতাপিতা আর ॥ ১
 কৌশিকী-আদি মুনি সচিবগণ-সমাজ । বিরাজিত জ্ঞাননিধি-সমান আপনি আজ ॥
 সন্তান দাস চির আদেশের অমুগামী । এই বুঝি' উপদেশ প্রদান করুন স্বামী ॥ ২
 এই সভা এই স্থান হেথা কি জিজ্ঞাসা তবে । মোনে মলিন-মতি কহিলে পাগল ক'বে ॥
 তথাপি এ ছোটমুখে বড় কথা উচ্চারিব । বিধাতা বিমুখ ব'লে আশা তব ক্ষমা পা'ব ॥ ৩
 আগম নিগম আর পুরাণে এ হেন কয় । সেবা-ধর্ম্ম সুকঠিন জানে তা' জগতময় ॥
 স্বামী-ধর্ম্মে স্বার্থে আর সত্যত রহে বিরোধ । বৈরতার নাহি আশি প্রেমে নাহি জ্ঞান-বোধ ॥ ৪

দৌ—চাহি' রাম-সুখ ধর্ম্ম পালিয়া মোরে জানি' পরাধীন ।
 সব-সম্মত সর্ব্ব-হিত যাহে প্রেম বুঝি' ক'রে দিন ॥ ২৯৩

ইন্ড্রের দুর্ভাবনা

চৌ—ভরতের বাণী শুনি' হেরিয়া স্বভাব তাঁ'র। সমাজ সহিত রাজা বাখানেন বারবার ॥
 সরল জটিল বাণী কঠোর মুহু আবার। সংক্ষেপ বাণী তবে অর্থ অতি অপার ॥ ১
 যেমন মুকুরে মুখ সে মুকুর করে রয়। তথাপি না যায় ধরা ভাষা হেন মোহময় ॥
 নৃপতি ভরত মুনি সহিত জনসমাজ। যা'ন তথা যথা দেব-কুমুদের দ্বিজরাজ * ॥ ২
 শুনিয়া এ সমাচার ব্যথিত প্রজারা যত। নব বরষার-বারি পে'য়ে মীন যেইমত ॥
 অগ্রে বশিষ্ঠ-দশা হেরিলেন দেবগণ। পরে জনকের প্রেম করিলেন দরশন ॥ ৩
 রাম-ভকতিতে ভরা হেরিলেন ভরতেরে। স্বার্থপর দেবগণ ক্ষুব্ধ নিরাশা ভরে ॥
 হেরিলেন সকলেই শ্রীরাম-প্রোমে বিভোর। অমরগণের আর ভাবনার নাহি ওর ॥ ৪

দৌ—স্নেহ সঙ্কোচ- পূরিত শ্রীরাম বাসব স-শোচে ক'ন।
 হইবে অকাজ যদি প্রপঞ্চ নাহি স্বজ' দেবগণ ॥ ২৯৪

চৌ—দেবগণ স্মরিলেন বাগ্‌দেবী বীণাপাণি। দেবতা শরণে তব রাখ' পায়ে বরাননি ॥
 ফিরাও ভরত মন সৃষ্টিয়া আপন মায়া। রাখহ অমরকূলে বিস্তারি' ছল-ছায়া ॥ ১
 দেবের মিনতি শুনি' চতুরা ভারতী ক'ন। জানি' স্বার্থপরায়ণ মূর্থ অমরগণ ॥
 চাহ করিবারে যাহে ভরতের মন নড়ে। সহস্র চ'খেও তবু স্মরক না চ'খে পড়ে ॥ ২
 বিধাতা ও হরিহর-মায়া অতি বলবতী। সেও বলহীন চাহি' ভরতের মতি-প্রতি ॥
 কহ মোরে সেই মতি ভ্রান্ত করার তরে। চাঁদিনী কি রুদ্র-কর তপনে হরিতে পারে ॥ ৩
 ভরত-হৃদয়তল জানকীরাম-নিবাস। তিমির কি তথা যায় যথা রবি সুপ্রকাশ ॥
 এত বলি' ব্রহ্মলোকে শারদা করেন গতি। রাতে চক্রবাকু প্রায় দেবদল স্নানমতি ॥ ৪

দৌ—স্বার্থপর হীন- মতি দেবগণ সবে কুমন্ত্র করি'।
 রচিত প্রবল মায়ায় ছলনা ভয় ভ্রম দুখ ভরি' ॥ ২৯৫

শ্রীরাম-ভরত-সংবাদ

চৌ—হেন অপকর্ম করি' ভাবে মনে দেবরাজ। সাধন নাশনক্ষম ভরত-ই নব কাজ ॥
 এদিকে জনক যা'ন শ্রীরামের সন্নিধান। দিলেন উচিত মান রঘুমণি সবজনে ॥ ১
 দেশ কাল জন ধর্ম-উপযোগী বর-বাণী। বলেন তখন মুনি বশিষ্ঠ পরম জ্ঞানী ॥
 জনক-ভরত কথা করিলেন বর্ণন। পরে ভরতের সেই মনোহর সুবচন ॥ ২
 অবশেষে ক'ন রাম মোর মন বলে এই। পালন করুক সবে তোমার আদেশ যেই ॥
 একথা শ্রবণে রাম জোড় করি' দুই পাণি। কহেন সরল সত্য মুহু সুন্দর বাণী ॥ ৩

প্রভু' আপনার আর মিথিলেশ-সম্মুখে ।
মিথিলাপতির আর যে আদেশ আপনার ।

প্রাণে অমুচিত গণি বচন আনিতে মুখে ॥
আপনার দিব্য নাহি অজ্ঞা হ'বে তাঁর ॥ ৪

দৌ-রামের শপথে

সহিত সমাজ

রাজা মুনি স্নান হুখে ।

সবে চেয়ে' রয়

ভরতের পানে

কথা নাহি আসে মুখে ॥ ২৯৬

/ চৌ—ভরত হেরিয়া সভা নীরব কুষ্ঠা-ভরে । রহেন হৃদয় মাঝে অকহ-ধীরতা ধরে ॥
কু-সময় বৃষ্টি' প্রেম করিলেন সত্ত্বরণ । বর্ধমান বিদ্যাচলে বারিলা মুনি যেমন * ॥ ১
সুবিমল বুদ্ধিরূপা জগ-প্রসবিনী ধরা । যেন শোক-হিরণ্যাক্ষ-কবলিতা শোকাভূরা ॥
ভরত-বিবেক ধরি' বিশাল বরাহ-কায় । মুক্ত করিলা যেন তাহারে অবলীলায় ॥ ২
সবারে প্রণতি করি' সবে করি' জোড় কর । মিনতি করিলা রাম নৃপ গুরু সাধু' পর ॥
ক'ন সবে ক্ষমিবেন অবিনয় আজ মোর । সুকোমল মুখে কহি বচন অতি কঠোর ॥ ৩
করিতেই মনোময়ী বাণীয়ে মনে স্মরণ । হৃদি হ'তে তাঁর মুখ-পঙ্কজে আগমন ॥
বিমল বিবেক ধর্ম নীতি-ভরা সুরসাল । ভরত-ভারতী তাঁর মঞ্জু যেন মরাল ॥ ৪

দৌ—বিবেক-আঁখিতে

করি' দরশন

প্রণয়-প্লথ সমাজ ।

প্রণতি করিয়া

কহেন ভরত

স্মরি' সীতা-রঘুরাজ ॥ ২৯৭

চৌ—হে নাথ তুমিই পিতা মাতা সখা গুরু স্বামী । তুমিই পরম পূজ্য হিতকারী হৃদি-যামী ॥
পরম পুরুষ তুমি সরল শীল-নিধান । প্রণত প্রতিপালক সকলি-জ্ঞাত সূক্ষ্মান ॥ ১
শক্তিমান কর' হিত শরণে আসে যেজন । গুণ শুধু লও দোষ কলুষ কর' হরণ ॥
তুমিই উপমা তব হে গৌসাই মোর স্বামি । আর গুরুজন-জ্যোতী আমার তুলনা আমি ॥ ২
পিতা ও তব আদেশ মোহবশে ঠেলি' আজ । এসেছি হেথায় ল'য়ে আপন জনসমাজ ॥
এজগতে উচ্চ নীচ উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট । অমিয় অমর-পদ বিষ মৃত্যু যত সৃষ্ট ॥ ৩
কাহারেও নাহি হেরি নাহি শুনি কোনজন । মনেও আদেশ তব করে যে অবহেলন ॥
মোর হেন আচরণ সববিধ অ-বিনয় । ইহারেও সেবা স্নেহ মেনে নে'ছ দয়াময় ॥ ৪

* একবার পরিত্যক্ত বিদ্যার মনে এই ঈর্ষা হয় যে, সূর্য্য চন্দ্র আদি শুধু সূর্য্যকেই প্রদক্ষিণ করেন তাঁহাকেই বা তাঁহারা প্রদক্ষিণ না করিবেন কেন। মনে অহঙ্কার হইল,—বদি তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করা না হয়, তবে তিনি তাঁহাদের গমনাগমন-পথ বন্ধ করিয়া দিবে। এই বলিয়া বিদ্যাপরিত উত্তরোত্তর নিজ কলেবর বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। সূর্য্যের প্রদক্ষিণ-পথ বন্ধ হইয়া গেল। সূর্য্য এক দেবতারা ভাবিলেন, সূর্য্যের পথ অবরুদ্ধ হইলে জগতে আলোক-বিস্তার কিরূপে হইবে? উপায় চিন্তা করিয়া সকলে মহর্ষি অগস্ত্যের নিকটে গমন করিলেন। পরহিতব্রত মহর্ষি অগস্ত্য, উপায় নির্ধারণ করিয়া, পত্নী লোপামুদ্রাকে সঙ্গে লইয়া বিদ্যার নিকটে উপস্থিত হইলেন। বিদ্যা মহর্ষির চরণে প্রণত হইয়া তাঁহার উপযুক্ত সেবা প্রার্থনা করিলেন। উত্তরে অগস্ত্য বলিলেন,—“বতর্গিন আমি প্রত্যাবর্তন না করি, ততদিন তুমি এই ভাবে অবনত থাক।” এই কথা বলিয়া মহর্ষি প্রস্থান করিলেন, ও উজ্জয়িনীতে গিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তদবধি বিদ্যা পর্ত্তভ অবনতই রহিলেন, তাঁহার আর সূর্য্য-চন্দ্রের পথ বোধ করা হইল না। এ দিকে অগস্ত্যও আর কিরিলেন না।

দো—আপন কৃপায়
দুষণে ভুষণ

সু-স্বভাবগুণে
করিলে সুযশ

করিলে শুভ আমার ।
ছে'য়ে গেল চারিধার ॥ ২৯৮

চৌ—হে প্রভু তোমার রীতি সু-বাণী মহিমা যত । খ্যাত ত্রিজগতী তলে বেদাগমে কীৰ্ত্তিত ॥
কুটিল যে ক্রুর খল কুমতি কালিমা-লীন । নীচ শীল-বিরহিত নিরীশ্বর ত্রাসহীন ॥ ১
সেও আসি' সম্মুখে বারেক নমিলে পায় । শরণে আগত শুনি' আপনার কর তা'য় ॥
দেখেও তাহার দোষ হৃদে ঠাই নাহি দিয়া । তা'র শুনা-গুণ দাও সাধু-মাঝে প্রচারিয়া ॥ ২
কোন্ প্রভু সেবকেরে হেন কৃপা-পরায়ণ । সকল অভাব তা'র করে যে পরিপূরণ ॥
তা'র প্রতি নিজ দয়া স্বপনে না আনি' মনে । ভক্তের হৃথে শোচ রাখে হৃদে প্রতি'ধণে ॥ ৩
তুমিই সে স্বামী প্রভু অপর নহে সে আর । উঠাইয়ে হুই কর ক'ব করি' চীৎকার ॥
পশু নাচে হয় শুক ক্রমে পাঠ-সুপ্রবীণ । নৃত্য-গতি গুণ রহে শিক্ষক-জনাধীন ॥ ৪

দো—এরূপে নিবাহি'
তুমি কৃপাময়

সম্মানি' দাসে
বিনা কেবা আর

কর তা'রে সাধুস্তম ।
রাখে হেন নিজ পণ ॥ ২৯৯

চৌ—বাল-মতিবশে কিহ্না শোক-ঘোরে স্নেহভরে । আসিলাম এ কাননে আদেশ দলিত ক'রে ॥
তথাপি কৃপাল তুমি চে'য়ে আপনার পানে । মোর সব(ই) ভাল বলি' গ্রহণ করিলে প্রাণে ॥ ১
হেরিছু চরণ তব সকল শুভের মূল । বুঝিছু দাসেরে প্রভু স্বভাবতঃ অমূল ॥
এ বিপুল সভামাঝে হেরিছু আপন ভাগ । এমন প্রমাদ তবু এত তব অমুরাগ ॥ ২
কৃপা অমুগ্রহ মোরে ওহে কৃপা-পারাবার । যা' করিলে সব-রূপে নাহি সীমা নাহি পার
আপন স্বভাব শীল আর মহানতা-বলে । অপার আমার 'পরে ভালবাসা দেখাইলে ৩
করি' হেলা প্রভু আর সমাজের লাজ ভয় । যথা-কুচি বাণীযোগে বিনয় বা অবিনয় ॥
যত বাচালতা মোর হইল করা প্রকাশ । ক্রমা কর দেব সব জানিয়া আতুর দাস

দো—সুহৃদ সুজান
আদেশ এখন

প্রভু সম্মুখে
চাহে দাস হ'ল

অধিক কহায় দোষ ।
অতি মোর পরিতোষ ॥ ৩০০

চৌ—সত্য স্মৃতি স্থং-সীমারেখা যা' আমার । সে পদ সরোজ-রঞ্জে কহি'আমি করি' সার ॥
জাগ্রত স্বপ্ন কিহ্না স্থপ্তিতে কুচি যাহা । তোমার সকাশে প্রভু উদ্ঘাটি এবে তাহা ॥ ১
স্বার্থ কপট ছল চারিবর্গ পরিহরি' । অকপট প্রেমে প্রভু তব পদ সেবা করি ।
আদেশ-পালন সম প্রভু-সেবা কিছু নাই । সে সেবা-প্রসাদ দেব যেন দাস আমি পাই ॥ ২
এতেক কহিয়া প্রেমে বশ-হারা অতিশয় । শরীরেতে পুলকন হু'নয়নে বারি বয় ॥
প্রভু-পদ সরসিজ ধরেন ব্যাকুল মতি । কি সে কাল কি সে প্রেম কহিতে নাহি শক্তি ॥ ৩
কৃপানিধি প্রিয়ভাবে ভরতের সম্মানি' । বসালেন নিজ-পাশে ধারণ করিয়া পাণি ॥
হেরিয়া স্বভাব শুনি' সে মিনতি ভরতের । প্রেমেতে বিভল সভা শ্লথ মন ত্রীরামের ॥ ৪

ছ—স্নেহেতে বিমন	রঘুপতি-মন	মুনি সাধুগণ মিথিলাপতি ।
সবে মনেমনে	তঁাহার বাথানে	ভাইপণা আর পরা-ভকতি ॥
মলিন মানসে	দেবতা বরষে	কুসুম ভরতে কহিয়া জয় ।
শুনি' জনগণ	কুঞ্চিত যেন	নিশীথে নলিনী তুলসী কয় ॥

সো—নিরখি' দুঃখিত দীন

ইন্দ্র মহামলিন

হুই সমাজের পুরুষনারী ।

মঙ্গল চাহে মৃতেরে মারি ॥ ৩০১

চৌ—কপটতা কু-চালের একশেষ দেবরাজ । পরের অকাজ প্রিয় আর আপনার কাজ ॥
 বায়স-সমান যেন সুরেশ বাসব-রীতি । ছল মলিনতাভরা কা'রেও নাহি প্রতীতি ॥ ১
 প্রথমে কুমতি করি' কপটতা বিরচিল । তার পর উচাটন সব-শিরে চাপাইল ॥
 দ্বেষ-মায়া সহযোগে মোহিল সকল জনে । অতি বিকোভ নাহি হ'ল রাম-শ্রেমগুণে ॥ ২
 কা'রো মন স্থির নহে শঙ্কা ও উচাটনে । ক্ষণে সাধ বনে থাকে ক্ষণে গৃহ পড়ে মনে ॥
 বিপরীত মনোভাবে পীড়িত প্রজারা ভারি । সাগরের সঙ্গমে যেমন নদীর বারি ॥ ৩
 পরিতোষ নাহি আসে মনের দ্বিধার ফলে । আপন প্রাণের কথা এ উহারে নাহি বলে ॥
 তা' হেরি' মনেতে হাসি' কহেন কৃপানিধান । নবযুবা সারমেয় বাসব তিনে সমান ॥ ৪

দৌ—ভরত জনক

মন্ত্রী মুনিগণ

সাধু সন্তু পরিহরি' ।

দেবতার মায়া

যে যেমন তা'রে

ব্যাপিল সর্বোপরি ॥ ৩০২

চৌ—তঁার প্রতি প্রেম আর সুরপতি-ছলভারে । প্রপীড়িত হেরিলেন রঘুমণি সবাকারে ॥
 সভা মিথিলেশ গুরু বিপ্র সচিবগণ । ভরতের ভক্তিতে বন্ধ লগ্ন-মন ॥ ১
 রাম-পানে চে'য়ে রয় চিত্র-পুতলী মত । পড়া-পাখী মত কথা বলে হ'য়ে কুণ্ঠিত ॥
 ভরতের প্রীতি নতি সে মহিমা বিনয়ের । কহিতে কঠিন অতি সুখপ্রদ শ্রবণের ॥ ২
 করি' নরশন বাঁ'র ভকতির এককণা । মুনিগণ মিথিলেশ প্রেমেতে অনন্তমনা ॥
 মহিমা সে ভরতের তুলসী কি-ভাটব কয় । সে ভকতি-ভাবে হৃদে পুলকের বান বয় ॥ ৩
 আপনারে ছোট আর বড় বুঝি' মহিমারে । করি মর্যাদা-লাজে তা'রে নাহি বিস্তারে ॥
 গুণেতে ত' রুচি অতি ভাষা নাই কহিবারে । বালকের মতি-গতি যেমন কহিতে হারে ॥ ৪

দৌ—ভরত-স্বশ

বিধু সুবিমল

চকোরী কবির চিত ।

বিভোরে চাহিয়া

রহে ভক্ত হৃদি-

নভে: হেরি' সমুদিত ॥ ৩০৩

চৌ—ভরত-স্বভাব কথা নিগমের(ও) পাঁরা ভার । কমা ক'রো কবিগণ চপলতা এ আমার ॥
 কহিতে শুনিতে ভাব সাঙ্খিক ভরতের । কা'র নাহি জাগে রতি পদে সীতা-শ্রীরামের ॥ ১
 ভরতে স্মরিলে মনে শ্রীকাম-ভকতি যা'র । স্নলভ নাহিক হয় কে বেশী অভাগা আর ॥
 বুঝিয়া করুণাময় হৃদি-ভাষ সকলের । জানি' রাম গুণধাম প্রাণাবেগ ভরতের ॥ ২

ধর্মের ধুরন্ধর সুধীর নীতি-নাগর ।

বুঝি' দেশ বুঝি' কাল অবসর ও সমাজ ।

কহিলেন হেন ভাষা বাণীর সর্বস্ব যেন ।

হে তাত ভরত তুমি সব-ধর্ম্য ধুরন্ধর ॥

সত্য প্রণয় শীল সকল সুখ-সাগর ।

নীতি শ্রীতি-প্রতিপাল দীননাথ রঘুরাজ ॥ ৩

হিতকারী পরিণামে ঋতি-অমৃত হেন ॥

বেদ-বিদ্ লোক-বিদ্ প্রণয়াভিজ্ঞবর ॥ ৪

দো—কর্মে বচনে

মনেতে বিমল

তুমিই উপমা তব ।

গুরু-সভা আর

কু-সময়ে কিবা

অনুজ্ঞের গুণ ক'ব ॥ ৩০৪

চৌ—জান ভাই সবিশেষ তপন-কুলের রীতি । সত্যব্রত জনকের কীর্তিচয় আর শ্রীতি ॥

সময় সমাজ আর মর্যাদা গুরুজনে ।

কি ভাব নিহিত মিত্র অরি উদাসীন-মনে ॥ ১

কি কাজ উচিত ক'র অজানা নহে তোমার ।

জান কিসে ধর্ম্য তব পরা-হিত কি আমার ॥

সকল ভরসা মোর হৃদয় তোমার 'গরে ।

তবু তোমা ছু'টি কথা কহি কাল-অনুসারে ॥ ২

পিতারে হারা'য়ে ভাই মম কল্যাণ যত ।

গুরুকুল-কৃপাভরে রহে শুধু যথার্থ ॥

নহে মম প্রজাগণ পরিজন পরিবার ।

অধঃপাতে সকলেই যাইত সাথে আমার ॥ ৩

প্রদোষের আগে যদি অস্ত্র যা'ন দিনকর ।

কহ' তবে ক'র ত্রেশ নাহি হয় ধরাপর ॥

সেইমত বিধাতার কৃত এই উৎপাত ।

বাঁচা'লেন গুরুদেব মিথিলেশ সেই ঘাত ॥ ৪

দো—নৃপতি-করম

লজ্জা-বারণ

ধর্ম্য ধরণী ধাম ।

গুরুর প্রভাবে

করিলে পালন

হ'বে শুভ-পরিণাম ॥ ৩০৫

চৌ—গৃহে আর বন-মাঝে কি তোমার কি আমার । গুরুদেব-প্রসন্নতা রক্ষক সবাচার ॥

জনক জননী গুরু স্বামীর যাহা আদেশ ।

ধরিতে ধরম-ধরা যেন ধরা-ধর শেষ ॥ ১

হে তাত করহ তাহা মো'দিয়ে করাও তা'ই ।

দিনকর-বংশের রক্ষক হও তাই ॥

সাধকের সেই এক সব-সিদ্ধি প্রদায়িনী ।

কীর্তি সুগতি আর বিভূতিময়ী ত্রিবেণী ॥ ২

একথা বিচারি' মনে সহিয়াও অতি দুখ ।

প্রিয় প্রজা পরিবারগণেরে প্রদান' সুখ ॥

আমার বিপদে ভাগ করিল সবে গ্রহণ ।

তব ছুখ চারি-দশ বরষ অতি ভীষণ ॥ ৩

জেনে'ও কোমল তোমা কহি বাণী সুকঠোর

কু-সময় কালে তাত অনুচিত'নহে মোর ॥

শ্রেষ্ঠ ভ্রাতাই হয় কু-দিনে শুধু সহায় ।

হাতে নিবারণ করে দারুণ অশনি-ঘায় ॥ ৪

দো—সেবক নয়ন

কর পদ যেন

আর প্রভু মুখ হ'বে ।

তুলসি এ কম

শ্রীতি-রীতি শুনি'

সলাজে বাখানে সবে ॥ ৩০৬

ভরতের চিত্রকূট ভ্রমণ

চৌ—সমবেত জনগণ শুনি' বাণী শ্রীরামের ।

সিন্ধু অমিয় রসে যেন প্রেম-সাগরের ॥

শিখিল সকলে প্রেম-সমাধিতে নিমগন ।

হেরি' দশা করিলেন তৃষ্ণা বাণী ধারণ ॥ ১

ভরত-পর্যাণে পূরে পুত পরা-পরিভোষ ।

মোদিত আনন মন মুক্ত যত বিষাদ ।

আরবার নমিলেন চরণে ভকতিভরে ।

হে দেব হ'য়েছে সুখ তোমার সাথে যাওয়ার ।

এখন আমার 'পরে যে আদেশ তব হয়

এবে দেব দেহ মোরে সেই অবলম্বন ।

প্রভু অমুকুল হেরি' অপগত হৃৎ-দোষ ॥

মুক 'পরে বরষিল বাণীর যেন প্রসাদ ॥ ২

কহিলেন সরোরুহ-করযুগ জোড় ক'রে ॥

পে'য়েছি চরম লাভ জনম ভবে পাওয়ার ॥ ৩

আদরে ধরিয়া শিরে পালিব তা' কৃপাময় ॥

যে সেবা করিয়া গণা দিবস করি যাপন ॥ ৪

দো—গুরুর আদেশ

ধরিয়া হে দেব

তব অভিষেক তরে ।

আনিয়াছি সব

তীর্থ-সলিল

কি আদেশ তাহে মোরে ॥ ৩০৭

চৌ—রহে এক অভিলাষ মনোমাঝে অতিশয় । ভয়ে সঙ্কোচে মুখ হইতে না বা'র হয় ॥

রাম ক'ন কহ তাত প্রভুর লভি' আদেশ ।

ক'ন বাণী সিদ্ধি ত স্নেহরসে সবিশেষ ॥ ১

চিত্রকূট পুতস্থান তীর্থ-প্রদেশ বন ।

গিরি নিখ'র নদী সব খগ যুগগণ ॥

বিশেষ যে সব ঠাই প্রভু-পদচিহ্নিত ।

আদেশিলে দেখে' আসি জুড়াই তৃষিত চিত ॥ ২

রাম ক'ন মহাশ্মি অত্রি-আদেশ শিরে ।

ধরি' নির্ভয় প্রাণে বিচর কানন 'পরে ॥

মুনির প্রসাদে ভাই মঙ্গলদাতা বন ।

মানস মোহনকারী মঞ্জু অতি পাবন ॥ ৩

আদেশ তোমায় মুনি-নায়ক দিবেন যথা ।

আহরিত পুত-জল স্থাপন করিও তথা ॥

প্রভুর বচন শুনি' ভরত সুখে অধীর ।

অত্রি-কমলপদে পুলকে নোয়া'ন শির ॥ ৪

দো—শুনিয়া ত্রীরাম-

ভরত বারতা

সব মঙ্গল-মূল ।

স্বার্থী দেবতা

কুলেরে বাখানি'

ফেলে মন্দার ফুল ॥ ৩০৮

চে—শুণ ভরত শৃণু জয় রাম রঘুনাথ ।

বলে সব দেবদল অতীব পুলক সাথ ॥

মুনিগণ মিথিলেশ সভামাঝে সবা'কার ।

ভরত-বচন শুনি' উপজে সুখ অপার ॥ ১

রাম আর ভরতের প্রণয় ও গুণগ্রাম ।

বাখানেন পুলকিত মিথিলেশ অবিরাম ॥

প্রভু আর সেবকের প্রকৃতি হরয়ে মন ।

রীতি আর প্রেম তা'র পাবনে করে পাবন

সচিবেরা সভাসদ্যু সবে অতি অমুরাগে ।

নিজনিজ মতি-মত গুণকীর্তনে লাগে ॥

শুনি' শুনি' সংবাদ ত্রীরাম ও ভরতের ।

হরষে বিষাদে মন ডুবে ছুই সমাজের ॥ ৩

ত্রীরাম-জননী জানি' হৃৎস্থ সম মনে ।

করেন প্রবোধ দান অপর মহিষীগণে ॥

করেন রামের কেহ গুণকথা কীর্তন ।

ভরতের সু-স্বভাব বাখানেন অশ্রু জন ॥ ৪

দো—অত্রি ভরতে

তবে ক'ন আছে

গিরি-সান্নিদেশে কূপ ।

তীর্থ বারি তা'য়

করহ স্থাপন

অমিয় পুত অমুপ ॥ ৩০৯

চৌ—ভরত করিয়া লাভ মুনির অমুশাসন ।

তীর্থ-সলিল পাত্র করিলা সব প্রেরণ ॥

অমুজের সনে নিজে অত্রি ও সাধুগণ ।

যথা সে অতল কূপ করেন তথা গমন ॥ ১

স্থাপেন পাবন বারি সে পরম পুত স্থানে ।
আদিহীন কাল হ'তে তাত সিদ্ধ এইস্থল ।
তীর্থ-জলযুক্ত স্থল হেরিল সেবকগণ ।
দৈবেতে জগতের হ'য়ে গেল উপকার ।
এখন ভরত-কুপ ক'বে এবে সবজনে ।
সভকতি যথাবিধি করিলে অবগাহন ॥

অত্রি তখন ক'ন প্রেমৈতে মোদিত প্রাণে ॥
কালবশে অবিদিত লুপ্ত ছিল কেবল ॥ ২
গাইতে সে জল করে অজ্ঞ কুপ বিরচন ॥
সুগম হইল অতি অগম ধর্ম-বিচার ॥ ৩
অতীব পাবন হ'ল তীর্থ-বারি মিলনে ॥
শুদ্ধ কায়-বাক্যে-মনে হইবে মানবগণ ॥ ৪

দো—গাহিতে গাহিতে

কুপের মহিমা

এল' সবে যথা রাম ।

অত্রি শুনান

রাম রঘুবরে

তীর্থ-মহিমাগ্রাম ॥ ৩১০

চৌ—কহিয়া প্রণয়ভরে ধর্মের ইতিহাস ।
নিত্যকরম-শেষে ভরতেরা দুইজন ।
আড়ম্বরহীন সাজে ল'য়ে নিজ দলবলে ।
কোমল চরণতল নাহি তাহে পদপ্রাণ ।
লুকা'য়ে কীলক কুশ কঁকর কু-পথ যত ।
বিরচিল বসুমতী মঞ্জুল পথচয় ।
কুসুম বরষি' সুর জলধর ছায়া করি' ।
মৃগ হেরি' স্নানয়নে পাখী তুলি' মধু তান ।

সুখে নিশা গত হ'ল হ'ল দিবা সুপ্রকাশ ॥
অত্রি গুরু শ্রীরামের আদেশ করি' গ্রহণ ॥ ১
রাম-বন প্রদক্ষিণ করিবারে হেঁটে' চলে ॥
হেরিয়া কাতরা ধরা কোমল করে বয়ান ॥ ২
কঠোর কু-বস্তু সব করি' আঁখি-অন্তরিত ॥
প্রদানি' ত্রিবিধ সুখ মন্দ মলয় বয় ॥ ৩
তৃণ নিজ মূঢ়তায় তরু ফলে ফুলে ভরি' ॥
সবে রাম-প্রিয় জানি' তুষিল ভরত-প্রাণ ॥ ৪

দো—হেলাতেও রাম-

নাম নিলে সব

সিদ্ধি সুলভ হয় ।

রাম-প্রাণ সম

ভরতের তরে

বড় কথা ইহা নয় ॥ ৩১১

চৌ—এইভাবে পরিক্রম ভরত করেন বন ।
সুপাবন জলাশয় পুণিত ধরগীভাগ ।
সকলি পুণিত অতি সুন্দর মনোহর ।
প্রাঙ্গণে মূনি অতি পুলকিত মন ।
প্রণাম করেন কোথা কোথা বা অবগাহন ।
মুনি-উপদেশে কোন স্থানে হ'য়ে সমাসীন ।
হেরিয়া স্বভাব তাঁর সেই সেবা সে প্রণয় ।
কিরেন অতীত যবে সহ-অর্দ্ধ দ্বিপ্রহর ।

নিয়ম ও প্রেম হেরি' লজ্জিত মুনি-মন ॥
বিহগ পাদপ তৃণ পশু গিরি বন বাগ ॥ ১
দিব্য দরশ করি' শুধান' রাঘববর ॥
সবার কারণ নাম গুণের প্রভাব ক'ন ॥ ২
কোথাও হেরেন শোভা প্রাণ মন-বিমোহন ॥
লক্ষ্মণ-সীতারাম-চিহ্ননে হ'ন লীর ॥ ৩
প্রমোদিত বনদেব-আননে' আশীষ বয় ॥
করেন প্রভুর পদ দর্শন তাঁরপর ॥ ৪

দো—তীর্থ সকল

করিতে ভ্রমণ

পঞ্চ দিবস যায় ।

অবগে কখনে

হরিহর-গুণে

সদ্ধা আসি' ঘনায় ॥ ৩১২

শ্রীরাম-ভরত সংবাদ ; ভরতের বিদায় গ্রহণ

চৌ—প্রভাতে স্নানের শেষে মিলিল সব সমাজ । ভরত ব্রাহ্মগণ মিথিলার মহারাজ ॥
সেইদিন শুভদিন বুঝিয়াও নিজ মনে । বিরত কুষ্ঠা-ভরে রাম মুখে আনয়নে ॥ ১



শ্রীরামচন্দ্রের পাছক-পূজা

হেরেন ভরতে গুরু মিথিলেশে জনগণে ।
 ভাবে মনে জনগণ বাখানি' বিনয় তাঁর ।
 বৃদ্ধ ভরত তেবে নিরখি' রানের পানে ।
 পশুৎ নতি করি' ছোড় করি' হুই কর ।
 মোর তরে সকলেই কত ক্রেশ ভোগ করে ॥
 এখন আমারে প্রভু দেহ তবে এ আদেশ ।

সঙ্কট-ভারে পুনঃ চাহেই ধরনী পানে ॥
 সঙ্কট-ভরা প্রভু রাম-সম নাহি আর ॥ ৬
 দাঁড়ান আসন ছাড়ি' বীরতা বাঁধিয়া আগে ॥
 ক'ন মোর সব সাধ পূরাইলে রত্নবর ॥ ৩
 তুমিও কতই দুখ সহিলে আমার ভরে ॥
 অযোধ্যায় গিয়া সেবা করি' দিন করি শেষ ॥ ৪

দৌ—যে উপায়ে দাস
 গণা-দিন তরে

পায় পুনরায়
 তাহাই শিখাও

দরশ দীনদয়াল ।
 কোশল-পাল কপাল ॥ ৩১৩

চৌ—হে প্রভু তোমারি প্রেমে প্রজা পূর-পরিজন । সবাই হরষে রহে পুত রসে নিমগন ॥
 ভবদুখ-দাবদাহ সুখদ তব কারণে ।
 সকলি বিদিত প্রভু বৃষ্টি'মন সবাকার ।
 প্রণত-প্রতিপালক পালিও সকলজনে
 প্রচুর ভরসা এত সববিধি তব 'পরে ।
 আশ্তি আমার আর নাথ তব ভালবাসা ।
 এই মোর মহাদোষ করিয়া অপনোদন ।
 এ মিনতি ক্ষীর-নীর-ভেদকারী হংসী-প্রায় ।

বার্থ পরমপদ হে প্রভু তোমা বিহনে ॥ ১
 কি লালসামতিগতি ধরে দাস এ তোমার ॥
 ইহ-পর দুই দিক রাশিও আপন গুণে ॥ ২
 ভাবি যদি ভিলসম তবু প্রাণ নাহি ডরে ॥
 হু'য়ে মিলি' জন্ম-মার্কে প্রোথিল এ দৃঢ় আশা ॥
 শুনাও দাসেরে প্রভু কৃপা করি' মোচন ॥
 ভরতের গুণগান-মুখর কহন সভায় ॥ ৪

দৌ—দীননাথ শুনি'
 দেশ কাল আব

অমূল্য-বচন
 অবসর বৃষ্টি'

অতি দীন হলহীন ।
 ক'ন রাম সুপ্রবোধ ॥ ৩১৪

চৌ—তোমার আমার কিছা আত্মীয়ের চিন্তা যত । বনে-কিছা গৃহে গুরু নৃপ 'পরে রহে তাত ॥
 মাথার উপরে যবে গুরু মুনি মিথিলেশ ।
 তোমার আমার ভ্রাই পবন পুরুষকার ।
 শুধু এক জনকের আদেশ পরিপালনে ।
 জনক জননী গুরু পালিয়া প্রভু-আদেশ ।
 এ কথা রাখিয়া মনে হু'য়ে অচিন্ত্য মন ।
 রাজ্য অথবা ধন পরিজন পরিবার ।
 তুমি শুধু গুরু মাতা সচিবের কথা মত ।

কি তোমার কি আমার স্বপনেও নাহি ক্রেশ ॥
 স্বার্থ সুখশ ধর্মলাভ পরমার্থ আর ॥
 লোকতঃ ধর্মতঃ শুভ জনকের কল্যাণে ॥ ২
 গেলেও কুপণে নাহি পতনের ভয়-লেশ ॥
 গণা-দিন পূরা করি' কোণল কর' পালন ॥
 গুরু-পদরজ 'পরে সবার রক্ষণ-ভার ॥
 ধরা প্রজা রাজধানী পালনে-রহবে রত ॥ ৪

দৌ—মুখের-সমান
 পালিবে পুথিবে

হ'বে যে প্রধান
 সারা অবয়বে

পানাহার শুধু তাঁর ।
 বিবেকে করি' বিচার ॥ ৩১৫

চৌ—নৃপতি-ধরম বাহা। এই সাধ কথ। মন-মাঝে মনোরথ লুকাইয়া রয়ে যথা।
 করিলেন নানাভাবে অমুখে প্রবোধ দান। তথাপি আশার বিনা শাস্ত নহে প্রাণ ॥ ১
 ভরত-প্রণয় গুরু মন্ত্রী জনসমাজ-। আগে স্নেহে বশহীন কুণ্ঠিত রঘুরাজ ॥
 দিলেন চরণ-প্রাণ কৃপা করি' অবশেষে। ভরত আদরে শিরে ধরিলেন পরিতোষে ॥ ২
 করুণার আয়তন প্রভুর চরণ-প্রাণ। যেন ছই ঘোবুরিক রক্ষিতে প্রজা-প্রাণ ॥
 ভরতের প্রেম-মণি রাখিতে যেন আশার। দ্বি-অক্ষর নাম যেন সাধু-তরে সবার ॥ ৩
 কপাট রাখিতে কুলে কর যেন সু-করমে। বিমল নয়ন যেন সেবা-ধর্ম দর্শনে ॥
 প্রাণাধার লাভ করি' ভরত মোদিত মন। প্রাণে সেই সুখ যেন সীতারাম সাধে র'ন ॥ ৪

দৌ—নমিয়া বিদায় যাচেন ঐরাম হৃদয়ে জড়ায়ে লন।
 কুট ইন্দ্র বৃষ্টি' অবসর তুলে লোক-প্রাণে উচাটন ॥ ৩১৬

চৌ—সবাকার হিতকর তবু হ'ল উচাটন। গণা-দিন পুরা'বার আগা-সম-হৃদিধন ॥ *
 নহে লক্ষণ সীতারামের বিরহ-শোকে। হাঠাকার করি' সব জীবন ত্যজিত লোকে ॥ ১
 করিল রামের কৃপা ইহা হ'তে নিস্তার। অপকারী দেব মায়া ক'রে দিল উপকার ॥
 করেন ভরতে ভুজ-বন্ধনে আলিঙ্গন। রাম-প্রেমরস নাহি করা যায় বরণন ॥ ২
 লেহে মনে বচনেতে উথলিত অমুরাগ। ধীরতা-ধুরন্ধর করেন ধীরতা ত্যাগ ॥
 বারিষ্ক-লোচন হ'তে বারি ঝরে ঝরঝরে। হেরি' দশা পুরগণ সবজন খেদে' মরে ॥ ৩
 মহাধীর মুনি গুরু বশিষ্ঠ বিদেহ-রায়। জ্ঞানগুণে মনে বাঁ'রা করিলেন হেম-প্রায় ॥
 বিরচিলা অ-বিকার চারিমুখ বাঁহাদের। কমলের পাতা যেন জলে ভব-সাগরের ॥ ৪

দৌ—তাহারাও হেরি' ভরত-রামের অমুগ প্রীতি অপার।
 কায়-মন-বাক্য মগ্ন-মন হ'ন বিরাগ সহ বিচার ॥ ৩১৭

ভরতের অবোধ্যা প্রতিগমন ও মন্ত্রীপ্রাণে অবস্থান

চৌ—বশিষ্ঠ-জনক-মতি যথায় বিভল হয়। সাধারণ প্রেম নাম দিলে দোষ অতিশয় ॥
 শুনি' করি'ছেন রাম-বিয়োগের বরণন। কঠোর-পরাক্রম কবি ভাবিবেন সবজন ॥ ১
 সে মহা-সঙ্কোচ রস নিতান্ত কথনাতীত। কাল আর প্রেম 'অরি' কবি হ'ন কুণ্ঠিত ॥
 ভরতে মিলিয়া রাম করেন প্রবোধ দান। পরে অরি-নিসূদনে হরষে বৃকে জড়ান ॥ ২

* নিষ্কিষ্ট চৌক বৎসর অতীত হইলে রামনীতা লক্ষণকে আবার পাঠিবার আশা যেমন সকলের জীবনধারণের এক কাণ ছিল, সেইরূপ ইন্দ্র-রচিত উচাটনও তাহাদের জীবনধারণের অপর কাণ হইয়াছিল : নহিলে রামনীতা লক্ষণের বিয়োগের বিরহে সকলের জীবনান্ত হইত।

ভৃত্য সচিবগণ ভরত-অমুশাসনে ।

অবশ্যে দাক্ষণ দুখ প্রাণে পার হ' সমাজ ।

প্রজ্ঞা-দসরসিদ্ধ পূজি' ভাই দুইজন ।

মুনিগণ তপাচারী বনদেব বারবার ।

নিয়োজিত হ'ল মিত্র নিজ কার্য-সাধনে ।

শুরু করে গমনের যত আয়োজন-সাজ ।

শিরে ধরি' শুভাশীষ করিল প্রকিরণ ।

করিলেন সম্মানে আপ্যায়ন-সুখকার ।

দো—লক্ষ্মণে মিলি'

যা'ন প্রেমভরে

নমিয়া ধরিয়া

আশীর্ব্বাদ শুনি'

শিরে সীতা-পঙ্কজা

সব মঙ্গল-মূল ॥ ৩১৮ ॥

চৌ—অমুজ সহিত রাম নমিয়া বিদেহ-পদে ।

ক'ন প্রভু দয়াবশে পাইলে বড়ই ক্লেশ ।

যাও দেব ফিরে' এবে মোদের দিয়া আশীষ ।

তা'র পর মুনি সাধু বিজগণে সম্মানি' ।

ঋজু সমীপদেশে গিয়া ভাই দুইজন ।

কৌশিকী বামদেব জাবালী ও পুরজনে ।

প্রাপ্য যেমন যা'র মিনতি করি' প্রণাম ।

উচ্চ কি মধ্য নীচ কি রমণী কিবা নর ।

করেন মিনতি গা'ন মহিমা অনেক ইন্দ্রে ।

আপন সমাজ সনে কাননে আসিলে শেষ ॥ ১

ধৈর্য্য ধারণ করি' ফিরেন তবে মহীশ ।

বিদায় করেন সবে হরিহর সম জানি' ॥ ২

ফিরেন নমিয়া পদে আশীষ করি' গ্রহণ ।

পরিজন মন্ত্রী যা'রা রত শুভ-আচরণে ॥ ৩

সবারে বিদায় দান করে সামুজ রাম ।

সম্মান দান রিক' ফিরা'লেন রঘুবর ॥ ৪

দো—কেকয়ী-চরণে

দিলেন বিদায়

নমি' প্রভু মিলি'

পালকী সাজা'য়ে

অনাবিল প্রেম সনে ।

লাজ দুখহীন মনে ॥ ৩১৯ ॥

চৌ—পরিজন পিতামাতা সনে দেখা করি' সীতা । ফিরিলেন প্রিয়তম দয়িতা-প্রেম-পুষ্টিতা ॥

মিলিলেন নতি করি' সব ঋজুর সনে ।

কহিতে সে প্রেম-গাথা সুখ নাহি কবি-মনে ॥ ১

লাজ-উপদেশ লভি' মনোমত আশীর্ব্বাদ ।

হু'-কুলের প্রতি প্রেম সীতার প্রাণে অগাধ ॥

রঘুপতি আনাইয়া বর-যান মনোহর ।

প্রবোধি' জননীগণে বসা'লেন তত্পর ॥ ২

সমান প্রীতির ভরে রাম লক্ষ্মণ-সনে ।

বারবার মিলি' দেন বিদায় জননীগণে ॥

স্বাজাইয়া বার্জি গজ স্পর্শ নানা বাহন ।

ভরত ও নৃপদল করেন প্রতিগমন ॥ ৩

হৃদয় ফেলিয়া সীতা লক্ষ্মণ রাম প'রে ।

ফিরে' যায় সবজন আকুলতা হৃদে ধ'রে ॥

বৃষভ বারণ হয় তাহারাও স্নান-হিয়া ।

পরবশ হ'য়ে চলে মন-সুখ হারাইয়া ॥ ৪

দো—গুরু-পত্নী গুরু-

হরষ বিবাদ

পদে নমি' প্রভু

লইয়া ফিরেন

সীতা লক্ষ্মণ সনে ।

পত্রের নিকেতনে ॥ ৩২

চৌ—অতি সম্মানে দেন নিবাদরাজে বিদায় ।

কৌল ভীল ব্যাধ আদি যত বনচরগণ ।

বিবাদে ভরিয়া প্রাণ শুহ গৃহে ফিরে' যায় ॥

ফিরিতে লাগিল করি' রাম-পদ বন্দন ॥ ১

যসি' প্রভু বটভঞ্জে সীতা লক্ষণ-সনে ।
ভরত-অভাব প্রেম সহ নিজ বর-বাণী ।
প্রেমোন্মেতে বিভোর হ'য়ে কহেন শ্রীমুখে রাম ।
সেইকালে খগ যুগ কিবা জলমাঝে মীন ।
শ্রীরামের দশা হেরি' যতেক অমরগণ ।
প্রণাম করিয়া প্রভু আশ্বাস দেন সবে ।

প্রিয়জন-বিরহের বিষাদে কাতর মনে ॥
দয়িতা অমূল্য পাশে কহিলেন বিবরণি' ॥
তা'র প্রেম ক্রিয়া-মন-বার্ণ-গত গুণগ্রামে
চিত্রকূটবাসী চর-অচর সবে মলিন ॥ ৩
কুশুম বরষি' করে নিজ হৃৎ-নিবেদন ॥
নির্ভয়ে শ্রীতমনে সুরগণ ফিরে স্তবে ॥ ৪

দো—অমূল্য জানকী
ভদ্র ধরি' জ্ঞান

সঙ্গেতে প্রভু
ভকতি বিরাগ

পর্ণকুটীরে র'ন ।
যেন শোভে বিমোহন ॥ ৩২১

চৌ—ভরত বশিষ্ঠদেব বিজ্ঞ মুনি মহীপতি ।
করিতে করিতে মনে প্রভুর গুণে স্মরণ ।
যযুনা সকলে মিলি' হইলেন উত্তরিত ।
সুরধুনী-পরপারে আবাস দ্বিতীয় দিনে ।
সঙ্গ নদী হ'য়ে পার গোমতীতে স্নান করি' ।
চারি দিন অযোধ্যায় বিদেহ করি' যাপন ।
মন্ত্রী বশিষ্ঠ আর ভরতেরে স'পি' রাজ ।
শ্রীরামের রাজধানী অযোধ্যার নরনারী ।

জনগণ শ্রীরামের বিরহে কাতর অতি ॥
ভাষা-হীন দীন মনে করেন পথে গমন ॥ ১
সে দিবস অনাহারে হইল অতিবাহিত ॥
করিল নিষাদ সব আয়োজন সবতনে ॥ ২
আসিলেন চারিদিনে কোশল-নগরে ফিরি' ॥
রাজ-কাজ সমাধানে করি' সব আয়োজন ॥ ৩
মিথিলায় যা'ন ফিরে' করিয়া সকল সাজ ॥
সুখে বাস করে গুরু-উপদেশ শিরে ধরি' ॥ ৪

দো—রাম-দরশন
তাজি' ভোগ-সুখ

কারণে সকলে
জীয়ে শুধু গণা-

করে ব্রত উপবাস ।
দিন পুরা'বার আশ ॥ ৩২২

চৌ—সচিব সু-ভৃত্যগণে ভরত প্রবোধ দানে ।
অমুল্যে ডাকিয়া দেন উপদেশ তা'র পর ।
বিজ্ঞগণে আহ্বানি' পাণিযুগ জোড় করি' ।
ক'ন সবে কার্য্য তব উচ্চ-নীচ অবিচারে ।
আহ্বান করি' প্রজা পুর-পরিজনগণ ।
পরে অমুল্যের সনে গিয়া গুরু-গৃহ 'পর ।
আদেশ যতপি হয় নিয়ম করি পালন ।
হে ভরত তুমি যাহা বুঝিবে করিবে ক'বে ।

নিজ নিজ কাজে পুনঃ নিয়োজেন সবজন ॥
জননীগণের-সেবা স'পেন তাঁহার 'পর ॥ ১
অবস্থার অনুযায়ী মিনতি প্রণতি করি' ॥
দিবেন আদেশ দেব পালন তা' করিবারে ॥ ২
প্রতিষ্ঠিত করিলেন সমস্তা করি' পূরণ ॥
দণ্ডবৎ করি' ক'ন জোড় করি' ছই কর ॥ ৩
শুনি' বশিষ্ঠদেব পুলকি' সপ্রেমে ক'ন ॥
তাহাই জগতীতলে ধর্ম্মের সার হ'বে ॥ ৪

দো—শুনি' উপদেশ
রাজাসন 'পরে

লভিয়া আশীষ
প্রভুর পাছক

গণকে দেখা'য়ে দিন ।
হ্মাপেন বিশ্বনহীন ॥ ৩২৩

চৌ—শ্রীরাম-জননী গুণ-চরণ করি' পূজন ।
ধর্ম-নিরত হ'য়ে পাতার রচি' কুটীর ।
সিঁড়ি-কটি 'পরে শিরে শোভে জটাভার ।
অশ্রু বসন ত্রুত তৈজস ও নিয়ম ।
নানাবিধ ভোগ-সুখ কি বসনে কি কৃষণে ।
যে কোশল রক্ষ্য হেরি' সুরপতি ঈর্ষাযুত ।
রহেন ভরত তথা ভোগে অ-বিকার মনে ।
রমার বিলাস-ভোগ রাম-অমুরাগী জন ।

প্রভুর চরণ-পীঠে আদেশ করি' প্রণয়ন ॥ ১
নন্দীগ্রামে গিয়া বাস করেন ভরত বীর ॥ ২
ধরণী খোদিয়া কুশ-আসন করি' প্রসার ॥ ৩
সহ প্রেম সুকঠোর ঋষি-সম আচরণ ॥ ৪
ভ্যজিলেন পণ করি' কায় মন বাণী সনে ॥ ৫
দণ্ডব-বিন্ত শুনি' ধনপতি লজ্জা পে'ত ॥ ৬
শিলীমুখ রহে যথা ফুট চম্পক বনে ॥ ৭
হেলায় করেন ত্যাগ ঘৃণিত যেন বমন ॥ ৮

দৌ—শ্রীরামের স্নেহ-
পণ্ডিতে চাতকে

ভাজন ভরতে
কমতায় হাঁসে

বড় কথা কিছু নয় ।
সাধুবাদ দিতে হয় ॥ ৩২৪

চৌ—দিন দিন বর-বপু কীণ হ'তে কীণ হয় ।
নিতনিত নবভাবে শ্রীরাম-ভকতি পীন ।
সজ্জিলে হ্রাস যথা শরতের আগমনে ।
শম-দম সংযম সুনিয়ম উপবাস ।
বিশ্বাস প্রবতারা রাক্ষস গণা-দিন ধ্যান ।
রামের ভকতি-বিধু অচল কালিমাহীন ।
ভরতের গতি মতি আর ক্রিয়া অবিচর ।
বর্ণনা করিবারে স্ন-কবিও মানে হার ।

মন্দ মেদ কিন্তু বল মুখ-হবি শোভাময় ॥
বাড়ি'ছে ধরম-দল মন রহে অমলিন ॥ ১
বেতল বিলাস করে হাসি খেলে পদ্মবনে ॥
শোভা করে তারা-সম ভরতের হৃদাকাশ ॥ ২
শ্রীরামের স্মৃতি তাহে সুরবীণা শোভমান ॥
তারাগণ সনে শোভা করে জুড়ে অণু-দিন ॥ ৩
ভকতি বিরাগ গুণ কি বিভূতি সুবিল ॥
তথা গতি নাহি শেষ বাণী গণ-দেবতার ॥ ৪

দৌ—প্রভু-পদপীঠ
ষাচিয়া যাচিয়া

পুঙ্জন নিত্য
আদেশ সাধেন

হৃদে প্রেম উথলিত ।
রাজ্যের কাজে যত ॥ ৩২৫

ভরত-চরিত্র-প্রবণের মাহাত্ম্য

চৌ—কলেবরে পুলকন হৃদে সীতা-রঘুবীর ।
বনে নিবসেন সীতা লক্ষ্মণ রঘুরায় ।
হুইদিক বিচারিয়া কহে জনগণ সবে ।
ত্রুত-নিয়মের কথা শুনি' সাধু কুক্ষিত ।
পাবন নিরতিশয় আচরণ ভরতের ।
হরণ' কঠিন সব-দোষ পাপ কলি-ক্লেশ ।

রসনায় রাম-নাম লোচনেতে প্রেম-নীর ॥
ভরত ভবনে রহি' কর্ণেণ নিজ কায় ॥ ১
সাধুবাদ-উপযোগী ভরত সকল ভাবে ॥
গতি করি' দরশন মহামুনি লজ্জিত ॥ ২
মধুর সুন্দর আর ধারা সুখ ও শুভের ॥
মহা মোহ-শর্ব্বরী-দলনকারী দিনেশ ॥ ৩

চাতকের প্রতিজ্ঞা, সে পৃথিবীর উপরে জলপান করিবে না, আর জল মিশ্রিত হুই হইতে হুই পৃথক
করিবার শক্তিতে হাঁসকে প্রাণসো করিতে হয় ।

শ্রীরামচরিত-মানস

কুসরাজ-সামান্য-বিষম-সংহারে ।

সব-সুখাপদ-বিদূষণ-করিবারে ॥

জনমন-রজন-ভজন-ভব-ভার ।

শ্রীম-ভক্তিরূপী-টানের-ছানিত-সার ॥ ৪

হু—সীতারাম-প্রেম-

পীযুষ-পুঞ্জিত

না-আসিলে-পরে-ভরত-তবে ।

মুনি-মনাগম

শমাদি-নিয়ম

কঠোর-ব্রত-কে-করিত-কবে-না

দম্ব-দুখ-দাহ

দৈন্ত-দুষণ

যশ-ছলে-অপহরিত-কৈ-

কলিতে-তুলসী-

সমান-শঠেরে

হঠে-রাম-মুখী-করিত-কে ॥

সো—ভরত-কাহিনী-করি-নেম-

শুনবে-যে-জন-আদর-বশে ॥

জানকী-শ্রীরামপদে-প্রেম

হ'বে-স্থির-পা'বে-বিরাগ-রসে ॥ ৩২৬

কলিযুগের-সমস্ত-পাপ-ধ্বংসকারী-শ্রীরামচরিত-মানসের

এই-দ্বিতীয়-সোপান-সমাপ্ত-হইল ।

(অযোধ্যাকাণ্ড-সমাপ্ত)

